অভিশপ্ত মযহব

বা

ওহাবী ফিৎনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিশপ্ত মযহব

বা

ওহাবী ফিৎনা

শেখ মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম
ক্বাদেরী সাহেব প্রণীত

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিবেশনায়

রেজ্‌বী একাডেমী
রেজবী নগর খাঁপুর-সংগ্রামপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাইদ বুক ডিপো
নিউ মার্কেট, কালিয়াচক,
মালদহ্

প্রকাশক ঃ
আলহাজ্জ সৈয়দ ফয়জানুল হাসান চিশ্‌তী
চিশতিয়া মার্কাজ, পুরানো ইমামবাড়া
দরগাহ্ শরীফ, আজমের, (রাজস্থান)

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
২৬শে রজব ১৪৩৫ হিজরী, ২০১৪ সাল ইংরাজী

মূল্য—২০০.০০ দুইশত টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ—
প্রিন্ট ও আর্ট
শিয়ালদহ, কলিকাতা

মুদ্রণে ঃ
সুপার ইন্ডিয়া অফসেট প্রেস
কবীর নগর, সিলামপুর,
নিউ দিল্লি-৯৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

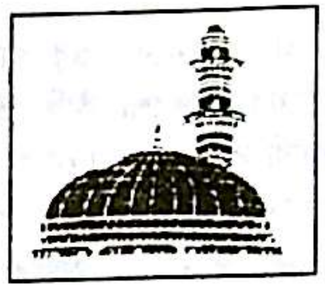

হামদ্ ও সানা

তেরেহী নামসে হর ইবদেতা হ্যায়,
তেরেহী নামসে হর ইতেয়া হ্যায়।
তেরী হামদ্ ও সানা আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্,
কে তু মেরে মোহাম্মদ কা খোদা হ্যায়।
মোহাম্মদ মুস্তাফা কো জানতা হুঁ,
মোহাম্মদ মুস্তাফা কো মান্‌তা হু।
ওসীলে সে মোহাম্মদ মুস্তাফা কে,
খোদা কো জানতা প্যহচান্‌তা হুঁ।
(সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

।। বিজ্ঞপ্তি।।

অসংখ্য মুসলমান ভাই-বোনেদের শুধু পাঠ করা নয়—**হক্ব** ও **বাতিলের** পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কাঁথি শ্রীরামপুর গ্রাম নিবাসী শাহাদাত আলী খাঁন রিয্‌বী সাহেবের আন্তরীক প্রচেষ্টায় এবং বিশেষ সহযোগিতায় কিতাবখানি পুণর্মুদ্রণ করা হইল। প্রথম মুদ্রণেঃ অসাবধানতাহেতু কিছু কিছু স্থানে ভুল অক্ষর ও অশুদ্ধ শব্দ মুদ্রিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় মুদ্রণে তাহা শুদ্ধ করার জন্য আন্তরীক চেষ্টা করা হইয়াছে। অনিচ্ছাকৃত কোন প্রকার ত্রুটীর জন্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

পূর্ব্বের মুদ্রণে এবং বর্তমান মুদ্রণের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় সংযোজন এবং বিয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে কিতাবখানির সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঠকবৃন্দের প্রতি আবেদন, কিতাবখানি ধীর-স্থির মস্তিষ্কে অধ্যয়ন পূর্বক কোন্ পথটি হক্ব-এর এবং কোন্ পথটি বাতিলের তাহা অনুধাবন পূর্বক আল্লাহ্ পাকের এই অধম বান্দাকে কিতাবখানি মুদ্রণের নিমিত্ত কৃতার্থ করিবেন।

এই কিতাবখানি পূণমুর্দ্রণের নিমিত্ত মোঃ আশ্‌রাফুল আমিন সাহেবকে মযহাবের খিদমতে বহুল প্রচারের নিমিত্ত **সর্ব্বস্বত্ব** প্রদান করিলাম। কিতাবখানির কোনো অংশ অথবা পূর্ণ অংশ অন্য কেহ মুদ্রণ বা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেহ তাহা করেন, তবে আইনত দন্ডনীয় হইবেন।

বিনীত

গ্রন্থকার

।। উৎসর্গ ।।

'অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিৎনা' পুস্তকটি যাহা আপনাদের পাঠাধীন হইবে, তাহা একজন মহান ব্যক্তির করকমলে উৎসর্গ করা হইল, যিনি হইলেন, শ্রদ্ধেয় শেরে বাঙ্গালা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্‌তী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন আলী অল্ হুসাইনী সাহেব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

।। কৃতজ্ঞতা ।।

আমীরে শরীয়ত, পীরে তরীকত, মোজাহেদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাহীয়ে শির্‌ক ও বিদ্‌য়াত, ক্বাতিয়ে ওহাবীয়াত ও নাজ্‌দীয়াত হুযূর আল্লামা আল্‌হাজ্জ শাহ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান সাহেব কুদ্দাসা সির্‌রুহু রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুর প্রিয় শাগরেদ ও অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা, চেরাগে বাংলা, সেরাজুল উলামা, শেরে বেশায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত্‌, বাহরুল উলুম, আলে পাক-ই-রসূল হযরত মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মূহসিন আলী আল্‌ হুসাইনী মাদ্দা, জিল্লাহুল আলী, তাঁহার অশেষ অনুগ্রহে অধমের অত্র পুস্তকের পাণ্ডুলিপির প্রতি নেক্‌ দৃষ্টি দান করতঃ একটি নির্ম্মল, হৃদয়গ্রাহী ও সুদীর্ঘ মতামত পেশ করিয়াছেন, যাহা অত্র পুস্তকের প্রারম্ভে সংযোজিত হইয়াছে তজ্জন্য আমি মাওলানা সাহেবের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

আমার মহতরম সাইয়েদ মোহাম্মদ বশীর আহমদ আল হুসাইনী সাহেব অত্র পুস্তকের নামকরণ করিয়া এবং পুস্তক মুদ্রণ কালীন প্রুফ সংশোধন পূর্ব্বক চির কৃতজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহার অবদান চির স্মরণীয়।

এতদ্ব্যতীত পুস্তক প্রণয়নে যাঁহাদের অনুপ্রেরণা রহিয়াছে তাঁহাদের প্রতি বিশেষতঃ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম ক্বাদেরী সাহেব ভাগলপুরী, জনাব মোহাম্মদ সাদ্‌রে আলম রিয্‌বী সাহেব গাযীপুরী, জনাব মোহাম্মদ নযরে আলম ক্বাদেরী সাহেব রোহতাসবী, জনাব শেখ মোহাম্মদ চাহালউদ্দিন ক্বাদেরী সাহেব মেদিনীপুরী, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আইউব শরীফুল ক্বাদেরী দেওরীয়াবী, জনাব শেখ মোহাম্মদ আবুল কাসেম হাবীবী সাহেব মেদিনীপুরী—প্রভৃতি নেক্‌ ব্যক্তিগনের নিকটও আমি চির কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। তাহাদের নেক দোয়ার বরকতে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

বিনীত—
শেখ মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম ক্বাদেরী

গুযারিশ

চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে মরুময় মক্কায় বিশ্বপালক আল্লাহ্‌তা'য়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত **নূর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী** হযরত আহ্‌মদে মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্‌রাফুল মখ্‌লুকাতের মধ্যে বিকশিত হইয়া বিশ্ববাসীর কল্যাণ নিমিত্ত পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময় আখেরী যামানায় সর্বপ্রথম সত্য ও শান্তির বাণী গুরু গম্ভীর কণ্ঠে ও বজ্রকঠিন স্বরে প্রচার করিয়াছিলেন যে, **আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনন্ত, অজয় ও অমর, অব্যয় ও অক্ষয়, অসীম ও সর্বজ্ঞ আর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি লা শরীক ও নিরাকার, তিনি কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তা এবং সকলের প্রতিপালক প্রভু, তিনিই একমাত্র উপাস্য, অন্য কেহ নহে।**

যাঁহার নূর হইতে পৃথিবী-আকাশ, সলিল-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও সমূহ মখ্‌লুকাত সৃজিত, তিনিই মক্কী ও মদ্‌নী আল্‌ আরাবী, সত্যদ্রষ্টা ও শান্তিদাতা হুযূরে আকরম নূরে মোজাস্‌সম সৈয়দে আলাম **মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।** তাঁহার-ই মধুঝরা মুখনিঃসৃত পুতঃ পবিত্র, শুচিশুদ্ধ, সুনির্মল ও সত্য ভবিষ্যদ্বানী রহিয়াছে যে ঃ—

পূর্বদিক হইতে কিছু লোক প্রাদুর্ভূত হইবে, যাহাদের বাক্যগুলি নেক ও কার্য্যাবলী মন্দ হইবে। উহারা ক্বুরআন পাঠ করিবে, কিন্তু ক্বুরআন উহাদের কণ্ঠ হইতে নিম্নে নামিবে না। উহারা দ্বীন হইতে এমন ভাবে বহিষ্কৃত হইয়া যাইবে, যেমন ভাবে তীর বহির্ভূত হইয়া যায় শিকার ভেদ করিয়া। উহারা আর ফিরিবে না দ্বীনের দিকে, যেরূপ ভাবে তীর ফিরে নাই ধনুকের দিকে। অতি শ্রীঘ্রই আমার উম্মাতের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইবে, যখন এক যামানার লোক শেষ হইয়া যাইবে তখন অন্য গোরোহ জন্মাইবে। এমন কি উহাদের শেষ দলটি মসীহ দার্জ্জালের সহিত মিলিত হইবে।

সুতরাং বর্ত্তমান যুগের এই বেদ্বীন-ঈমান চোর, বাকচাতুরে ভবঘুরে, অধর্ম্মী ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

পথভ্রষ্ট দলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মুসলিম সমাজ জীবনের স্তরে স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়া সত্য, সঠিক ও প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিবার বাসনায় এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিবার প্রয়াস করিয়াছি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সমীয়ুম্ ও বসীর, তিনি অবশ্যই জ্ঞাত যে আমি কোনও প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য, লোভ কিংবা বিদ্বেষমূলক বিষোদগার করিবার ইচ্ছায় অথবা কোন প্রকার নফ্সানীয়তের বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে বসি নাই, বরং যাহা সত্য তাহা কওমের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে এবং বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, অসাম্যের মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিবার অভিলাষেই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিবার মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

যদি এই পুস্তকের দ্বারা বিপথগামী পথহারা বাউণ্ডলের দল সত্য ও শান্তির পথে পরিচালিত হইয়া থাকে—তাহা হইলেই জীবন ধন্য বলিয়া মনে করিব। কায়-মনোবাক্যে ইহাই বিশ্ব-নিয়ন্তার নিকট আরয জানাইতেছি।

আরয গুযার,

শেখ মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম ক্বাদেরী

সাং ও পোঃ-নীলপুর, নন্দীগ্রাম,

জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পবিত্র দ্বীন ও মযহবের কয়েকটি কথা	১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	
সত্য সংবাদ দাতার ভবিষ্যদ্বাণী	২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	
সংক্ষিপ্ত ওহাবী-নজদী ইতিহাস	৩৬
হাদীসে কবর যিয়ারতের তাগিদ	৪৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	
১৩৪৩ হিজরীর মর্মান্তিক নজ্দী অত্যাচার	৫৬
হাজী বরকত আলী সাহেবের চিঠি	৬০
পত্রিকা 'আখবারুল ফক্বীহ অমৃতসর"-এর কিছু অংশ	৬১
মৌলানা শরীফ হুসাইনের অপরাধ	৬২
আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহলী লখনবীর চিঠি	৬৩
ইশ্তেহার আঘগার ওলীক এর অনুবাদ	৬৪
বোম্বাই হইতে আগত সংবাদ সমূহের একটি বিশেষ অংশ	৬৫
পত্রিকা 'আল কাসিম' এর একটি অংশ	৬৬
নজ্দীদের নতুন ইবলীসী অপকর্ম	৬৭
তসবীহ্ দালায়েলুল খয়রাৎ শরীফ ও দরূদ পাঠে নিষিদ্ধ	৬৯
সালামের বিনিময়ে হত্যা	৭১
করাচীর হাজীগণের বয়ানের একটি অংশ	৮৩
বিধ্বস্ত মসজিদ ও মাযারাতের নাম	৮৫
খেলাফৎ প্রতিনিধিগণের রিপোর্টে উপরোক্ত মযমুনগুলির সত্যতা স্বীকার	৮৬
মক্কার বিধ্বস্ত মবানী ও মায়াসির	৮৭
বিধ্বস্ত মসজিদ ও মাযারাত সম্বন্ধে প্রতিনিধির জ্ঞাতসার	৮৮
বিধ্বস্ত মাযারাত ও মসজিদ	৮৮
প্রতিনিধি সদস্যদের স্বাক্ষর	৯২

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আখবার 'ইত্তেহাদ' এর একটি অংশ	৯২
লখনৌয়ের এক টেলিগ্রাম	৯৩
ফরিয়াদ	৯৩
ব্যরিস্টার এট্ ল্য শেখ মুশাইয়ের হুসাইন কিদ্ওয়াইর্ বয়ান	৯৫
সালতানাত বারতানিয়া (ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট) ও ইবনে সউদের চুক্তিনামা	৯৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ	
ভারতে ওহাবীয়াতের প্রাদূর্ভাব	৯৯
মৌলবী ইসমাইল দেহলবী	১০৩
সৈয়দ আহাম্মদ বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাইলের আন্দোলন	১০৪
সৈয়দ আহম্মদ বায়বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাইলের মৃত্যু	১০৯
ইসতিফ্তাহ	১১৫
আল জওয়াব	১১৫
ওহাবী ধর্ম ও তার মতবাদ	১১৭
ওহাবী মতবাদ ও তাকবিয়াতুল ঈমানের ফরমান	১১৮
মহফিলে মীলাদ	১৩৩
অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে মিলাদ ও নাত	১৩৪
কিয়াম	১৪৬
ঈসালে সওয়াব	১৫১
ওহাবী পুস্তক	১৫৭
কয়েকটি জঘন্য এবারৎ	১৫৮
মকদ্দমার অভিযোগ	১৬৪
পেস্কার, উকিল, ব্যারিস্টার, জর্জ প্রভৃতির উপস্থিতিতে 'হুসামুল হারামাইন' এর সত্যতা উদঘাটন	১৬৫
ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়	১৬৬
সেসন জর্জের রায়	১৬৮
বিখ্যাত ওহাবী নেতা মুরতাজা হাসান দারভাঙ্গীর সিদ্ধান্ত	১৬৯
উলামায়ে আহ্লে সুন্নতের প্রণোদিত পুস্তকের উপর বিখ্যাত দেওবন্দী আলেম ও ফাজেল মৌলানা আমির উসমানী সাহেবের বক্তব্য	১৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রমুখ দেওবন্দী আলেম মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী ও মৌলবী আশ্রাফ আলী থানবীর বয়ান	১৭৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ	
উলামায়ে দেওবন্দের প্রণীত পুস্তকগুলির কুহেলিকাচ্ছন্ন কয়েকটি এবারৎ	১৮৩
ইসলাম বিরোধী কয়েকটি ফাৎওয়া	১৯৮
দেওবন্দীদের অন্ধ আকীদা	১৯৯
গাঙ্গোহীর সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী	২০২
মৌলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর ইংরেজ দোস্তী	২০৭
আল্লামা ফযলে হক্-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২১০
জামিয়াতুল উলামায়ে হিন্দের অভিনন্দন	২১১
লণ্ডনের টেলিগ্রাম	২১১
প্রত্যক্ষদর্শী খেলাফৎ সদস্যবৃন্দের বয়ান	২১২
বিধ্বংসিত মাযারাতের তালিকা	২১৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ	
মৌলবী ইলিয়াস ও তবলীগী আন্দোলন	২১৫
সুলতান নজদের দরবারে মৌলবী ইলিয়াস	২১৭
কলমের চুরি	২১৮
মৌলবী ইলিয়াসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২১৮
মৌলবী ইউসুফ ও ইলিয়াসী তবলীগ	২২৩
খেলাফত ও নেয়াবত	২২৩
জীবনের শেষ যাত্রা	২২৪
সুলতান নজ্দ ও মৌলবী ইউসুফের সৌহার্দ	২২৬
ভারতের ফিরকা পরস্ত গোষ্ঠীর সহিত তবলীগীদের ঘণিষ্ঠতা	২২৬
দৈনিক 'সঙ্গম' পত্রিকার একটি বিশেষ অংশ	২২৮
চিহ্নিত ১৪১ ঃ ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে বিদেশী টাকার উপর নিষেধে ভূকম্প	২২৮
একটি প্রশ্ন	২২৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ	
আলা হযরত ইমামে আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২৩৮
আমেরিকান প্রফেসার অ্যালবার্টের রোমাঞ্চকর ভবিষ্যদ্বানী	২৪১
বারগাহে রযবীতে আলীগড় ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দিন	২৪৪
বেলুচিস্থান হইতে জনৈক আলেমের চিঠি	২৪৫
মাহনামা 'নূরীকিরণ' এর কিছু অংশ	২৪৬
শেরে হিন্দ আল্লামা লখনৌবীর কওল	২৪৭
ওহাবী নেতা মৌলভী নিজামুদ্দিনের কওল	২৪৮
সাপ্তাহিক 'শাহাব' পত্রিকার কিছু অংশ	২৪৯
ওহাবীদের হাকিমূল উম্মত আশরফ আলী থানবীর মতামত	২৪৯
থানবী সাহেবের ফরমান	২৪৯
আলা হযরতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের নিদর্শন	২৫০
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ	
অপবাদ খণ্ডন	২৫৩
ফুরফুরা শরীফের দাদা হুযুর পীর কেবলার ভক্ত ও মুরীদগণের প্রতি সতর্কবানী	২৮৪
মুসলমান ভাইগণ! ওহাবী, নজ্‌দী, দেওবন্দী ও তবলীগী ফিৎনা হইতে সাবধান	২৮৬
পাঁশকুড়ায় মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া দেওবন্দী ওহাবীদের মোনাজরা হইতে লজ্জাকর পলায়ণ	২৯৩
পুরস্কার	৩০০
নবম পরিচ্ছেদ ঃ	
ইন্তেকাম	৩০২
সালাম-এ-মুস্তাফা	৩১১
পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় মোনাজরার ফলাফল	৩১৩
ইসলামের নামে আর একটি অপসংস্কৃতি	৩১৭
অরবড়া মোনাজরা সভার ফলাফল	৩১৯
পুস্তকখানি সম্পর্কে অভিমত	৩২২

।। পবিত্র দ্বীন ও মযহবের কয়েকটি কথা।।

করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার অতুলনীয় সৃষ্টি হইতেছেন তাঁহার-ই হাবীব ও মহবূব দো-জাহানের বাদশাহ রহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীন, শফীউল মুযনাবীন, খাতামান্নাবীঈন, সমস্ত সৃষ্টির আক্বা ও মওলা, **হযরত আহ্‌মদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম**। এই বিশাল বিশ্বের কোন সৃষ্ট বস্তুই এককভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবেই হউক—তাঁহার সমতুল্য বা সমকক্ষ নহে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহার অনন্ত, অসীম মহিমাময় গুণাবলীর মধ্য হইতে বহু গুণাবলীই নিজ মহবূবকে অর্পণ করিয়া মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। একাধারে সমূহ সৃষ্টির মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ কেবল তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র পরই তাঁহার মহিমা। ইসলামের এক মহা মনীষী তাই উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন ঃ—

"হুসনে ইউসুফ দ্যমে ঈসা য়্যাদে ব্যয়যা দারী, আন্‌চে খুবাঁ হ্যমা দারান্দ তূ তানহা দারী।"

অর্থাৎ—হযরত ইউসুফের মন হরণকারী মোহন-রূপ, হযরত ঈশার মৃত সঞ্জীবনী ফুৎকার ও হযরত মূসার করতল-মধ্যস্থিত মহা-জ্যোতির্ময় ডিম্বাকৃতি ঘনীভূত জ্যোতিপুঞ্জ—এক কথায় সমগ্র সৃষ্টির সমূহ মহৎ গুণরাজি একা তোমারই মধ্যে নিহিত।

ইসলামের আর একজন মহা মনীষী বলিয়াছেন ঃ—

"এয়া সাহেবাল জ্যমাল ওয়া এয়া সৈয়েদাল বাশার, মিউঁ ওয়াজ্‌হিকাল মুনীরি লাক্বাদ নাউ্‌ওয়ারাল কামার, লা ইউম্‌কিনুস্ সানাউ ক্যমা কানা হ্যাক্বক্বাহু, ব্যয়াদায্ খোদা বুযার্‌গ তুঈ ক্বিস্‌সা মুখ্‌তাসার।"

অর্থাৎ—হে মহা সৌন্দর্য্যবান পুরুষ, হে মানবকুল শ্রেষ্ঠ মহামানব, তোমার জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে চাঁদ আলোকিত—তোমার গুণকীর্তন করা যেরূপ উচিৎ তাহা অসম্ভব, আল্লাহ্‌র পরেই তুমি মহৎ, এই বলিয়া আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম।

ক্বুরআনে করীমে ইসলাম গ্রহণ ও ঈমান আনয়নের আদেশের পরই আল্লাহ্ তা'য়ালা সারা জাহানের মুমিন ও মুসলিমদের উপর স্বীয় হাবীবের সম্মান ও শ্রদ্ধাকে ফরয করিয়াছেন, তৎপরে নিজ তসবীহ ও এবাদৎকে। অতএব আল্লাহ্‌র এবাদৎ অপেক্ষা রসূলের তাযীম যে অধিকতর বড় ফরয, তাহা পবিত্র ক্বুরআনী আদেশ দ্বারাই প্রমাণিত। এক্ষণে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীবের সম্মান ও শ্রদ্ধাকে নিজ বান্দাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বড় ফরযরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। আহ্‌লে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নত ওয়াল জামায়াত ব্যতীত অন্যান্য বেদ্বীন ও বদ মযহব দলের লোকেরা এই ক্বুরআনী নির্দেশকে অবহেলা ও অবমাননা করিয়া বিপথগামী ও বেঈমান হইয়াছে। উহারা বলে, "রসূল তো আমাদেরই ন্যায় মানুষ, মহাগ্রন্থ ক্বুরআনে এই কথাই ঘোষণা করা হইয়াছে। তাই, মানুষ হিসাবে তাঁহাকে যতটুকু সম্মান দান করা উচিত ও প্রয়োজন, তাহাই তো আমরা করিয়া থাকি। মানুষ অপেক্ষা অধিক সম্মান করিলে আধিক্য বশতঃ যদি শির্ক হইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় আমরা নবীর অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তিনি যখন আদম-সন্তান ব্যতীত নহেন, আর আমরাও সেই আদমেরই বংশজ, তখন তিনি আমাদেরই ভাই ব্যতীত আর কি হইবেন? **তবে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী ও বড় সৃষ্টি, তাই বড় ভাই—আর আমরা 'নবী' না হওয়ার জন্য ছোট সৃষ্টি, সুতরাং ছোট ভাই।** ওহাবী দেওবন্দীদের নিকট মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী প্রণীত তাক্‌বীয়াতুল ঈমানের নির্দেশ হইতেছে, ক্বুরআন হইতেও মহান। উক্ত পুস্তকের ফরমান ঃ নবীর তাযীম মানুষের তাযীমের ন্যায়ই করা উচিৎ বরং তদপেক্ষা অল্পই বাঞ্ছনীয়।

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হইতেছে ঃ আল্লাহ্‌র হাবীব ও মাহবুবকে রহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীন, শাফীউল মুযনেবীন, খাতা-মুন্নাবীঈন, সৈয়েদুল আউ্‌ওয়ালীন ওয়াল আখেরীন আলেমে 'মাকানা ওয়া মায়্যাকূন'—ইত্যাদি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মহা সম্মানকর গুণে গুণান্বিত মহান পয়গম্বর মান্য করিয়াই সম্মান ও শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। হুযূরে আকরমের সহিত তাযীম ও মহব্বত যেরূপ কামেল **হইবে,** উম্মতির ঈমান ও ইসলাম তদনুরূপই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার প্রতি প্রেম ও **মহব্বত** নিজ মাতা-পিতা-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, জান-মাল, ইয্‌যত-আবরূ এবং সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতেও যদি অধিক প্রিয় ও কাম্য না হয়, তাহা হইলে ঈমানে কামেল লাভ হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত তাযীম ও সম্মানের জন্য প্রেম ও মহব্বত-ই হইতেছে একমাত্র শর্ত। বিনা মহব্বতে তাযীম সম্ভব নহে। তবে হুযূরের প্রকৃত তাযীম ও মহব্বত করিয়া যদি কেহ সীমা লঙঘন করতঃ আল্লাহ্‌র যাত, সিফাত ও লওয়াযিমাতে যাত-সিফাত, এক কথায় আল্লাহত্বের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে অবশ্যই শির্ক হইবে। বলা বাহুল্য কোনও সুন্নী সহীহুল আকীদা মুসলমান হুযুরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য জ্ঞান করে না, মা'বূদরূপে তাঁহার এবাদৎ করেনা বা তাঁহাকে চিরন্তন ও অবিনশ্বর মান্য করে না, অতএব কিরূপে শির্ক হইবে? ইসলামের মহান ব্যক্তিগণ বলেন—**"নবীর তাযীম যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন, যদি আল্লাহ্‌র তাযীমের ন্যায় না হয়, তাহা হইলে জায়েয, উত্তম ও ঈমান বর্ধক হইবে।"**

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যাঁহাদের হৃদয়ে নূরে ঈমান ও চক্ষুতে দ্বীনের জ্যোতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার প্রিয় নবীর মর্য্যাদা, সম্মান ও উচ্চাসন দর্শন করিয়া বিস্ময়ে হতবাক, আনন্দে বিহ্বল, সুখে মাতোয়ারা, ভাবে বিভোর ও শান্তিতে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার মহব্বত ও তাযীমের উন্মাদনায় মাতিয়া উঠে। নবীর পবিত্র নাম

শ্রবণে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় চুম্বনপূর্ব্বক চক্ষুদ্বয়ে স্পর্শ করা, তাঁহার স্মরণে মীলাদ মহফিল কায়েম করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা, পৃথিবীতে তাঁহার শুভাগমনের ঘটনা বর্ণনাকালীন আনন্দাবেগে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেতভাবে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাযীম ও মহব্বতের সহিত তাঁহার বারগাহে ক্বিয়াম ও সালাত ও সালামের নযরানা প্রভৃতি উত্তম কার্য্যগুলি আট শতাধিক বর্ষকাল হইতে সারা জগদ্ব্যাপী আইম্মায়ে কারাম, বুযর্গানে এযাম, উলামা ও ফুক্বাহায়ে ইসলাম এবং সাধারণ মুসলমান দ্বীনদার ও মুমিনগন বিনা ইনকারে পালন করিয়া আসিতেছেন; অথচ উক্ত বরকতময় ঈমান পরওয়ার উত্তম কার্য্যগুলি ওহাবী-দেওবন্দী ধর্ম্মে শিরক, বিদ্‌য়াৎ, নাজায়েয হারাম ও কেষ্ট ঠাকুরের জন্মের 'সং' স্বরূপ।

হৃদয়ে যাঁহার প্রেম, মহব্বত, সম্মান ও শ্রদ্ধা কায়েম আছে, অধিকাংশ সময়ই মানুষ তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন ও স্মরণে মশগুল থাকে। আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূলের প্রিয় উম্মত আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের লোকেরা নিজেদের প্রিয় নবীকে কত প্রকারেই না স্মরণ করিয়া সুখ-শান্তি-আনন্দ লাভ করে। সন্তান জন্মিলে তাহার আক্বীক্বায় মীলাদ, খাতনায় মীলাদ, বিস্‌মিল্লাহ খানীতে মীলাদ, শাদীতে মীলাদ—কেবল সুখেই নয়, দুঃখেও তাঁহার প্রিয় উম্মতগণ তাঁহাকে বিস্মৃত হয় না। মরিয়া গেলে তাহার তীজায় মীলাদ, দসবীঁতে মীলাদ, বীসবীঁতে মীলাদ, মাহীতে মীলাদ, চালীসবীঁতে মীলাদ, শশমাহীতে মীলাদ, বরসীতে মীলাদ—অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুখে দুঃখে, হর্ষে-বিষাদে, রোগে-শোকে, সম্পদে-আপদে উক্ত মহা বরকত ও রহমতপূর্ণ মীলাদ শরীফের মাধ্যমে নবীকে তথা তাঁহার স্রষ্টাকে সুন্নীগণ স্মরণ করে—শান্তি ও সান্তনা পায়। কেবল আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিলেই তো তাঁহার রসূলকে স্মরণ করা হয় না? বরং রূসলুল্লাহকে স্মরণ করিলে তাঁহার আল্লাহ্‌কে অবশ্যই স্মরণ করা হয়। হাদীসে ক্বুদ্‌সীতে আছে ঃ **"জায়াল্‌তু তামামাল ঈমানা বিযিক্‌রী মায়াকা ওয়া জায়াল্‌তুকা যিক্‌রাম মিন যিক্‌রী ফামান যাকারাকা যাকারাণী"** অর্থাৎ—আমি নিজ স্মরণের সহিত তোমার স্মরণকে মিলিত করিয়া মোমিনগণের ঈমানকে পূর্ণ করিয়াছি, এবং তোমার স্মরণকে স্বীয় স্মরণ সমূহের মধ্যে একটি স্মরণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। যে ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিল, সে আমাকেই স্মরণ করিল। আল্লাহ্‌র এই ফরমানের দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে, নবীর স্মরণই আল্লাহ্‌র স্মরণ। কিন্তু ওহাবী-নজ্‌দী-দেওবন্দীরা ইহা স্বীকার করে না।

নবীয়ে করীমের ওপর দরূদ পাঠ করার যে কত ফযীলত, রহমত ও বরকত আছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁহার হাবীবের উপর নিজ ফেরেশ্‌তাকূলসহ দরূদ পাঠ করেন এবং মোমিনগণকে আদেশ দেন যে, তোমরা আমার মাহ্‌বুবের উপর চরম তাযীম ও পরম শ্রদ্ধার সহিত সালাত ও সালাম পাঠ কর। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁহার প্রিয় হাবীবের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা এত অধিক পছন্দ করেন যে, মদীনা তৈয়েবায় নিজ হাবীবের উপর সালাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও সালাম পাঠ করিবার জন্য দিবা ভাগে ৭০ হাজার ও রাত্রিকালে ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিয়ামত পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই কায়েম থাকিবে। যে ফেরেশ্‌তা একবার এই সুযোগ পাইবেন, দ্বিতীয়বার তিনি কিয়ামত পর্য্যন্ত আর সেই সুযোগ পাইবেন না। রসূলে করীমের নিকট দরূদ-সালাম পৌছাইবার জন্য আল্লাহ্‌তা'য়ালা স্বীয় হাবীবের মাযার শরীফে একজন বিশ্বকর্ণ ফেরেশ্‌তাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যিনি বিশ্বের সালাত ও সালাম পাঠকারীদের দরূদ ও সালাম শ্রবণ করিয়া হুযূরে আকরমের নিকট পৌছাইয়া দেন, জগতের যে কোনও স্থান হইতেই দরূদ ও সালাম পাঠ করুন না কেন। কিন্তু হুযূরের সহিত গভীর প্রেম ও আন্তরিক মহব্বতকারী উম্মতগণ, জগতের যে কোনও স্থান হইতেই দরূদ ও সালাম পাঠ করুন না কেন, প্রিয় নবী স্বকর্ণে তাহা শ্রবণ করেন। কেবল ইহাই নহে হুযূর (সালঃ) তাঁহার পিতাকে ও তাঁহার খান্দানকে পর্য্যন্ত জানেন ও চেনেন। সুব্‌হানাল্লাহ্‌!

মীলাদ মহফিলে ও আহ্‌লে সুন্নতের ওয়ায-মজলিসে যেরূপ আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, সেইরূপ অন্য কোনও ফির্‌কার সমাবেশে বা ইজতিমাতে নসীব হয় না। বহুজন বিদিত যে, ঐ সকল সমাবেশে মোটেই দরূদ পড়া হয় না। ওহাবী দেওবন্দীরা বলে যে, **"সুন্নী আলেমগণ ওয়ায ভুলিয়া যায়—দরূদ পড়াইয়া ওয়াযের বিষয় স্মরণ করে।" দুশমনে নবীদের এইরূপ কথার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, দরূদে পাকের ফযীলত সমূহের মধ্যে ইহাও এক বৈশিষ্ট্য যে, বিস্মৃত বস্তু স্মরণ করাইয়া দেওয়া।** এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ যে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মুমিনদেরকে **'মুত্বলাক'** দরূদ-সালাম পাঠ করার জন্য আদেশ ফরমাইয়াছেন, শুইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া সর্বাবস্থাতেই দরূদ সালাম পাঠ করা জায়েয। কিন্তু দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করিলে, **"সল্লূ আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা।"** এর অনুযায়ী অবস্থা সৃষ্টির কারণে অধিকতর সওয়াবের যে অধিকারী হওয়া যায়, বলাই বাহুল্য। সুতরাং মীলাদ ও কিয়ামের ন্যায় অশেষ কল্যাণ ও পরম সওয়াবের বস্তু আবিষ্কার করিয়া যে মহান পুরস্কার আহ্‌লে সুন্নতকে উপহার দিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁহার কবর মুবারককে নূর আলা নূর করিয়া রাখিয়াছেন।

সুন্নীয়তের আর একটি বিশেষ চিহ্ন হইতেছে, নিয়ায, ফাতিহা ও উরসে বুযর্গানে দ্বীন। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা নিজ বান্দাদিগকে ইহজীবনে ভোগ করিবার জন্য অফুরন্ত নে'য়ামত ও সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য বান্দাগণ যদি তাঁহার শুক্‌রগুযারী না করে—কৃতজ্ঞ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ন্যায় নমক হারাম ও না শুক্‌রা এবং অকৃতজ্ঞ আর কাহারা হইবে? খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, টাকা কড়ি, সোনা-দানা ও অসংখ্য ব্যবহারোপযোগী বস্তুসমূহের মধ্যে তওফীক্ব অনুযায়ী বস্তু সম্মুখে রাখিয়া কুরআনে করীমের কয়েকটি আয়াত, চারি কুল, সূরাহ ফাতিহা ও সূরাহ বক্বরের মুফ্‌লিহূণ পর্য্যন্ত পাঠ করতঃ দরূদ পাঠের পর অতিশয় আন্তরিকতার সহিত দুই হাত তুলিয়া বারগাহে খোদাওয়ান্দীতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোনাজাত করা—আয় রহ্‌মানুর রহীম আল্লাহ্‌, আমার সম্মুখে রক্ষিত তোমার প্রদত্ত যে খাদ্য-পানীয়, কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা আদি সদ্‌কার জন্য রহিয়াছে এবং তোমার মহাবাণী কুরআনে মজীদ হইতে যাহা কিছু তিলাওয়াত হইয়াছে নবীর ওয়াসীলায় সকল কিছুরই ত্রুটী বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করতঃ নিজ শান ও মহিমানুযায়ী কামেল সওয়াব প্রদান কর। উক্ত সওয়াব হুযূর রহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীনের রূহে মুকাদ্দসে নযর করার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি; অতঃপর কুল আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম, সিদ্দীকীন, শুহাদা, আওলিয়া, স্বালিহীনদের আরওয়াহে তৈয়েবায় নযর করার জন্য দোওয়া চাহিতেছি; অতঃপর আমার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব—যাহারা ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহাদের আরওয়াহে ঈসালে সওয়াবের জন্য দোয়া জানাইতেছি—কবুল কর নিজ হাবীবের-সদ্‌কায় ও ওয়াসীলায়। **সংক্ষেপে ইহাই ইহল নিয়ায ও ফাতিহা বা ঈসালে সওয়াবের ত্বরীকা।**

বুযুর্গানে-দ্বীনের উরসও তো ঈসালে সওয়াব-ই। হুযূর রসূলে করীমের যমানা হইতে অদ্যাবধি ইহা পালিত ও আচরিত হইয়া আসিতেছে। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া তাঁহার নে'য়ামত ও সম্পদের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত আম্বিয়া, আওলিয়া, বুযর্গানে দ্বীন, কুল মুমিনীন মুমিনাত, মুসলিমীন মুসলিমাত ও নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের আরওয়াহে তিলাওয়াৎ ও সদ্‌কার ঈসালে সওয়াবের দোয়া চাওয়ায় কি দোষ আছে—বোঝার অগম্য। সমস্ত বুযর্গানে দ্বীনের সিলসিলায় এই উত্তম তরীকার প্রচলন রহিয়াছে। এই মহা বরকতময় রহ্‌মতপূর্ণ মনদূব ও মুস্‌তাহসন কার্য্যকে নজ্‌দী-ওহাবী-দেওবন্দীরা নাজায়েয, হারাম, শির্‌ক, বিদয়াৎ, তাশাব্বুহে হুনূদ ও প্রতিমার নৈবেদ্য বলিয়া ফাতওয়া দেয়। অথচ ইহাদেরই মহামান্য পীর ও মুরশিদ জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মহাজেরে মক্কী রহ্‌মাতুল্লাহ তা'য়ালা আলাইহি অতিশয় মহব্বত ও পরম তাযীমের সহিত এই মীলাদ, কিয়াম, নযর ও নিয়ায, উরস ও ফাতিহা—প্রভৃতি মুস্‌তাহাব কার্য্যগুলিকে চরম আন্তরিকতার সহিত আজীবন করিয়া গিয়াছেন। সুন্নীদেরকে এই ওহাবী নজ্‌দীরা বিদ্‌য়তী, মুশরিক ও রেযাখানী বলিয়া ফৎওয়া দেয়ই—ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া উক্ত ওহাবী-দেওবন্দীদের শায়খে তরীক্বত হযরত হাজী সাহেবের কথা চিন্তা করুন, তিনি নিজে উক্ত মহাভক্ত ও পরম অনুরক্ত (?) মুরীদ ও মু'তাক্বিদদের ফৎওয়ার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন কি? হায়, এই সকল মূর্খ, বর্বর, কৃতঘ্ন, বদ মযহব ও বেদ্বীন ওহাবীরা নিজেদের মহামান্য পীর ও মুরশিদকে পর্য্যন্ত বিদ্‌য়াতী, মুশরিক ও কবরপরস্ত ফৎওয়া দান করতঃ জাহান্নামী বানাইয়া ক্ষ্যান্ত হইল।

যে কার্য্য হযরত রসূলে করীমের সম্মান ও শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভক্তি প্রভৃতি সূচীত করে তাহাই এই ওহাবী নজ্‌দীদের নিকট বিদ্‌য়াৎ ও শির্‌ক, নাজায়েয ও হারামরূপে গণ্য! কিন্তু, তাঁহার অসম্মান, অশ্রদ্ধা, তত্ত্বহীন ও অবমাননায় কোনও দোষ নাই—বরং সওয়াব আছে।

আকাবেরে ওহাবীয়া ও পেশওয়ায়ে দেওবন্দীয়াগণ নিজেদের লিখিত পুস্তকে যে সকল কথা লিখিয়া আক্বায়ে দোজাহান মাহবুবে খোদা হযরত রসূলে করীমের তওহীন ও নিন্দা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষেপে ভাবার্থ নিম্নে পেশ করা হইল ঃ—

১) আল্লাহ্‌র শানের নিকট হযরত রসূলে করীম চামার হইতেও নিকৃষ্ট।

২) আল্লাহ্‌র শান যে, তিনি ইচ্ছা করিলে এক 'কুন' শব্দের দ্বারাই নিমেষে কোটী কোটী আম্বিয়া, আওলিয়া, জ্বিন ও ফেরেশ্‌তাকে জিবরীল আমীন ও রসূলে করীমের ন্যায় সৃষ্টি করিয়া দেন।

৩) অগ্র পশ্চাতের সকল জ্বিন ও মানুষ মিলিয়া যদি জিবরীল ও পয়গম্বরের ন্যায় হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার হুকুমতের কোনও মর্য্যাদা বাড়িবে না। আর যদি সকলেই শয়তান ও দাজ্জালের ন্যায় হইয়া যায়— তাঁহার হুকুমতের মর্য্যাদার কোনও হানি হইবে না। (তাক্‌বীয়াতুল ঈমান, প্রণেতা মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী)

দেওবন্দীদের ইমামে রব্বানী, যাঁহার কাল কাল বান্দারা ইউসুফে সানী, যিনি মৃতকে জীবিত করিয়াছে ও জীবিতকে মরিতে দেয় নাই—মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী এবং তাঁহার মুরীদ ও খলীফা খলীল আহমদ আম্বেঠবী লিখিল—**শয়তানের ইল্ম হযরত নবীয়ে করীমের অধিক। ইহা ক্বুরআনের 'নস' দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি রসূলে করীমের ইল্মকে শয়তানের ইল্ম অপেক্ষা অধিক বা সমান জ্ঞান করে, সে অবশ্যই মুশ্‌রিক।** (বারাহীনে ক্বাতিয়া)।

দেওবন্দী মযহবের 'ক্বাসিমুল উলুমি ওয়াল খইরাত' কাসিম সাহেব নানৌতবী লিখিয়াছে—(১) হযরত নবীয়ে করীম সর্বশেষ নবী নহেন—এইরূপ ধারণা সাধারণ ব্যক্তির—বিশেষ ব্যক্তিদের মতে হুযূরের যমানায় বা তাঁহার পরেও কোন নবীর আগমনে তাঁহার শেষত্বে কোনও দোষ বর্তাইবে না। (২) নবীর বৈশিষ্ট্য কেবল ইল্মে, থাকিল আ'মল, আ'মলে কখনও উম্মতি নবীর সমান এবং কখনও বাড়িয়াও যায়। (তাহ্‌যীরুন্নাস)

জামিউল মুজাদ্দেদীনে ওহাবীয়া ও হাকীমুল উম্মতে নজ্‌দীয়া দেওবন্দীয়া 'আশরফ আলী থানবী সাহেব লিখিল—**নবীয়ে করীমের শান্ত ও সীমিত ইলমে, ইল্মে গায়েবে তাঁহার কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এরূপ ইল্মে গায়েব প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তি, শিশু-পাগল, জন্তু জানোয়ারদের পর্য্যন্ত আছে।** (হিফযুল ঈমান)। পৃঃ ৭

উক্ত প্রকারের কত যে ঘৃণ্য ও জঘণ্য ইবারত নবীয়ে দোজাহানের শানে আক্‌দাসে লিখিয়া ওহাবী আকাবেররা নিজেদের আ'মল ও আক্বায়েদের লিপিকে কালিমা লিপ্ত করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উক্ত ওহাবীদের ন্যায় চতুর ও প্রতারক জগতে বিরল। ইহারা নিজেদের মহাপাপের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে একান্ত সিদ্ধ হস্ত। ইহারা ইমামে আহ্‌লে সুন্নত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত রাদীয়াল্লাহ তা'য়ালা আন্‌হুর মোবারক নামে হীনাদপি হীন কলঙ্কারোপ করিয়া

যে সকল মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে, তাহা চূড়ান্ত মিথ্যা ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত চরম ঘৃণ্য, জঘন্য ও নিছক্ব অপবাদ মাত্র। যাঁহারা আলা হযরতের উপর এই রূপ মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাঁহাকে মুসলিম সমাজে হেয়, মর্য্যাদাহীন, বদ মযহাব, বেদ্বীন, বিদয়াতী ও মুশ্‌রিক বলিয়া তাঁহাকে ঈমান ও ইসলামের গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিস্ফল প্রচেষ্টা চালাইতেছে—তাঁহাদেরকে আমাদের আহ্‌লে সুন্নত পূর্বেও **চ্যালেঞ্জ** দিয়াছেন, আজও **চ্যালেঞ্জ** দিতেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্যও **চ্যালেঞ্জ** রহিল যে, তাঁহারা ইমামে আহ্‌লে সুন্নতের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক পুস্তিকার ইবারত সমূহ হইতে নিজেদের দাবী প্রমাণ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী পুরস্কার লউন, নচেৎ তওবা ইসতিগ্‌ফার পূর্বক তাজ্‌দীদে ঈমান ও তাজ্‌দীদে নিকাহ করিয়া আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতে দাখিল হউন, অন্যথায় উক্ত বিষয়ে কোনওরূপ অযথা উচ্চ বাচ্য না করিয়া একেবারে নিশ্চুপ থাকুন, ইহাই তাহাদের আখলাক্বী কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইবে।

সুচতুর ওহাবী নজ্‌দী দেওবন্দীরা নিজেদের গদ্দারী, ছল-চাতুরী, কপট দীনদারী ও জঘন্য ধোঁকা বাজীর দ্বারা সুন্নী মুসলমানদেরকে বিমোহিত ও প্রতারিত করিয়া নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ গোপনপূর্বক সুন্নী-সহীহুল আক্বীদা হওয়ার ভান করিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ **ইহারা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর-ই অনুগামী ও অনুসারী, ওহাবী ধর্মেরই ধারক, বাহক ও প্রচারক, একথা তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন।** তৎকালীন যুগে আলা হযরতের ন্যায় বিশ্ব বরেণ্য ও অতুলনীয় জ্ঞান-গরিমা ও মনীষা সম্পন্ন মহান যুগপুরুষ যদি দুন্‌ইয়ার বুকে আবির্ভূত না হইয়া বেঈমান ও বদ-মযহবদিগকে যথাযথভাবে চিহ্নিত না করিতেন, তাহা হইলে সুন্নীয়তের দফা রফা হয়তো হইয়া যাইত। পরিশেষে আলা হযরত সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে ও চরম দৃঢ়তার সহিত এই কথা ঘোষণা করিতে চাই যে, তিনি কোনও নূতন মতবাদ ও ধর্মমত আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া যান নাই, তবে সে যুগের সকল নুতন ও পুরাতন মত ও পথের ধোকা ও ভাঁওতাবাজীর প্রচার ও বেদ্বীনী এবং বদ মযহবীর আন্দোলনকে নিজ অদম্য তাজ্‌দীদী শক্তির দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রতিহত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া সুন্নীয়ৎকে শত্রুমুক্ত ও জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হযরত নবীয়ে করীম, সাহাবায়ে কারাম, তাবেঈনে এযাম, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও বুযুর্গানে দ্বীনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই নিজের অসাধারন তাজ্‌দীদী শান ও মান অনুযায়ী যুগের মানুষের নিকট যথার্থ ইসলামকেই পেশ করিয়াছেন। ইহাই হইতেছে তাঁহার অতুলনীয় দ্বীনী ও ঈমানী কীর্তি এবং ইহাই হইতেছে তাঁহার ও তাঁহার অনুগামীদের পরম গর্ব ও চরম শ্লাঘার বিষয়।

ওহাবী-দেওবন্দীদের তওহীদ হইতেছে এ্যন্টি রেসালত ও নুবুওয়াতের সুস্পষ্ট তওহীন। আলা হযরত তাঁহাদেরই পুস্তক সমূহ হইতেই চূড়ান্ত রূপে ইহা প্রমাণ করিলেন যে, তাঁহাদের এই তওহীদ ঈমানী ও ইসলামী নয়, বরং ইবলীসী ও শয়তানী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি তাঁহাদিগকে শুধরাইবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া ব্যর্থ হইবার পরই জনগণকে তাহাদের বেঈমানী ও বদ মযহবী হইতে রক্ষা করিবার জন্য কুফ্‌রী ফৎওয়া দিতে বাধ্য হইলেন; উক্ত ফৎওয়ায় তাস্‌দীক্ব ফরমাইলেন হারামাইন শরীফাইনের চারি মযহবের মহামান্য আলেম ও মুফতীগণ, যাহার নাম 'হুসামুল হারমাইন'।

কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ঃ আলা হযরত ওহাবী-নজ্‌দী মতবাদী দেওবন্দীদের কাফের মুরতদ্দের ফৎওয়া না দিয়া নীরব থাকিলেই তো ভাল হইত, মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়া শক্তি ক্ষয় হইত না। এই ধারণা উদ্ভট ও অবান্তর, উক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে আলা হযরত ওহাবীদের নিন্দা-মান্দা, গালি-গালাজ এবং বহু বিঘ্ন-বিপত্তি এড়াইতে পারিতেন। কিন্তু না, অন্ধ সমর্থকদের দ্বারা মান্য, কিছু নামধারী ব্যক্তিদের ন্যায় তো ঝুটা মোজাদ্দেদ তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর বহু পরীক্ষীত মহান মোজাদ্দেদ। পৃথিবীর জনগণকে সর্বগ্রাসী ফিৎনার মুখে ঠেলিয়া দিয়া কি প্রকারেই বা তিনি নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, আরাম করিয়া বসিয়া কাটাইতেন? তাই তিনি সর্বপ্রকার বেদ্বীনী, বদ- মযহবী ও মুনাফক্বতের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইলেন এবং বিরুদ্ধাবাদী শক্তির সহিত মোকাবিলা করিয়া বিজয়ী হইলেন, মুর্মুর্ষু ওহাবীয়ৎ নিথর-নিষ্পন্দ অবস্থায় কিছুকাল পড়িয়া রহিল। সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবার পর সে দেখিল মযহবী ক্ষেত্রে তাহার আর কোনও স্থান নেই। মাঁথা গুঁজিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সে ঢুকিয়া পড়িল রাজনীতি ক্ষেত্রে। কিন্তু পরাস্ত হইবার হীনতা ও গ্লানি সব সময়ই তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল, সুযোগ খুঁজিতে লাগিল মযহবী ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের। ভাগ্যগুণে ওহাবীয়তের ধারক বাহকদিগকে সে সুযোগ মিলিয়া গেল। ভারতের ইংরাজদের অর্থ সাহায্য ও নৈতিক সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক ওহাবী মতবাদী আলেম ইসলামী আক্বায়েদের খেলাফ নজ্‌দী মতবাদ অতিচালাকীর সহিত প্রচার করিতে লাগিল, উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়া শক্তিহীন করা। ইসমাঈল দেহলবী প্রমুখ ব্যক্তিরাই ছিল ইংরাজদের পলিটিক্যাল এজেন্ট ও ওহাবী মোহাম্মদী ধর্মের আদি প্রচারক। তৎপরে রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, খলীল আহমদ আম্বেঠবী, কাসিম নানৌতবী ও আশরফ আলী থানবী সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিরাই পলিটিক্যাল এজেন্টের কার্য্য উত্তম রূপে সমাধা করার সহিত সুষ্ঠরূপে ওহাবীয়তেরও প্রচার করে।

উক্ত ইংরাজদের সমর্থন, সহযোগিতা ও অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হইয়া মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের বংশধর ও ধর্মের উত্তরাধিকারী ইবনে সউদ বাদশাহ শরীফ হুসাইনকে পরাস্ত করিয়া হুকুমত দখল করে। নজ্‌দী হুকুমত এখন তরল সোনার দেশ। সারা পৃথিবীতে ওহাবীয়ৎ ও নজ্‌দীয়ৎ প্রচার করার জন্য সউদী হুকুমত কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিতেছে। অপর দিকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ আমেরিকা সারা দুনিয়া ব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ বিরোধ ও শত্রুতা বাধাইয়া তাহাদের ঐক্য ও শক্তি বিনষ্ট করার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেছে—নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই। আজ কে-না জানে

'জামায়াতে ইসলামী' আমেরিকা ও সৌদী আরবের অর্থে পরিপুষ্ট হইয়াই ভুয়া হুকুমতে ইলাহীর জিগীর তুলিয়াছে, এবং 'তবলীগী জামায়াত' সৌদী আরবেরই অর্থের দ্বারাই শক্তি সঞ্চয় করতঃ সারা দুনিয়ায় তবলীগী আন্দোলন চালাইতেছে। আজ কি কাহারো অবিদিত আছে যে, ভারতে উক্ত সুন্নী নামধারী কপটেরা আরবের-ই অর্থ সাহায্যে সারা দেশে মাদ্রাসা, মসজিদ, এতীম খানা ও ইসলামী নামেই ইসলাম বিরোধী নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে? আজ সুন্নীয়তের চরম দুর্দিন ও মহা দুঃসময়! দ্বীন-দরদী মুসলমান আজ ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছেন না যে, কোন পন্থা অবলম্বন করিলে তাঁহারা ওহাবীয়তের করাল কবল হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করিতে পারিবেন? আশা নিরাশার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহারা ভাবিতেছেন—কেবলই ভাবিতেছেন।

আলা হযরত স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া বেহেশ্‌তের পথে চলিয়া গিয়াছেন। সুন্নী মুসলমানগণ আজ বিচ্ছিন্ন ও সংগঠন হীন। কেবল তাহাই নহে, দুনিয়ার হীন স্বার্থে ও তুচ্ছ পার্থিব কারণে আজ তাহারা হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও কলহে উন্মত্ত। তাহাদের ঈমান ও ইসলামের জাহাজ আজ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গায়িত বেঈমানী-সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতেছে। তথাপি তাঁহাদের হুঁশ নাই। হুযূর আক্বায়ে নে'য়ামত মুজাহিদে মিল্লাত মুহাক্কিক্ মুফাক্কিরে আহ্‌লে সুন্নত মওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সাহেব রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু সুন্নীগণকে হুশিয়ার ও খবরদার করার জন্য আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। জানিনা অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ কোনও মুজাহিদ সিফত ব্যক্তির আবির্ভাব সংঘটিত হইবে কি না?

এই মহা দুঃসময় ও দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্নী জনগণের বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত থাকা মোটেই উচিৎ নহে। খাস উলামায়ে আহলে সুন্নত, মশায়েখে মিল্লাত, পীরানে তরীক্বত, কওমের জ্ঞানী-গুণী বুযূর্গ ও আল্লাহ্ ওয়ালা হওয়ার দাবীদারগণ কোন খোশ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আজ পৃথক পৃথক রহিয়াছেন? যে সকল বেদ্বীন ও বদ-মযহবেরা আল্লাহ্ ও তাঁহার পেয়ারা রসূলের তওহীন ও অসম্মান করিয়া কাফের, মুরতাদ, বেঈমান ও যিন্দীক হইয়াছে, সেই সকল নজ্‌দী-ওহাবী-দেওবন্দী আকাবেরদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদের কুচক্র ও প্রতারণা হইতে রক্ষা করিবার ব্যাপারে আমাদের উক্ত বুযর্গগণ আজ নিস্পৃহ ও গাফেল রহিয়াছেন এবং নিজেদের দ্বীনী কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে চরম অবহেলা করিতেছেন।

কাহাকেও নিন্দা, হেয়, অসম্মান, অশ্রদ্ধা ও অবমাননা করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়, কেবল এইটুকু বিনীত নিবেদন যে, সময় থাকিতে সাবধান হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বেদ্বীনী ও বদ-মযহবীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া আমাদের দ্বীনী কর্তব্য। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, উদাসীনতা ও অবহেলার দরুন সত্য সত্যই আজ আপনাদেরই পরম ভক্ত ও চরম অনুরক্ত সমর্থকরাই শত্রু শিবিরে সমবেত হইতেছে। সরল বিশ্বাসে নির্বিঘ্নে বুঁদ হইয়া বসিয়া কাটাইবার মোটেই আর সময় নাই। দ্বীনের দুশমনরা সর্বাত্মক

আক্রমণ চালাইয়া সুন্নীয়ৎকে সম্পূর্ণরূপে ধবংস করিয়া দিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ওহাবীদের চরিত্র সম্পর্কে যাহারা অবগত তাহারা বেশ জানে যে, ভবিষ্যৎ চরম সুযোগের আশায় উহারা অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া হাত-পা গুটাইয়া বেকার বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সামান্য একটু সুযোগ—কিছু সুবিধা পাইলেই এই ঈমান-চোর, দ্বীন-দস্যু ও মযহব-ছিনতাইকারীরা মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বেঈমান ও বদ মযহব বানাইয়া ক্ষান্ত হয়। আরবে ওহাবীদের উত্থান ও সুন্নীদের পতনের ইতিহাস পাঠ করিলে আমার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে।

চরম দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের মুহতরম কোনো কোনো বুযর্গদের এই বিষয়ে অবহিত করিলে তাঁহারা বলেন, "যে যেরূপ করিবে সে সেইরূপ ফল পাইবে, নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ করতঃ ফিৎনা ফ্যাসাদ বাড়াইয়া শক্তি ক্ষয় করায় কি লাভ? পশ্চাতে কাহারও গীবত বা নিন্দা-মান্দা করা তো জেনাকারী অপেক্ষাও অধিকতর কঠিন কবীরা গুনাহ।" কেহ বলেন—"মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়াইয়া তালীমের দ্বারা ইহাদের সহিত মুকাবালা কর, কাজ হইবে। উহাদেরকে সরাসরি ভাবে বা প্রকাশ্যে কাফের মুরতাদ্দ, বেঈমান, যিন্দীক বলিয়া প্রচার বা ঘোষণা করিলে সাধারণ লোকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়—ক্রোধ ও শত্রুতা বাড়ে—ইহাতে ক্ষতি ব্যতিত লাভ হয় না।" কেহ বলেন, —"আশরফ আলী থানবী, রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, কাসেম সাহেব নানৌতবী ও খলীল আহমদ আম্বেঠবী প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন বড় বড় আলেম ও মহামান্য বুযর্গ। মওলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব হিংসা পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে বেদ্বীনী ও বদ মযহবীর ফাৎওয়া দিয়াছেন। এই কারণেই উত্তরোত্তর গৃহ বিবাদ ও শত্রুতা বাড়িয়াই চলিয়াছে—অযথা মোনাযারা মোজাদালা হইতেছে—মুসলমান কওম নিজেদের মধ্যে লড়াই করিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে—আহমদ রেযা খাঁন যে মহা অপরাধ করিয়াছেন তাহার ক্ষমা নাই।" কেহ বলেন—"দেওবন্দী বেরেলবী উভয়েই মুসলমান—মীলাদ ক্বিয়াম উরস-ফাতিহা—প্রভৃতি কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় কথা লইয়া নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়ান নিতান্ত বুদ্ধিহীনতা ও হীন কলহ প্রবণতার পরিচায়ক।" এবং কেহ বলেন—"ছাড় এইসব সুন্নী-ওহাবীর বাজে ঝগড়া, মৌলবীদের দ্বন্দ্ব তাহাদের মধ্যেই সীমিত থাকুক, নামায পড়, রোযা রাখ, হজ্জ্ব কর, যাকাত দাও, দেশের ও দশের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কাজ কর, ব্যস।" কেহ বলেন—"আমরা সকলেরই ভাল—কেউ আমাদের নিকট মন্দ নয়, যাহারা মযহবী ও দ্বীনী কথা লইয়া অযথা ঝগড়া বিবাদ করে তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের জগতে ভাল কাজ করার কোনও ইচ্ছা নাই, তাহারাই এইরূপ কাজে মত্ত থাকে, ইহাতে জাতির ক্ষতি ব্যতিত লাভ নাই।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতেছে আমাদের কওমের নামধারী কিছু সংখ্যক উলামা ও মাশায়েখদের। ইঁহাদের অধিকাংশেরই ধারণা, যাহারা কলেমা পড়িয়া ক্বিবলা মুখী হইয়া নামায পড়ে তাহারা খাঁটী ঈমানদার (তাহারা যে কোন ফির্কা ভুক্ত হউক না কেন)।

দ্বীনী বিষয়ে ইহাদের জ্ঞানের দৈন্য দেখিয়া সত্যই বড় দুঃখ হয়! শরয়ী ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-কলহ করিতে ইহারা মোটেই পশ্চাৎপদ নহেন কিন্তু ঈমানী ব্যাপারে সামান্যতম উচ্চ বাচ্য করিতেও ইঁহারা একান্ত নিরুৎসাহী ও অনিচ্ছুক। ঈমান ও এতেক্বাদ বিধ্বংসকারী বেঈমান ও মুনাফেক্বদিগকে চিহ্নিত করিয়া সাধারণ মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করার প্রয়াসকে কর্তব্য বলিয়া ইহারা মান্য করেন না, বরং যাঁহারা জনসাধারণের ঈমান ও এতেক্বাদ রক্ষা করার জন্য বেদ্বীন ও বদ মযহবদেরকে যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করার যথার্থ প্রয়াসী সেই প্রকৃত মানব দরদীগণই ইঁহাদের বিচারে নিন্দার্হ ও অপরাধী। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে এই প্রশ্নই জাগে যে, কওমের এই সকল বুযর্গ ব্যক্তিরা কি তওহীনে খোদা ও রসূলকারীদের পুস্তকগুলি পড়িয়া দেখিবার অবসর পান নাই? যে পুস্তকগুলিতে সুস্পষ্ট রূপে নবী নিন্দা ও রসূল তওহীনের কথা লেখা রহিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, উক্ত পুস্তক-পুস্তিকাগুলির মুদ্রন ও সংস্করণ আজও অব্যাহত। উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নতের বজ্র নির্ঘোষ কি আমাদের বুযর্গদের কানে এখনও পৌছায় নাই? যদি সত্যই তাঁহাদের কানে যুগের বাণী প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা আজ নীরব ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়াছেন কোন অভিপ্রায়ে? তবে কি তাঁহাদের হৃদয়ে নবীর তাযীম ও মহব্বত অপেক্ষা নবী নিন্দুক ও তওহীন কারীদের প্রেম ও সম্মান অধিক? অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যে মহান আলা হযরত বেদ্বীনী ও বদ মযহবীর বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তৎস্থলে ঈমান ও ইসলামের মহামহীরুহের মূলে আজীবন বুকের রক্ত ঢালিয়া সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই হইলেন বিদ্‌য়াতী ও বদ মযহব। আর যাঁহারা ইমকানে কিযব, ইনকারে খতমে নুবুয়াৎ, জরূরীয়াতে দ্বীন বিরোধী আবিষ্কার, তওহীনে খোদা ও রসূলের ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ ঈজাদ করিয়া প্রকৃতই বেদ্বীন ও বদ মযহব হইয়াছেন, তাঁহারাই আজ হইলেন, পাক্কা দ্বীনদার, মোত্তাকী ও পরহেযগার দ্বীনের পেশওয়া।

কিছু আশা ও আনন্দের কথা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কিছু মযহবী চেতনা পরিলক্ষিত হইতেছে। বাংলার জনৈক স্বনামধন্য আলেম ও বুযুর্গের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক আলেম উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রেরিত হইয়া কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া বদ মযহাবদের খণ্ডন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা কেবল শরয়ী মাসআলার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ,—ঈমান ও আক্বায়েদের বিষয়ে ইহারা কিন্তু একেবারেই নীরব রহিয়াছেন—মূল দ্বীনী বিষয়ে কবে ইহারা সক্রিয় ও সোচ্চার হইবেন, তাহাই ভাবিতেছি।

বর্তমান সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থানুযায়ী যাহারা কোনও শিক্ষা গ্রহণ করে নাই বা খারেজী দ্বীনী মাদ্রাসায় কোনও তালীম হাসিল করে নাই, বিশেষ ভাবে তাহাদের সম্বন্ধে আরয এই যে, তাহাদের তথাকথিত কোনও শিক্ষা বা তালীম নাই সত্য, তাই বলিয়া কি তাহারা জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার শক্তি হইতেও বঞ্চিত? নিশ্চয়ই তাহা নহে, আল্লাহ্ তা'য়ালা সকলকেই ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষই দুনিয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যপারে নিজেদের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি অবশ্যই বোঝে। কেবল দ্বীনী ও মযহবী বিষয়ে কিছু না বোঝার ওজর-আপত্তি করিলে খোদার নিকট নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। অক্ষর জ্ঞানটাই সব নয়—বহু নিরক্ষর ব্যক্তি রাজ রাজেশ্বর হইয়া জগৎ শাসন করিয়াছেন—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আরবের তথাকথিত অশিক্ষিত ও নিরক্ষরদের মধ্যেই মহান ইসলাম প্রথম প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল। ইসলাম গ্রহণের পর এই নিরক্ষরেরাই জ্ঞানে গুণে পৃথিবীর সু-উন্নত জাতিসমূহের ওস্তাদীর মর্য্যাদা লাভ করিয়া জগৎকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আসল কথা এই যে, বর্তমান যমানার মুসলমানরা তৎকালীন যুগের মুসলমান অপেক্ষা অধিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হইয়াও দ্বীন ও মযহাবের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, অনীহা, উদাসীন ও উৎসাহহীন—এই কারণেই ইহাদের ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও ভালবস্তুকে মানুষ নিজের জন্য লাভজনক ও মন্দ জিনিসকে ক্ষতিকর বিশ্বাস করিতে না পারিলে, ভালকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলে। অযোগ্য ভণ্ড ও পেশাদার পীরেদের দালালদের প্ররোচনায় বিমোহিত হইয়া আজ যাহারা কাহারও হাতে একবার বয়য়াৎ হইয়া বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মনে করে বেহেশ্‌তের রিজার্ভেশন পাইয়া গিয়াছি। এই সকল লোক কোনও দিন ভাল দেখে না, যাঁহার হাতে মুরীদ হইয়াছি তিনি পীরে কামেল সহীহুল আক্বীদা, না বেদ্বীন বদ মযহব কপট দুনিয়াদার ও পরম সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী সুলাহকুল্লী? এই সুলাহকুল্লী উলামা ও মাশায়েখরাই দ্বীন ও মযহবের গুপ্ত শত্রু! আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীবের সদ্‌কায় এইরূপ কুচক্রী ও দুশমনে দ্বীন ও মযহবের মোহজাল ছিন্ন করিয়া অব্যাহতি লাভ করিবার তওফীক প্রত্যেক সুন্নীকেই দান করুন! আমীন, সুম্মা আমীন!

জনাব সেখ রবীউল ইসলাম ক্বাদেরী সল্লামাহু **"অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিৎনা"** লিখিয়া বিশেষ রূপে বেদ্বীন ও বদ মযহবদিগকে চিহ্নিত করতঃ অনভিজ্ঞ সুন্নী জনগণকে হুঁশিয়ার ও খবরদার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। পুস্তকের এই নামকরণ খুবই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হইয়াছে। যে দেশের জন্য হুযূর রসূলে করীম বরকতের দোয়া না করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী ফরমাইয়াছিলেন যে, সেখান হইতে যল্‌যলা, ফিৎনা ও শয়তানের শিং (দল) বাহির হইবে। শয়তানী দলের দলপতি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী বাহুবলে মক্কা-মদীনা জয় করিয়া সুন্নী অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, তাহাদিগকে মুশ্‌রিক ও কাফেরের ফৎওয়া দিয়া তাহাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে এবং তাহাদিগকে হত্যা করা সওয়াবের কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করে—তাহাদের পুরুষ ও নারীদেরকে গোলাম ও লণ্ডণ্ডী বানায়। আরও ফৎওয়া দেয় তাহার যুগ হইতে ছয়শত বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত সকলেই কাফের ও মুশ্‌রিক ছিল—সে ও তাহার অনুসারী অনুগামীগণই কেবল মুসলমান! কিছুকাল পরে ইসলামী সৈন্যদের দ্বারা এই অত্যাচারী হুকুমত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়। (শামী)।

উক্ত মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজ্‌দী নিজ আবিষ্কৃত ওহাবী ধর্মমত মান্য করার

জন্য জোর জবরদস্তি বাধ্য করিত—মান্য না করিলে হত্যা করিত। তাই লেখক সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এই ইবলীসী মতবাদকে **"অভিশপ্ত মযহব"** নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহা পুস্তকের নামের অর্ধেক। পরবর্তীকালে উক্ত আব্দুল ওহাব নজ্‌দীরই বংশধর আব্দুল আযীয ইবনে সউদ অযোগ্য সুন্নী বাদশাহ শরীফ হুসাইনকে ইংরাজদের সাহায্য ও সহযোগিতায় পরাস্ত করিয়া হুকুমত হাসিল করে। উক্ত আব্দুল আযীযের রাজত্বকালে সুন্নীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আপনারা উক্ত পুস্তকের পাতাগুলিতে পাঠ করিবেন। এক্ষণে সারা পৃথিবী ওহাবী ফিৎনার কবলে আক্রান্ত। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের যুগে এই ফিৎনা ছিল আরবের মধ্যেই সীমিত। এক্ষণে এই ফিৎনা অর্থের জোরে সারা পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত। তাই লেখক অর্ধ নাম **"অভিশপ্ত মযহব"** এর সহিত **"ওহাবী ফিৎনা"** যুক্ত করিয়া পূর্ণ নামকরণ করিলেন **"অভিশপ্ত মযহব ও ওহাবী ফিৎনা।"**

বঙ্গীয় মুসলমান জনসাধারণ, বিশেষতঃ ইসলামের মাননীয় উলামাগণ, ত্বরীকতের মহামান্য মাশায়েখগণ এবং সমাজের জ্ঞানী-গুণী প্রভাবশালী মযহব দরদী সদাশয় ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধেয় লেখকের এই পুস্তক পাঠ করিয়া দুনিয়ার সমূহ লোভ-লালসা, নজ্‌দী-ওহাবী প্রদত্ত কঠিন ধন-লিপ্সা ও শয়তানী দলবাজীর মোহপর বশ্যতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া যদি ইসলাম তথা সুন্নীয়ৎকে রক্ষা করার মানসে অদম্য উৎসাহে জেহাদে অবতীর্ণ হন, তবেই তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে। অন্য কোনও বিত্তবান সুযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এই মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইলে হয়তো আরও উত্তম হইত। কিন্তু কেহই যখন ব্রতী হইলেন না, তখন উক্ত মহাপ্রাণ লেখকই কওমী স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া মুজাহিদানা সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনাসহ জাতির সেবায় আগাইয়া আসিলেন। পুস্তকের ভাষা বিচার, সাহিত্য মূল্যায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন—ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিয়া গিয়াছে। নাম কেনা বা অর্থোপার্জন করা লেখকের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। তাই পুস্তকের মূল্যও এই দুর্দিনে খুব অল্পই রাখা হইয়াছে। মহান লেখক যাহাদের খিদমতের অভিপ্রায়ে নিজ শক্তি সামর্থ ও সময় অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাদের উচিৎ সর্বতোভাবে তাঁহার সহযোগীতা ও সাহায্য করা ও তাঁহার বিরোধীদের সমূহ সংস্রব ত্যাগ করা। বক্তব্য দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, অথচ কথা শেষ হইতে চাহিতেছে না। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই কলমগত প্রান মুজাহিদ লেখককে নেক্ দোয়া ও মুবারকবাদ দিয়া নিজ বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আল্লাহুম্মা স্বাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা রসূলিহীল করীম ওয়া আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আজ্‌মাঈন।

সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসিন আলী আল্‌হোসায়নী আল্‌ক্বাদেরী
তাং-১১/১০/৮৩ জয়কৃষ্ণপুর, পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রহীম
নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসল্লী আলা রাসূলিহিল করীম

প্রথম পরিচ্ছেদ

সত্য সংবাদদাতার ভবিষ্যদ্বাণী

(১) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত ঃ—

ফরমাইয়াছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আয় আল্লাহ্ বরকত দাও আমাদের শামদেশে, আয় আল্লাহ্ বরকত দাও আমাদের এমান দেশে। সাহাবাগন আরজ করিলেন ইয়া রসূলাল্লাহ আমাদের নজ্‌দ দেশে, হুযূর ফরমাইলেন আয় আল্লাহ্ বরকত দাও আমাদের শামদেশে, আয় আল্লাহ্ বরকত দাও আমাদের এমান দেশে। সাহাবাগন আরজ করিলেন ইয়া রসূলাল্লাহ আমাদের নজ্‌দ দেশে, বর্ণনাকারীর বয়ান যে, তৃতীয়বারে হুযূর ফরমাইলেন **"ওখান হইতে শয়তানের শিং (দল) বাহির হইবে।"**

(সহীহ্ বুখারী জিল্‌দ সানী, কেতাবুল ফিতন ও মিশকাত পৃষ্ঠ-৫৮২)

(২) সহীহ্ বুখারীতে আছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর তশরীফ ফরমাইয়া পূর্ব্বদিকে ইঙ্গিত করিয়া ফরমাইতেছিলেন সাবধান, ফিৎনা ঐদিক হইতে বাহির হইবে, ঐদিক হইতেই শয়তানের শিং বাহির হইবে।

(বুখারী জিল্‌দ সানী মতবুয়া নেজামী কানপুর পৃষ্ঠা-১১৫০)

নোট ঃ—পূর্ব্বদিকে ইশারা করিবার কারণ এই যে, মদীনা হইতে পূর্ব্বে নজ্‌দ দেশ অবস্থিত এবং সেইখান হইতেই এই কওম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

(৩) হযরত সালীম স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের পার্শে দণ্ডায়মান হইয়া ফরমাইয়াছেন, ফিৎনা ঐদিক হইতে, ফিৎনা ঐদিক হইতে, ঐদিক হইতেই শয়তানের গোরোহ প্রাদুর্ভূত হইবে।

(বুখারী জিল্‌দ সানী মতবুয়া হাশেমী মীরাঠ, পৃষ্ঠা-১০৫০)

(৪) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু হইতে শোনা গিয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া ফরমাইতেন, সাবধান! ফিৎনা ঐ দিক হইতে বাহির হইবে এবং ঐ দিক হইতে শয়তানের শিং বাহির হইবে। (বুখারী জিল্‌দ্ দোওম, পৃষ্ঠা-১০৫০, ও মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-৩৯২ জিল্‌দ্ সানী মতবুয়া মজুতবায়ী)

(৫) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিয়াছেন--হযরত আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালাম হযরত হাফসার দরজার পার্শে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব দিকে ইশারা করিয়া ফরমাইয়াছেন, ফিৎনা ঐ দিক হইতে বাহির হইবে, ঐ দিক হইতে শয়তানের শিং বাহির হইবে। অত্র কালামটি হযরত দুই কিংবা তিনবার ফরমাইয়াছেন।

(সহীহ্ মুসলিম শরীফ, জিল্‌দ্ সানী পৃষ্ঠা-৩৯২)

(৬) সহীহ মুসলিম শরীফে সালীম ইবনে আব্দুল্লাহ'র হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি, তিনি ফরমাইতেছিলেন "ফিৎনা আসিবে ঐ দিক হইতে, যেদিক হইতে শয়তানের দুই শিং বাহির হইবে।" (সহীহ্ মুসলিম, জিল্‌দ্ সানী পৃষ্ঠা—৩৯২)

(৭) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে 'কুফ্‌র' এর মস্তক পূর্ব দিকে আছে।

(মুসলিম শরীফ, জিল্‌দ আওয়াল পৃষ্ঠা-৫৩)

(৮) সহীহ মুসলিমের ৮০ পৃষ্ঠায় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, ফরমাইয়াছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ঈমান এমান দেশে এবং কুফ্‌র পূর্বদিকে'। অন্য হাদীসে আছে কুফর্ এর মস্তক পূর্বদিকে আছে (অর্থাৎ মদীনা হইতে পূর্বদিকে নজ্‌দ দেশ অবস্থিত)।

(৯) তিরমিযী শরীফের জিলদ্ সানীর ১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করিয়া ফরমাইয়াছেন উহা ফিৎনার জমি, ওখান হইতে শয়তানের শিং বাহির হইবে।

(১০) সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীস যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন পূর্ব দিকের বাসীন্দারা (অর্থাৎ নজ্‌দবাসীরা) পাষণ্ড ও বেওফা, আর ঈমান আহ্‌লে হেজাযে। (মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা-৫৮২)

(১১) 'খোলাসাতুল কালাম' নামক কেতাবে বর্ণিত আছে, পূর্ব দিক হইতে এক কওম আবির্ভূত হইবে, তাহারা কুরআন পাঠ করিবে কিন্তু কুরআন তাহাদের কণ্ঠার নীচে নামিবে না। তাহারা দ্বীন হইতে বহিষ্কৃত হইবে যেমন বহির্ভূত হয় তীর শিকার ভেদ করিয়া। ফিরিবে না তাহারা দ্বীনের দিকে, যেমন ফিরে না তীর পুনরায় ধনুকের দিকে। মস্তক মুণ্ডন ঐ কওমের চিহ্ন হইবে।

নোট ঃ—যদিও প্রত্যেক মযহাবের মানুষ মস্তক মুণ্ডন করাইয়া থাকে, কিন্তু এইখানে উহাদিগকে উদ্দেশ্য করা হয় নাই। বরঞ্চ এইখানে নজ্‌দীদিগকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে যে, নজ্‌দীরা সর্ব্বদাই মস্তক মুণ্ডন করাইবার বিশেষ ব্যবস্থা লইবে এবং সর্ব্বদাই মুণ্ডিত মস্তক থাকিবে।

'খোলাসাতুল কালাম' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, নজ্‌দীদের পথপ্রদর্শক মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজ্‌দী তাহার আমলে মস্তক মুণ্ডন করাইবার এমন প্রথা আবিষ্কার

করিয়াছিল যে, যদি কেহ উহার মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হইত তৎক্ষণাতই তাহাকে মস্তক মুণ্ডনের নির্দ্দেশ দিত, এমন কি বিনা মস্তক মুণ্ডনে কেহ তাহার মজলিস হইতে যাইবার সুযোগ পাইত না। উক্ত ওহাবী নজ্‌দী ফির্‌কার পূর্ব্বে কোনও 'ফিরকাহে বাতেলা' মস্তক মুণ্ডনের এইরূপ ব্যবস্থা লহে নাই। সুতরাং উক্ত দলীলের উপর মুফতী জাবির বলিতেন, ইবনে আব্দুল ওহাবের পরিচয় লাভের জন্য ইহা ব্যতীত অন্য কোনও দলীল অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। রসূলুল্লাহ'র উক্ত 'কওল'ই যথেষ্ট যে, মস্তক মুণ্ডন ঐ কওমের চিহ্ন হইবে। উক্ত পুস্তক 'খোলাসাতুল কালামের' মধ্যে বর্ণিত আছে ঃ—মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজ্‌দী তাহার পয়রবী করণেওয়ালী স্ত্রীলোকদিগকেও মস্তক মুণ্ডনের নির্দ্দেশ দিত। একদা জনৈকা স্ত্রীলোক উহার মযহব গ্রহণ করায় তাহাকে মস্তক মুণ্ডনের নির্দ্দেশ দিল, অতঃপর স্ত্রীলোকটি অভিযোগ করিল, তুমি পুরুষদের মস্তক মুণ্ডন করাও কেন? যদি তুমি পুরুষদের দাড়ী মুণ্ডনের নির্দ্দেশ জারী করিতে তাহা হইলে অবশ্যই স্ত্রীলোকদের মস্তক মুণ্ডনের নির্দ্দেশও দিতে পারিতে, যেহেতু স্ত্রীলোকদের মাথার কেশ পুরুষদের দাড়ীর সমতুল্য। এইরূপ বাক্যে সেই কাফের নিরুত্তর হইয়া গেল।

(১২) সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আলী কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু হইতে রওয়ায়েত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "বাহির হইবে শেষ যামানায় এক কওম বেঁটে ও বেকুব, তাহারা কুরআন ও হাদীস বয়ান করিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা দ্বীন হইতে এমন বহিস্কৃত হইবে যেমন বহির্ভূত হয় তীর শিকার ভেদ করিয়া, ঈমান তাহাদের কণ্ঠের নীচে নামিবে না। তাহাদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে হত্যা করায় হত্যার জন্য সওয়াব আছে। (বুখারী জিল্‌দ দোওম, পৃষ্ঠা-৭৫৬)

(১৩) আবু সায়ীদ খুদরী হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এক কওম জন্মাইবে, উহাদের নামায-রোযা ও অন্যান্য আ'মালের তুলনায় তোমরা নিজেদের নামায-রোযা ও অন্যান্য আ'মালকে হীন ধারণা করিবে। অথচ, উহারা যে কুরআন পড়িবে কুরআন উহাদের কণ্ঠের নীচে নামিবে না, উহারা দ্বীন হইতে বহিস্কৃত হইয়া যাইবে, যেমন বাহির হয় তীর শিকার ভেদ করিয়া। (বুখারী জিল্‌দ দোওম, পৃষ্ঠা-৭৫৬)

নোট ঃ—উক্ত হাদীসটিও ওহাবীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যদান করিতেছে যে, জাহেরী তাক্‌ওয়া ও পরহেজ্‌গারী আর নামায-রোযার বাহ্যিক পাবন্দী অবশ্যই ইহাদের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে ইহারা বেদ্বীন। কেননা ইহাদের ধর্মপ্রবর্তক (ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী) তাহার পুস্তক 'কেতাবুত্তৌহীদে'র মধ্যে লিখিয়াছে ঃ "রসূলুল্লাহ'র সহিতও বেশী মহব্বত রাখা শির্‌ক।" ইহারা স্বীয় মযহাবের লোক ব্যতীত জগতের সমূহ মুসলমানকে কাফের ও মুশ্‌রিক ধারণা করতঃ হত্যা করা উত্তম জ্ঞান করে।

(১৪) 'খোলাসাতুল কালামে' হাদীস বর্ণিত আছে, আখেরী যামানায় মুসাইলেমা কাজ্‌জাবের শহর হইতে এক ব্যক্তি বহির্ভূত হইবে, সে দ্বীন ইসলামকে পাল্টাইয়া দিবে।

নোট ঃ—উক্ত ভবিষদ্বাণীও পূর্ণরূপে সত্য হইয়াছে, কারণ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদ্ দেশ হইতেই বহির্ভূত হইয়াছিল এবং এই স্থানেই মুসাইলেমা কাজ্‌জাব নিজ নবুয়তের দাবী করিয়া ছিল।

(১৫) সাহেবে **'খোলাসাতুল কালাম'** লিখিয়াছেন ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালেব রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে রওয়ায়েত করিতেছেন যে, অতি শীঘ্রই (অর্থাৎ ১২ শতাব্দিতে) বাহির হইবে ওয়াদীয়ে বনী হানীফার মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি ষাঁড়ের মত, যে চাঁটিতে থাকিবে স্বীয় ওষ্ঠাধর, উহার যামানায় ব্যাপক গণহত্যা হইবে, মুসলমানদের মাল-দৌলত লুণ্ঠন করা হালাল জ্ঞান করিবে, আর হালাল জ্ঞান করিবে মুসলমানদের খুনরেজী (হত্যা)। উহাদের ইন্দ্রিয়লিপ্সা উহাদের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করিবে।

নোট ঃ -উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীও অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

অর্থাৎ, ১২০৫ হিজরী হইতে ১২২০ হিজরী পর্যন্ত কারবালা, তায়েফ, মক্কা মুকার্‌রমা ও অন্যান্য শহরের মুসলমানদিগকে নজ্‌দীরা কাফের ও মুশরেক ঘোষণা করতঃ তাঁহাদের মাল দৌলত জোর পূর্ব্বক কাড়িয়া তাঁহাদিগকে ব্যাপক হত্যা করিয়াছে। মুসলমানদিগকে হত্যাকালীন নজ্‌দীরা 'নারা' দিত যে—"নাক তুলু আদা আল্লাহে লি আমানিল্লাহ।"

অর্থাৎ ঃ—আমরা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার শত্রুদিগকে হত্যা করি। এই শেষ মযমূনের সত্যতা প্রমাণের জন্য ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের **'আখবারুল ফক্কিহ অমৃতসর'** নামক পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

উহাদের ইন্দ্রিয়লিপ্সা উহাদের শিরা উপশিরায় প্রবেশ করিবার অর্থ যে, যেমন পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক নামক ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সেই ব্যধিগ্রস্ত মানুষ যেমন পানী দেখিলে সহ্য করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য সহকারে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে আরম্ভ করে, পিপাসায় জীবন হারায়—তথাপিও পানী পান করিতে পারে না। ঠিক সেইরূপভাবে এই নজ্‌দীরা স্বয়ং ঈমান হইতে বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও মুসলমানকে দেখিতে পারে না, মুসলমান দেখিলেই পাগলা কুকুরের মত কাফের ও মুশ্‌রিক বলিয়া চিৎকার শুরু করে।

(১৬) আল্লামা সৈয়দুর রহমান বিন জয়নীদহলান মুফতী শাফিইয়া মক্কী স্বীয় 'খোলাসাতুল কালাম' নামক গ্রন্থে হাদীস বয়ান করিয়াছেন যে, অতি শীঘ্রই নজ্‌দদেশ হইতে এক এমন শয়তান বাহির হইবে, যাহার ফিৎনার প্রকোপে আরবের মাটি কাঁপিয়া উঠিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৭) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত যে, ফরমাইয়াছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফির্কা জন্মাইবে, উহাদের আকওয়াল (বাক্যগুলি) নেক্ ও আফয়াল (কার্য্যাবলী) মন্দ হইবে। উহারা কুরআন পড়িবে কিন্তু কুরআন উহাদের কণ্ঠের নীচে নামিবে না। উহারা দ্বীন হইতে বহিস্কৃত হইবে যেমন বাহির হয় তীর শিকার ভেদ করিয়া, উহারা আর দ্বীনের দিকে ফিরিবে না যেমন ফিরে না তীর পুনরায় ধনুকের দিকে। উহারা নিকৃষ্ট জীব, উহাদিগকে হত্যা করিলে কিংবা উহাদের হাতে নিহত হইলে সওয়াব আছে।

উহারা আহ্বান করিবে আল্লাহ্'র কেতাবের দিকে কিন্তু বাস্তবে উহারা কোনও বিষয়ে কেতাব অনুযায়ী হইবে না। উহাদিগকে যাঁহারা হত্যা করিবেন তাঁহারা উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মস্তক মুণ্ডন উহাদের চিহ্ন হইবে। উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম আহমদ তাহার 'মসনদে', আবুদাউদ স্বীয় 'সুনানে', ইব্নে মাজা তাঁহার 'সুনানে' ও হাকিম স্বীয় 'মুসতদর'কে। (কানযুল ঈমান ছয়, কিতাবুলফিতন পৃষ্ঠা ৩৩)

আল্লামা শেখ তাহির সম্বল হানাফী ইবনে আল্লাহ্ শেখ মোহাম্মদ সম্বল শাফেয়ী আউলিয়ায়ে আবরারগণের নিকট সাহায্য চাওয়া ও নজদী মযহাবের খণ্ডনে একটি কেতাব লিখিয়াছেন। উক্ত কেতাবে লিখিয়াছেন যে— আশা করি আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই সমস্ত ব্যক্তিকে এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত করিবেন, যাঁহাদের মধ্যে বিদয়াতে নজ্দী অনুপ্রবেশ করে নাই এবং যাহাদের মধ্যে বিদ্য়াতে নজ্দী প্রবেশ করিয়া গিয়াছে তাহাদের ফিরিবার আশা নাই।" যেমন বুখারী শরীফের হাদীসেও আছে যে "বাহির হইয়া যাইবে উহারা দ্বীন হইতে এবং ফিরিবে না উহারা দ্বীনের দিকে।" (খোলাসাতুল কালাম)

নোট ঃ—আহাদীসে শরীফা, আক্ওয়ালে সাহাবা, আইম্মায়ে মুজ্তাহেদ্বীনের তফসীর ও তহ্কীকের উপর পরিচালিত হওয়াকেই কুরআন অনুযায়ী হওয়া বলা হয়, এবং সলফ্ সালেহীনের বিপরীত যাহারা নিজ মনগড়া তফসীরের উপর পরিচালিত হয়, তাহারাই কুরআন অনুযায়ী নহে।

'খোলাসাতুল কালাম' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্দী তাহার মযহাবের লোকদের প্রতি নির্দ্দেশ জারী করিয়াছিল যে, তোমরা নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী কুরআনের তফসীর করিয়া লইও, উলামায়ে সাবেকের তফ্সীর ও তহ্কীকের উপর কখনোও আ'মল করিও না। উহাদের অপেক্ষা সর্বদা নিজেদের জ্ঞানকে অধিক জানিও। সুতরাং তাহার অনুকরণকারীদের মধ্যে যাহারা একেবারে অকাট্য মূর্খ ও নিরক্ষর ছিল তাহারা কুরআন পাঠকারীদিগকে বলিত, তোমরা আমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাও, আমি তফসীর বয়ান করিয়া দিব। অথচ, সে নিজে কুরআনের একটি আয়াতও জানিত না। এইরূপ গণ্ডমূর্খ যাহারা না আসারে সাহাবা হইতে ওয়াকিফ, আর না আইম্মায়ে মুজ্তাহেদ্বীনের আক্ওয়াল হইতে সচেতন। তাহারা যখনই কুরআন অথবা

তফ্সীর বয়ান করিবে তখন তাহারা যে নিজেদের মযহব অনুযায়ী মনগড়া ও মিথ্যা সিদ্ধান্ত পেশ করিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু মনগড়া তফ্সীর ও বিনা জ্ঞানে কুরআন বয়ান সম্বন্ধে সহীহ্ হাদীস শরীফে ওয়ারীদ আছে ঃ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরআনের তফসীর বয়ান করে এবং অন্য হাদীসে আছে যে ব্যক্তি বিনা ইল্মে বয়ান করে, সে ব্যক্তি স্বীয় আশ্রয় জাহান্নামে বানাইয়া লইয়াছে। (মিশকাত—কেতাবুল ইল্ম্)

(১৮) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ফরমাইয়াছেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আমার উম্মত হইতে এক ফির্কা বাহির হইবে তাহারা কাহাকেও ছাড়িবে না, সবাইকে থাপ্পড় মারিবে।"

'থাপ্পড় মারিবে' এইরূপ শব্দের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, হয় সেই ফির্কা অতীত হইয়া গিয়াছে অথবা হইবে। কিন্তু তাহা নহে, হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, ঐ ফিরকা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে, মানুষ সকালে মোমিন ও সন্ধ্যায় কাফের হইয়া যাইবে। (মিশকাত—কেতাবুল ফিতন)

নোট ঃ—বিশ্বের সমূহ মুসলমান উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত, তবে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকে থাপ্পড় মারিবার অর্থ ইহা নহে যে, প্রত্যেক মুসলিম গৃহে প্রবেশ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে থাপ্পড় মারিবে, বরং এই স্থানে ঐ ফির্কার আক্ওয়াল ও আফ্য়ালকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎঃ ঐ ফির্কার আক্ওয়াল (বাক্যগুলি) ও আফ্য়াল (কার্য্যাবলী) বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম গৃহে নিজ প্রভাব বিস্তার করিবে। যেমন মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্দীর গোষ্ঠি বিশ্বের সমূহ মুসলমানকে মুশ্রিক ও কাফের বলিত, তেমনই বর্ত্তমান যুগের ওহাবীদেরও আকায়েদ। সুতরাং ইহা এমন এক প্রকার গালি—যাহা আহ্লে ইসলামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের উপরই বর্তিয়া থাকে। অতএব ইহা দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত যে, উক্ত গালিকেই উদ্দেশ্য করিয়া থাপ্পড় মারিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে এবং সমূহ উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে থাপ্পড় মারিবার এই ভবিষ্যদ্বাণীও নজ্দীদের প্রতি সাক্ষ্যদান করিতেছে।

আবার দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবার অর্থ এই যে—উহারা কিছুদিনের জন্য ফিৎনাচ্যুত হইয়া নীরব থাকিবে, পুনরায় জোরদার হইয়া উঠিবে। যেমন এই পথভ্রষ্ট অত্যাচারী ফির্কা ১২২৭ হিজরীতে যখন আরব দেশ হতে বিতাড়িত হইয়াছিল, তখন জগতের মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, ফিৎনায়ে ওহাবীয়া জগৎ হইতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৩৪৩ হিজরীতে এই জালিম ফির্কা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া তায়েফ ও মক্কায় নেহায়েত নিষ্ঠুরতার সহিত নির্মম নরপিশাচের ন্যায় ব্যাপকভাবে মুসলিম নর-নারী, বালক ও বৃদ্ধ সকলকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল-দৌলত লুণ্ঠন করিয়াছে। যাহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

শোক বিশ্বের সমূহ মুসলিম নর-নারীর অন্তঃকরণে পৌঁছিয়াছিল। মক্কাবাসীগণ জীবনের ভয়ে ইসলামী কলেমা **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"** ত্যাগ করিয়া নজ্‌দী কলেমা যথা—**"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু মালেকে ইয়াওমিদ্দীন কানা মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"** পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(১৯) আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, ফরমাইয়াছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম—যে অতি সত্বর এক ফির্‌কা বাহির হইবে এবং সমগ্র আরব দেশে ছড়াইয়া পড়িবে, ঐ ফিৎনালিপ্ত নর-নারীরা সকলেই জাহান্নামী হইবে। ঐ ফিৎনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জিহ্বা তলোয়ার অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ হইবে। (মিশকাত—কিতাবুল ফিতন)

(২০) মিশকাত শরীফের আ'লামতে ক্বিয়ামতের মধ্যে আউফ বিন মালিক হইতে হাদীস বর্ণিত আছে, ফরমাইয়াছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এক এমন ফিৎনা বাহির হইবে, যাহার প্রভাব আরবের প্রতিটি গৃহে দেখা দিবে।

(মিশকাত—বাবুলফিতন ফিল মলাহিম)

নোট ঃ —নজ্‌দী ফির্‌কা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কোনও ফির্‌কা এমন বাহির হয় নাই—যাহারা আরবের প্রতিটি গৃহে পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিৎনা ও ফ্যাসাদ পছন্দ করেন না **"ওয়াল্লাহো লা -ইহুব্বুল ফাসাদ"** অর্থাৎ ঃ—আল্লাহ্ পছন্দ করেন না ফ্যাসাদ এবং **"ওয়াল্লাহো লা ইহুব্বুল মুফ্‌সেদ্বীন"** আল্লাহ্ ফ্যাসাদ কারীদিগকেও পছন্দ করেন না।

(২১) সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, এমান দেশ হইতে একখণ্ড সোনা 'মালে গনীমত' আসিয়াছিল। হুযূর ঐ সোনা কয়েকজন সাহাবার মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ায় ছাঁটা দাড়ী, উঁচু কপাল, মস্তক মুণ্ডিত, চক্ষুদ্বয় বসা, চোয়ালের হাড় বহিস্কৃত ও উঁচু পায়জামা পরিধেয় এক ব্যক্তি তাচ্ছিল্য সহকারে বলিয়া উঠিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম খোদার প্রতি ভয় কর! অতঃপর হুযূর ফরমাইলেন, তোমার খারাবী হউক। **'রুয়ে জমিনে'** আমি কি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করি নাই?

ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে হুযূর ফরমাইলেন ইহার-ই নস্‌ল হইতে এক কওম বাহির হইবে, আল্লাহ্ তা'য়ালার কালাম তেলাওতে উহাদের জিহ্বা সরস থাকিবে। কিন্তু ক্বুরআন উহাদের কণ্ঠার নীচে নামিবে না, উহারা দ্বীন হইতে এমনভাবে বহিস্কৃত হইয়া যাইবে যেমন বহির্ভূত হয় তীর শিকার ভেদ করিয়া। আমি যদি উহাদিগকে **'কওমে সমুদ'** এর মত পাইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই হত্যা করিতাম।

(বুখারী জুযে হফদহুম পৃষ্ঠা-৬২৪, বাবুল বয়্‌স আলী ইবনে আবু তালেব ও খালিদ বিন ওলীদ ইলাল এমন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নোট ঃ — কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল জুলখোয়ে সরাহ, আবার কেহ কেহ বলেন উহার নাম হরকুস, আবার কেহ কেহ বলেন উহার নাম ছিল নাফে।

(মুখতসর বুখারী হাসেয়া পৃষ্ঠা-৬২৪)

(২২) উক্ত বুখারীর হাদীস যে, নবী আকরম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মালে গনিমত' বণ্টন করিতেছিলেন, আব্দুল্লাহ জুলখোয়ে সরাহ তমীমী অবমাননা সূচক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্সাফ করুন। অতঃপর হুযূর ফরমাইলেন, খারাবী হউক তোমার। যদি আমি ইন্সাফ না করিব, তাহা হইলে কে ইন্সাফ করিবে? উমর রাদিআল্লাহু আরজ করিলেন, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি ইহার মস্তক ছিন্ন করিয়া দিই। হুযূর ফরমাইলেন ছাড়িয়া দাও, উহার সঙ্গী অনেক আছে এবং তোমাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ নামায ও রোযাকে উহাদের নামায ও রোযার তুলনায় হীন ধারণা করিবে। কিন্তু উহারা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন হইতে এমনভাবে বহিস্কৃত হইয়া যাইবে, যেমন বাহির হয় তীর শিকার ভেদ করিয়া।

(বুখারী জুযে ২৮ বাব মনতারাকা কেতালাল খাওয়ারেজ)

(২৩) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান হইতেছে—ওয়াজিবুল ইমান অর্থাৎ ঃ—তিনি ফরমাইয়াছেন যে, শেষ যমানায় এক কওম বাহির হইবে উক্ত আব্দুল্লাহ জুলখোয়ে সরাহ তাহাদেরই বুজুর্গ। তাহারা ক্বুরআন পাঠ করিবে কিন্তু ক্বুরআন তাহাদের কণ্ঠার নীচে নামিবে না। মস্তক মুণ্ডন সেই কওমের চিহ্ন হইবে। তাহারা সর্বদাই বাহির হইতে থাকিবে, এমনকি তাহাদের শেষ দলটি মসীহুদ্দাজ্‌জালের সহিত মিলিত হইবে। তাহারা নিকৃষ্ট জীব, তোমরা যখন তাহাদিগকে পাইবে হত্যা করিয়া দিবে।

(লেখকগণ, ইবনে আবী শায়বা, মসনদে আহমদ, সনুনে নেসায়ী, মোয়জমে কবীর তিবরাণী, মুস্‌তদ্‌রক্ হাকিম আবি বারদাহ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু, কানযুল আম্মাল জিলদ্ সস্‌ম)।

(২৪) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু হাদীস বয়ান করিতেছেনঃ—অতি সত্বর এক কওম বাহির হইবে (আবদুল্লাহ জুলখোয়ে সরাহ'র মত) তাহারা আল্লাহ্'র কেতাব আওড়াইবে কিন্তু বাস্তবে তাহারা আল্লাহ্'র কেতাবের শত্রু হইবে। মস্তক মুণ্ডন সেই কওমের চিহ্ন হইবে। তাহারা যখনই দেখা দিবে, তাহাদিগকে হত্যা কর।

(কানযুল আম্মাল জিলদ্ সস্‌ম)

(২৫) পূর্ব্বদিক হইতে কিছু লোকের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহারা ক্বুরআন পাঠ করিবে কিন্তু ক্বুরআন তাহাদের হলক্কের নীচে নামিবে না, যখন এক যামানার লোক শেষ হইয়া যাইবে তখন অন্য গোরোহ জন্মাইবে। এমন কি তাহাদের শেষ গোরোহটি মসীহুদ্দা্‌জ্‌জালের সহিত মিলিত হইবে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, মোয়াজমে কবীর, তিবরাণী, মুসতদরক হাকিম, আবু নয়ীম ফিল হুসিয়া, কানযুল আম্মাল, জিলদ্ ছয়)।

(২৬) আল্লামা সৈয়দ আল্‌বী ইব্‌নে আহ্‌মদ্ আলায়হির্ রহ্‌মাহ স্বীয় 'জেলাউজযোলাম ফীর্‌রদ্দে আলান্‌নজ্‌দী ইল্লাজী আদাল্লীল আওয়াম' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী কবীলা বনী তমীম হইতে বাহির হইয়াছে। অতএব এতদ্ বিষয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে যে ইহারাই সেই ফির্‌কা, হাদীস শরীফে যাহার সম্বন্ধে বর্ণিত রহিয়াছে যে, উহারা আবদুল্লাহ জলখোয়ে সরাহ'র পশ্চাতে বাহির হইবে এবং আল্লামা জালালুদ্দিন সিউতিও স্বীয় "কানযুল আম্মাল, জিল্‌দ ছয়, আফ্‌আলুস্‌সালাহ ফি কতলুল্ খাওয়ারেজ" নামক গ্রন্থের তেত্রিশ পৃষ্ঠায় বুখারী শরীফের হাদীস নকল করিয়াছেন যে, আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, জুলখোয়ে সরাহ এর সম্বন্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ইহার নসল্ হইতে বা ইহার পশ্চাতে এক কওম বাহির হইবে তাহারা ক্বুরআন পড়িবে কিন্তু ক্বুরআন তাহাদের হলক্কের নীচে নামিবে না। ইহারা বহিস্কৃত হইয়া যাইবে দ্বীন হইতে যেমন বাহির হয় তীর শিকার ভেদ করিয়া, ইহারা মুসলমানদিগকে হত্যা করিবে এবং মূর্তি পূজকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, যদি আমি তাহাদিগকে পাইতাম তাহা হইলে তাহাদিগকে **'কওমে আদ'** এর ন্যায় হত্যা করিতাম।

নোট ঃ—উক্ত মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী হত্যা করিত মুসলমানদিগকে এবং ছাড়িয়া দিত বূতপরস্তদিগকে। যখন আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু হত্যা করিলেন খাওয়ারেজকে তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল শুক্‌র আল্লাহ্ তা'য়ালার, যিনি হলাক করিলেন উহাকে এবং রক্ষা করিলেন আমাকে। অতঃপর আলী কার্‌রমাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু ফরমাইলেন ঃ কসম সেই 'জাত' এর যাঁহার হস্তে আমার জীবন রক্ষিত, তহ্‌কীক ইহাদের মধ্যে এখনোও সেই সকল ব্যক্তি বাকি আছে, যাহারা পুরুষের পৃষ্ঠের মধ্যে আছে, এখনোও মাতৃগর্ভে আসে নাই। শেষ যমানায় তাহারা মসীহুদ্দাজ্জালের সহিত হইবে।

অন্য এক হাদীসে, আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, বনী হানীফা মুসাইলেমা কাজ্জাবের কওমের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষ যামানা পর্যন্ত উহার দেশ ফিৎনায় লিপ্ত থাকিবে, আর তথাকার কাজ্জাবদের দ্বারা দ্বীন ইসলাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদাই বিপদগ্রস্ত হইবে।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, উহাদের দ্বারা ইয়ামামার খারাবী হইবে এবং খারাবী হইবে উহার অধিবাসীদের।

'মিশকাতুল মাসাবীহ' এর হাদীসে আছে, শেষ যমানায় এক কওম বাহির হইবে, তাহারা এমন এমন হাদীস শুনাইবে—যাহা তোমাদের বাপ-দাদা কখনোও শুনেন নাই। সুতরাং তোমরা উহাদের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং তোমাদের (সংসর্গ) হইতে উহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে, যেন উহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট ও ফিৎনায় জড়িত করিতে না পারে। আল্লাহ্ তা'য়ালা কবীলা তমীমের সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ

করিয়াছেন যথা ঃ—**"ইন্নাল্লাযীনা ইয়োনাদুনাকা মিঁয় ওয়ারায়িল হুজরাতে আকসারেহুম লা-ইয়াক্বিলুন"** (ক্বুরআন পারা-২৬, সূরা-হুজরাত)

অর্থাৎ ঃ —হে মাহবুব! উহারা যে আপনাকে দেওয়ালের বাহির হইতে ডাকিয়া থাকে, উহার মধ্যে অধিকাংশই লোক অবুঝ। এবং কবীলা বনী তমীমের সম্বন্ধে ইহাও অবতীর্ণ হইয়াছিল যথাঃ—**"লা-তারফায়ূ আস্‌ওয়াতাকুম ফাউ্‌কা সাউ্‌তিন নবীয়ে"** (ক্বুরআন-পারা ২৬, সূরা-হুজরাত) **অর্থাৎ**—পয়গম্বরের আওয়াজের উপর তোমরা নিজের আওয়াজকে বুলন্দ করিও না।

আল্লামা সৈয়দ আল্‌বী বলিয়াছেন, বনী হানীফা—বনী তমীম—বনী ওয়ায়েল ইত্যাদি মযহাবের নিন্দায় এইরূপ বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তবে আপাততঃ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, প্রায়ই খাওয়ারেজ ঐ ফির্‌কা হইতে পয়দা হইয়াছে। তহকীক যে, বনী আব্দুল ওহাবের ফিরকাও বনী তমীম হইতে আসিয়াছে এবং উক্ত বিদ্রোহী ফির্‌কার সরদার আব্দুল আজীজও ফির্‌কা ওয়ায়েল হইতে আসিয়াছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাদীস ইহাও রহিয়াছে যে, আমি নিজের নফ্‌সকে প্রথমতঃ প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক কবীলার উপর পেশ করিয়াছি, তবে বনী হানীফা ব্যতীত অন্য কোনও কবীলা এত বেশী খাব্বীস ও কবীহ জওয়াব দেয় নাই।

জনাব আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ রামপুরীর **"সচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী"** নামক উর্দ্দু পুস্তক হইতে সংগৃহীত ও অনুদিত।

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংক্ষিপ্ত ওহাবী-নজ্‌দী ইতিহাস

'খোলাসাতুল কালাম ফী বয়ানে ওম্‌রাইল বালাদীল হারাম' ইত্যাদি হইতে নজ্‌দী ইতিহাসের নিদর্শন স্বরূপ কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হইল—যাহা জনাব মৌলানা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব রামপুরীর **"সচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী"** নামক উর্দ্দু পুস্তক হইতে সংগৃহীত ও অনুদিত।

'নজ্‌দ' এর মানে মালভূমি বা উচ্চভূমি, যেহেতু ইহা হেজায ইত্যাদি দেশ হইতে উচ্চে অবস্থিত সেহেতু ইহাকে নজ্‌দ বলা হয়। ইহা আরবের এলাকাধীন দেশ, ইহার পূর্ব্বে ইরাক, পশ্চিমে হেজায, দক্ষিণে ইয়ামামা ও উত্তরে শামদেশ অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫০ মাইল ও উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রায় ৫৫০ মাইল এবং আয়তন এক লক্ষ আশি হাজার বর্গ মাইল। ইহার তিন দিকে অর্থাৎ ঃ—উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বালুকাময় মরুভূমি ও পশ্চিমে হেজায ও অনাবাদি দেশ। নজ্‌দ আবাদি দেশ, তথাকার ঘোড়া বিখ্যাত।

হেজায অর্থাৎ ঃ—মক্কা, মদীনা, তায়েফ ও উহার নিকটস্থ এলাকা। ইহা নজ্‌দ ও তাহামার মধ্যবর্ত্তিতে অবস্থিত। 'হেজায' এর মানে বাধা, নিষেধ, বারণ ইত্যাদি, এইজন্য ইহা হেজায নামে প্রসিদ্ধ এবং তাহামার মানে অনাবাদি বা নীচু ভূমি।

উক্ত নজ্‌দ দেশের আইনিয়া নামক স্থানে ১১১৫ হিজরীতে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব জন্মলাভ করে এবং ৯২ বৎসর বয়সে অর্থাৎ—১২০৭ হিজরীতে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার কৈশোর জীবনের দিনগুলি মক্কা ও মদীনায় শিক্ষালাভে কাটিয়াছে। যে সকল উলামার নিকট হইতে সে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মোহাম্মদ সুলাইমান কুরদী ও মোল্লা হায়াত সিন্ধী-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহাম্মদ সুলাইমান কুরদী ছিলেন তৎকালীন সময়ের মযহাব শাফেয়ীর অন্যতম আলেম ও 'মুয়াল্লিফ হাওয়াশীয়ে শর্‌হে মুখ্‌তসর' এর লেখক এবং মোল্লা হায়াত সিন্ধী ছিলেন তখনকার দিনে মদীনার উলামায়ে হানাফীগণের মধ্যে বিশিষ্ট আলেম। ইহা ব্যতীত যে সকল উলামায়ের নিকট হইতে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব শিক্ষালাভ করিয়াছে, সমূহ উলামাগণ সেই সময়েই ইহার মধ্যে গুমরাহী ও ইল্‌হাদের লক্ষণ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব অতি সত্বর পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে এবং বহু হতভাগ্য মানুষও ইহার দ্বারা পথভ্রষ্ট হইবে।

উলামাগণের অনুমান ভুল হয় নাই, সত্যসত্যই ইবনে আব্দুল ওহাব পথভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাহার ভ্রাতা সুলাইমান ইবনে আব্দুল ওহাব পথভ্রষ্ট ভাইয়ের গুমরাহী ও ভ্রান্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আকায়েদের তীব্র প্রতিবাদ করতঃ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন, ফলতঃ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের সহিত তাহার শত্রুতা ঘোরতর হইয়া উঠিল এবং প্রাণভয়ে সুলাইমান বিন আব্দুল ওহাব তথা হইতে মদীনা পলায়ন করিলেন।

১১৪৩ হিজরীতে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব স্বীয় ভ্রান্ত আকায়েদের প্রচার আরম্ভ করিল, সম্ভবতঃ মূর্খ ব্যক্তিরাই তাহার এই বাঁকা আকায়েদ গ্রহণ করিতে লাগিল। এই ভাবেই ১১৫০ হিজরীতে তাহার ফির্‌কা প্রসার লাভ করিল। ক্রমান্বয়ে যখন তাহার জামায়াত বৃদ্ধি হইতে থাকিল তখন শহরের হাকিমের সহিত তাহার বিরোধিতা দেখা দিল এবং সে প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিয়া শহর দরইয়া নামক স্থানে আমিরে দরইয়ার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিশেষ উল্লেখ্য যে, উক্ত আমিরে দরইয়ার নাম ছিল মোহম্মদ বিন সউদ সালার দরইয়া এবং সে ছিল মুসাইলেমা কাজ্জাবের শহরগুলির সর্দার। ইহারই নিকট মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্বীয় কন্যাকে তাহার পত্নিত্বে দান করিল। মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের দাবী ছিল, আমি তৌহীদের হেফাজাত করি এবং মুসলমানদের ভিতর হইতে শির্‌ক ও বুতপরস্তী দূর করি।

যেহেতু মোহাম্মদ বিন সউদ সালার দেশের বাদশাহ ছিল, সেইহেতু প্রজাদের সম্মুখে তাহার শ্বশুর নিজ ভ্রান্ত আকায়েদ প্রচার করিতে বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় নাই। দেশের নানাবিধ উন্নতির অজুহাত দর্শাইয়া বন্দুদিগকেও তাহার আনুগত্য স্বীকার করাইতে বাধ্য করিল এবং নিজেও শ্বশুর (মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব) এর প্রধান ফরমাবরদার বনিয়া রহিল। সে যাহা বলিত তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিত। মোট কথায় মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী সেই কওমের মধ্যে ছিল নবী স্বরূপ। তাহার নির্দ্দেশের বিন্দুবিসর্গও কেহ ব্যতিক্রম করিত না এবং তাহার বিনা অনুমতিতে কেহ কোন কার্য্যও করিত না, স্বীয় মযহাবের লোকেরা তাহার অত্যধিক শ্রদ্ধা ও যত্ন করিত। এইভাবে আরবের একের পর এক কবীলা তাহার অনুগামী হইতে থাকিল। প্রথমে ইবনে সউদ সালারের দেশে তারপর তাহার বংশধরদের দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে স্বীয় করতলগত করিয়া লইল।

মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী যখন কোন শহরের উপর আক্রমণ করিবার মনস্থ করিত তখন অঙ্গুলী পরিমাণ একখণ্ড কাগজে লিখিয়া আরববাসীর সম্মুখে প্রেরণ করিত, আরববাসীগণ তাহা গ্রহণ করতঃ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে **"লাব্বাইক"** এর সাড়া দিত এবং খাদ্যদ্রব্য-পানীয়, পরিধেয় ও সওয়ারী ইত্যাদি সমূহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বন্দোবস্ত করিয়া দিত। কোনও বিষয়ে উহাকে কষ্ট দিত না বরং সে যেখানে যাইত তাহারাও সঙ্গে যাইত, উহার কোনও নির্দ্দেশ অমান্য করিত না। যখন ইহারা কোন ব্যক্তির মাল লুণ্ঠন করিয়া আনিত, তাহা হইতে এক-পঞ্চমাংশ উহার জন্য বাহির করিয়া অবশিষ্টাংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইত।

মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী যখন কোন কবীলার উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইত তখন সেই কবীলাকে অন্য কবীলার গ্রাস করিবার ভার অর্পণ করিত। এইরূপভাবে প্রথমে পূর্ব্বদিকের দেশ সমূহ আশ্চর্য্যজনকভাবে জয় করিয়া উত্তরে অকলীম, হেসায়, বাহরাইন, আম্মান, মশকট ইত্যাদি জয় করিয়া লইল। অর্থাৎ—বাগদাদ ও বসরাহ পর্যন্ত তাহার সীমা পৌঁছিয়া গেল। তারপর দক্ষিণে 'হেরারকে আশ্চর্য্যরূপে কাবু করিয়া খেওফ জওয়াতুলতাহীল, অল হরবীয়া, অলফরয়াও জোহাইনা ইত্যাদি দখল করতঃ মদীনা ও শামদেশের মধ্যবর্ত্তি স্থানের সমূহ দেশগুলি জয় করিয়া লইল। অর্থাৎ—শাম ও হলবের নিকট পর্যন্ত তাহার বাদশাহী পৌঁছিয়া গেল। তারপর শাম ও বাগদাদের মধ্যবর্ত্তিতে যতগুলি কাবায়েল ছিল অর্থাৎ—পূর্ব্ব আরবান, হেজায, তায়েফ ও মক্কার নিকটস্থ সমূহ কাবায়েল জয় করিয়া অবশেষে চতুরতার সহিত মক্কায় প্রবেশ করিল। মক্কায় মৌলানা শরীফ গালিব রহ্‌মতুল্লাহ আলায়্‌হের সহিত ১২০৫ হিজরী হইতে ১২২০ হিজরী পর্যন্ত গভীরভাবে সংগ্রাম করিল। বিশেষ উল্লেখ্য যে, মক্কাবাসীগণ আগে হইতেই মৌলানা গালিবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নজ্‌দীদের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই হেতু অসহায় নিরুপায় ও জর্জরিত হইয়া মৌলানা গালিব পরাজিত হইলেন এবং মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী মক্কা'র বাদশাহ হইল।

শৈশব হইতেই মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার ছিল। সে মুসাইলেমা, কাজ্জাব, সজাহ, আসওয়াদ ও তলিহা আসাদী ইত্যাদির পুস্তকগুলি লক্ষ্য করিত এবং মনে মনে নবুয়তের ঘৃণ্য দাবী পোষণ করিত। নিজের শহরের লোকদেরকে আনসার ও বাহির হইতে যাহারা আসিয়া তাহার মযহাব গ্রহণ করিত তাহাদিগকে মোহাজেরিন বলিয়া সম্বোধন করিত। স্বীয় মযহাবের লোকেদের প্রতি ব্যাপক নির্দ্দেশ জারী করিয়াছিল যে, তোমরা নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী কুরআনের তফসীর করিয়া লইবে এবং উলামায়ে সাবেকের তফ্‌সীর ও তহ্‌কীকের উপর সর্বদা নিজেকে অধিক জ্ঞানী ধারণা করিবে। সুতরাং তাহার মযহাবে যাহারা একেবারে হীন প্রকৃতির মূর্খ ও গাঁওয়ার ছিল, তাহারাও কুরআন পাঠকারীগনকে বলিত, তোমরা আমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাও, আমি তফ্‌সীর বয়ান করিব। অথচ নিজে কুরআনের একটি আয়েতও জানিত না। যাহারা প্রথম শ্রেণীর মূর্খ ছিল তাহার বলিত "যাহা তোমাদের দ্বীনের জন্য সমীচীন মনে কর তাহাই নির্দ্দেশ দাও এবং নিজের বিবেক অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত কর" এবং আরও বলিত যে "মুতাকাদ্দেমীনগণের কেতাবের দিকে কখনও লক্ষ্য করিও না" কারণ উহাতে হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণিত আছে। অতএব তাহা পড়িতে ও পড়াইতে নিষেধ করিত।

তাহারা ব্যাকরণ, অভিধান, ফেক্বাহ ইত্যাদির শত্রু ছিল, তকলীদকে শির্‌ক ও চারি ইমামের মোকাল্লেদগনকে মুশ্‌রেক ও কাফের ঘোষণা করিত। তফ্‌সীর, ফেক্বাহ, দরূদ,

দালায়েলুল খয়রাত ইত্যাদি কেতাবগুলিকে বিদাত ঘোষণা করিয়া উহা জ্বালাইয়া দিতে বলিত। নামাযের পর মোনাজাত ও দরূদ পাঠ করিতে নিষেধ করিত। আর বলিত যে, "আমাদের পরিশ্রম শুধু তৌহীদকে রক্ষা করিবার জন্য।" অথচ ঃ—

সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, জুমার দিন আমার উপর দরূদ বেশী প্রেরণ করিবে, তোমাদের দরূদ রহমত ও বরকতের সহিত পৌঁছান হয়। যদি কেহ দরূদ আবৃত্তি করিতে বসে তথায় আল্লাহ্‌'র ফেরেশ্‌তাদের শুভাগমন হইয়া থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দরূদ আবৃত্তি হইতে থাকে ততক্ষণ ফেরেশ্‌তাগণ হাজির থাকেন। অতঃপর বর্ণনাকারী আরজ করিলেন, হুযূরের ওফাতের পরেও দরূদ আবৃত্তি করা যাইতে পারিবে? তদুত্তরে হুযূর ফরমাইলেন, বা-তহ্‌কীক পরওয়ারদেগার জমিনের প্রতি হারাম করিয়া দিয়াছেন, নবীগনের পবিত্র শরীরকে ভক্ষন করা।

অতএব আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নবীগণ জীবিত আছেন এবং তাঁহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়া হয়।

(মিশকাত শরীফ—বাবুল জুমা)

নোট ঃ—মহামান্য চারি ইমামের মধ্যে কোনও একজনের তরীকা বা নিয়ম শৃঙ্খলায় থাকাকেই তক্বলীদ বলা হইয়া থাকে এবং যাঁহারা চারি মযহাবের মধ্যে কোন এক মযহাবের নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধ আছেন তাঁহাদিগকে মোকাল্লেদ বলা হয় এবং যাহারা তক্বলীদ অস্বীকার করিয়া থাকে তাহাদিগকে গায়ের মোক্বাল্লেদ বলা হয়।

শহর দরইয়ার এক অন্ধ, সুকণ্ঠ ও রসূল প্রেমিক মোয়ায্‌যিন প্রত্যহ আজানের পর দরূদ আবৃত্তি করিতেন। নজদীরা তাঁহাকে দরূদ পাঠ করিতে নিষেধ করে, অতঃপর তিনি কুরআনের মধ্যে দরূদ আবৃত্তির তাগিদ **"সল্লু আলাইহি"** দর্শাইলেন। নজ্‌দীরা বলিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন নির্দ্দেশ ছিল, এখন দরূদ আবৃত্তি করা মহাপাপ। তদুত্তরে মোয়ায্‌যিন সাহেব বলিলেন, কুরআন শরীফে দরূদ আবৃত্তির তাগিদ ও হাদীস শরীফে বহু ফজীলত বর্ণিত আছে। সুতরাং তোমাদের এই কুমন্ত্রণায় আমি কদাচ দরূদ ত্যাগ করিতে পারিব না।

এতদ সত্ত্বেও নজ্‌দীরা দরূদ আবৃত্তির অপরাধে তাঁহাকে হত্যা করিয়া দিল। নজ্‌দীরা বলিত—মীনারে বসিয়া উচ্চঃকণ্ঠে দরূদ আবৃত্তি করা, বেশ্যা বাড়ীতে যাইয়া বাজনা শুনা অপেক্ষাও বেশী পাপ এবং কাহাকেও সৈয়দ বলা কুফ্‌র। অথচ এইমাত্রই মিশকাত শরীফের বাবুল জুমা'র বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বাদ-ওফাতও দরূদ আবৃত্তির তাগিদ রহিয়াছে এবং 'মিশকাত বাবুল কারামত' এ হাদীস বর্ণিত আছে যে, প্রত্যহ সত্তর সহস্র ফেরেশ্‌তা আস্‌মান হইতে অবতীর্ণ হইয়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফের পার্শ্বে নিজ নিজ ডানা মেলিয়া দরূদ আবৃত্তি করিতে থাকেন এবং সন্ধ্যাবেলা সেই সকল ফেরেশ্‌তা আস্‌মানে প্রত্যাগমন করেন এবং অন্য সত্তর সহস্র ফেরেশ্‌তার শুভাগমন হয়। তাঁহারা প্রাতঃকাল পর্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদ আবৃত্তি করিতে থাকেন। ফেরেশ্‌তাগণ এইরূপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ আবৃত্তি করিতে থাকিবেন। হুযূরকে যখন কবর শরীফ হইতে উঠানো হইবে তখন সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তার সহিত বাহির হইবেন এবং সেই ফেরেশ্‌তাগণ মহবুবে কিরবিয়াকে বারগাহে ইলাহীতে পৌছাইবেন।

যেহেতু নজ্‌দীরা কুরআন ও হাদীস হইতেও গাফেল, সেইহেতু তাহারা বলিয়া থাকে যে "যে ব্যক্তি কাহাকেও সৈয়েদুনা বলিয়া থাকে, সে ব্যক্তি কাফের" কিন্তু হক্ক তা'য়ালা হযরত ইয়াহিয়ার সম্বন্ধে ফরমাইতেছেন ঃ—"**সৈয়দাঁউ ওয়া হাসীরাঁউ ওয়া নবীয়াম্ মিনাস্-সালেহীন।**" (কুরআন পারা-তিন, সূরা-আল ইমরান)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিন মায়াজ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু সম্বন্ধে সাহাবায়ে কারাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হুমকে ফরমাইয়াছেন "**কুমু ইলা সৈয়েদিকুম**" অর্থাৎ—নিজেদের সৈয়দের দিকে দাড়াও। (মিশকাত বাবুল জেহাদ বাবুল্‌কমিল আসরাও)। হযরত আলাইহিত, তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীম ফরমাইয়াছেন "**আনা সৈয়দু ওয়ালদে আদম**" অর্থাৎ—আমি হইতেছি আদম সন্তানগণের সর্দ্দার। (মিশকাত—বাবু ফাজায়েলে সৈয়েদিল মুরসালীন)

হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু সম্বন্ধে হুযূর ফরমাইয়াছেন "**সৈয়াদা ইকুহু লি আহ্‌লিল্ জান্নাত**" অর্থাৎ—ইহারা দুই জন জান্নাতী প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষগণের সর্দ্দার। (মিশকাত বাবু-মনাকিবে আবিবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা)।

হযরত ফাতেমা জোহরা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা সম্বন্ধে ফরমাইয়াছেন "**সৈয়দাতুন্ নিসায়ে আহলিল্ জান্নাত**" অর্থাৎ—ফাতেমা রাদি আল্লাহু আন্‌হা সমূহ জান্নাতী মহীয়সী বিবিগণের নেত্রী এবং হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফরমাইয়াছেন "**হাজা সৈয়দুন**" অর্থাৎ ঃ—আমার এ ফরজন্দ সর্দ্দার রহিয়াছে। আরও ফরমাইয়াছেন "**অল হাসানু ওয়াল হুসাইন সৈয়দুস্ শবাবা আহ্‌লিল জান্নাত**" অর্থাৎ—হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা হইতেছেন সমূহ জান্নাতী যুবকগণের অধিনায়ক।

(মিশকাত বাবু মানাকেবে আহলে বয়েতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

হুযূর জুমা'কে "**সৈয়দুল আইয়াম**" ফরমাইয়াছেন। (মিশকাত বাবুল জুমা) এবং সাহাবায়ে কারাম উবাই ইবনে কায়বকে **সৈয়দুল কুর্‌রা** সম্বোধন করিতেন।

(আশেয়াতুল্ লামায়াৎ—বাবুল কোনুত জিলদ্ আওয়াল)

প্রকৃত কথা এই যে আহ্‌লে ইসলাম যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৈয়দুল আম্বিয়া, সৈয়দুল মুরসালীন, সৈয়দুল ওরা, সৈয়দুল আ'লামীন সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং হুযূরের বংশধরগণকে যে সৈয়দ বলিয়া সম্বোধন করেন তাহাও নজ্‌দীদের নিকট অসহনীয় ছিল। সেইজন্য তাহারা বলিত যে "কাহাকেও সৈয়দ বলিও না।" বলা বাহুল্য মনের গোপন শত্রুতা ফাঁস হইয়া যাইবার ভয়ে নজ্‌দীরা

ইহা প্রকাশ্যে বলিতে সাহস পাইত না যে, হুযূরকে কিংবা তাঁহার বংশধরদিগকে সৈয়দ বলিও না। কিন্তু নজ্‌দীদের এই গোপন শত্রুতাকে উলামায়ে ইসলামগণ যথেষ্ট অনুভব করিতে পারিয়াছেন, সেইজন্য নিজেদের পুস্তকের মাধ্যমে সর্বদাই সতর্কও করিয়া আসিতেছেন।

নজ্‌দীরা বলিয়া থাকে যে, খোদার হাম্‌দ ও তৌহীদ বয়ান করিবার সময় আম্বিয়ায়ে কারামগণের মর্য্যাদাহানি করা জায়েজ। এইরূপ জঘন্য আকিদার দ্বারা বিভিন্ন এবারৎ এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অবমাননাও করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, হুযূর ঢাঁঢোরা বাজানে ওয়ালা 'তারেশ' ছিলেন।

নজ্‌দীদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী খোদাও মিথ্যা বলিয়া থাকেন। কারণ তাহাদের বক্তব্য যে, "আমরা হোদাইবিয়ার অমুক অমুক বিষয়ের প্রতি যখন লক্ষ্য করিলাম তখন উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল।" হযরত রসূলে করীমের শানে ইহা অপেক্ষাও হীন ধরণের আলোচনা ও সমালোচনায় তাহারা আহ্লাদিত হইত। মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর কোন কোন ভক্ত ও অনুরক্ত ইহাও বলিত যে "আমার হাতের লাঠিখানি মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। কারণ সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদি মারিতে ইহার দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকি, কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তো মরিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন এমন গুণও নাই।" অথচ 'খোলাসাতুল কালামে' বর্ণিত আছে যে, চারি মযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরিউক্ত আকীদা রসূলুল্লাহ'র শানে পোষণ করা কুফ্‌র।

নজ্‌দীরা বলিত "মোহাম্মদ (সালঃ) ইলচি (বার্তাবাহক) ছিলেন, চলিয়া গিয়াছেন" আরও বলিত "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য সমূহ পয়গম্বর মৃত। অতএব তাহাদের মাযারগুলি যিয়ারত করাও বুতপরস্তীর সমতুল্য"।

মোকাম এহসায় হইতে একটি কাফেলা হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারত নিমিত্ত যখন শহর দরইয়ায় পৌছিলেন, সংবাদ পাইয়া নজ্‌দীরা তথায় উপস্থিত হইয়া কাফেলার লোকেদের দাড়ি মুণ্ডন করিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে উল্টা সওয়ার করাইয়া তথা হইতে পুনঃ এহসায়ের দিকে ফিরাইয়া দিল।

নোট ঃ- ইহা নজ্‌দীদের নেহায়েত ভ্রান্ত ও জঘন্য ধারণা যে—"রসূলুল্লাহ ও অন্যান্য সমূহ পয়গম্বরগণ মৃত'— কেননা ইবনে মাজার হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ "আল্লাহ্ তা'য়ালা জমিনের প্রতি হারাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতো ওয়াত্তাস্‌লীমগনের পবিত্র শরীর ভক্ষন করা। অতএব আল্লাহ্‌র নবীগণ অবশ্যই জীবিত আছেন এবং তাঁহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়া হয়।" (মিশকাত বাবুল জুমা)

আশেয়াতুল লামায়াতে বর্ণিত আছে যে, হায়াতে আম্বিয়ার বিষয়ে উলামাগণে মতানৈক্য নাই, সকলেরই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত যে, আম্বিয়ায়ে কারামগণ স্ব-শরীরে জীবিত আছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং দুনিয়ায় যেইরূপ ছিলেন প্রকৃত সেইরূপেই আছেন। শহীদ গণের ন্যায় হায়াত মায়ানবী ও রুহানী নহে। (আশয়াতুল লাময়াত বাবুল জুমা')।

হযরত আলাইহিত্ তাহ্য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্লীম ও অন্যান্য আম্বিয়ায় কারাম আলাইহি-মুস্ সালামগণ ওফাতের পূর্ব্বে দুনিয়ায় যেইরূপ ছিলেন তদ্রূপই আছেন। আম্বিয়ায়ে কারামগণের মৃত্যু শুধু **'আহ্দে ইলাহী'র** সত্যতা বজায় করিতে লোক চক্ষু হইতে মুহূর্তের জন্য অপসারণ মাত্র। আবুল এয়ালা স্বীয় 'মসনদে' অকাট্য প্রমাণসহ আনাস রাদিয়াল্লাহ আন্হুর হাদীস বয়ান করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, **"আম্বিয়ায়ে কারামগন নিজ নিজ কবরের মধ্যে জীবিত আছেন এবং তাঁহারা কবরের মধ্যে নামায পড়িয়া থাকেন।"** ইমাম বায়হাকী এই প্রসঙ্গে 'হায়াতুল আম্বিয়া' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং জালালুউদ্দীন সিউতি (রহঃ) "আমবাউল আযকিয়া বা হায়াতুল আম্বিয়া" নামক একখানি রেসালা প্রণয়ন করতঃ উহার মধ্যে বিস্তারিতভাবে হায়াতুল আম্বিয়ার প্রমাণ দিয়াছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ 'শবে মেয়রাজ' শরীফে হযরত আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্তাস্লীম যখন হযরত মূসা'র নিকট পৌঁছিলেন তখন তাঁহাকে নামাযে মশগুল পাইলেন। ঐরূপভাবে হযরত ইব্রাহীমকে কবরের মধ্যে নামাযে নিমগ্ন দেখিলেন।

আবার **শহীদগণের সম্বন্ধে** আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরমাইতেছেন ঃ **"তাঁহাদিগকে মুরদা বলিও না, বরং তাঁহারা জীবিত আছেন এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে রিয্ক পাইয়া থাকেন।"** (কুরআন-পারা ৪, সূরা-আল ইমরান)

পরন্তু ইহাও প্রত্যেক মুসলমান বিশেষভাবে জ্ঞাত যে, শহীদগণ অপেক্ষা নবীগণের মর্য্যাদা অনেক বেশী। সুতরাং শহীদগণের হায়াত অপেক্ষা নবীগণের হায়াতও বহু কামিল।

ইমাম বায়হাকী স্বীয় রেসালায় সহীহ হাদীস বর্ণনা করিতেছেন যে "চল্লিশ দিন পর হইতে আম্বিয়ায়ে কারাম আলাইহিমুস্ সালামদিগকে কবরের মধ্যে (বেকার) ছাড়া হয় নাই, তাঁহারা নামায পড়িতে থাকেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না 'সুর' ফুঁকা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিবেন।" ইমাম বায়হাকী আরও বলিয়াছেন যে, "আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াত্তাসলীমগনের হায়াতের উপর বহু প্রমাণিত দলীল রহিয়াছে।" (জযবুল কুলুব, বাব চাহার দ'হুম। তালীফ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী)।

উল্লিখিত দালায়েলগুলির মধ্যে **'শরহুসসোদুরে'র** একটি রওয়ায়েত সয়ীদ বিন মশাইয়েব বিশিষ্ট তাবেয়ীন হইতে বর্ণিত আছে যে, ৬২ হিজরীর **'ওয়াকেয়া হোররাহ'** এর সময় অর্থাৎ ঃ মদীনা মুনাউওয়ারা যখন জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তিনি ফরমাইতেছেন ঃ "দুই তিন দিন পর্যন্ত আমি হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফ হইতে আযান ও একামৎ এর আওয়াজ শুনিয়া নামায আদায় করিতাম।" (মিশকাত—বাবুল কারামত, ফসল সানী)

ইবনে জাওযী হইতে বর্ণিত আছে যে সয়ীদ বিন মশাইয়েব ফরমাইতেন "সেই রাত্রিগুলিতে হোররার যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আমি ব্যতীত মসজিদ শরীফে উপস্থিত হইবার মত অন্য কেহই ছিল না এবং আমি সেই সময় হুযরা শরীফ হইতে আযান ও একামৎ এর আওয়াজ শুনিয়া নামায আদায় করিতাম। (জয্বুল কুলুব বাব দোওম, ফসল দোওম)

উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনাব আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব রামপুরী স্বীয় কেতাব **'চেরাগ সালিগ'** এর মধ্যেও উপযুক্ত প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

নোট ঃ—নজ্দী মরদুদদের জঘন্য আকিদা যে "আম্বিয়ায়ে কারামগণের মাযারগুলি যিয়ারত করা বুতপরস্তীর সমতুল্য।" অথচ আম্বিয়ায়ে কারামগণের পবিত্র মাযারগুলি যিয়ারতের কথা তো বহু উর্দ্ধে। মিশ্কাত শরীফের বাবুল যিয়ারতিল কুবুরের 'কওলীও ফেয়লী' হাদীসগুলি দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, আউলিয়ায়ে কারাম ও সাধারণ মোমিনগণের কবর যিয়ারত করাও মুসতাহাব এবং আম্বিয়ায়ে কারাম আলাইহিমুস্ সালামগনের মাকাম তো .....যিয়ারত করা ফালাহে দারায়েন ও সায়াদাতে কউনাইনের বিষয়। বিশেষতঃ রওযায়ে মোতাহ্হারায়ে সৈয়দুল মুরসালীন হাবীবে রব্বুল আ'লামীনের মাযার যিয়ারত করা আফ্জালুস্ সায়াদাত বরং আঁহাদীস সহীহা হইতে প্রমাণিত যে, ইহা আহ্লে সুন্নাত অল জামায়াতের নিকট ওয়াজিবের নিকটবর্ত্তী।

হাদীসে কবর যিয়ারতের তাগিদ

(১) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিবে, সে যেন যিয়ারত করিল আমার জীবদ্দশায় এবং যে ব্যক্তি আমার কবরের যিয়ারত করিবে, ক্বিয়ামতের দিন তাহার শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হইয়া যাইবে। আর আমার উম্মতের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আমার যিয়ারত না করে, তাহার জন্য কোনও ত্রুটি নাই। (তারীখ মদীনা মায়ারুফ বা জয্বুল কুলুব-আলা দয়ারিল মহবুব। তালীফ শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী)

(২) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি মক্কায় আসিবার এরাদা করিয়াছে এবং এরাদা করিয়াছে আমার যিয়ারত নিমিত্ত আমার মসজিদে আসিবার, তাহার জন্য দুইটি মকবুল হজ্জ্ব লেখা হয়।"

সৈয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতের প্রয়াস করা এবং হুযূরের মসজিদ শরীফ হইতে সৌভাগ্য অর্জন করা হজ্জ্ব মকবুল ও মবরুরের সমতুল্য। অধিকন্তু সেই হজ্জ্বটিও বারগাহে ইলাহীতে গ্রহণোপযোগী হইবার উপায়ও হইয়া যায়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহা (বায়্তুল্লাহ শরীফ হইতে) পালন করিযা (মদীনায়) উপস্থিত হইতে হয়। আহাদীসে শরীফা হইতে প্রমাণিত যে, হজ্জ মকবুল ও মবরুরের বিনিময়ে জান্নাত অবধারিত। (জযবুল কুলুব)

(৩) ফরমাইয়াছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিয়াছে, যিয়ারত করিয়াছে আমার কবরের, লড়াই একটি লড়িয়াছে কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে এবং বায়তুল মুকদ্দাসে নামায পড়িয়াছে। তাহাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রশ্ন করিবেন না সেই বিষয়ে, যাহা তাহার উপর ফরজ করা হইয়াছে।" (জযবুল কুলুব)

(৪) যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করিতে আসিবে, যদি শুধু যিয়ারত করা তাহার আসল উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্বিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হইয়া আমার হেমায়তের ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে। যে ব্যক্তি পবিত্র মক্কা অথবা পবিত্র মদীনায় মারা যাইবে, ক্বিয়ামতের দিন আজাব হইতে আমনে থাকিবে এবং আমার উপর তাহার দাবী থাকিবে, যেন কেয়ামতের দিন তাহার শাফায়াত করি। (জযবুল কুলুব)

(৫) যে ব্যক্তি মদীনায় আসিয়া আমার যিয়ারত করিবে, আমি তাহার সুপারিশ করনেওয়ালা ও সাক্ষী হইয়া যাইব। (জযবুল কুলুব)

(৬) হযরত আলী কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু হইতে বর্ণিত আছে "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলায় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করে, ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি হুযূরের শাফায়তের সৌভাগ্য অর্জন করিবে এবং যে ব্যক্তি হুযূরের কবর শরীফের যিয়ারত করিবে, সে ব্যক্তি হুযূরের হেফাজতে হইবে।"

(৭) দারে কুত্‌নী ও বয্‌যার এ বর্ণিত আছে, ফরমাইয়াছেন নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ "যে ব্যক্তি আমার কবরের যিয়ারত করিবে, তাহার প্রতি আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইবে।"

(৮) উক্ত সুনুনে দারেকুত্‌নীতে বর্ণিত আছে—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করিতে আসিবে এবং এইখানে আসিবার আসল উদ্দেশ্য যদি যিয়ারত ব্যতীত অন্য কিছু না হয়, তাহা হইলে আমার উপর তাহার দাবী হইয়া যায়—যেন ক্বিয়ামতের দিন আমি তাহার শাফায়াত করি।"

(৯) উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করিল, সে যেন বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিল এবং আমার ওফাতের পর যে আমার যিয়ারত করিল, সে যেন যিয়ারত করিল আমার জীবদ্দশায়। এই রওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকীও স্বীয় 'শো'বুল ঈমান' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১০) রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে

ব্যক্তি খানায়ে কা'বার (তওয়াফ) হজ্জ করিল কিন্তু আমার যিয়ারত করিল না, সে ব্যক্তি আমার প্রতি নির্য্যাতন করিল।

নোট ঃ—যিয়ারতে কুবুর সম্বন্ধে এইরূপ অসংখ্য রওয়ায়েত অকাট্য ও অখণ্ডনীয় দলীলসহ জ্বলন্ত সাক্ষ্যদানে আজও প্রস্তুত, কিন্তু নজ্‌দীদের ভ্রান্ত আকিদা যে, আম্বিয়ায়ে কারামগনের যিয়ারত বুত পরস্তীর সমতূল্য। অতএব নজ্‌দীদের আকায়েদ যে কতই ঘৃণ্য ও জঘন্য তাহা মুসলিম জনগণেরই বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

একবার এক দূরদেশীয় কাফেলা 'হজ্‌জে বায়তুল্লাহ' ও সরওয়ারে দো আলম সল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নিমিত্ত রওয়ানা হইয়া যখন শহর দরইয়া পৌঁছিলেন, তখন নজ্‌দীরা বলিতে লাগিল, এই মুশ্‌রেকদিগকে ছাড়িয়া দাও। শুধু মুসলমান (নজ্‌দী) গণ আমাদের সঙ্গে থাকিবে।

পয়গম্বরগনের ওসীলা ধারণ করাও ইবনে আব্দুল ওহাবের নিকট নাজায়েয ছিল, প্রকৃত মুসলমানদিগকে সে মুশ্‌রিক বলিয়া ঘোষণা করিত। শহর দরইয়ার মসজিদে সে জুমা'র খুতবা পাঠ করিত, সেই খুতবার মাধ্যমে এলান করিত যে, **"যাহারা নবী সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা গ্রহণ করে তাহারা কাফের।"** বিগত ছয় শত বৎসরের সমূহ উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে কাফের ঘোষণা করিত। এমন কি সাধারণ আলেম হইতে বড় বড় উলামা, ফোজালা, বুযুর্গানেদ্বীন, সাহাবায়ে কারাম ও সমূহ মোমেনিনদিগকেও কাফের ঘোষণা করিত।

নোট ঃ—আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরমাইতেছেন **"ওয়াবতাগু ইলাইহিল্ ওয়াসীলাতা ওয়া জাহিদু ফী সাবিলিহী লাআল্লাকুম তুফ্‌লিহুন"** অর্থাৎ—আল্লাহ্ তা'য়ালার দিকে ওসীলা অন্বেষণ কর, তবে তোমরা কৃতকার্য্য হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর হইতে বাহির হইতেন (নামাযের জন্য) তখন নিম্নের দোওয়া পাঠ করিতেন। যথা ঃ—**"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলোকা বে হক্কিস সায়েলীনা আলাইকা ওয়া বেহক্কে মশায়ে হাযা ইলাইকা"** অর্থাৎ—হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি তোমার ভিক্ষার্থীগণের ওসীলায় এবং তোমার দিকে গমনের ওসীলায়।

সাহাবায়ে কারামদিগকেও উক্ত দোওয়া পাঠ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে উক্ত হাদীসটি ইবনে মাজা স্বীয় 'সনদে সহীহ'র মধ্যে ও হাফিজ আবু নয়ীম উক্ত সনদ হইতে 'আমালুল ইয়োমে ওয়াল্লাইলে'র মধ্যে উক্ত সনদ হইতেও ইবনে সুন্নী সনদ সহীহ বেলাল রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে এবং ইমাম বায়হাকী 'কেতাবুদ্দাওয়াৎ' এর মধ্যে আবু সয়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন। সাহাবায়ে কারাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও সলফ সালেহীনগণ সর্ব্বদা উক্ত দোওয়া পাঠ করিতেন। অতএব উক্ত দোওয়া যে শরীহ তাওয়াস্‌সুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

(অর্থাৎ—শরীয়তের বিধান অনুযায়ী) অবশ্যই জায়েয, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। বরং প্রত্যেক মোমেন বান্দাদের জন্য উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা মান্য করিবার তাগিদ প্রমাণিত।

দ্বিতীয় হাদীসটির রেওয়ায়েত কারীগনের নাম যথাক্রমে তিবরাণী, মো'জমে কাবীর, মো'জমে আউসাত, ইবনে হাববান এবং হাকীম মসনাদে সাহর সহিত আনাস-ইবনে মালিক হইতে, ইবনে আবি শায়বা হযরত জাবের হইতে, ইবনে আব্দুর রব ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হু হইতে এবং আবূ নয়ীম হযরত আনাস হইতে।

আবার হযরত আলী কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহুর জননী ফাতেমা বিনতে আসাদ যিনি (শৈশবে) হুযূরকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাঁহার ইন্তেকালে আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মহান ও পবিত্র হস্তদ্বয়ে তাঁহার কবর প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে শয়ন করতঃ ফরমাইলেন ঃ—"**আল্লাহুল্লাযী ইহুই ও ইউমিতো ওয়াহুয়া হাইউল্লাইয়ামুতো ইউগ্‌ফির্‌লি উম্মি ফাতেমাতা বিনতা আসাদিন ওয়াস্‌সে আলাইহেমা মাদ্‌খালাহা বেহক্কে নাবীয়েকা ওয়ালা আম্বিয়া ইল্লাজী মিন কাব্‌লী ফাইন্নাকা আরহামুর রাহেমীন**" অর্থাৎ ঃ আয় আল্লাহ, যিনি জীবন্ত ও মৃত করেন এবং যিনি নিজেই জীবন্ত কখনও মরিবেন না, আমার মাতা ফাতেমা বিন্‌তে আসাদের মাগফিরাত ফরমাইয়া দাও এবং অবস্থান করিবার স্থানটি (কবর) প্রশস্ত করিয়া দাও। স্বীয় নবীর অয়াসীলায় ও সেই সকল আম্বীয়াগণের অয়াসীলায় যাঁহারা আমার পূর্ব্বে আসিয়া ছিলেন। কারণ সকল রহম ও করমকারী অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ ও মহান।

সম্পূর্ণ হাদীসটি জালালুদ্দিন সুয়ুতী স্বীয় 'জামে কবীরের' মধ্যে বিস্তারিতভাবে রওয়ায়েত করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলা মান্যকারী হওয়া সম্পর্কে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতঃ আল্লামা রামপুরী স্বীয় পুস্তক "বশারতে মুস্তফা বা আহলিস্‌সাফা'র মধ্যে প্রমাণসহ বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়াসীলা মান্যকরা মুস্তাহাব ও মুস্তাহসন তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি নজদী ধর্ম গ্রহণ করিত, নজদীরা তাহাকে শপথ বাক্য পাঠ করাইত যে, বল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আমি ও আমার পিতা-মাতা সকলেই কাফের ছিলাম এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট উলামাগণের নাম উল্লেখ করিয়া বলিত, বল, অমুক অমুক উলামা কাফের ছিলেন। যাহারা এইরূপ বাক্য পাঠে কুণ্ঠিত হইত তাহাদিগকে হত্যা করিয়া দিত। যাহারা নজদী ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে হজ্জ করিয়াছিল তাহাদিগকে পুনরায় হজ্জ করিবার নির্দ্দেশ দিত। কেন না নজদীদের ভ্রান্ত আকীদা অনুযায়ী উহাদের সেই প্রথম হজ্জটি মুশ্‌রিকের অবস্থায় পালন করা হইয়াছিল এবং মুশ্‌রিকের হজ্জ গ্রহণোপযোগী নহে। সেইজন্য পুনঃ হজ্জের নির্দ্দেশ দিত। যে সকল ব্যক্তি ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর

তাবেদারী না করিত, তাহাদিগকে মুশরিক ও কাফের ঘোষণা করিত, যদিও তাহারা হাজার মুত্তাকী ও পরহেজগার হইত, তথাপিও তাহাদিগকে হত্যা করা উত্তম ও তাহাদের মাল-আসবাব লুণ্ঠন করা হালাল জ্ঞান করিত। স্বীয় ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক বেদ্বীন ব্যক্তিকে ইর্মানদার জ্ঞান করিত। ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর আবিষ্কৃত বিদয়াৎগুলিকে যে সকল উলামা, সোলহা ও সাধারণ মুসলমানগণ মান্য করিতে অস্বীকার করিলেন, তাহাদিগকে ব্যাপক হত্যা করিল। এতদ্ব্যতীত নজদীরা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে শরীরী হওয়ার ভ্রান্ত আকায়েদের প্রচার ও শিক্ষাদান আরম্ভ করিল এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম ও আউলিয়ায়ে কারামগনের শানে নানা প্রকার দোষারোপ করিল। এহসা-এর অন্তর্গত আউলিয়াল্লাহগণের সমূহ মাযারগুলি খনন করাইয়া সেই পবিত্র কবর শরীফগুলিতে পায়খানা ঘর তৈয়ারী করিবার নির্দ্দেশ দিল।

ইবনে আব্দুল ওহাব, আব্দুল আজীজ ইবনে সউদকে নির্দ্দেশ দিল যে, তুমি 'নামা' লিখিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মুসলমানদিগকে তৌহীদের পথে আহ্বান কর। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে নজদী চিন্তাধারা অনুযায়ী ঐ সকল মুসলমান মস্ত বড় মুশরিক ছিল। সেইজন্য তাহাদিগকে হত্যা করা উত্তম এবং তাহাদের ধন-দৌলত লুণ্ঠন করা হালাল জ্ঞান করিত। তাহার নিকট হক্কের পরিচয় ছিল তাহার ইচ্ছানুযায়ী হওয়া, যদিও তাহা ক্বুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা ও কিয়াসের বিরোধী হয়। তদনুরূপ তাহার নিকট বাতিলের পরিচয় হইল তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হওয়া, যদিও তাহা ক্বুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা ও কিয়াস অনুযায়ী হয়।

মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব স্বীয় পুস্তক 'কেতাবুত্তৌহীদ'-এর মধ্যে লিখিয়াছে ঃ "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিতও অধিক মহবত স্থাপন করা শির্‌ক।"

অথচ, সহীহ্ মিশকাত শরীফে হাদীস বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ "বিশ্বের সমূহ মানুষ হইতে এমনকি স্বীয় পিতা ও পুত্র হইতে যতক্ষণ তোমরা আমার প্রতি অধিক মহব্বত স্থাপন করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তোমরা কেহই মোমেন হইতে পারিবে না।" (মিশকাত বাবুল ঈমান)।

সুতরাং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত অধিক মহব্বত্ স্থাপন করাই হইতেছে আইনে ঈমান। ইহাকে শির্‌ক ঘোষণা করা এই বিষয়ের প্রকাশ্য দলীল যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত নজদীরা পূর্ণ শত্রুতা পোষণ করিত। আর সেইজন্যই দরূদ পাঠে কঠিন নিষেধ করিত ও হাদীসের কেতাবগুলিকে জ্বালাইয়া দিত। অতএব আইনে ঈমান-কে কুফ্‌র শির্‌ক ঘোষণা করাই নজদীদের স্বয়ং কুফ্‌র ও গুমরাহী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী তাহার গোষ্ঠীর মুর্খ ব্যক্তিদের নিকট নিজের নবুয়তের ইঙ্গিতও পেশ করিত, বরং শহর দরইয়ার এক গোষ্ঠীর লোকেরা তো তাহাকে সমূহ সৃষ্টির রসূল স্বীকার করিত এবং মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী স্বীয় গোষ্ঠীর লোকেদের জন্য অর্থাৎ ঃ দরইয়াবাসীদের জন্য **"কশফুশ্ শুবাহাত আন খালেকিল আর্‌দি ওয়াস্ সামাওয়াত"** নামক একটি রেসালা প্রণয়ন করিয়াছিল। উক্ত রেসালার মধ্যে বিশ্বের সমূহ মুসলমানকে এবং বিগত ছয় শত বৎসরের সমূহ উম্মতে মোহাম্মদীকে কাফের ঘোষণা করিয়াছিল এবং যে আয়েতগুলি কুফ্‌ফারে কোরেশদের শানে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই আয়াতগুলিকে উম্মতে মরহুমার মুত্তাকীগণের উপর আরোপ করিয়া তাহাদিগকে কাফের ঘোষণা করিয়াছিল।

নোট ঃ—হিন্দুস্থানী ওহাবীরাও নিজ নিজ ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দীকে নবী স্বীকার করতঃ **"ইমকানে নযীর"** এর উপর অর্থাৎ ঃ—রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের সমতুল্য হওয়া সম্ভব প্রচার করিবার জন্য রেসালা লিখিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর আহ্‌লে সুন্নাতের পক্ষ হইতে "ইমতে-নায়ে নযীর" এর উপর অর্থাৎ ঃ—রসূলুল্লাহ'র সমতুল্য হওয়া অসম্ভব প্রমাণ করতঃ বহু রেসালা প্রণয়ন করা হইল। ফলতঃ ওহাবীরা তাহাদের জঘন্য আকীদা প্রকাশ করিল যে "যেহেতু খোদা প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুর উপর ক্বাদীর, সেইহেতু হুযূরের ন্যায় অন্যকেও সৃষ্টি করিতে পারেন"। তদুত্তরে আহ্‌লে সুন্নত আল্ জামায়াতের পক্ষ হইতে বিঘোষিত হইল যে, "অবশ্যই খোদা প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুর উপর ক্বাদীর, তিনি ইচ্ছা করিলে হাজার হাজার মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম সৃষ্টি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি যেহেতু হুযুরকে **'খাতেমুন নবীঈন'** ফরমাইয়া দিয়াছেন, সেইহেতু এখন আর অন্য **'খাতেমুন নবীঈন'** সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।"

এতৎ সত্ত্বেও ওহাবীরা ইবনে আব্দুল ওহাবকে নবী স্বীকার করাইবার জন্য খোদার পবিত্র যাত এর উপর আয়েব লাগাইবার অপচেষ্টা করিতে লাগিল। যথাঃ —"খোদা মিথ্যাও বলিতে পারেন, কেননা মিথ্যাও একটি বস্তু এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি ক্বাদীর, অতএব খোদা মিথ্যাও বলিতে পারেন।"

এইরূপ জঘন্যতম শয়তানী আকায়েদের প্রতিরোধেও আহ্‌লে সুন্নাত অল্ জামায়াতের পক্ষ হইতে অনেক রেসালা প্রণয়ন করা হইয়াছে, যাহার জওয়াব দেওয়া ওহাবীদের সাধ্যাতীত। বেওকুফ ওহাবীদের এতটুকুও জ্ঞান নাই যে—**খোদার যাত সমূহ পাক ও কামিল সিফাতের সমষ্টি। কোন নাকিস ও মন্দ সিফাত কখনও খোদার যাত-এ সংযুক্ত হইতে পারে না।** যদি তাহাই হইত তবে ইহাও সম্ভব হইয়া যাইত যে খোদা অন্ধও হইতে পারেন, ফলতঃ তিনি কিছুই দেখিতে পান নাই এবং খোদা মূর্খও হইতে পারেন, যাহার ফলে তাঁহার কোনও বিষয়ের ইল্‌ম্ নাই। আবার খোদা মরিতেও পারেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহার ফলে দুনিয়া খোদা বিহীনও হইতে পারে। কিংবা খোদা তাঁহার মত দ্বিতীয় খোদাও সৃষ্টি করিতে পারেন।

এই সমূহ বস্তু **'নাকিস ও কবীহ' হইবার দরুণ** যখন খোদার যাত পাকের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেইরূপ **মিথ্যা নামক বস্তুটিও 'নাকিস ও কবীহ' হইবার দরুণ** কখনও খোদার যাত পাকের কোনও সিফাত হইতে পারে না। কেননা ইহা আয়েবের মধ্যে গন্য এবং খোদা সর্বদাই বেআয়েব। সুতরাং ইহা খোদার শান বিরোধী ও কুদরতের বাহিরে। যাহা হউক উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে ইহা অকাট্য রূপে প্রমাণিত হইল যে, খোদা কখনও মিথ্যা বলিতে পারেন না বরং মিথ্যা প্রভৃতি নাকিস বস্তুর উপর তাঁহার কুদরত হইতেছে যে, তিনি সমূহ কুদরত কামেলা হইতে সিফাতে নাকিসাগুলি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। নিকৃষ্ট জীবের নাকিস সিফাতে সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব কিন্তু **নিখুঁত ও পাক যাতের সহিত উহার বিন্দু বিসর্গও সংযুক্ত হওয়া অসম্ভব।**

ইমকানে কিযবে বারি (অর্থাৎ ঃ—আল্লাহ্ তা'য়ালার মিথ্যা বলা সম্ভব) এর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নতগণ যখন অকাট্য অকাট্য দলীল পেশ করিতে লাগিলেন, তখন ওহাবীরা নতুন পন্থা অবলম্বন করতঃ নিজ নিজ ওয়ায তকরীরের মাধ্যমে প্রচার করিতে লাগিল যে **"খাতেমুন নবীঈন"** এর মধ্যে যে **"আলিফ্ লাম"** আছে উহা **"আহ্‌দে খারেজী"**র। অর্থাৎ ঃ—আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমূহ নবী'র খাতেম নহেন, বরং তিনি কোন কোন নবীর খাতেম ছিলেন।

ওহাবীদের এইরূপ জঘন্য আকীদা প্রকাশের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, যদি আহ্‌লে সুন্নাত অল জামায়াত তাহাদের এই প্রতারণার জালে আবদ্ধ হইয়া **"আলিফ্ লাম"** কে **"আহদে খারেজী"** স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নবী বানাইয়া লওয়া বাম হাতের কার্য্য। যাহাকে চাহিব এবং যত চাহিব নবী বানাইয়া দিব। যেমন পাটনা জেলার অন্তর্গত কসবা বিহারের ওহাবীরাও 'আলিফ্ লাম" কে 'আহদে খারেজী' প্রমাণ করাইবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ায় মৌলানা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব রামপুরী তাহাদের বিরুদ্ধে ইশ্‌তেহার প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মৌলানার পক্ষ হইতে ইহা দর্শানো হইয়াছিল যে **"খাতেমুন নবীঈন"** এর মধ্যে যে **"আলিফ্ লাম"** আছে উহা **"ইস্‌তেগরাকী"** অর্থাৎ ঃ—আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতেছেন সমূহ নবীগণের খাতেম, বা সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর অন্য কোনও নবী পয়দা হইবেন না, ইহাই আহ্‌লে সুন্নাত অল জামায়াতের চারি মযহাবের আকীদা, যাহা উক্ত আয়েত দ্বারাই প্রমাণিত। কেননা 'আলিফ্ লাম' কে 'আহদে খারেজী' স্বীকার করিতে হইলে হুযূরকে নয় কিংবা দশ জন নবীর খাতেম স্বীকার করিতে হয়, কারণ কানুন অনুযায়ী 'আহদে খারেজী' শুধু নয় কিংবা দশ জনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **'নবীঈন'** যেহেতু **'জমে' তসহীহ'** বা সমষ্টিগত শব্দ সেই হেতু 'আলিফ্ লাম' কে

'ইস্‌তেগরাকী' স্বীকার করতঃ আঁ হযরত সল্লল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া স্যাল্লামকে অবশ্যই সর্ব্বশেষ নবী স্বীকার করিতে হইবে।.

আবার ওহাবীদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী যদি 'আলিফ্ লাম' কে কিছুক্ষণের জন্য 'আহদে খারেজী' স্বীকারও করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবার অন্য 'খাতেম' অন্বেষণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কুরআন শরীফে সেইরূপ প্রমাণযুক্ত কোন আয়েতই নাই। অতএব নিঃসন্দেহে ইহা প্রমাণ হইতেছে যে **'খাতেমুন নবীঈন'** এর 'আলিফ্ লাম' **'আহদে খারজী'** নহে অবশ্যই —**'ইস্‌তেগরাকী' এবং হুযূরই সর্ব্বশেষ নবী।** আর ওহাবীদের কওল নেহায়েৎ ভ্রান্তি মূলক ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, যাহার সাক্ষ্যদানে কুরআন ও হাদীস আজও প্রস্তুত।

মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী তাহার মযহবের লোকেদের মনে এমন ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল যে—তাহারা সাত তবক আসমানের নীচে যত মানুষ আছে, সকলকে মুশ্‌রিক জ্ঞান করিত এবং বলিত যে, যাহারা মুশরিককে হত্যা করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। এইরূপ জঘন্য আকীদায় পাহাড়ী ও জংলীরাই অনুপ্রাণিত হইয়া উহার মযহবে দাখিল হইত।

অথচ, ইহারা এমন বেওকুফ ছিল, ইহাদের এতটুকুও জ্ঞান ছিল না যে, স্বয়ং তাহারাও সাত তবক আসমানের নীচেই আছে এবং নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ী স্বয়ং নিজেরাও মুশ্‌রিক সাব্যস্ত হইতেছে।

নোট ঃ—'মিশকাত বাবু হিফযিল লেসান' এ বর্ণিত আছে "যদি কেহ **কোন মুসলমানকে কাফের** বলিয়া ঘোষণা করে এবং সেই ব্যক্তি যদি **প্রকৃতপক্ষে কাফের না হন,** তাহা হইলে এইরূপ **অপবাদ আরোপকারী স্বয়ং কাফের** হইয়া যায়।"

সুলাইমান ইবনে আব্দুল ওহাব তাহার ভ্রাতা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর ভ্রান্ত আকায়েদের কড়া বিরোধী ও চরম শত্রু ছিলেন। তিনি উহার প্রবর্তিত বিদাতগুলির প্রতি আদৌ মনোযোগী ছিলেন না বরং উহার আদেশ ও নির্দ্দেশগুলি বিশেষভাবে অগ্রাহ্য করিতেন। একবার সুলাইমান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন দ্বীন ইসলামের রোক্‌ন কয়টি? উত্তরে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব বলিল, পাঁচটি। অতঃপর সুলাইমান বলিলেন, তোমার সম্মুখে তো দ্বীন ইসলামের রোক্‌ন ছয়টি এবং তোমার ঘোষিত রোকন্‌গুলির ষষ্ঠটি হইল তোমার অনুকরণ করা। অর্থাৎঃ—যদি কেহ ইহা পালন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি তো তোমার নিকট কাফের। অতএব তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী তোমার অনুকরণ এখন ইসলামের ষষ্ঠ রোক্‌নে পরিণত।

একদিন এক ব্যক্তি মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রমযান শরীফের প্রত্যেক রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা কত সংখ্যক মুসলমানকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন? ইবনে আব্দুল ওহাব উত্তর দিল, রমযানের প্রত্যেক রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা এক লক্ষ মানুষকে মুক্তিদান করেন এবং পুরা মাসে যত মানুষকে মুক্ত করেন, রমযানের

শেষ রাত্রিতে আরও তত মানুষকে মুক্তিদান করেন। অতঃপর তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন যে, তোমার হিসাব অনুযায়ী রমযান শরীফে আল্লাহ্ তা'য়ালা যত সংখ্যক মানুষকে মুক্তিদান করেন তাহার দশ ভাগের এক ভাগ মানুষও তো তোমার মযহাবে নাই। তাহা হইলে উহারা কোন্ শ্রেণীর মুসলমান যাহাদিগকে আল্লাহ্ মুক্তিদান করিয়া থাকেন? কেননা তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী শুধু তোমরা ও তোমাদের অনুগামীরাই তো মুসলমান, অবশিষ্ট সকলেই তো কাফের। এতদ্ শ্রবণে সেই কাফের নিরুত্তর হইয়া গেল, কোনরূপ জবাব দেওয়া তাহার দ্বারা সম্ভব হইল না।

একদিন একজন ধনী ব্যক্তি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পরিচিত যদি কোন সাচ্চা দ্বীনদার ও আমানতদার ব্যক্তি আসিয়া তোমাকে জ্ঞাত করাইয়া থাকে যে, তোমার হত্যার নিমিত্ত কতিপয় লোক কোথাও হইতে আসিয়া অমুক পর্বতে আত্মগোপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে এবং তুমি এইরূপ অশুভ সংবাদের সত্যতা যাচাই করিবার জন্য যদি সহস্রাধিক মানুষ প্রেরণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে জ্ঞাত হইয়া থাক যে, ঐ পর্ব্বতে একটিও মানুষ নাই। তাহা হইলে তুমি কিরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিবে? **সেই মহৎ ব্যক্তিটির কথা সত্য স্বীকার করিবে, না এই সহস্রাধিক মানুষের?** তদুত্তরে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব বলিল, সহস্রাধিক মানুষের কথা অবশ্যই সত্য স্বীকার করিতে হইবে। অতঃপর সেই ধনী ব্যক্তিটি বলিলেন, অতীত ও বর্ত্তমান যুগের সমূহ উলামায়ে কারামগণ ও মুসলমানগণ সকলেই তোমার প্রবর্ত্তিত দ্বীনকে বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব আমি তাহাদিগকেই সাচ্চা জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী। ইবনে আব্দুল ওহাবের দ্বারা কোনও রূপ জওয়াব দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় সে নীরব হইয়া গেল।

মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবকে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রবর্ত্তিত ধর্মটি নিয়মতান্ত্রিক না উচ্ছৃঙ্খল? তদুত্তরে সে বলিল, আমার উস্তাদগণ, উস্তাদগণের উস্তাদগণ ও বিগত ছয় শত বৎসরের সমূহ মানুষ মুশ্‌রিক ও কাফের ছিলেন। অতঃপর আগন্তুক ব্যক্তিটি বলিলেন, তাহা হইলে তোমার ধর্মটি নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খল। আচ্ছা তুমি এই ধর্মটি কোথা হইতে পাইয়াছ? প্রত্যুত্তরে সে বলিল, খিজির এর মত ওহী ও এলহাম দ্বারা। তখন আগন্তুক ব্যক্তিটি বলিলেন, এইরূপ দাবী তো প্রত্যেকেই করিতে পারে, ইহাতে তোমার বৈশিষ্ট্য কি থাকিল?

মৌলানা শরীফ মসয়ূদ বিন জায়েদ এর বাদশাহী আমলে ওহাবীরা তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, আমাদিগকে হজ্জ এর অনুমতি প্রদান করা হউক এবং হজ্জ এর বিনিময়ে বাৎসরিক যদি কিছু দিতেও হয় তাহাও ধার্য্য করা হউক। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শরীফ মসয়ূদ বিন জায়েদের শাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত যেহেতু ওহাবীদের জন্য হজ্জ এর অনুমতি ছিল না, সেইহেতু ওহাবীরা গোপন ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক স্বদলীয় ২৩ জন

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ওহাবী) আলেমকে মক্কা প্রেরণ করতঃ তাহাদের সাহায্যে ওহাবীদের জন্য হজ্জ এর অনুমতি চাহিল। বলা বাহুল্য নজ্‌দীদের দুরভিসন্ধি-মূলক উদ্দেশ্য ছিল যে তাহারা নজ্‌দী আলেমদেব সাহায্যে উলামায়ে হরমাইনগনের আকায়দে মতানৈক্যের সঞ্চার করতঃ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। কিন্তু আহ্‌লে হরমাইন আগে হইতেই ইহাদের আকায়েদ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন, সুতরাং ইহাদের আকায়েদ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হইবার জন্য মৌলানা শরীফ মসয়ূদের নির্দেশ অনুযায়ী একটি মোনাজরা অনুষ্ঠিত হইল, মোনাজরায় নজ্‌দীরা নেহায়েত বদ্‌তমীজ ও খাব্বীস প্রমাণিত হইল। যেই হেতু নজ্‌দীদের মধ্যে গুমরাহী ও কুফ্‌রীয়াত ব্যতীত কিছুই পাওয়া গেল না, সেই হেতু মৌলানা শরীফ মসয়ূদ **'কাজিয়ে শরা'** কে নির্দেশ দিলেন যে, ইহাদের কুফ্‌রী প্রমাণগুলি লিপিবদ্ধ করুন যাহাতে লোকে ইহাদের আদ্যপ্রান্ত অবগত হইতে পারে এবং ধর্মদ্রোহীদিগকে বন্দী করিবার নির্দেশ দিলেন। ইহাদের মধ্যে কিছু পলায়ন করিল ও কিছু কয়েদ হইয়া শৃঙ্খলবদ্ধ রহিল, নজ্‌দীরা হজ্জ এর এরাদা ত্যাগ করিল।

মৌলানা শরীফ মসয়ূদের ইন্তেকালের পর যখন শরীফ মুসায়েদ ইবনে সয়ীদ বাদশাহ হইলেন, নজ্‌দীরা আবার হজ্জ এর এরাদা প্রকাশ করিল, কিন্তু তিনিও অনুমতি দানে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ওফাতের পর তদীয় সহোদর শরীফ আহমদ ইবনে সয়ীদের শাহী আমলে নজ্‌দীরা আবার উলামাদের একটি জামায়াত প্রেরণ করিয়া হজ্জ এর অনুমতি চাহিল। নজ্‌দী আলেমদের আকীদার প্রতি যখন উলামায়ে মক্কীগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, জিন্দীকীয়াত ব্যতীত দ্বীন ইসলামের লেশমাত্রও উহাদের মধ্যে নাই। সুতরাং শরীফ আহমদও নজ্‌দীদিগকে হজ্জ করিবার অনুমতি দানে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। **কেননা শরীফ মসয়ূদের শাহী আমলের মত নজ্‌দীরা এইবারও কাফের সাব্যস্ত হইল।**

শরীফ আহমদের ইহলোক ত্যাগ করিবার পর শরীফ সরওয়ার বাদশাহ হইলেন, নজ্‌দীরা পুনরায় হজ্জ এর অনুমতি চাহিলে মৌলানা শরীফ সরওয়ার কতকগুলি শর্ত্ত ঘোষণা করিলেন। যথা ঃ—যদি তোমরা প্রতি বৎসর আমাকে এক গাল্লা উট (অর্থাৎ একপাল উট) ও একশত বিখ্যাত ঘোড়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে হজ্জ এর অনুমতি দেওয়া হইবে। নজ্‌দীরা তাহাতে অসম্মত হইয়া হজ্জ এর এরাদা ত্যাগ করিল। বাদশাহ সরওয়ারের ইন্তেকালের পর মৌলানা শরীফ গালিব তাহার জাঁ-নশীন (স্থলাভিসিক্ত) হইলেন। নজ্‌দীরা তাঁহার নিকটও হজ্জ এর অনুমতি চাহিল, তিনিও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ফলতঃ নজ্‌দীরা হুমকী দিল যে আমরা স্বসৈন্যে রওনা হইব। বাস্তবে তাহাই করিল অর্থাৎ—১২০৫ হিজরী নজ্‌দীরা সর্বপ্রথম ফৌজ প্রেরণা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ১২০৫ হিজরী হইতে ১২২০ হিজরী পর্যন্ত তুমুলভাবে যুদ্ধ চলিতে থাকিল, মৌলানা শরীফ গালিব অসহায় ও জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। কেননা তাহার

নিকট এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে সে নজ্‌দী দলভুক্ত হয় নাই। সুতরাং মৌলানা শরীফ গালিব পরাজিত হইলেন এবং আব্দুল আজীজ নজ্‌দী বাদশাহ হইল।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর পুত্র মোহাম্মদ নজ্‌দী এবং তাহার জামাতা অর্থাৎ ঃ - শহর দরইয়ার আমীর সউদ সালারের পুত্র মোহাম্মদ, উভয় মোহাম্মদ দ্বয় ১২০৭ হিজরীতে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন সউদ সালার আমীরে দরইয়ার পৌত্র বা আব্দুল ওহাবের পুত্র মোহাম্মদের দৌহিত্র আব্দুল আজীজ তাহার জাঁ-নশীন হইল এবং আব্দুল আজীজ 'নজ্‌ফ' ইত্যাদি কয়েকটি শহর জয় করিয়া স্বীয় পুত্র সউদকে ২০ সহস্র সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ বানাইয়া কারবালার উপর আক্রমণ করাইল। মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে ৭ হাজার কারবালাবাসীকে হত্যা করিয়া রওযায়ে আলীমাকাম হযরত ইমাম হুসাইন রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুকে তছনছ করিয়া বারগাহের খাজানা লুণ্ঠন করিল। তারপর তায়েফবাসীদিগকে শান্তির মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া প্রথমতঃ তথাকার নাগরিকদিগকে আয়ত্ত্ব করিল। তারপর ১২১৭ হিজরীতে তায়েফ আক্রমণ করতঃ জয়ী হইয়া তায়েফবাসীদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে হত্যা করিল। এমনকি নামাযে নিমগ্ন নামাযীগণকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। তাহারা বলিত 'মুশ্‌রিকদের নামাযও গ্রহণোপযোগী নহে।'

নজ্‌দীরা তিন দিন পর্যন্ত মুসলমানদের ধন-দৌলতকে 'মালে গনিমত' জ্ঞান করিয়া লুণ্ঠন করিল, এমনকি তায়েফের পুস্তক ভাণ্ডারটিও সম্পূর্ণ বরবাদ করিয়া দিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ আমীরকে দিয়া অবশিষ্ট ফৌজদের মধ্যে বণ্টন করিল। তায়েফে এইরূপ লুঠতরাজ করিবার পর নজ্‌দী ফৌজ মক্কা রওনা হইল। এদিকে নির্য্যাতিত, অসহায় ও জর্জরিত মৌলানা শরীফ গালিব 'জিদ্দাহ' এর পথের পথিক হইয়া গেলেন। নজ্‌দী ফৌজ শহরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে কুব্বায়ে মৌলদুন নবী সাল্লাল্লাহু তায়লা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুব্বায়ে মৌলদ আবু বকর সিদ্দিক, কুব্বায়ে মৌলদ আলী ইবনে আবুতালেব, কুব্বায়ে মৌলদ খাদিজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুম ইত্যাদিকে বিনষ্ট করিল এবং সমূহ আসারে সালেহীনকে ধ্বংস করতঃ ঢোল পিটিয়া বিজয় ধ্বনি ঘোষণা করিল এবং লুণ্ঠিত মাযারাতের কবরগুলি খনন করিয়া সেইগুলিকে পায়খানা ঘরে পরিণত করিল। তিন দিন পর্যন্ত শহরে মক্কায় যেন কিয়ামত সংঘটিত ছিল।

মক্কা জয় করিবার পর সউদ নজ্‌দী ১২২১ হিজরীতে মদীনায় প্রবেশ করিয়া রওযা মুকদ্দসকে বড় বুত ঘোষণা করতঃ ধ্বংস করিবার নির্দ্দেশ দিল। নির্দ্দেশ পাইয়া নজ্‌দী শয়তানেরা বানরের মত উঠিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'য়ালার অশেষ অনুগ্রহে সেই শয়তানরা রওযাপাক হইতে ভূতলে পতিত হইয়া জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধিভূত হইল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এইরূপ জ্বলন্ত মোয়্জেযা দর্শনে নজ্দী শয়তানরা অত্যন্ত ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই শয়তানী কার্য্য হইতে বিরত হইল। কিন্তু অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীনগণের কবরগুলি বিনষ্ট করিয়া দিল।

নজ্দীরা রওযাপাকের খাজানা লুণ্ঠন করিয়া মদীনাবাসীগণের উপর জিজিয়া ধার্য্য করিল এবং মোবারক বিন সুফিয়ানকে মদীনার সুলতানী অর্পণ করিয়া নজ্দীরা তাহাদের দেশে ফিরিল এবং ৬০ উট বোঝাই মদীনার লুণ্ঠিত খাজানা সঙ্গে লইয়া গেল।

রূমের সুলতান তৎকালীন সময়ে কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবার ফলে নজ্দী অত্যাচার সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও ওহাবী নিপাতের কোন সুযোগ করিতে না পারিয়া মিশরের গভর্ণর মোহাম্মদ আলী খাদীউকে ১২২২ হিজরীতে ওহাবীয়াতের অঙ্কুর নাশের নির্দ্দেশ প্রেরণ করিলেন। ফ্রান্স ও হবসের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকিবার ফলে মোহাম্মদ আলী খাদীউ-ও সত্বর ওহাবী নিধনের কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। ১২২৬ হিজরীতে স্বীয় পুত্র তূসূনকে মাত্র দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব অর্পণ করিয়া ওহাবী নিধনে প্রেরণ করিলেন। তূসূন স্বসৈন্যে ওহাবীদের সহিত যুদ্ধ করতঃ কয়েকটি শহর জয় করিয়া মদীনায় প্রবেশ করিলেন, ওহাবীরা শহরের মধ্যে ঘেরাও হইয়া এক সুড়ং-এর মধ্যে আত্মগোপন করিল। তূসূন সেই সুড়ংয়ে আগুন জ্বালাইয়া ওহাবীদেরকে দগ্ধিভূত করিয়া হত্যা করিলেন এবং তাহাদের মস্তকগুলি একত্রে পুঁতিয়া তথায় একটি কুব্বা নির্ম্মাণ করাইলেন। যাহা মদীনায় আজও বিদ্যমান আছে। উক্ত কুব্বাটি 'কুব্বা তুর রুয়ূস' নামে প্রসিদ্ধ। যাহাই হউক ১২২৭ হিজরীর জিল্হজ্ মাসে মদীনা মুনাউ্ওয়ারা ওহাবীদের নাপাক ওজুদ হইতে সম্পূর্ণ পাক্ ও সাফ্ হইয়া গেল। ওহাবীরা সংখ্যায় ১৫০০ শত ছিল, সকলেই নিপাত হইল।

বীরবর তূসূন ১২২৮ হিজরীতে মুহর্রমের প্রারম্ভে সমুদ্রপথে রওনা হইয়া জিদ্দাহ পৌঁছিলেন, তথায় বিজয়ী হইয়া মক্কা মুকর্রমার দিকে অভিযান শুরু করিলেন। সংবাদ পাইয়া ওহাবীরা রাতারাতি মক্কা হইতে পলায়ন করিল। সুলতান তূসূন সদলবলে তায়েফের দিকে অগ্রসর হইলেন, ওহাবীরা তথা হইতে পলায়ন করিল কিন্তু তাহাদের সর্দ্দার গ্রেপ্তার হইয়া গেল এবং তাহাকে কুসতুনতুনিয়া সোপর্দ করতঃ হত্যা করা হইল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মিশরের গভর্ণর মোহাম্মদ আলী খাদীউ মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে ওহাবীদিগকে কেবল হেজায দেশ হইতেই বহিস্কৃত করেন নাই, বরং তাহাদের দেশে পৌঁছিয়া তাহাদিগকে উচিৎ শাস্তি দান করিলেন। মুহাক্কিক উলামা শেখ মোহাম্মদ আমিন ইবনে আবেদীন 'রদ্দুল মোহ্তার' হাসিয়ার (পাদটিকায়) 'দুররুল মোখতার' জিল্দ সোওমের (৩৩৭) পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যথাঃ—"ইবনে আব্দুল ওহাবের ফির্কা আমাদের আমলে নজ্দ দেশ হইতে বাহির হইয়া আমাদেরই যামানায় হরমাইন

শরীফাইনকে জয় করিয়া লইল। ইহারা নিজদিগকে হাম্বলী বলিয়া প্রচার করিত, কিন্তু উহাদের আকীদা ইহাই ছিল যে, কেবল উহারাই মুসলমান উহাদের এতেকাদের যাহারা বিরোধী তাহারা মুশ্রিক। এই মতবাদের ভিত্তিতে উহারা আহ্লে সুন্নাত ও উহার আলেমদিগকে কতল করা মুবাহ করিয়া দিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালা উহাদের দর্প চূর্ণ করিলেন, উহাদের শহর সমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিলেন এবং ১২৩৩ হিজরীতে ইসলামী লস্করকে উহাদের উপর সম্পূর্ণ বিজয়ী করিলেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা যেরূপ সেই যুগে ওহাবীদের ঘৃণ্য ও নাপাক শরীর হইতে হেজায ভূমিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ যেন বর্ত্তমান যুগের মক্কা ও মদীনার গলী গল্পকে ওহাবীদের অশুভ উপস্থিতি হইতে পাক্ ও সাফ্ করিয়া দেন, কায়মনোবাক্যে ইহাই আরজ জানাই।

আমীন! সুম্মা আমীন!!

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৪৩ হিজরীর মর্ম্মান্তিক নজ্‌দী অত্যাচার

পবিত্র হেজায ভূমির উপর নজ্‌দ দেশীয় ওহাবীদের অত্যাচারের মর্ম্মান্তিক ঘটনাবলী যাহা প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্য্যাতিত ব্যক্তিগণের মুখনিঃসৃত বিবরণ দ্বারা জানা যায়, জনাব মৌলানা হাজী হাকিম আহমদ আলী সাহেব কসৌরী হইতে সংগৃহীত ঘটনা সমূহ এবং বিভিন্ন পত্রিকা হইতে সংগৃহীত পরিস্থিতি যাহা আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব রামপুরীর পুস্তক "সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী" এর মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা বঙ্গভাষী মুসলিম সমাজের জন্য অনুবাদ করিয়া দিলাম। যাহাতে বঙ্গীয় মুসলিমগণ সম্পূর্ণ হকীকত হইতে ওয়াকিফহাল হইয়া ওহাবী মতাবলম্বীদের সহিত সমূহ সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ নিজ নিজ ঈমানকে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারেন—ইহাই কামনা করি।

আল্লামা রামপুরী তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

"১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর যখন আমরা হরমাইন শরীফা-ইন হইতে দেশে ফিরিলাম, তখন 'সেয়াসত' ও 'জমিদার' ইত্যাদি পত্রিকার দ্বারা জানিতে পারিলাম যে, ইহারা প্রকৃত সত্য ঘটনাগুলি গোপন করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ও মিথ্যা ঘটনা প্রকাশ করতঃ প্রকৃত ঘটনাবলী হইতে মুসলিম জনগণকে বঞ্চিত করিতেছে। সুতরাং অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত জিদ্দাহ, তায়েফ ও মক্কা নিবাসীগণের মুখনিঃসৃত বিবরণগুলি, যাহা মৌলানা হাজী হাকিম আহমদ সাহেব কাসৌরী লিপিবদ্ধ করতঃ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, নিদর্শন স্বরূপ তাহার কিছু অংশ নিম্নে পেশ করিলাম। যথাঃ—

"আমরা উকবার পথে মদীনা মুনাউ্ওয়ারা হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়া ২৬শে মে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যখন জিদ্দাহ পৌঁছিলাম, তখন জাহাজ না পাইবার ফলে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদিগকে জিদ্দাহ'তেই অবস্থান করিতে হইল। জিদ্দাহ'য় অবস্থানকালে মাত্র কয়েকদিন পরে সংবাদ পাইলাম যে, নজ্‌দীরা তায়েফ দখল করিয়া লইয়াছে। উহার চার পাঁচ দিন পরে বহু মক্কী ও তায়েফবাসী জিদ্দাহ পৌঁছিলেন, তাহাদের নিকট নজ্‌দী জুলুম ও সিতম সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইলাম—তাহা ছিল অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক। নজ্‌দীদের অত্যাচার সভ্যতার যে চরম সীমা লঙঘন করিয়াছে তাহার উদাহরণ পেশ করিতে ইতিহাস অক্ষম। নির্য্যাতিত তায়েফবাসী ও মক্কীদের বয়ান যে, মাত্র দুই দিনের যুদ্ধে শরীফ মক্কা'র ফৌজ পরাজিত হইল ও নজ্‌দীরা শহরে প্রবেশ করিল। নাগরিকগণ নজ্‌দীদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, নজ্‌দীরা সন্ধি স্থাপন করতঃ প্রথমতঃ সৈন্যদের হাতিয়ার কাড়িয়া লইল, তারপর তাহাদিগকে কয়েদ করিল।

নাগরিকগণ সন্ধিতে পরিত্রাণ পাইবার ভ্রান্ত বিশ্বাসেই শান্তির নিঃশ্বাস লইতে আরম্ভ করিলেন, এমনকি এক ধনী ব্যক্তি তো নজ্‌দীদের মন জয়ের নিমিত্ত কয়েকটি দুম্বা জবেহ করতঃ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নজ্‌দীরা দাওয়াত গ্রহণ করতঃ নেহায়েৎ তৃপ্তির সহিত সেইগুলি উদরস্থ করিয়া আরামে রাত্রি কাটাইল। প্রাতঃকালে ঘুম হইতে জাগিয়া নিমন্ত্রণকারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করিল যে, "তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলে।" গৃহস্থেরা বার বার শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "শুধু ফৌজ ব্যতীত অন্য কেহই যুদ্ধে যোগ দেন নাই, যদি নাগরিকরা যুদ্ধে যোগদান করিতেন —তাহা হইলে তোমরা কিয়ামত পর্য্যন্ত জয়লাভ করিতে পারিতে না। (বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মৌলানা সৈয়দ শরীফ গালিবের প্রতি নগরবাসীগণ আগে হইতেই অসন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং সকলেই তামাশা দেখিতে ছিলেন, কেহই যুদ্ধে শরীক হন নাই)।

নজ্‌দীরা কাহারো কথায় কর্ণপাত করিল না, কেননা সত্যকে স্বীকার করা ছিল তাহাদের ফিৎরত বিরোধী, অতএব তাহারা গৃহস্থের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই হত্যা করিল। তারপর শহরে গস্ত করিয়া আরবী, জাম্বী, হিন্দী ইত্যাদির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই ব্যাপক হত্যা করিয়া তাহাদের ধন দৌলত লুণ্ঠন করিল। কম বেশি যখন ১৫০০ মানুষ নিহত হইয়া গেল, তখন নগরবাসীগণ অধৈর্য্য উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করতঃ পলায়ন করিতে লাগিল, আবার কেহ কেহ প্রাণ ভয়ে নিজ নিজ বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া শিকল তুলিয়া দিলেন। পরদিন নজ্‌দীরা খুনরেজী (হত্যা) বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ জারী করিয়া ঘোষণা করিল যে, যাহারা ঘর হইতে বাহির হইবে না তাহাদের দ্বার উৎপাটিত করিয়া তাহাদের ধন-দৌলত লুণ্ঠন করতঃ হত্যা করা হইবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদে ভীত হইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং নজ্‌দীদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মক্কাবাসী ও তায়েফবাসীগণ পৃথক পৃথক লাইন করিয়া দাঁড়াইলেন। নজ্‌দীরা তাহাদিগকে তলোয়ার দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে ধনী ব্যক্তিদের সন্ধান লইল। তৎপরে তাহাদের হস্তদ্বয় বাঁধিয়া তাহাদের 'পাউন্ড' এর সন্ধান লইল। যাহারা বলিতে দ্বিধাবোধ করিলেন তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল। নজ্‌দীদের অত্যাচার এমন ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছিল যে, মনে হইত যেন কিয়ামত সংঘটিত হইয়াছে। যাহার নিকট যে পরিমাণ অর্থ পাইল নজ্‌দীরা সমূহই কাড়িয়া লইল। অবশেষে মক্কাবাসীদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে উলঙ্গ করিয়া তাহাদের পরিধেয় সমূহ বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া শুধু সম্মুখ ও পশ্চাতে ঢাকিবার মত এক একখণ্ড বস্ত্র দিয়া (অর্থাৎ ঃ-এক একটি রুমাল পরাইয়া) ঠোক্কর মারিয়া শহর হইতে বিতাড়িত করিল। মায়াজ আল্লাহ্! সেই সকল আওরত আজ এত লাঞ্ছিত 'গায়ের মহরম' পুরুষ যাহাদের ছায়া পর্যন্ত কখনও দেখে নাই। আজ সেই সকল গুণবতী মহীয়সী বিবিগণ শুধু কোমর হইতে জানু পর্যন্ত এক একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া নগ্নাবস্থায় ছুটিতেছেন, হায়! কোনও কালে পায়ে হাঁটিয়া যাহাদের কখনও কোথাও

যাইবার কোন দুর্ভাগ্য ঘটে নাই, তাহারা আজ ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, বিবস্ত্রা শরীর, নাঙ্গা-পা, মণিহারা ফণীর ন্যায় দিশাহারা হইয়া ইয্যত, আবরূ ও জীবনের ভয়ে দীর্ঘ ৬০ মাইল পথ শুধু পদব্রজে অতিক্রম করিতেছেন, কিছুদূর যাইতে না যাইতেই হোচট খাইয়া পড়িতেছেন, চেতনা পাইয়া আবার দৌড়িতেছেন, না জানি কোন নজ্দী শয়তান আসিয়া ইয্যত হানী করিয়া বসে। এইরূপ মর্ম্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যেও যদি কোন যুবতী নজ্দীদের হস্তগত হইয়াছে, বিবাহিতা হউন কিংবা কুমারী, ইয্যত আবরূ রক্ষা করা তাহার দ্বারা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এত অত্যাচার করা সত্ত্বেও নজ্দীরা ক্ষ্যান্ত হইল না। ইসলামী কলেমা 'কলেমায়ে তৈয়েবা' এর পরিবর্ত্তে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে নজ্দী কলেমা পেশ করিল। যথাঃ— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মালেকে ইয়াওমিদ্দিন মোহাম্মাদুন কানা রসূলুল্লাহ" যাহারা উক্ত নজ্দী কলেমা পাঠ করিতে অস্বীকার করিল, তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে হত্যা করিল। তাহারা আইম্মায়ে আরবায়ার মোকাল্লেদীনদিগকে কাফের ঘোষণা করিল এবং যাহারা নিজেকে হানফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী হওয়া প্রকাশ করিলেন তাহাদিগকেও হত্যা করিল। সৈয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীয়াল্লাহু আন্হুর মাযার যাহা তায়েফে অবস্থিত ছিল তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল এবং জুতা পায়ে কবরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যে, "তোমরা নিজ নিজ সাহায্যার্থে অথবা আমাদের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করিবার জন্য ইহাকে ডাক।" অথচ কোন সাধারণ মানুষের কবরের প্রতিও এইরূপ দুর্ব্যবহার করা হাদীস শরীফে নিষিদ্ধ আছে।

জনৈকা জননী নজ্দী অত্যাচারে ভীত হইয়া স্বগৃহে শিকল তুলিয়া আত্মগোপন করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া নজ্দীরা তথায় উপস্থিত হইল এবং অবরুদ্ধ গৃহের দ্বার উৎপাটিত করিয়া তাহাকে বাহির করিল এবং সেই পুত্র বৎসলা জননীর সম্মুখেই তাহার ক্রোড়ের দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে হত্যা করিল।

নজ্দীদের এইরূপ কদর্য্য কার্য্যকলাপে আনন্দিত হইয়া হিন্দুস্থান হইতে তাহাদের শুভানুধ্যায়ী, ভক্ত ও অনুরক্তরা এক অভিনন্দন বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, যাহা মিশরীয় আরবী পত্রিকা 'অল্ফালাহ' ও 'আখ্বারুল ক্বিব্লা' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

নজ্দীরা যখন ঘোষণা করিল যে, আমরা আগামী জুমা'র নামায মক্কা'য় আদায় করিব। ইহা শ্রবণে মক্কাবাসীগণ নজ্দী অত্যাচারের কথা স্মরণ করতঃ ভীত হইয়া ইয্যত, আবরূ ও জীবন রক্ষার্থে তথা হইতে জিদ্দাহ পলায়ন করিলেন। মক্কা হইতে জিদ্দাহ পর্যন্ত যাইতে উট প্রতি মাত্র ৫ টাকা ভাড়া লাগিত. কিন্তু তখন ১৮০্ টাকার বিনিময়েও একটি উট ভাড়ায় পাওয়া দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। কেননা প্রত্যেকেরই মনে

এমন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়া ছিল যে, প্রত্যেকেই আগে যাইতে চাহে। সুতরাং মক্কায় মৌলানা শরীফ ও মুষ্টিমেয় সৈন্য ব্যতীত কেহই ছিল না, সকলেই জিদ্দাহ্র পথের পথিক হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে নির্য্যাতিত তায়েফবাসীগণ যেদিন মক্কায় আসিয়াছিল, সেইদিন মক্কার প্রতিটি গৃহে আর্তনাদ, হৃদয় বিদারক চিৎকার ও কান্নার রোল এতই দুঃসহ ছিল—যাহা বর্ণনাতীত। এমন কোনও ব্যক্তি ছিল না যাহার কোন প্রিয়জন, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী কিংবা কোন নিকট আত্মীয়-স্বজন তায়েফে নিহত না হইয়াছে। নিপীড়িত মক্কী ও তায়েফবাসীদের মধ্যে যাহারা জিদ্দাহ পৌঁছিয়াছিল তাহাদের নিকট বহু নিহত ব্যক্তির নাম শুনিলাম, যাহাদের সহিত আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

আমাদের জিদ্দাহ অবস্থানকালীন ইবনে সউদ তায়েফে পৌঁছিয়াছিল এবং ইহাও কর্ণগোচর হইয়াছিল যে, সে গোপন ষড়যন্ত্র পূর্বক স্বীয় ফৌজকে দ্বিদলে বিভক্ত করিয়া মক্কা মুকর্রমা ও মদীনা মুনাউ্ওয়ারার উপর হঠাৎ আক্রমণের সিদ্ধান্ত লইয়াছে। (মায়ায আল্লাহ) ইহাদের আকীদানুযায়ী বড়বুত ব্যতীত (অর্থাৎ ঃ হুযূরের রওযা মুবারক ব্যতীত) সমূহ মাযারাত ধ্বংস করাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাস্তবে সে তাহাই করিল। মক্কা দখল করিবার পর নজ্দীরা তথায় অবস্থিত সমূহ সাহাবায়ে কারামগণের মাযারগুলি বিনষ্ট করতঃ সেই ধ্বংসাবশিষ্ট মাযারগুলির চরম অবমাননা করিল, যাহার সাক্ষ্যদানে ইতিহাস সর্বদাই প্রস্তুত। কে এমন নিষ্ঠুর ছিল যাহার চক্ষু হইতে অশ্রুপাত না হইয়াছে, যে চক্ষুতে আল্লাহ্র নূর ও ঈমানের লেশমাত্রও অবশিষ্ট ছিল, সে চক্ষু অবশ্যই অশ্রু সংবরনে অকৃতকার্য্য হইয়াছে। হায়! হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদীয়াল্লাহু আন্হুর মত এমন জলীলুল কদর সাহাবীয়ে রসূলের কাত্বা আজ কোথায় পড়িয়া আছে, এক একটি ইট পৃথক করিয়া দিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, এইরূপ অসংখ্য মাযারাত কে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। যাহা 'জান্নাতুল মোয়াল্লা'য় আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি। আফসোস! "তথাপিও ইহারা নিজেদের সম্বন্ধে মুসলমান ও আহ্লে হাদীসের দাবী করিয়া থাকে।"

নোট ঃ—নজ্দীদের উচিৎ ছিল বিশ্ববাসীর সম্মুখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একটিও এইরূপ হাদীস (যদিও মিথ্যা হয়) পেশ করা, যাহার সমর্থনে তাহারা এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। **বর্ণনাকারী,**

জনাব হাজী মৌলানা হাকিম আহমদ আলী সাহেব কসৌরী।

সাক্ষী ঃ—

উক্ত বর্ণনাটির সাক্ষী তো অসংখ্য, তবে যাহারা আমার কওসরের সাথী ছিলেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ—

মিঞা হাজী আল্লাহ্ দাত্তা সাহেব, পুহ্লী বাজাজ। মিঞা হাজী ফরীদুদ্দিন সাহেব, হালওয়াই। মিঞা হাজী হাফিজ মোহাম্মদ সরদার, বাজাজ। হাজী সাহেব আব্দুল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিস্ত্রী, হাজী কায়েমুদ্দিন মিস্ত্রী, হাজী সাহাবুদ্দীন মিস্ত্রী, হাজী ফজলুদ্দীন মিস্ত্রী, হাজী মুস্তাকীম সাহেব, হাজী শেঠ মোহাম্মদ সয়ীদ সাহেব, সাকিন ভীরাহ, জেলা শাহপুর। হাজী মোহাম্মদ বখ্শ সাহেব নম্বরদার, মৌজ পরসনা কোট, জেলা লাইলুর। হাজী গোলাম মুস্তফা সাহেব ঠিকাদার, সাকিন ঝিলম, হাজী মৌলানা বরকত আলী সাহেব, সাকিন নত্তুওয়ালা, জেলা শাহপুর।

হাজী বরকত আলী সাহেবের চিঠি

আল্লামা রামপুরীর নামে মৌলানা হাজী বরকত সাহেব শাহপুরীর প্রেরিত একটি পত্রের সারমর্ম্ম, যথা ঃ—

স্বয়ং আমি **'সিয়াসত'** পত্রিকার কার্য্যালয়ে যাইয়া গুম্রাহ ফির্কা পরস্ত নজ্দী ওহাবীদের পরিস্থিতি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করাইলাম। কেননা পাঞ্জাবের সাপ্তাহিক পত্রিকার জঘন্য মিথ্যা বর্ণনা পাঠ করিয়া অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছি। আফসোস! শত আফসোস! এই আহ্লে জরীদাহ (সংবাদসেবী) বিদীর্ণ মুখে এমন জঘন্য ব্যক্তিত্বের মানুষদেরকে গাজী ও মোজাহেদ এর আখ্যায় ভূষিত করিতেছে, যাহা অতি দুঃসহ ব্যাপার। খোদা উহাদিগকে হেদায়াৎ প্রদান করুন!

খেলাফৎ পন্থী রাজনৈতিক পত্রিকা ও অন্যান্য রাজনৈতিক পত্রিকাগুলিও প্লাবনের স্রোতে বহিতেছে, আফসোস! এই পত্রিকা লেখকেরা সর্বত্র রাজনৈতিক চাল-ঢাল একান্ত প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া থাকে। শরীফ হুসাইন যেহেতু স্বীয় দুর্ব্যবহারের জন্য বিশ্বের মুসলিম সমাজের দুশ্মন ও তাহাদের অন্তর রাজ্য হইতে বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিলেন, সেইহেতু নজ্দী শয়তানদের হামলার ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি পরাজিত হইতে থাকিলেন এবং শুধু এইজন্যই হিন্দুস্থানীয় রাজনৈতিক পত্রিকা লেখকরা নজ্দীদের প্রশংসায় মুখরও বিমোহিত হইয়া পড়িল। একজন পত্রিকা লেখক তো এত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে মিশরীয় কোন ওহাবীর লেখা অনুযায়ী সেও মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্দীকে 'মসল্লেহ ও মোজাদ্দেদ' (অর্থাৎ সংস্কারক ও যুগ নায়ক) এর আখ্যায় বিভূষিত করিয়া বসিল। সমূহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে মিথ্যায় পরিণত করিবার জন্য এই বেহুদা নজ্দী এজেন্টরা নিজেদের মিথ্যা প্রচারকেই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া স্থির সংকল্প হইয়া বসিল। যাহাই হউক, আর একটি নেহায়েৎ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, সমূহ মক্কাবাসীগণ নজ্দী ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সমূহ গোপন রায ফাঁস (গুপ্ত বিষয় উদঘাটিত) হইবার ভয়ে এই সংবাদটি ব্যাপকভাবে সমূহ পত্রিকায় মুদ্রিত হয় নাই।

মাত্র অল্প কয়েকদিন হইল হাজী মোহাম্মদ বখ্শ সাহেব মক্কা মুওয়ায্যমা হইতে দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি বলিলেন, মদীনা মুনাউওয়ারা হইতে ফিরিবার পথে পুনরায় তিনি মক্কা মুওয়ায্যমায় পৌছিয়াছিলেন, কেননা তথায় তিনি বিবাহ করিয়াছেন। যাহাই

pdf By Syed Mostafa Sakib

হউক, মক্কা মুওয়ায্যমায় কয়েকদিন অবস্থানের পর যখন তিনি দেশে ফিরিতে লাগিলেন তখন তাঁহার শ্বশুর বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে যাহারা **"ইয়া রসূলুল্লাহ"** কিংবা কলেমা তৈয়েবা **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ"** পাঠ করিয়া থাকেন নজ্দী শয়তানরা তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারে। সুতরাং তুমি যদি কোন নজ্দী শয়তানের সম্মুখীন হইয়া যাও, তাহা হইলে ঐরূপ কালাম উচ্চারণ না করিয়া বরঞ্চ তাহাদের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য নজ্দী কলেমা (অর্থাৎ) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু মালিকি ইয়াও মিদ্দীন কানা মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ"-ই পাঠ করিও। অতঃপর হাজী সাহেব বলিলেন, মক্কাবাসীগণ সকলেই যদি প্রাণভয়ে ইসলামী কলেমার পরিবর্ত্তে নজ্দীদের শয়তানী কলেমা পছন্দ করিয়া থাকে তবে করুক। কিন্তু জীবন বাঁচাইবার জন্য আমি ঐ শয়তানী কলেমা পড়িতে অনিচ্ছুক। বরং আমি সেই মহান কলেমাই পাঠ করিব যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ করুণা যে হাজী সাহেবের সহিত কোন নজ্দী শয়তানের পাল্লাই পড়ে নাই, তিনি নিরাপদে পৌছিয়াছেন।

ইহাই হইল সেই ভিত্তিহীন সংবাদের সত্যতা যে 'সমূহ মক্কাবাসীগণ নজ্দী ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে'। হিন্দুস্থানীয় রাজনৈতিক পত্রিকাগুলি সত্যের উপর পরদা ঢাকিবার শত সহস্র অপচেষ্টা করুক না কেন, নজ্দীদের জুল্ম্ ও সিতম্, বেদ্বীনী ও শয়তানীর পরদা উঠিতেছে এবং উঠিবেই। বিশ্ববাসী ইহাও পরিস্কার উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান যুগের ওহাবীরাই হইতেছে ইবলীসের প্রকৃত কায়েম মাকাম বা সাচ্চা প্রতিনিধি। অতএব ইহাদের কবল হইতে আল্লাহ্ তা'য়ালা অতি সত্বর হেজায মুকাদ্দসকে পরিত্রাণ দান করুন, এবং ইহাদের পামর অস্তিত্বগুলি হইতে হেজাযের পথ-ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করুন, ইহাই কামনা করি। "আমীন, সুম্মা আমীন!" স্বাক্ষর,

হাজী বরকত আলী, সাকিন-নত্তুওয়ালা, জেলা—শাহপুর।

১৪ই নভেম্বর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পত্রিকা "আখ্বারুল ফক্বীহ অমৃতসর" এর কিছু অংশ ঃ—

উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠা ১১ হইতে সংগৃহীত কিছু বাছাই অংশ যাহা আল্লামা রামপুরী স্বীয় পুস্তক **'সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী'** এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন তাহার অনুবাদ ঃ—

"ওহাবীদের আকীদা সম্পর্কে আজ বিশ্বের মুসলিম সমাজ যথেষ্ট সজাগ হইয়া গিয়াছেন যে, ইহারা খোদা ও রসূলের শত্রু এবং ইহারা যে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনগণকে মুশ্রিক জ্ঞান করে, তাহা আর নতুন করিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে—কেননা ইহাদের শয়তানী কার্য্যাবলী ও কদর্য্য ব্যবহার স্বয়ং তাহার সাক্ষী। অধিকন্তু ইসলামী তাবার্রুকাত ও মুকাদ্দস স্থানগুলির ইহারা যে চরম বেহুরমতী করিয়াছে এবং দ্বীন

ইসলাম মান্যকারী মুসলিম জনগণকে বিপথগামী করাইবার যে অপচেষ্টা ইহারা দীর্ঘ দিন হইতে করিয়া আসিতেছে, তাহা আজ গোপন করিতে চাহিলেও উহা গোপন থাকিবার বিষয় নহে। সুতরাং উলামায়ে ইসলমাগণ ইহাদের উপর কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন, যাহা সংশোধনেরও কোনও অবকাশ নাই। ফলতঃ নজ্‌দীরা নতুন পন্থা অবলম্বন পূর্বক নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম সহিষ্ণুতা ও সাম্যবাদীতার পরিচয় দিবার বিশেষ ব্যবস্থা লইয়াছে। কিন্তু দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম সমাজের মুকাদ্দস বস্তুগুলির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ ইহারা দীর্ঘদিন হইতে নিজেদের নাপাক অন্তঃকরণে পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাও আজ গোপন নহে। তথাপিও এই এডিটরগণ ও মযমুন লেখকরা শুধু নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেরূপ মেদিনী কাঁপাইতেছে, তাহাও আজ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিবার বিষয়।"

মৌলানা শরীফ হুসাইনের অপরাধ

করীমী প্রেস লাহোর হইতে মুদ্রিত ও **'আঞ্জুমান হিয্‌বুল আহ্‌নাফ'** লাহোর হইতে প্রকাশিত **'তারীখে নজ্‌দীয়া'** নামক পুস্তকের একটি এবারৎ, যাহা **'সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী'** হইতে সংগৃহীত ও অনুদিত ঃ—

(১) মৌলানা শরীফ মাত্র কয়েক বৎসর হইতে তুর্কীদের সহিত বিরোধীতা ও ঈসাঈদের সহিত সহযোগিতা কায়েম করিয়াছিলেন। কিন্তু নজ্‌দীরা দীর্ঘ ১২৫ বৎসর যাবৎ সালতানাতে ইসলামিয়ার কড়া বিরোধী ও চরম শত্রু ছিল।

(২) শরীফ হুসাইন মাত্র কয়েক বৎসর ঈসাই সালতানাতের দানগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু নজ্‌দীরা দীর্ঘ দিন হইতে ঈসাই সালতানাতের নিমক হালাল ভৃত্য ও গোলামীতে লিপ্ত ছিল। প্রতি বৎসর ইহারা ঈসাইদের নিকট হইতে ৫০০০ পাউণ্ড অর্থ (অর্থাৎ ৭৫ হাজার টাকা) শুধু তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ বাবদ গ্রহণ করিত।

(৩) ঈসাইদের নির্দ্ধারিত চুক্তিতে শরীফ হুসাইন স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করায় ঈসাই সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল।

(৪) শরীফ হুসাইনের উপর জবরদস্ত অপবাদ আরোপ করা হইয়াছিল যে, তিনি হাজীদের সর্ব্বনাশ করতঃ হত্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল হাজী মদীনা হইতে প্রত্যাগমণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বয়ান হইতেছে যে, উট ভাড়ায় খাটানে ওয়ালা বদ্দুদিগকে নজ্‌দী জাসুস্‌রা কুমন্ত্রণার শিকার করিয়াছিল যে, হাজীদিগকে পথ মধ্যেই ছাড়িয়া দিও, ইহারা অনাহারে মরিয়া যাইবে। ফলতঃ শরীফ হুসাইনের অধিক দুর্নাম রটিবে। কিন্তু সমূহ কষ্ট সহ্য করিয়া হাজীগন যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, মৌলানা শরীফ তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত সমূহ টাকা ফেরৎ দিলেন।

হাজী পীর জামায়াত আলী শাহ্ আলী পুরীর নামে মওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহলী লখনবীর চিঠি ঃ

"মৌলানা শরীফ হুসাইনের অপরাধ এমন কোন গুরুতর অপরাধ নহে, যাহা ধর্ত্তব্যের যোগ্য হইতে পারে। কেননা মৌলানা শরীফের মস্তকে যে কলঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই কল্পিত ও আরোপিত অপবাদ মাত্র। বরং ইবনে সউদ সেই সকল কলঙ্কের যথার্থ অংশীদার। কেননা তুর্কীদের সহিত বিদ্রোহ এবং বর্বরোচিত ব্যবহার, মুর্খামী ও ইংরেজ দোস্তী ইবনে সউদের-ই যে শয়তানী বৈশিষ্ট্য, উহা তাহার আচরণেই বিদ্যমান। শান্তিপুর্ণ তায়েফ ভূমিতে নজ্‌দীরা যে বীভৎস অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বপক্ষ ও বিপক্ষদের দ্বারা যে সব সংবাদ কর্ণগোচর হইতেছে তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক এবং কারায়েনে সহীহা হইতে উহার সত্যতার যে স্বীকৃতি পাওয়া যায়, তাহাও যথেষ্ট শিক্ষাদায়ক। নজ্‌দীরা নিজেদের লিডারগণের শুধু মাত্র অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য যে সকল পবিত্র বস্তুর চরম অবমাননা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং তাহা যথাযথ অনুমান করাও সম্ভব নহে। **প্রথমতঃ** অমানুষিক ভাবে ব্যাপক গণ-হত্যাকে কেহই পছন্দ করিবে না। **দ্বিতীয়তঃ** নজ্‌দীদের হিতৈষী ও বিরোধী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের লেখনী ও আলোচনার দ্বারা আমার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কোন কোন এমন ব্যক্তিকেও হত্যা করা হইয়াছে, যাহাদিগকে হত্যা না করিলেও নজ্‌দীদের কোনরূপ ক্ষতি হইত না। আর তাহাদের এমন কোনও অপরাধ ছিলনা যে, শরীয়তে হাক্কা তাহাদের প্রতি হত্যার নির্দ্দেশ জারী করে। যেমন শোয়েবী খান্দান ও মুফতীয়ে শাফিইয়া শেখ আব্দুল্লাহ যোয়াদী ও তাঁহার খান্দানের মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণকে, যাঁহাদের মধ্যে অতি বৃদ্ধ ও বাচ্চা ছিল, তাঁহাদিগকেও নজ্‌দীরা হত্যা করিয়াছে। মৌলভী নাদীম আহমদ মুজদ্দিদী মুহাজির মদীনা' এর পুত্রকে গ্রেফ্‌তার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার আশরফী চার্জ করিয়াছে।"

"নজ্‌দীরা মক্কা দখল করিবার পর মীলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কাদেরীয়া, রুফাইয়া ইত্যাদির "হালকা' ও যিক্‌রে ইলাহী সমূহ বন্ধ করাইয়া দিয়াছে। সৈয়দ সাহেব কলীদ বরদার ক্বা'বা ও তাঁহার খান্দান পাকের এবং অন্যান্য মোয়ায্‌য খান্দানের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলকে শহীদ করিয়া দিয়াছে। মক্কাবাসীগণ প্রাণ ভয়ে স্ব-স্ব গৃহ ত্যাগ করিয়া ভবঘুরের মত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। **মক্কা ও মদীনার উলামাগণ নজ্‌দীদের প্রতি 'কাফের ও মুরতাদ' এর ফাৎওয়া প্রদান করিয়া ছিলেন। সেই জন্যেই নজ্‌দীরা আহ্‌লে হারমাইন হইতে সে ফাৎওয়ার প্রতিশোধ লইতেছে।** ভারতীয় ওহাবীরাও সেই জন্যই নজ্‌দী অত্যাচারের উপর পরদা ঢাকিবার অপচেষ্টা করতঃ নিজ নিজ পত্রিকার মাধ্যমে নজ্‌দীদিগকে নিষ্পাপ প্রমাণ করাইবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রচেষ্টা চালাইতেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সম্ভবতঃ সমূহ সংবাদপত্রগুলি ওহাবীদের আয়ত্বাধীন রহিয়াছে। অতএব তাহারা নিজ নিজ পত্রিকায় সহীহ পরিস্থিতি মুদ্রণ করতঃ প্রকাশ করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহে।" (১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের 'আখ্‌বারুল ফক্বীহ' অমৃতসর)

ঈশ্‌তেহার

(পবিত্র হেজায ভূমির উপর নজ্‌দী অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ও তাহার উপর আবরণ দানকারী উর্দ্দু পত্রিকা। প্রকাশক জনাব মোহাম্মদ্দীন সাহেব, সহ সম্পাদক হিযবুল আহনাফ লাহোর, বোম্বাই হইতে প্রকাশিত পত্রিকার একটি বাছাই অংশ ও ৭৭ জন হিন্দী মুসলমানের সমবেত আপিলের মযমুন হইতে অনুদিত।)

"নজ্‌দীরা তায়েফের উপর আক্রমণ করিয়া যেরূপ ব্বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে। অর্থাৎ সন্ধি প্রার্থী ও বশ্যতা স্বীকারকারী বিদেশী ব্যক্তিদের ব্যাপক হত্যা, হাজী নরনারীর শরীর হইতে শুধুমাত্র শিরওয়াল ব্যতীত সমূহ বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের বেহুরমতী ও মর্য্যাদা হানী করা, সৈয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ন্যায় জলীলুল ক্বদর সাহাবীর কবর খনন করতঃ উহার মধ্যে গুলী বর্ষণ করা ও হুযুর সরওয়ারে কায়েনাত আফ্‌জালুল মৌজুদাত আবী ও উম্মী ফিদাহু সল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাহজাদাগনের মাযার পাকগুলি খনন করা ইত্যাদির তীব্র প্রতিবাদ করতঃ আমরা (অর্থাৎ স্বাক্ষরকারী হিন্দী মুসলমানগণ) নজ্‌দীদের প্রতি অতিশয় দুঃখ ও ভয়ানক ক্রোধের প্রকাশ করিতেছি এবং নজ্‌দীদের দ্বারা আসন্ন ভয়াবহ বিপদ হইতে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনগণকে সতর্ক করিতেছি।"

৬ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের 'আখবারে ওকীল' অমৃতসর পত্রিকার একটি অংশ

(আখবারে ওকীল পত্রিকায় প্রকাশিত আহমদ আলী করমতী সাহেব (মক্কী) এর বর্ণনা হইতে অনুদিত।)

"১৯ই রবিউল আউয়ল ১৩৪৩ হিজরী, নজ্‌দীরা মক্কায় প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদীয়াল্লাহু আনহা জাদ্দায়ে (মাতামহী) হাসান ও হুসাইন, ওয়ালদাহ (মাতা) হযরত ফাতেমাতুজ্‌ জোহ্‌রা, নবী জননী হযরত আমিনা, অন্যান্য বনী হাশেম ও আহ্‌লে বায়তের বহু মাযার ধ্বংস করিয়াছে। তাহার পর মৌলুদুন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মৌলুদে শরীফ আলী মুরতাজা, মৌলুদে সৈয়েদুনা ফাতেমাতুজ্‌ জাহ্‌রা ইত্যাদিকে ধ্বংস করিয়া প্রত্যহ সকাল -সন্ধ্যা যাতায়াতের সময় সেইগুলির উপর গুলীবর্ষণ করিতেছে। হরম শরীফে মৌলুদ শরীফ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণনা করা ও দালায়েলুল খয়রাৎ শরীফ পাঠ করা নিষেধ করিয়া দিয়াছে। হরম শরীফে মধ্য রাত্রিতে যে তযকীর পাঠ করা হইত ও প্রত্যহ প্রাতঃকালে যে আয়েত অর্থাৎ ইন্নাল্লাহা ... ... ইত্যাদি তেলাওৎ করা হইত এবং পাঁচ ওয়াক্ত আজানের পর যে তসলীম পাঠ করা হইত, তৎসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। হরম শরীফে কুরআন ও হাদীস পাঠ করা নিষেধ ও উলামায়ে কারামগনকে শিক্ষা প্রদানের কার্য্য হতে রহিত করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু সমূহ মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তায়েফ ও মক্কায় নজ্‌দী অত্যাচারের ফলে ১৫০০০ (পনের হাজার) মানুষ স্ব-স্ব বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সমূহ ঘটনাবলী আমার চাক্ষুস দেখা।

বর্ণনাকারী,

৬।১২।১৯২৪ আহমদ আলী করমতী, মক্কী।

বোম্বাই হইতে আগত সংবাদ সমূহের একটি অংশের অনুবাদ ঃ

"নজ্‌দীরা যখন তায়েফের উপর আক্রমণ করিয়াছিল তখন স্বয়ং আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং নির্য্যাতিত ব্যক্তিগনের মধ্যে আমরাও ছিলাম। রয়ীসে বলদিয়া ও তায়েফের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিগণ পরামর্শ করিয়া ফৌজের সরদার খালিদ বিনে লোয়ীকে একটি পত্র লিখিলেন যে, আমরা আপনার নিকট 'আমন ও আমান' কামনা করিতেছি এবং আপনাকে আহ্বান করিতেছি যে আপনি আমাদিগকে আসিয়া শান্তি দান করুন, আমরাও আপনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব। এইরূপ পত্র প্রেরণ করা ব্যতিত নজ্‌দীদের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য সকলেই নিজ নিজ সমূহ অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু নজ্‌দীরা শহরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ব্যাপক হত্যা ও গুণ্ডামীর বাজার গরম করিল। বড় বড় ধনী ব্যক্তিদের গৃহে প্রবেশ করিয়া নজ্‌দীরা তাহাদের টাকা পয়সা, সোনা-গহনা ও বিভিন্ন প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রীর জন্য পীড়ন শুরু করিল এবং যথা সম্ভব আদায় করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে হত্যা করিল। বিশিষ্ট বর্ণনাকারীগণের বর্ণনানুযায়ী সেই ব্যাপক হত্যায় শহীদগণের সংখ্যা হইতেছে সম্ভবতঃ ছয় হইতে সাত শত। সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ছিলেন মক্কা ও জিদ্দাহ্‌র এবং মক্কাবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক ছিলেন মোজাহেদীন। যাহাই হউক, প্রত্যেকটি মানুষকে ঘর হইতে বাহির করিয়া সকলের তল্লাসি লইল এবং যাহার নিকট হইতে যে পরিমাণ মালপত্র পাইল সমূহ কাড়িয়া লইল। এমন কি পায়ের পাদুকা, চোখের চশমা ও পরণের বস্ত্রাদি পর্যন্ত-ও কাড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিল। সেই সর্ব্বস্বান্ত ও সর্বহারাগনের মধ্য আমরাও ছিলাম।

তারপর শুরু করিল আওরতদের তল্লাসী, আওরতদের তল্লাসী লইবার সময় নজ্‌দীরা যথেষ্ট শয়তানী ব্যবহার করিয়াছে। (নাউ-যুবিল্লাহ) যাহাই হউক, তারপর শরীফ হুসাইনের

বাগান বাড়ীতে সকলকে বিনা দানা-পানীতে দুই দিন দুই রাত্রি কয়েদে রাখিল। সেই কয়েদীগণের মধ্যে আমরাও ছিলাম।

নজ্‌দীদের হাতে নিহত শহীদগণের লাশগুলি সেই ভাবেই পড়িয়াছিল। আমরা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর নির্য্যাতিত কয়েদীদের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ সতেজ ছিলাম তাহার মধ্য হইতে ২০/২৫ জন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া নির্দ্দেশ দিল যে, এই নিহত কাফের (অর্থাৎ শহীদ) দিগকে এক একটি খচ্চরের পায়ে বাঁধিয়া দাও এবং খচ্চর দৌড়াইয়া ইহাদিগকে সৈয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর) মসজিদ গেটের বাহিরে ফেলিয়া দাও। অতঃপর আমরা অনুরোধ জানাইলাম যে, যেহেতু তক্তা মৌজুদ আছে, সেহেতু যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমরা লাশগুলি তক্তার উপর লইয়া যাইব। তাহা শ্রবনে নজ্‌দীরা ক্রোধান্বিত হইয়া এত প্রহার করিল যে এক জনের মৃত্যু ঘটিল। তারপর সৈয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর মাযার ও কুব্বা ধ্বংস করতঃ নজ্‌দীরা তাহার দারুণ বেহুরমতী করিল। যাহাই হউক নজ্‌দীরা আমাদের সহিত যেই রূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে সেইরূপ কোন ইহুদী কিংবা কাফেরও করিবে না। উহাদের এই জঘন্যতম দুর্ব্যবহার আমাদের হৃদয়ে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

মোহাম্মদ ফয়জুল হক, মাদ্রাসা হাজী সুলাইমান।

পত্রিকা 'আলকাসিম' এর একটি অংশ

জলসা হেমায়তে ইসলাম চণ্ডিওয়ালা ও জমিয়াতে মরকজিয়া তবলীগুল ইসলাম আম্বালা'র সেক্রেটারী জনাব সৈয়দ গোলাম ভীক সাহেব নয়রঙ্গ ওকীল দ্বারা প্রকাশিত নভেম্বর ১৯২৪ খৃঃ "নুমায়েন্দা আখবার আল কাসিম অমৃতসর" ও ১০ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের "আল কাসিম" পত্রিকায় বর্ণিত এক মযমুন হইতে অনুদিত। যথা ঃ—

"বর্তমান পরিস্থিতি এক ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছে, মক্কা মুযায্‌মায় ইবনে সউদের বিজয়োৎসবের পর হইতে তথায় বারতানিয়ার (ব্রিটিশের) যোগ সাজিস দেখা যাইতেছে। শরীফ হুসাইনের পরাজয়ে হিন্দুস্থান হইতে যাহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, মনে হয় তাহারা নেহায়ৎ তাড়াহুড়ার পরিচয় দিয়াছে। কেননা শরীফ হুসাইনের কার্য্যাবলীতে যদিও কোন হকপসন্দ ইন্সান সন্তুষ্ট নহেন, কিন্তু নজ্‌দীদের এই জঘন্য ও দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যগুলিকেও শুধু এক 'হাম্বলী'র আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। শরীফ হুসাইন যদিও এক ব্যধিই ছিলেন, কিন্তু নজ্‌দীদের আধিপত্য চিকিৎসাটিও তদপেক্ষা বড় ব্যধি। তায়েফ ও মক্কার এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি ব্যতীত নজ্‌দীদের জঘন্য উদ্দেশ্যগুলির যে সকল নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে, তাহা অতি সন্দেহজনক। তায়েফ ও হেজাযের উপর যেদিন নজ্‌দীদের শাসন চালু হইয়া যাইবে এবং সমূহ রাজনৈতিক কাঁটা হইতে যখন নজ্‌দীদের পথ একেবারে পরিস্কার হইয়া যাইবে তখন মুসলমানানে আলমের জন্য

(অর্থাৎ যাহারা নজ্‌দীদের চিন্তাধারা অনুযায়ী মুশরিক তাহাদের জন্য) বায়্‌তুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও মদীনা মুনাউ্ওয়ারার যিয়ারত করা অবশ্যই বিপদজ্জনক হইবে। অতিশয় সন্দেহের বিষয় যে, যেন "হাজা সনমুল আকবর" এর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটায়।

জনৈক ভদ্রলোক বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আমি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নজ্‌দীদের এলাকাধীন একটি শহরে অবস্থান করিতেছিলাম। তথায় আমি দেখিয়াছি নজ্‌দীরা মুসলমানদের সালামের জবাব পর্যন্তও দিত না। সালামের বিনিময়ে বিড়বিড় করিয়া কি জানি কি বলিত, মনে হইত যেন গালি দিতেছে।" অন্য একজন হইতে বর্ণিত যে, "আমি বাহরাইনে চারি বৎসর যাবৎ কালাতিপাত করিয়াছি, নজ্‌দীরা প্রায় সেখানে আসিত এবং মুসলিম দোকানদার দিগকে 'ইয়া মুশরিক' বলিয়া সম্বোধন করিত।"

নজ্‌দীদের নূতন ইবলীসী অপকর্ম্ম

৭ই শফরুল মেজাফ্‌ফর ১৩৪৪ হিজরী, অনুযায়ী ২৮শে আগষ্ট ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের "আখ্‌বারুল ফক্বীহ, অমৃতসর পাঞ্জাব" পত্রিকা হইতে সংগৃহীত অংশের সারমর্ম।

"২৫শে আগষ্ট বোম্বাই হইতে সৈয়দ তাহেরুদ্দাব্বাগ হইতে বর্ণিত যে, ওহাবীদের দ্বারা রাওযায়ে নববী আলাইহিত্ তাহ্‌য়ীয়াতু ওয়াত্তাস্‌লীম ও হযরত আমীর হামজা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর কবর শরীফের গুম্বদের উপর গোলাবর্ষণের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহারা এইরূপ অপকর্মের শাস্তিও পাইয়া গিয়াছে। মদীনায় তাহারা নেহায়ৎ পরাভূত হইয়াছে। হেসায় অর্থাৎ ইয়াস্‌রব হইতে নজ্‌দীরা ত্রিশ মাইল পিছনে হটিয়াছে, মদীনার অবরুদ্ধ বিখ্যাত যোদ্ধাগণ জীবন মরণ সংকল্পে ওহাবীদের সহিত সংগ্রাম করতঃ তাহাদিগকে ভীষণ ক্ষতি পৌছাইয়াছেন। অতএব হিন্দুস্থানী মুসলমানগণের এইবার উচিৎ নিজ নিজ কর্তব্য অনুভব করা যে, ওহাবীরা যদি জয়ী হইয়া যায় তাহা হইলে জগৎ হইতে দ্বীন ইসলামের প্রদীপ চিরতরে নিভিয়া যাইবে। খাব্বীস ইবনে সউদের ফৌজ মদীনা মুনাউ্ওয়ার উপর গোলা বর্ষণ করিয়া মসজিদে নববীর গুম্বদ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং মসজিদে আমীর হামযা শহীদ করিয়া দিয়াছে। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। এইরূপ সংবাদ শ্রবণে হৃদয় বিদারিত হইতেছে, তথাপিও জমিদার এণ্ড কোং ইবনে সউদের এইরূপ কার্য্যাবলীতে বিমোহিত হইয়া তাহার প্রশংসায় সংবাদগুলিকে নেহায়ৎ গৌরবের সহিত মুদ্রণ করিতেছে।"

নজ্‌দীদের হিন্দী এজেন্ট ও দালালদের শয়তানী প্রোপাগাণ্ডা

(মসজিদে জ্বিন, মাযারাতে মুকদ্দসা ও কুব্বাগুলি ধ্বংসের ব্যাপারে জুররিয়াতে শেখ নজ্‌দের অশেষ বেঈমানী।)

নজ্‌দীদের হিন্দী এজেন্ট ও নিমক হালাল দালালগুলি অবশেষে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইল যে, মসজিদে জ্বিন, মাযারাতে মুকদ্দসা ও কুব্বাগুলি নজ্‌দী শয়তানরাই ধ্বংস করিয়াছে। অথচ ইহারাই প্রথমে প্রোপাগাণ্ডা করিতেছিল যে নজ্‌দীরা মোটেই কিছু অন্যায় করে নাই। সুতরাং দ্বিতীয় বয়ান অনুযায়ী প্রথমটি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এই খাব্বীসরা প্রোপাগাণ্ডা শুরু করিল যে, নজ্‌দী মালাউনরা যাহা কিছু করিয়াছে তাহা শরীয়তের বিধান অনুযায়ীই করিয়াছে, যেমন উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে ঃ—

"অনেক মসজিদে ও কুব্বায় বহু শেরেকী কার্য্য প্রচলিত ছিল এবং সেইগুলিকে লোকে পূজা করিত বলিয়া নজ্‌দীরা সেইগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তবে উলামায়ে কারামগন যদি ইহা সাব্যস্ত করিয়া দেন যে, সেইগুলিতে যাহা কিছু প্রচলিত ছিল তাহা শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক ছিল। তাহা হইলে নজ্‌দী (শয়তান) দিগকে বাধ্য করা হইবে তাহারা যেন সেইগুলি পুনঃ নির্মাণ করিয়া দেয়।"

পৃথিবী হইতে বহু নির্লজ্জ ও বড় বড় ঢ্যাঁটা অপসৃত হইয়াছে, হয়তো এখনও বহু মৌজুদ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নজ্‌দী এজেন্টদের মত কেহই নহে, ইহা সুনিশ্চিত। ইহাদের আজব বেহুদ্দা দলীল, আহম্মকী অজুহাত, আজব ইবলিসী চক্রান্ত অপূর্ব্ব। প্রকৃত পক্ষে যদি 'মসজিদ জ্বিন' (যে স্থানে সূরা জ্বিন অবতীর্ণ হইয়াছিল) অথবা অন্য কোন মসজিদ কিংবা কোন কুব্বায় লাহোরীয় নজ্‌দী দালালদের বক্তব্য অনুযায়ী কোন শেরেকী কার্য্য প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে কি সেই শেরেকী প্রচলনগুলি দূরীকরনের জন্য সেগুলিকেই ধ্বংস করিয়া দেওয়াই উচিৎ ছিল? নজ্‌দী চিন্তাধারায় যাহা শেরেকী কার্য্যে পরিগণিত, সেই কার্য্যগুলি বন্ধ করাইবার জন্য কি কঠোর নির্দ্দেশজারী করিতে পারা যাইত না, সেইগুলিকে ধ্বংস করিবার প্রয়োজন হইয়া গেল?

নজ্‌দী শয়তানদের বেহুদ্দা মযহাবে **"আস্‌সালাতো আস্‌সালামো আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ"** উচ্চারণ করাও শিরক্। অথচ, পবিত্র ক্বা'বা শরীফ নজ্‌দীদের কব্জার মধ্যে আসার পূর্ব্বে সাধারণতঃ মোকাল্লেদীনে আইম্মায়ে আরবায়া রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুমগন নিয়মিত উক্ত দরূদ পাঠ করিতেন। সুতরাং নজ্‌দী পিঠ্‌ঠুদের ধারণা অনুযায়ী নজ্‌দীদের এই কার্য্যাবলী (অর্থাৎ ক্ষয়, ক্ষতি, ধ্বংস ও বিনষ্ট) যদি অবশ্যই মুস্‌তাহ্‌সনে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে (মায়ায আল্লাহ্) সর্বপ্রথমে ক্বা'বা বায়তুল্লাহকেই ধ্বংস করা উচিত ছিল। কিন্তু ক্বা'বা শরীফে আস্‌সালাতো আস্‌সালামো আলায়্‌কা ইয়া রসূলুল্লাহ" পাঠকারীগণের এই অপরাধ সংশোধন করিবার জন্য যখন ক্বা'বা শরীফকে ধ্বংস না করিয়া শুধু উক্ত কালাম পাঠকারীগণের প্রতি কঠোরতম নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছে। সেইরূপ মসজিদে জ্বিনে, ও অন্যান্য মসজিদে অথবা কোন কুব্বায় যদি প্রকৃত কোন শেরেকী কার্য্য সাধিত হইত, তাহা হইলে ইহার বিনিময়ে সেই গুলিকে ধ্বংস না করিয়া সেই স্থলেও কোন কঠোর হইতে কঠোরতম শাস্তি ঘোষণা করিতে পারিত। ফলতঃ মসজিদে জ্বিন ও অন্যান্য মসজিদগুলি শহীদ হইত না এবং কুব্বাগুলিকেও ধ্বংস করার

প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ইহা তো শুধু এক শয়তানী অজুহাত মাত্র। তাহাদের আসল দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য ও আন্তরিক ইচ্ছাই তো ছিল সেইগুলিকে ধ্বংস করা, অতএব সে গুলিকে ধ্বংস করিয়াই তাহারা শান্তির নিঃশ্বাস লইল।

অথচ, লালা শ্রদ্ধানন্দ যখন এই হিন্দুস্থানী ওহাবীদের অন্যতম লিডার ছিলেন, তখন এই হিন্দী এজেন্ট ও দালালরা লালা শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লী শাহী মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড় করাইয়া তাহার বক্তৃতা শুনিতেছিল, ইহা কি ওহাবী দালালদের নিকট কাফেরী কার্য্যে পরিগনিত নহে? অবশ্যই ইহা তাহাদের মযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাফেরী কার্য্য। তাহা হইলে কি এই অজুহাতে মসজিদটিকেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়া ন্যায় সঙ্গত হইবে? কখনোও নহে। বরং এইরূপ কদর্য্য কার্য্যকলাপ বন্ধ করাই হইবে ন্যায় সঙ্গত। যাহাই হউক, প্রকৃত বিবেচনার দৃষ্টিতে যদি ইহার প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহাপেক্ষা অধিক কোন কাফেরী কার্য্য হইতেই পারে না, কেননা ইহার দ্বারা কাফেরদিগের বড় গৌরব অর্জ্জন হইয়াছে এবং ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ফির্‌কা পরস্ত আর্য সমাজীরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করিতেও যথেষ্ট সক্ষম হইয়াছে। উক্ত 'উরিয়া' উপদেশ (উলঙ্গ উপদেশ)কে উপলক্ষ্য করিয়া উহারা বলিত, দেখ! লালা শ্রদ্ধানন্দ শাহী মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট হইয়া উপদেশ দান করিতেছেন এবং মুসলমানদের বড় বড় আলেম তাহা অবনত মস্তকে শ্রবণ করিতেছেন। সত্য সত্যই এইরূপ অঘটন দর্শনে প্রত্যেক দায়িত্বশীল মুসলমানদের কান্না আসিত যে, কিরূপ ভাবে এই দায়িত্বহীন ভণ্ড তপস্বীরা পার্থিব স্বার্থের জন্য এই উপদেশ শ্রবণ করতঃ 'মৌলানা' শব্দটির মর্য্যাদা মাটি করিতেছে ও নির্লজ্জের ন্যায় নিজেকে মৌলানার পরিচয় দিতেছে। সুতরাং এই রূপ বেদ্বীনী কার্য্যকলাপের প্রতিরোধে পাঞ্জাব হাইকোর্টের এক দায়িত্বশীল মুসলিম জজ অনারেব্‌ল জাষ্টিস্ মির্জা জাফর আলী খাঁন সাহেব এই ভণ্ড তপস্বীদের গোষ্ঠিকে মসজিদ ও মসজিদের এলাকায় আসা যাওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে শেখ ফখরুদ্দীন মরহুমের মসজিদের মত উক্ত মসজিদটিও সর্ব্বপ্রকার অসভ্যতা ও কুফ্‌রীয়াতের আখড়ায় পরিণত হইয়া যাইত। ফলতঃ নজ্‌দী শয়তানদের ভ্রান্ত ধারণানুযায়ী মসজিদে উজির খাঁনকেও ধ্বংস করিবার প্রয়োজন হইয়া যাইত।

(আখবার আল্ ফক্বীহ অমৃতসর পাঞ্জাব, পৃষ্ঠা ২-৪, ২৮শে আগষ্ট ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ)

তসবীহ, দালায়েলুল খয়রাৎ শরীফ ও দরূদ পাঠ নিষিদ্ধ ঃ

জনাব মৌলানা হযরত সালিম সাহেব হইতে বর্ণিত আছে যে—

জনাব কারী মোহাম্মদ ইবনে কমরুদ্দিন মিয়াজী (বয়স ৭২ বৎসর। সাকিন-মাসুঙ্গ পুর, পোঃ-রামগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালি) সাহেব গত বৎসর হজ্জ যাত্রা করিয়া তথায় এক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বৎসর অবস্থান করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তায়েফের উপর নজ্‌দী অত্যাচার সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তায়েফবাসীগণের প্রতি নজ্‌দী অত্যাচারের ঘটনাবলী এতই মর্ম্মান্তিক যাহা বর্ণনাতীত। নজ্‌দীরা তায়েফে প্রবেশ করিয়া সমূহ তায়েফবাসীকে বন্দুকের সাহায্যে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে এবং তাহাদের সম্মুখে যাহারা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ'** পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে কাফের ও মুশরিক ঘোষণা করিয়া হত্যা করিয়াছে। কেননা নজ্‌দী ধর্ম্মানুযায়ী **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'** উচ্চারণ করাও শির্‌ক।

নজ্‌দীরা মক্কায় প্রবেশ করিয়া হযরত খাদিজাতুল কোবরা জওজায়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আমিনা ওয়ালেদায়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য সমূহ মাযার পাকগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। তারপর যখন ইহারা সৈয়েদুনা বেলাল রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর মসজিদ বিনষ্ট করিবার অপচেষ্টা শুরু করে, তখন ইমারত চাপা পড়িয়া তিন জন নজ্‌দী কুফ্‌ফারের মৃত্যু ঘটে। মক্কা শরীফে দালায়েলুল খয়রাৎ ও দরূদ শরীফ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা কাহারোও ছিল না, এমন কি যদি কাহারোও হস্তে তসবীহ দেখিতে পাইত, নজ্‌দীরা তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিত। জান্নাতুল মোয়াল্লায় ফাতেহা পাঠ তো দূরের কথা, সেই দিকে কাহাকেও যাইতেও দিত না। তথায় সহস্র সহস্র ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা কেহই নজ্‌দী শাসনের প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। ইবনে সউদের পামর অস্তিত্ব ও কদর্য্য কার্য্যাবলী ও চালচলনকে সকলেই ঘৃণা করেন এবং আন্তরিকভাবে মুল্ক আলীকে সকলেই নিজেদের বাদশাহ স্বীকার করিতে চাহেন। মসজিদে হরমের মোসাল্লাগুলির মধ্য হইতে হযরত ইমাম মালেকের মোসাল্লা তুলিয়া দিয়াছে। নামাযে ব্যাপৃত নজ্‌দী ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না যে, উহারা মুসলমান। কেননা নামাযের মধ্যে উহারা প্রয়োজন মত এদিক ওদিক দেখে, হাত পা সঞ্চালন করে এবং আরও বহু কার্য্য এমনও করে যাহা নামাযের মধ্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উহারা কখনোও সুন্নত নামায পড়ে না, বরং সুন্নত নামাযকে সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন জ্ঞান করে। নজ্‌দীরা সেই বছর কাহাকেও জুমা'র নামায পড়িতে দেয় নাই, ফলতঃ সেই বৎসর সকলেই 'জোহর' আদা করিয়াছেন।"

হাজী সাহেবের উক্ত মযমুনের প্রতি যাঁহারা সাক্ষ্য দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

আব্দুলগণী, আসাদ আলী, সাকিন-কালিজ, পোঃ-হালোরূদ, জেলা-ফরিদপুর। কারী মণীরুদ্দিন আজল (আলে গাওস পাক হযরত মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু) মৌলানা আব্দুল করীম কাদেরী, ফতহগঞ্জুল কহনু। হাজী আব্দুল করীম সেঠ, ইবনে হাজী ইসহাক। হাজী মূসা, হাজী ইয়াকুব, মশদম কওম কাচ্চা সাকিন-মোটাহেরা। মোহাম্মদ ইসমাইল, আব্দুস সাত্তার মোহাম্মদ, সাকিন-মড়। হাজী ইউসুফ হুসাইন, কওম কাচ্চা।

সালাম এর বিনিময়ে হত্যা

(প্রথম বয়ান)

বহরাইচ হইতে প্রকাশিত 'ইক্‌লীল' পত্রিকার মুহতমিম জনাব মৌলানা হাজী নূর মোহাম্মদ সাহেব হইতে বর্ণিত, যথা—

"গত বৎসর (অর্থাৎ তায়েফে যুদ্ধের সময়) আমি মক্কাতেই ছিলাম, তায়েফ হইতে যাহারা মক্কায় আগমণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, নজ্‌দীদের ব্যাপক হত্যায় সম্ভবতঃ ১২০০ শত খাস মক্কী তায়েফে শহীদ হইয়াছে। নজ্‌দীরা প্রতারণা পূর্ব্বক মানুষকে সম্বোধন করিত যে, তুমি তো ঈমানদার মানুষ, তোমার ঈমান সহীহ্ আছে, অতএব তুমি নির্ভয়ে বাহির হও। এইরূপ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া যাহারা ঘর হইতে বাহির হইত এবং সালাম উচ্চারণ করিত, নজ্‌দীরা তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিত। চীফ-জাসটিস আব্দুল্লাহ আবুল খায়ের কলেমা তৈয়বা **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"** পাঠ করিতেছিলেন এবং নজ্‌দীরা গুলী বর্ষণ করিতেছিল, এই ভাবেই তিনি শহীদ হইলেন। শহীদ আব্দুল্লাহ যিনি সময়ের অন্যতম আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও মুফতীয়ে শাফেয়ী ছিলেন, নজ্‌দীরা যখন তাঁহার নিকট পৌছিল তখন তিনি কলেমা শাহাদত পাঠ করিতে লাগিলেন। নজ্‌দীরা তাহাকে হাজা আনসারী হাজা মুশ্‌রিক ঘোষণা করতঃ শহীদ করিল এবং তাহার খান্দানের আরও আট ব্যক্তিকে শহীদ করিয়া দিল।

মক্কা মুকর্‌রমায় নজ্‌দী ফৌজ প্রবেশ করিবার পর জোহর ও আসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে একজন পুরবী নজ্‌দী একটি মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র মক্কাবাসীদিগকে সম্বোধন করতঃ যে নজ্‌দী খুত্‌বাটি পাঠ করিয়াছিল তাহার সারমর্ম্মটিও নিম্নে পেশ করা হইল। যথা—"ইহা শ্রেষ্ঠ ও শান্তির শহর, আল্লাহ্ আপনাদিগকে শান্তি প্রদান করিয়াছেন এবং আমাদের তরফ হইতেও আপনাদিগকে শান্তি প্রদান করা হইতেছে। অতএব আপনারা আমন ও আমানের সহিত মনোযোগ সহকারে নিজ নিজ কার্য্যে পরিচালিত হউন। আগামীকল্য কিংবা পরশু দিন সকালে সায়েবীর সহিত 'শাহীনামা' আসিবে এবং তাহা আপনাদিগকে পরিস্কারভাবে শুনাইয়া দেওয়া হইবে।" পরদিন সকালে খালিদ বিন সায়েবীর আগমনের কোলাহল শুনা গেল, সায়েবী সাহেব হাম্বলী মোসাল্লার সম্মুখে ছোট্ট একটি দেওয়ালের উপর দণ্ডায়মান হইয়া শাহ আব্দুল আযীযের ফরমান ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং আমিও 'তওয়াফে কাবা' হইতে ফারিগ হইয়া শাহী ফরমানটি শুনিতে লাগিলাম। শাহ আব্দুল আযীয কর্ত্তৃক প্রচারিত ফরমান যাহা সায়েবী সাহেব শুনাইলেন, তাহাও সেই খুতবার মতই ছিল। অর্থাৎ—"হে মক্কা বাসীগণ, ইহা শ্রেষ্ঠ ও শান্তির শহর, তোমরা আমন ও আমানের সহিত স্ব-স্ব কার্য্যে পরিচালিত হোন। শরীফ হুসাইন বেদ্বীন ও অত্যাচারী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিল, সেই হেতু আল্লাহ্ আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন। বর্ত্তমান আবু খালিদ হইতেছেন মক্কার হাকিম এবং আব্দুল আযীয হইতেছেন তোমাদের বাদশাহ।"

শাহ আব্দুল আযীযের ফরমান ঘোষিত হইবার মাত্র তিন দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, নজ্‌দীরা গোলা বর্ষন করতঃ সৈয়েদতুনা খাদিজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হার কবর বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং কুব্বার উপর উঠিয়া তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। হযরত আমিনাতুয্‌যোহরার কুব্বায়ে আতহারকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া মৌলুদুন নবীতে পৌঁছিয়াছে এবং তাহাও ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সমূহ মাযারগুলি ধ্বংস করতঃ অবশেষে হযরত আব্দুল 'মোত্তালেব' এর মাযার পাকটিকেও ধ্বংস করিয়াছে। উক্ত সমূহ পরিস্থিতির সত্যতা যাচাই করিবার জন্য আমি স্বয়ং জান্নাতুল মোয়াল্লায় গিয়াছিলাম, আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি তথায় যত জান্নাতী কবর ছিল সমূহ ধ্বংস করিয়া তথাকার মাটি সমতল করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে তথায় কোন কুব্বা কিংবা কবরের চিহ্নও নাই, ইহা আমার চাক্ষুস দেখা। নজ্‌দীরা জান্নাতুল মোয়াল্লায় কাহাকেও ফাতেহা পাঠ করিতে দেয় না, এমনকি সেই দিকে কাহাকেও যাইতেও দেয় না। আমি একবার এক মাইয়্যাত দাফন করিতে জান্নাতুল মোয়াল্লায় গিয়াছিলাম, মাঝে মাঝে তথায় গোপনে যাইতাম। আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি নজ্‌দীরা সেই ধ্বংসাবশেষ কুব্বাগুলিকে পেশাব পায়খানা স্থলে পরিণত করিয়াছে এবং মৌলুদুন নবীর অবস্থাও তদ্রূপ করিয়াছে।

- রমযানুল মোবারকে শেখ সান্নোসী সাহেব তাওয়াফ হইতে ফিরিবার পথে জান্নাতুল মোয়াল্লার সম্মুখে পৌঁছিয়া সৈয়েদতুনা খাদীজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হার রওযার নিকট ফাতেহা পাঠ নিমিত্ত দণ্ডায়মান হওয়ায় চারজন মুদাইয়ানা উপস্থিত হইয়া গেল, এবং শেখ সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল, হাজা মুশ্‌রিক। অতঃপর শেখ সাহেব বলিলেন আন্‌তা মুশ্‌রিক, আবুকা মুশ্‌রিক ও জদকা মুশ্‌রিক এবং আরবী ভাষায় আরও বলিলেন যে, আমি কি একাই মুশরিক, তোমাদের ধারণানুযায়ী তো নজ্‌দীরা ব্যতীত সমগ্র জগৎবাসীই মুশ্‌রিক। তারপর শেখ সান্নোসী সাহেব তথা হইতে আমীর খালিদের নিকট আগমন পূর্বক অভিযোগ জানাইলেন যে, "আমাকে মক্কা ত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হউক।" আমীর খালিদ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তোমাদের নিকট শুধু তোমাদের গোষ্ঠীর লোক ব্যতীত বিশ্বের সমূহ মানুষই মুশ্‌রিক এবং মুশ্‌রিকের হজ্জ জায়েয নহে। অতএব আমাকে মক্কা ত্যাগ করিবার অনুমতি দান করা হউক।" আমীর খালিদ বলিলেন, "দেখুন সৈনিকরা অশিক্ষিত, তাহাদিগকে ক্ষমা করুন।" অতঃপর শেখ সাহেব বলিলেন, "তোমার সৈন্যেরা মূর্খ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তোমার কাজী তো আর মূর্খ নহে. সে তো শিক্ষিত। কেহ যিয়ারত করিতে গেলে সেও তো সকলকে মুশ্‌রিক ঘোষণা করে।" এত কিছু বলিবার পর শেখ সাহেব ক্ষ্যান্ত হইলেন।

পরে জানা গেল যে উক্ত কথোপকথন সম্বন্ধে শাহ আব্দুল আজীজ সমূহ বিষয়

পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তথাপিও তিনি ইহার কোন প্রতিকার করেন নাই। একদিন কতিপয় নজ্‌দী আমার ঘরের সম্মুখে হইতে যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিতে লাগিল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু মালেকে ইয়াওমিদ্দীন" এবং আর একজন আমার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল "হাজা কুল্লু মুশ্‌রিকুন।" যাহাই হউক, এতদ্ব্যতীত নজ্‌দীরা হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর কুব্বা, মসজিদ জ্বিন, মসজিদ বেলাল, জবলেনূর এর কুব্বা ইত্যাদিকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং সেইগুলি বিনষ্ট করিবার সময় তিন জন নজ্‌দী শয়তান মিনার চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মসজিদে হরম শরীফে (অর্থাৎ ক্বা'বা শরীফে) নজ্‌দীরা জুতা পায়ে আসা যাওয়া করিত, এমন কি ক্বা'বা শরীফের তওয়াফ কালীন সময়েও তাহারা জুতা খুলিত না। একদিন কতিপয় নজ্‌দী মাকামে ইব্রাহীমকে উৎপাটিত করিবার জন্য সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া তথাকার খোজাগণ জিজ্ঞাসা করিল যে, এই সব সরঞ্জাম কি হইবে? নজ্‌দীরা উত্তর দিল, মাক্কামে ইব্রাহীমকে উৎপাটিত করিব। অতঃপর 'খোজাগণ' গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, ইমামের বিনা অনুমতিতে ইহা স্পর্শও করিতে দিব না। বাধ্য হইয়া নজ্‌দীরা ফিরিয়া গেল।

'আবে যম-যম' এর নিকটে ইহারা মলমূত্র ত্যাগ করিত, যাহার ফলে 'রয়ীসুস সাক্কা' ইহাদের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নজ্‌দী অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া সম্ভবতঃ সমূহ মক্কাবাসী ইহা বলিতেন যে, **ইহাদের জান্নাত অপেক্ষা মৌলানা শরীফ হুসাইনের জাহান্নাম ভাল ছিল।**

পবিত্র ক্বা'বা শরীফের মীনার মোবারকটিকে বিনষ্ট করিতে সংকল্পবদ্ধ হইয়া আমীর খালিদ প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, ইহার এখন প্রয়োজন নাই, বস্তুতঃ ইহাকেও ধ্বংস করা উচিৎ। তদুত্তরে সায়েবী জানাইল যে, ইহা ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে ইমাম আব্দুল মালিকের পরামর্শ একান্ত প্রয়োজন জ্ঞান করি। অতঃপর ইমাম আব্দুল মালিক ও অন্যান্য উলামাদিগকে একত্রিত করাইয়া তাহাদের নিকট উক্ত মীনার ধ্বংসের সিদ্ধান্ত পেশ করা হইল। প্রত্যুত্তরে ইমাম বলিলেন "মীনার ধ্বংসের পূর্ব্বে সমূহ মক্কাবাসীগণের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি।"

(দ্বিতীয় বয়ান)

হাজী আলী খাঁন সাহেব (সাকিন বরিশাল, সোয়েট, মাকাম মোট বরইয়া) হইতে বর্ণিত যে "দারা নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক আমি তথায় পৌঁছিয়া তিন বৎসর যাবৎ অবস্থান করিয়াছি, যুদ্ধের সময় আমি সেইখানেই ছিলাম। নজ্‌দী ফৌজ শহরে প্রবেশ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে হত্যা করিত এবং প্রতিটি গৃহে হানা দিয়া দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিত, এমন কি স্ত্রীলোকদের গুপ্ত স্থান হইতে হায়েজের ন্যাকড়া পর্যন্ত খুলিয়া তল্লাসি

pdf By Syed Mostafa Sakib

লইত। দুই দিন পর্যন্ত এইরূপ ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজীর বাজার গরম ছিল। আমি প্রাণভয়ে সেই দুই দিন একটি ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিলাম এবং দুই দিন পর যখন ঘর হইতে বাহির হইলাম, তখন নজ্‌দীরা আমাকে উলঙ্গ করিয়া পরণের সমূহ বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইল ও মুখে মুশ্‌রিক মুশ্‌রিক আউড়াইয়া নির্মমভাবে আমাকে প্রহার করিল। সম্মুখ ও পশ্চাৎ ঢাকিবার জন্য শুধু এক টুকরা রুমাল ব্যতীত সমূহ বস্ত্রাদি ও টাকা পয়সা অপসারণ করিয়া আরও আর্থিক লোভে তল্লাসি করতঃ ঘর দরজা ঘরের মেজে ইত্যাদি ভাঙিয়া অবশেষে আমাকে পাকড়াও করিয়া 'মাশীরা' লইয়া গেল। তিন দিন বন্দী রাখিয়া তথা হইতে তায়েফে প্রেরণ করিল। তথায় তিন দিন কয়েদে রাখিবার পর রেহাই করতঃ তায়েফ হইতে মক্কা পর্যন্ত পদব্রজে অতিক্রম করিবার নির্দ্দেশ জারী করিল।

মশীরা হইতে তায়েফ গমণকালে পথিমধ্যে আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি যে, নজ্‌দীরা নিহত ব্যক্তিদিগকে উলঙ্গ করাইয়া তাহাদের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া মাটিতে ঘষড়াইয়া উপুড়ভাবে গর্ত্ত ও কুঁয়ায় ফেলিতেছে। তায়েফে পৌঁছিয়া দেখিয়াছি তথাকার সমূহ মাযারাত ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ও **সেই ধ্বংসাবশিষ্ট মায়ারগুলির উপর দণ্ডায়মান হইয়া কবরবাসীদিগকে সম্বোধন করতঃ নজ্‌দীরা ঘোষণা করিতেছে যে, "রে কাফের, স্বীয় কবর রক্ষা করিতে উঠ"** এইভাবে কবরগুলির চরম অবমাননা করতঃ সেইগুলির উপর গুলী চালাইতেছে, ইহা আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি। আমি মক্কা পৌঁছিবার সম্ভবতঃ দেড় মাস পরে নজ্‌দীরা মক্কায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তথাকার সমূহ মাযার ও কুব্বাকে ধ্বংস করিয়াছে। এমন কি "জবলে আবু কোবৈস" এর মসজিদটিও ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কেহ যিয়ারত করিতে গেলে নজ্‌দীরা তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিত। আমার সঙ্গে অনেক হাজী এমনও ছিলেন যাহারা নজ্‌দীদের দ্বারা প্রহৃত।

হজ্জ এর দিনগুলি অতিবাহিত হইবার পর নিপীড়িত মক্কাবাসী ও অত্যাচারী নজ্‌দীদের সহিত দুই দিন ব্যাপী একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে চা ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহ আব্দুল হামীদ সাহেবও আহত হন। ইহাও কর্ণগোচর হইয়াছিল যে, কমর আহমদ সাহেবও নজ্‌দীদের হাতে প্রহৃত হইয়াছেন। তবে খেলাফৎ এর লোকদিগকে ইবনে সউদের পক্ষ হইতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হইয়াছে। আব্দুল ওহ্‌হাব কমরুদ্দীন নামক জনৈক মুয়াল্লিমের নিকট আমি ও কমর আহমদ সাহেব আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমরা দেখিয়াছি নানাজী মাকানে সাইন বোর্ড লাগানো হইয়াছিল এবং তথায় খেলাফৎ কমিটির সদস্যদের ভীড়ও ছিল। আমাদের উক্ত মোয়াল্লিম মারফত খেলাফৎ এর চার জন সদস্যের জন্য নানান প্রকার বস্ত্র (অর্থাৎ—উগাল, মুসল্লহ, সুমাদাহ, এবা ইত্যাদি) প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত চার জনের মধ্যে কমর আহমদ সাহেবও অংশীদার ছিলেন। অধিকন্তু ইহাও শুনা

গিয়াছিল যে উহাদের প্রত্যেকের জন্য ৭০ আশরফী হারে মুদ্রাও প্রেরিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থান হইতে খেলাফৎ পন্থীরা খয়রাতের জন্য যে টাকা পয়সা লইয়া গিয়াছিল, তাহা আব্দুল ওহ্‌হাব ও উমর (ঘড়ি সাজ) এর দ্বারা শুধুমাত্র ওহাবীদের মধ্যেই বিতরিত হইয়াছে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর যদি কোনও সুন্নী মুসলমান লাজ-লজ্জা ত্যাগ করতঃ ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইত, তাহা হইলে মাত্র আধ মজীদী পরিমাণ তাহার হাতে দিয়া বিদায় করিয়াছে। হরম শরীফের মোজাবের ও খাদিমদিগকে মাত্র চার মজীদী হারে দিয়া, অবশিষ্ট অর্থ তিরিশ মজীদী হারে ওহাবীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে। তথায় ইবনে সউদের প্রতি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেহই সন্তুষ্ট নহে, সকলেই আমীর আলীকে নিজেদের বাদশাহ দেখিতে চাহেন।"

বর্ণনাকারী,
আলী খান সাহেব।

সাক্ষী ঃ—

আব্দুল্লাহ দিওয়ান সাহেব হইতে বর্ণিত যে, "আমি হাজী আলী খাঁন সাহেবের উক্ত বয়ানের প্রতি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে—হাজী সাহেবের বয়ানটি আদ্যপ্রান্ত সত্য ও নির্ভুল, বরং আমিও সেই নিপীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। বহু কষ্টে আমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছি এবং স্বীয় যুবতী কন্যাকে তায়েফ হইতে মক্কা পর্যন্ত উলঙ্গ শরীরে আনিতে বাধ্য হইয়াছি।"

আব্দুল্লাহ দিওয়ান সাহেবের টিপ,
( )
সাকিন ফরিদপুর, মৌজা সুখী পুরহ।

গোলাম মৌলা সাহেব হইতে বর্ণিত যে, "উপরোক্ত বয়ানের সত্যতার সমর্থনে আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে উহা সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভেজাল।"

স্বাক্ষর—
গোলাম মৌলা, সাকিন ফরিদপুর।

(তৃতীয় বয়ান)

সওদাগর আব্দুল মুগনী সাহেব (চাঁদনিচক, দিল্লী) হইতে বর্ণিত যে,—

"গরজিস্তান নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক আমি মক্কা যাত্রা করিয়াছিলাম, রাবেগ হইতে মক্কা পর্যন্ত যাইতে পথ মধ্যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হই নাই, সম্পূর্ণ নিরাপদেই পৌঁছিয়াছিলাম। তদানীন্তন কালে রাবেগের শাসন ক্ষমতা নজ্‌দীদের হাতেই ছিল। আমার নিকট হইতে খরচ বাবদ ১৪০্ আদায় করায় আমি আব্দুল্লাহ ঠিকাদার মারফত মহকমায় (সংস্থায়) অভিযোগ জানাইলাম যে, ইশ্‌তেহারে খরচ বাদ মোট ৩২্ লেখা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এত অধিক পরিমাণ টাকা আদায় করা হইল কেন? কেননা আমাদের নিকট হইতে গৃহীত টাকার মধ্যে উট ভাড়া বাবদ ৪৮ টাকা হারে প্রত্যেকের নিকট হইতে লইয়াছে এবং সেই ৪৮্ টাকা হারে গৃহীত অর্থের মধ্যে প্রত্যেক উটওয়ালাকে মাত্র ১২

pdf By Syed Mostafa Sakib

মজীদী হারে দিয়াছে। বলা বাহুল্য বর্ত্তমানে ১ মজীদী সমান ২০ কুর্‌স, এবং ১৮ কুর্‌স সমান ১ টাকা। যাহাই হউক আমার অভিযোগের কোনও জবাব তাহারা দেয় নাই। ফিরিবার সময় অবশ্যই উট প্রতি ১১ মজীদী হারে লইয়াছে। মক্কায় অবস্থিত মসজিদে জ্বিন, মসজিদে বেলাল ইত্যাদিকে ধ্বংস করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

নজ্‌দীরা অজুহাত দেখাইত যে, এই স্থানে হাজীদিগকে আনিয়া বিশেষভাবে যিয়ারত করানো হইত, সেইজন্য আমরা এইগুলিকে ধ্বংস করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে হযরত আমিনাতুয্‌যোহ্‌রা ও হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুমার মাযারদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। আমি যখন তথায় পৌঁছিয়াছিলাম তখন মাযারদ্বয়ের কোন চিহ্নও ছিল না। শুনিয়াছিলাম যে, সেইগুলি ধ্বংস করিবার সময় চাপা পড়িয়া কয়েকজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মৌলুদ ফাতেমাতুয্‌যোহ্‌রা ইত্যাদিও ধ্বংস করিয়াছে, ইহা তো আমার চাক্ষুস ঘটনা। সেইগুলি ধ্বংস করিবার সময় কেহ তথায় পৌঁছিলে নজ্‌দীরা তাহাকেও হত্যা করিত। মক্কা হইতে এক মাইল দূরে শোহদা নামক স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর মাযার অবস্থিত ছিল, তাহাও ধুলিসাৎ করিয়াছে। হযরত মায়মুনার মাযার আকদসের মীনারখানি যদিও বিনষ্ট করে নাই, তবে কবর শরীফের মাটি সমতল করিয়া দিয়াছে, বর্তমান তথায় এই গুলির নাম ও নিশানা পর্যন্ত নাই।

আমি আগে হইতেই সতর্ক ছিলাম যে, মাযার যিয়ারতকারীগণকে নজ্‌দীরা অপদস্থ করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি দুর হইতেই ফাতেহাখানি পাঠ করিতাম। হযরত মায়মুনার মাযারের কুব্বা ব্যতীত অন্যান্য সমূহ কুব্বাকে যে নজ্‌দীরা বিনষ্ট করিয়াছে ইহা আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি। তাকিয়া মিসরিয়ার এক রুটি দোকানদারের রুটিতে এক নজ্‌দী উট সওয়ারের ধাক্কা লাগায় অজ্ঞাতসারে রুটি দোকানদারের মুখ হইতে "ইয়া রসূলুল্লাহ" এ শব্দ নিঃসৃত হওয়ায় উট সওয়ারটি তখন চলিয়া গেল, কিন্তু পরদিন কয়েকজন সাঙ্গ -পাঙ্গ সহ সেই নজ্‌দী উট সওয়ারটি আসিয়া রুটি ওয়ালাকে নেহায়ৎ অমানুষিক ভাবে প্রহার করতঃ অপদস্থ করিল। এইরূপ অযথা নির্য্যাতনের ফলে নজ্‌দীদের সহিত মক্কাবাসীদের দুইবার যুদ্ধও সংঙ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রথম বারের যুদ্ধের কারণ ছিল নজ্‌দীরা বাজারে সওদা ক্রয় করিতে যাইয়া দোকানদারদিগকে বলিত যে "তোমার গোঁফ বাড়িয়া গিয়াছে, অতএব তুমি মুশ্‌রিক।" তদুত্তরে দোকানদারগণ বলিল তোমরা মুশ্‌রিক। এইভাবে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত মারামারিতে পরিণত হইয়া যায় এবং বহু লোক আহত হয়। এইরূপ ছোট্ট ছোট্ট কথায় মক্কাবাসী ও নজ্‌দীদের সহিত সর্ব্বদাই সংঘর্ষ হইয়া থাকে, ফলতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা দেয়। মক্কাবাসীগণ নজ্‌দীদের দ্বারা নেহায়ৎ অতীষ্ঠ হইয়া গিয়াছে, মুহূর্ত্তের জন্যও নজ্‌দী শাসন তাহাদের পছন্দ নহে। তাহারা ভ্রান্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধারনার বশবর্ত্তী হইয়াছিল যে, হয়তো মৌলানা শরীফ হুসাইন অপেক্ষা ইবনে সউদ অধিক ভাল হইবে। কিন্তু এক্ষনে তাহারা নজ্‌দী শাসনের কড়া বিরোধী, মক্কায় শুধু দিল্লীর আলীজানের লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ইবনে সউদের শুভানুধ্যায়ী দেখা যায় নাই।"

টিপের চিহ্ন

( )

হাজী শেখ আব্দুল মুগনী সাহেব।

(চতুর্থ বয়ান)

হাজী মৌলভী মোশাররফ সাহেব হইতে বর্ণিত যে "গত বৎসর আমি হজ্জ্ব বায়তুল্লাহ পালন করিতে গিয়াছিলাম, খালিদ ও ইবনে সউদের ফৌজ যখন মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তাহারা সর্ব প্রথমে মাযার আমিনাতুয্‌ যোহরা, মাযার খাদীজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুমা ও মৌলদুন নবী আলাইহিত্‌ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীম ইত্যাদি বিনষ্ট করিল এবং অন্যান্য কুব্বাগুলির উপরে যে চাঁদ নির্ম্মিত ছিল সেইগুলিকে বন্দুকের নিশানা করিল। বিধ্বস্ত কুব্বাগুলির চাপে মাযারগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং সেইগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। বর্তমানে তথায় কোন মাযারের চিহ্নও নাই। আমার জননী যিয়ারত নিমিত্ত যখন জান্নাতুল মোয়াল্লায় পৌঁছিলেন, নজ্‌দীরা তাহাকে অপদস্থ করত: ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল। মুশ্‌রিক, কাফের, জিন্দীক ইত্যাদি বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া লাঞ্ছিত করিল, এমন কি ফাতেহা পর্যন্তও পড়িতে দিল না। মুসলমানদের প্রতি তাহারা সর্ব্বদাই এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকে। ধ্বংসাবশিষ্ট মাযারগুলিতে মলমূত্র ত্যাগ ও আবর্জনা ফেলিবার ব্যাপক নির্দ্দেশ জারী করিল। মৌলদুন নবীর দেওয়ালের কিছু অংশ বিনষ্ট করিতে বাকি ছিল, ইবনে সউদ নির্দ্দেশ দিয়া উহা নিশ্চিহ্ন করাইয়া তথাকার মাটি সমতল করাইল। তথাকার জমি নীচু হইবার ফলে উহা অতি সহজেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। অন্যান্য মাযারগুলি যদিও কোন প্রকার চিনিতে পারা যায় কিন্তু ঐগুলিকে ভালভাবে চিনিবার কোনও উপায় নাই।

হজ্জ্ব পালন করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনগুলিতে ইবনে সউদের ফৌজ ও তথাকার ওহাবীরা যৌথভাবে মক্কাবাসীগণের উপর আক্রমণ চালাইয়া দোকান-পাট লুণ্ঠন করিল এবং মক্কাবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিত যে, তোমরা মুশ্‌রিক এবং মুশ্‌রিকের মাল-আসবাব আমাদের জন্য হালাল। নজ্‌দীরা তায়েফে যেরূপ নির্য্যাতন চালাইয়াছে সেইরূপ মক্কায়ও করিতে চাহিয়াছিল, ফলতঃ তথায় কয়েকবার ধর্মঘটও হইয়াছিল এবং অনেকেই আহত হইয়াছিল, আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই নাম আমি জানি। ইহারা হিন্দুস্থানী খেলাফৎ দপ্তরের সদস্যগণের নিকট অভিযোগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা এইসব বিষয়ের কোন তত্ত্বাবধান করে নাই। পবিত্র কা'বা শরীফে নজ্‌দীরা জুতা পরিয়াই সর্বদা যাতায়াত

করিত ও জুতা পায়েই তওয়াফ করিত। ইহা আমার চাক্ষুস দেখা। একদিন গোত-গোত সিপাহীদের অন্তর্গত একজন ফির্‌কাপরস্ত ব্যক্তি খাস ক্বা'বা শরীফের দরজার সন্নিকটে দেওয়ালের পার্শ্বে বসিয়া প্রস্রাব করিতেছিল, আমি 'খোজাদিগকে' ডাকিয়া দেখাইলাম, তাহারা আসিয়া উহাকে তাড়াইল। নজ্‌দীরা **'হাজরে আস্‌ওয়াদ'** খানি তুলিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু 'খোজাগণের' তীব্র প্রতিবাদে নজ্‌দীরা সেই অসৎ উদ্দেশ্য হইতে বিরত হইল। উহা সমতল করিয়া দিবার অপচেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাহাদের শরীরে কম্পনের সৃষ্টি হইবার ফলে তাহারা এই উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। হযরত খাদীজাতুল কোবরার কবর শরীফের উপর নজ্‌দীরা গোলা বর্ষণ করতঃ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "তোমার উম্মত কোথায় গেল? উক্ত মাযার শরীফ ধ্বংসকালীন সময়ে ছয়-সাতজন নজ্‌দী শয়তান মরিয়া জাহান্নামে নিপতিত হইল। মৌলুদুন নবী ধ্বংস করিবার সময়ও ছয়জন নজ্‌দী শয়তান মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষিপ্ত হইল।" বয়ানকারী, হাজী মৌলভী মোশার্‌রফ হুসাইন
সাকিন, আলীগড়, মহল্লা মামু ভাঞ্জা।

সম্পাদক ঃ—

মালিক মতবায়ে ইকলীল, ফকীর মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন সাহেব। সাকিন—আওনা, পোঃ—কালকান্তা, জেলা—কামরলা। স্বাক্ষর—
হাজী ফকীর নূর মোহাম্মদ আফা আন্‌হু।

হাজী মোশার্‌রফ হুসাইন সাহেব হইতে আরও বর্ণিত আছে যে "বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক মারফত ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং সান্নোসী সাহেব যিয়ারত নিমিত্ত জান্নাতুল মোয়াল্লায় গিয়াছিলেন। নজ্‌দীরা তাঁহাকেও অপদস্থ করিয়া জান্নতুলা মোয়াল্লা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইদুল ফিতরের দিন যিয়ারত নিমিত্ত চারজন লোক জান্নাতুল মোয়াল্লায় গিয়াছিলেন, মুশরিক ঘোষণা করিয়া নজ্‌দীরা তাহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছিল। ইংরেজের সফীর (রাষ্ট্রদূত) মুন্সী আহ্‌সানুল্লাহ মক্কায় আগমন পূর্ব্বক উহাদিগকে রেহাই করিয়াছিলেন। সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ প্রেরন করা তো দূরের কথা, কেহ **'সল্লু-আলান্নবী'** উচ্চারণ করিলে তাহাকে কাফের ঘোষণা করিয়া নজ্‌দীরা তাহার মাল আসবাব লুণ্ঠন করিয়া লইত।

ইবনে সউদ সমুহ ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ অবগত ছিল, এই সমূহ ব্যাপারে সে ছিল অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং ইহাই তাহার আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমার ধারণা যে, ইহারা হাম্বলীও নহে আর আহ্‌লে হাদীসও নহে, বরঞ্চ ইহারা সম্পূর্ণ নির্বোধ ও ঘোর প্রবৃত্তি পরায়ণ অমানুষ। কেননা হইাদের গোত-গোত সিপাহীরা সিগারেটকে মদ্য ও 'জ্বেনা' অপেক্ষাও অধিক মন্দ জ্ঞান করে। যদি কাহাকেও সিগারেট পান করিতে

দেখিয়া লইত, তাহা হইলে দারুনভাবে প্রহার করিত—এমন কি তাহাকে হত্যা করা জায়েয জ্ঞান করিত। একবার এক ব্যক্তিকে সিগারেট পান করিবার অপরাধে ইহারা এত প্রহার করিল যে, তাহার প্রাণ প্রদীপ নিভিয়া গেল। বাস্তবে নজ্‌দী-ফৌজদের চরিত্র ছিল অতি মন্দ। ইবনে সউদের একজন বিশেষ অনুগত ব্যক্তির সহিত আমার যথেষ্ট আলাপ ছিল, একদিন সে আমাকে বলিতে লাগিল যে, এখানে বেশ্যালয় কোথায় আছে যদি সন্ধান দিতে পার তাহা হইলে তথায় যাইয়া মনস্তুপ্তি করিব। তদুত্তরে আমি বলিলাম ঐরূপ কোনও সন্ধান আমি জানি না। অতঃপর সে আমার সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করিল। মক্কা বাসীগণ ইবনে সউদের প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নহে, সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। বরং অতিষ্ঠ হইবার কারণে তাহারা ইহাও বলিত যে "কোন বিধর্ম্মী আসিয়া যদি এখানে বাদশাহী করে তাহাও উত্তম, তবুও যেন ইবনে সউদ এখান হইতে অপসারিত হয়।" তথাকার সমস্ত লোকই সম্ভবতঃ শরীফ আলীকেই সমর্থন করেন।"

স্বাক্ষর—
১৬ মহররম, ১৩৪৪ হিজরী। মোশার্‌রফ হুসাইন।

সাক্ষীগণঃ—

১) হাজী আকরম আলী সাহেব হইতে বর্ণিত যে "আমিও গত বৎসর হজ্জে বায়তুল্লাহ পালন করিতে গিয়াছিলাম, তথাকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে মৌলভী মোশার্‌রফ হুসাইন সাহেব যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা একেবারে নির্ভেজাল ও সম্পূর্ণ সত্য।"

স্বাক্ষর—
হাজী আকরম আলী বিন মুখতার। নূরপুর, দাউদগঞ্জ, জেলা—ইয়োরোহ।

২) "আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, উল্লিখিত বর্ণনাটি সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

স্বাক্ষর—
আব্দুল হাকিম ওয়ালীদ আমীর আলী, সাকিন-আপনা বাজার, রামগঞ্জ, নোয়াখালী।

(পঞ্চম বয়ন)

মৌলানা আলহাজ্জ হোসামুদ্দিন সাহেব হইতে বর্ণিত যে,—

"জাহাংগীর নামক জাহাজে আরোহন পূর্বক আমি মক্কা রওয়ানা হইয়াছিলাম, রাবেগ হইতে মক্কা চারদিনে পৌছিয়াছি। পথিমধ্যে কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু আমার নিকট হইতে অধিক ভাড়া আদায় করিয়াছে। যাহাই হউক আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি নজ্‌দীরা মৌলুদুন নবীর কুব্বা, হযরত খাদীজাতুল কোব্‌রার কুব্বা এবং জান্নাতুল মোয়াল্লার সমূহ কুব্বা ও হযরত ফাতেমা যোহ্‌রার ঘর ইত্যাদি সমূহ ধুলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।

মসজিদ 'জবলি আবু কোবৈস' এর মীনারটিও শহীদ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে তথায় কোন কুব্বার চিহ্নও নাই। মজবহে সৈয়েদুনা ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের মাকাম যাহা 'মিনা'য় অবস্থিত ছিল, তাহাও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, এমনকি উহার নাম ও নিশান পর্যন্ত নাই। মাকামে ইব্রাহীম স্পর্শ করিতে সকলকে নিষেধ করিত, বাবুস্ সালামে কেতাবের কোন এক মসলার উপর নজ্‌দীদের সহিত আহ্‌লে মক্কার ভীষণ ঝগড়া হইয়াছিল, মক্কাবাসীগণ নজ্‌দী শাসন মোটেই পছন্দ করেন নাই।" স্বাক্ষর—

হোসামুদ্দীন।

সাক্ষীঃ—

"আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, উক্ত বর্ণনাটির অক্ষর অক্ষর সত্য। অধিকন্তু নজ্‌দীদের বে-আদবী সম্পর্কে আরও এতখানি বলিতে চাহিব যে তাহারা **'সাফা' ও 'মারওয়া'র মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিত, কিন্তু হুকুমত তাহাদিগকে নিষেধ করিত না।** সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিতে নিষেধ করিত। একবার এক ব্যক্তি শুধু "ইয়া রসূলুল্লাহ" উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া নজ্‌দীরা তাহাকে নিদারুণ ভাবে প্রহার করিয়াছিল। স্বীয় গোষ্ঠীর লোক ব্যতীত সমগ্র মুসলিম জাহানকে মুশ্‌রিক ও কাফের ঘোষণা করিত। আবুবকর সিদ্দীক রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর মাকামের উপর একটি কুব্বা নির্ম্মিত ছিল, নজ্‌দীরা তাহাকেও বিনষ্ট করিয়াছে। আমি তিন বৎসর যাবৎ তথায় অবস্থান করিয়াছিলাম, সমূহ ঘটনাবলী আমার চাক্ষুস দেখা। স্বাক্ষর—

হাজী হাকিম কাশগর আব্দুল কাসিম বোখারী।

তুখতোয়া হাজী বিন মোহাম্মদ আলী, সাকিন-খতন, বোখারা।

ওহাবীরা নিজেদের মৃত ব্যক্তিকে না গোসল দেয়, আর না কাফন, বরং পবিত্র মাযারগুলির উপর মলমূত্র ত্যাগ করে এবং রসূলুল্লাহ'র উপর দরূদ পাঠে নিষেধ করে।

হযরত গোলাম হাবীব সাহেব মুহাজীর মক্কী হইতে বর্ণিতঃ—

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, নজ্‌দীরা পবিত্র মাযারগুলির উপর ও অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলির উপর মলমূত্র ত্যাগ করিত। মক্কাবাসীগণ যেসব বস্তুর প্রতি তাযীম ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিত, ইহারা সেইসব স্থানে বিশেষভাবে মলমূত্র ও নাজাসত ত্যাগ করিত। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য মক্কাবাসীগণের হৃদয় ব্যথিত করিয়া নিজেদের মনোরঞ্জন করা। এইরূপ অমানুষিক ব্যবহার ব্যতীতও মক্কাবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া নজ্‌দীরা তাচ্ছিল্য সহকারে বলিত যে "আমাদিগকে বাধা দিবার মত কোনও ক্ষমতা এখন তোমাদের এই মাবুদদের মধ্যে নাই।"

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তথায় আজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে **"ইয়া রসূলুল্লাহ"** উচ্চারণ

করিবার ক্ষমতা কাহারোও নাই। যদি কেহ ভুল বশতঃ কিংবা অজ্ঞাতসারে এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিত, তাহা হইলে নজ্‌দীরা তাহাকে নিদারুনভাবে লাঠি ও জুতা পেটা করিত। আব্দুল্লাহ বকর উৎতায়েফী নামক মাক্কার জনৈক রুটিওয়ালা স্বীয় দোকানে উপবিষ্ট ছিল, চিত্তশুদ্ধি হেতু অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে "ইয়া রসূলুল্লাহ" উচ্চারিত হওয়ায়, সম্মুখে দণ্ডায়মান কতিপয় নজ্‌দী আসিয়া সেই রুটিওয়ালাকে এত প্রহার করিল যে, সে অজ্ঞান হইয়া গেল। উহাদিগকে শুনানো তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপিও নজ্‌দীরা তাহাকে এত প্রহার করিল। অধিকন্তু কর্কশ স্বরে চেঁচাইয়া বলিল, আফসোস! যদি আমাদের হাতে বন্দুক থাকিত, তাহা হইলে এই মুশ্‌রিকগুলোকে খতম করিয়া পরকালের নেকী অর্জন করিতাম। অতঃপর জনৈক মক্কী বলিল, তোমরা যদি আহ্‌লে শরীয়ত হও, তাহা হইলে তোমাদের খুশ আখলাক হওয়া উচিৎ এবং খুশ আখ্‌লাকীর সহিত **"আমর বিল মায়রূফ"** এর আহ্বান করা উচিৎ। প্রত্যুত্তরে মক্কাবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া নজ্‌দীরা বলিল, "রে কাফের, জিন্দীক ও মুশ্‌রিক সকল; তোমাদিগকে হত্যা করাই আমাদের প্রতি ফরজে আইন এবং তোমাদের বেলায় আমাদের উপর ইহাই **"আমর-বিল-মায়রূফ"**।

মাযারগুলির সম্মুখে ফাতেহা পাঠ করা তো দূরের কথা, সেই দিকে কাহাকেও যাইতেও দিত না। জনৈক হালুয়াই জনাব সৈয়দ সালেহ সাহেব ও তাহার তিনজন সাথীকে একটি বিধস্ত কবরের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া নজ্‌দীরা এমন নির্মমভাবে প্রহার করিল যে, তাহারা মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া গেলেন। নজ্‌দীদের সম্মুখে দরূদ আবৃত্তি করাও মহাপাপ। যদি কেহ উহাদের সম্মুখে দরূদ আবৃত্তি করিত কিংবা "সল্লু আলান্নবী" উচ্চারণ করিত, তাহা হইলে জীবন রক্ষা করা তাহার জন্য অসাধ্য হইয়া যাইত। ইহাপেক্ষা অতি বিষাদ ও বিস্ময়জনক ঘটনা এই যে, **নজ্‌দীরা নিজেদের মাইয়্যাতকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী না গোসল দিত, আর না কাফন পরাইত। তাহারা নিজ নিজ মাইয়্যাতকে তাহার সেই পরিধেয় বস্ত্রেই আবৃত করাইয়া পুঁতিয়া দিত।** উহাদের সম্বন্ধে ইহাও শুনিয়াছি যে, **উহারা নিজ নিজ মাইয়্যাতের মৃত্যু সংবাদও কাহাকেও দিত না।** আমি যতদিন মক্কায় অবস্থান করিয়াছি ততদিনের মধ্যে নজ্‌দীদের কোন মাইয়্যাতকে গোসল ও কাফন দিতে দেখি নাই। নজ্‌দীরা জোরপূর্বক 'মেহার মোয়াহেদা' (অট্টালিকা) গুলিতে ব্যাপক ভাবে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং সেইগুলি দখল করিতেছে। আমি এক বার সেই মহল্লার বাসিন্দাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা নিজেদের মাইয়্যাতকে কিরূপভাবে মদফুন করে? প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিলেন, "আমরা আজ পর্যন্ত ইহাদের কোন মুরদাকে গোসল দিতে কিংবা নামাযে জানাজা পড়িতে দেখি নাই, আর না ইহাদের মাইয়্যাতদের কোন কবরের চিহ্ন দেখিয়াছি।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব হইতে প্রকাশিত "আখ্‌বারুল ফক্কীহ অমৃতসর"-এর একটি বাছাই অংশ

হাজী মৌলভী হাতেম আহমদ সাহেব দেওবন্দী (সাকিনঃ— হাজীগ্রাম, পোঃ-সনহাই, জেলা ঃ— খুলনা) হইতে বর্ণিত যে ঃ—

"আমি মক্কা পৌছিয়া অনুসন্ধান করতঃ পরিজ্ঞাত হইয়াছি যে, খেলাফৎ কমিটি ও তাহার সদস্যগণ সুলতান ইবনে সউদের অত্যাচারের উপর পরদা ঢাকিবার যে অপচেষ্টা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অবৈধ ও ডাহা মিথ্যা। ইহা এক প্রকৃত ও সাচ্চা মুসলমানের শান বিরোধী কার্য্য। আমি স্বয়ং জান্নাতুল মোয়াল্লায় যাইয়া দেখিয়াছি তথাকার সমূহ মাযারাত ধ্বংস করিয়া দিয়াছে এবং তথায় ইবনে সউদের সিপাহীরা মুসলমানদিগকে ফাতেহাখানি হইতে নিষেধ করিতেছে। উৎপীড়িত তায়েফবাসীদের বালক-বালিকা, যুবতী-বৃদ্ধা, এতীম ও বিধবাগণের হস্তে ভিক্ষার ঝুলি আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহারা যখন সজল নেত্রে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইত তখন আমার অন্তর্জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইত এবং আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। আমার সাথীগণের নিকট হইতে চাঁদা উঠাইয়া তাহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্যার্থে আমি তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছি। স্বয়ং আমি নিজ কানে শুনিয়াছি নজ্‌দীরা মক্কাবাসীদিগকে মুশ্‌রিক ও জিন্দীক বলয়া সম্বোধন করিত।

মক্কায় অবস্থানকালে আমি ইহা শুনিয়াছি যে, হেজাযের হাকিম মুল্ক আলী ইবনে সউদের নামে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। যথা ঃ—

"অতি সত্বর তুমি হাজীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া মক্কা খালি কর, তাহা না হইলে আমি তোমার বিরুদ্ধে ফৌজ রওয়ানা করিতে বাধ্য হইব।"

মক্কাবাসীগণের আন্তরিক ইচ্ছা তাহারা মুল্ক আলীকে নিজেদের বাদশাহ বানাইতে চাহে। কেননা ইবনে সউদের শাসনে কোনও নিয়মতন্ত্র কিংবা আইন শৃংখলা নাই, উহা এক প্রকার জংলী হুকুমত স্বরূপ। যাহাই হউক, খেলাফতের সদস্যদের উপর হাজীগণের তীব্র প্রতিবাদ ছিল যে, তাহারা হাজীদিগকে জিদ্দাহ-এর পথে ফিরিবার অনুমতি দান না করাইয়া ইবনে সউদকে কুমন্ত্রণা দান করিয়াছিল যে, হাজীদিগকে রাবেগের পথে হেজাযে যাইবার নির্দ্দেশ জারী করা হউক। উলামায়ে মক্কীগণের মধ্যে আমি অনেকেরই সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া গিয়াছেন, কেননা ইবনে সউদের আমাল ও আফয়ালে বহু অশান্তি জড়িত। সুতরাং তাহারা হরম শরীফে নামায পড়িতে যাইতেন না। কেননা নজ্‌দীরা তাহাদিগকে মুশ্‌রিক বলিয়া সম্বোধন করিত। আমার মক্কায় অবস্থানকালে একবার জনৈক পুস্তক বিক্রেতার পুস্তক ভাণ্ডারে একজন নজ্‌দী পুস্তক ক্রয় করিতে গিয়াছিল। দোকানে অত্যন্ত ভীড় থাকিবার ফলে দোকানদার ব্যক্তিটি বিচলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "সল্লু আলান্নবী সল্লু আলান্নবী"। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে,

কোন অঘটন কিংবা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে মক্কাবাসীগণ উক্ত কালামটি উচ্চারণ করিতেন। দোকানদারটির মুখ-নিঃসৃত উক্ত কালাম শুনিয়া নজ্‌দী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেল এবং দোকানদারকে মুশ্‌রিক, কাফের ইত্যাদি সম্মান হানীকর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। ফলতঃ মক্কাবাসী ও নজ্‌দীদের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। অনেকেই আহত হইল।

'মিনা' হইতে মযবহে ইসমাইল আলাইহিস সালামটি বিধ্বংস করিয়া দিয়াছে এবং তথায় নজ্‌দী ফৌজ আসিয়া প্রহরা দিতেছে, কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, দূর হইতেই আমি উহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি। মসজিদ খওফ যাহা মিনায় অবস্থিত আছে, তথায় ইবনে সউদের নির্দ্দেশানুযায়ী একজন অন্ধলোক জুমা'র নামায পড়াইল। ফলতঃ অনেকেই জুমা'র পরিবর্তে জোহরের নিয়ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত মসজিদের হানাফী ইমামকে অপসারিত করাইয়া নজ্‌দী ইমাম নিযুক্ত করিবার ফলে অনেকেই জামায়েত ত্যাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে নামায আদা করিত। মক্কা হইতে ফিরিবার সময় আমি আমার উটওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে আমাদের নিকট হইতে ১২ টাকা হারে উট ভাড়া আদায় করিয়াছে, উহার মধ্যে তুমি কত পাইয়াছ? তদুত্তরে সে বলিল, "আমাদিগকে উট প্রতি মাত্র ১ মজিদী হারে দিয়াছে এবং অবশিষ্ট সমূহ ট্যাক্‌স বাবদ হজম করিয়াছে।" নজ্‌দী হুকুমতের পক্ষ হইতে কঠোর নির্দ্দেশ ঘোষিত হইয়াছে যে, কেহ যেন তায়েফে না যাইতে পারে এবং আমাদিগকে তায়েফে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে কায়মনোবাক্যে সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি যেন ইহারা মদীনা মুনাউ্ওয়ারার উপর জয়ী না হয়, কেননা ইহারা রওযায়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ধুলিসাৎ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না এবং খেলাফৎ পন্থীরা যে ইহাদের কুকর্মের উপর পরদা পোশী করিবে, ইহা তাহাদের হাবভাবেই প্রকটিত হইতেছে। যাহাই হউক এখন আমি দিল্লীর পথে যাত্রা করিয়া দেওবন্দ যাইব এবং তথায় স্বীয় উস্তাদ মহাশয়কে এই সমূহ বিস্ময়জনক ঘটনাবলী পরিজ্ঞাত করাইয়া তারপর নিজ জন্ম-ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিব।"

করাচির হাজীগণের বয়ানের একটি অংশ

হাজী মৌলভী এমামুদ্দীন সাহেব (সব্জীমণ্ডী, আমীনাবাদ, লক্ষ্ণৌ) হইতে বর্ণিত, যথা—

"আমার হজ্জ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই বৎসরের হজ্জ-এর অনুষ্ঠানে পৌছিবার জন্য আমার অন্তঃকরণে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল, কেননা সুলতান ইবনে সউদের প্রতি আমার এক খাস আকীদা ছিল। ইতিপূর্বে আমি নজ্‌দ দেশে এক বৎসর যাবৎ অবস্থান করিয়া মক্কা মুকর্‌রমার অন্তর্গত একটি মাদ্রাসায় কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভও করিয়াছি। কিন্তু এইবার তথায় পৌছিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছি। সমূহ মাযারাতের ধ্বংসাবশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখিয়া এত ব্যথা পাই নাই, যত ব্যথা হযরত আমীনাতুয্‌যোহরা ও হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আনহুমার মাযারগুলিকে ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া পাইয়াছি। মসজিদে 'জ্বিন'কে বিধ্বস্ত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে ব্যথা পৌঁছিয়াছে তাহাও বর্ণনাতীত। আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি ইবনে সউদের লোকেরা কাহাকেও ফাতেহাখানি পর্যন্ত করিতে দিত না। মক্কার প্রত্যেক মানুষকে এবং হাজীদিগকে তাহারা পরিস্কারভাবে মুশ্‌রিক ও কাফের ঘোষণা করিত। ইবনে সউদ ও তাহার ভক্তঅনুরক্তদের দুর্ব্যবহারে মক্কাবাসীগণ নেহায়েৎ অশান্তি ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন, এমন কি হরম শরীফের খাদেমগণ বেতন পর্যন্তও পান নাই। মক্কাবাসীগণ মুল্ক আলীকেই নিজেদের সুলতান করিতে চাহেন। তাহারা অকপটে বলিয়া থাকেন যে, ইবনে সউদের কার্য্যাবলী শুধু তাহারই নফসানী খাহি-শাত সম্পন্ন করিবার জন্যই রহিয়াছে। আহ্‌লে হরমাইনগণের মন জয় করিবার উদ্দেশ্য তাহার আদৌ নাই। বলা বাহুল্য যে, যদিও সে হাজীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বাহ্যিক সহানুভূতি দেখাইয়াছে, পরন্তু বাস্তবে হাজীদের সহিত সে প্রতারণা করিয়াছে। অর্থাৎ রাবেগ হইতে মক্কা পর্যন্ত ২৪্ টাকা হারে হাজীদের নিকট হইতে আদায় করিবার নির্দ্দেশ জারী করিয়া, খেলাফৎ কমিটির কর্ম-কর্ত্তাগণের কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হইয়া উহার সহিত আরও ২৪্ টাকা এবং 'সেগদফা' বাবদ ৮্ টাকা অর্থাৎ ঃ— প্রত্যেক হাজীর নিকট হইতে মোট ৫৬্ টাকা হারে আদায় করিয়াছে।

আমাদের হিন্দুস্থানীয় খেলাফৎ কমিটির মহামান্য সদস্যগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য জুব্বা ও এমামা পরিধান করিয়া বিভুষিত চেহারায় ইবনে সউদের নিকট হিন্দুস্থানীয় হাজীদের অযথা প্রশংসা করিয়া তাহাদের পকেট এইভাবে কাটিয়াছে যে, "এ বৎসর আমরা নিজেদের সহিত কাঙ্গাল হাজীদিগকে আনি নাই, বরং নেহায়েৎ ধনীদিগকেই আনিয়াছি।" হিন্দুস্থানীয় খেলাফৎ কমিটির কর্মকর্তাদের মুখ হইতে হাজীগণের সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়া ইবনে সউদ ঘোষণা করিল যে, হাজীগণ যেন নিজ নিজ পাশপোর্ট স্বাক্ষর করাইবার জন্য হামীদীয়ার কাচারীতে প্রত্যেকেই পাশপোর্টসহ আধ মজিদী হারে অর্থ লইয়া দপ্তরে উপস্থিত হন। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী হাজীগণ দপ্তরে উপস্থিত হইলেন এবং পাশপোর্ট স্বাক্ষর বাবদ্ প্রত্যেকের নিকট হইতে আধ মজিদী হারে আদায় করিল। ইহার যুক্তিদাতাও ছিলেন আমাদের হিন্দুস্থানীয় খেলাফৎ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

ইবনে সউদের পতাকায় যদিও "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ" লেখা ছিল, তথাপিও আমি নেহায়েৎ জোর গলায় বলিব যে, শরীফ হুসাইন অপেক্ষা সে অত্যধিক অত্যাচারী। সে তাহার পূর্বপুরুষদের পূর্ণ নিয়ম নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়াছে। বোখারী, আফগানী ও হিন্দুস্থানী হাজীদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল জিদ্দাহ এর পথে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার, অধিকন্তু আমীর আলীর পয়গামও আসিয়াছিল যে হাজীদিগকে জিদ্দাহ' এর পথে যাইবার অনুমতি প্রদান করা হইল। তাহারা জিদ্দাহ এর

পথে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন। অতঃপর হাজী সাহেবানদের অন্তঃকরণে খুশির তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রকটিত হইয়াছিল, কেননা সত্য সত্যই উহা একটি নিরাপদ ও সুগম পথ। যাহাই হউক হাজীদের এই সামান্য সুখও খেলাফৎ ওয়ালাদের সহ্য হইল না, তাহারা হাফিজ ওহবা নামক ইবনে সউদের একজন অফিসারকে কুমন্ত্রণা দিয়া হাজীদিগকে রাবেগের পথে নিজ নিজ দেশে ফিরিবার নির্দ্দেশ জারী করাইতে বাধ্য করিল। অবশ্য ফিরিবার সময় হাজীদের নিকট হইতে কিছু কম পরিমাণ অর্থই গৃহীত হইয়াছিল, কেননা হাজী সাহেবানদের পক্ষ থেকে অভিযোগ হইয়াছিল যে, আমরা যাহা কিছু দিতেছি ইহার অধিক আর কিছুই দিতে পারিব না, কারণ আমাদের তহবিল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে আমরা জিদ্দাহ এর পথেই যাত্রা করিব।

হযরত শেখ সান্নোসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি স্বয়ং দরিয়াফ্‌ত করিয়াছি যে, তাহাকে নাকি মক্কার হাকিম বানানো হইবে? প্রত্যুত্তরে তিনি ফরমাইলেন "উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রোপাগাণ্ডা, আমি রাজনীতিতে জড়িত হইতে চাহি না। আমি কেবলমাত্র হজ্জ আদা করিতে আসিয়াছি।"

মক্কাবাসীগণ ইবনে সউদের আদৌ বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহেন না দেখিয়া খেলাফৎপন্থীরা ইবনে সউদকে কুমন্ত্রণা জোগাইতে লাগিল যে, ইহারা যখন আপনার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না, তখন আপনি ইহাদের উপর ট্যাক্‌স ধার্য্য করিয়া দিন। সুতরাং ইবনে সউদ প্রত্যেকের উপর দুই টাকা ট্যাক্‌স ধার্য্য করিয়া দিল। তথায় আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, মক্কাবাসীগণ সকলে মদীনার মুল্ক আলীর বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে। মদীনায় একজন তুর্কী অফিসার কমাণ্ডিং করিতেছেন, ইবনে সউদ যদি মদীনার দিকে লক্ষ্য করে, তাহা হইলে উহারাও মোকাবেলায় প্রস্তুত আছে। খেলাফৎ কমিটির কর্মকর্তাদের প্রতি আমার তীব্র প্রতিবাদ যে, বোম্বাই হইতে যাত্রাকালীন আমি দেখিয়াছি হাজীদের প্রতি তাহাদের আচরণ ছিল অতি অসম্মানজনক। অধিকন্তু ইংরেজদিগকে তাহারা সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া সালাম জানাইয়াছে, ইহা আমার চাক্ষুস দেখা। যাহাই হউক যে সকল পবিত্র স্থানে আমি পৌঁছিয়াছি এবং স্বচক্ষে যেগুলিকে স্বয়ং ধ্বংসাবস্থায় দেখিয়াছি তাহা সমগ্র হিন্দী মুসলমানদের অবগতির জন্য নিম্নে পেশ করিতেছি। যথা ঃ

বিধ্বস্ত মসজিদ ও মাযারাতের নাম

(১) মসজিদ জ্বিন।

(২) মসজিদ জবলে আবু কোবায়েস (এই স্থানে শক্কুল কমর অর্থাৎ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিবার মোজেযা সংঘটিত হইয়াছিল)।

(৩) মসজিদ ইন্না আত্বায়্‌না কাল কাওসর (ইহা মিনায় অবস্থিত ছিল)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) মাযার জওযায়ে রসূল হযরত সৈয়েদতুনা খাদিজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আনহা।

(৫) মাযার ওয়ালদায়ে মাজেদায়ে হযরত রসূলুল্লাহ সৈয়েদতুনা হযরত আমেনা রাদীয়াল্লাহু আনহা।

(৬) মাযার সৈয়েদুনা হযরত আবুদর রহমান ইবনে আবুবকর সিদ্দীক রাদীয়াল্লাহু আনহুমা।

(৭) মাযারাত আহ্‌লে আলে হাশেম (অর্থাৎ হাশেমী খান্দানের সমূহ মাযারাত)।

(৮) মৌলুদ সৈয়েদতুনা ফাতেমাতুয্ যোহরা রাদীয়াল্লাহু আনহা।

(৯) মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

(১০) মৌলুদ সৈয়েদোনা আবুবকর সিদ্দীক রাদীয়াল্লাহু আনহু।

(১১) মাযার আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাদীয়াল্লাহু আনহুমা।

(১২) সেই মহান ও পবিত্র স্থান, যে স্থানে আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্‌সালামকে কুরবানীর নিমিত্ত শোওয়াইয়া ছিলেন।

(১৩) জবলুন্নুর, (এই স্থানেই হযরত জিব্রীল আমীন আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দ্দেশ অনুযায়ী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সদ্‌র (বক্ষ) মোবারক চাক করিয়া নূর রব্বানী ভর্ত্তি করিয়াছিলেন)

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, উল্লিখিত পবিত্র স্থানগুলি ব্যতীত আরও অনেক পবিত্র স্থান এইরূপ ভাবে বিনষ্ট করিয়াছে, ইহা কেবল মাত্র নিদর্শন স্বরূপ পেশ করা হইল।

খেলাফৎ প্রতিনিধিগণের রিপোর্টে উপরোক্ত মযমুনগুলির সত্যতা স্বীকার, যাহা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল

মোহাম্মদ সফীয় দাউদী, মোহাম্মদ কমর আহমদ, আবুল মা-রূফ, মৌলভী মোহাম্মদ এরফান, শেঠ আমিনুদ্দীন, মৌলভী ওয়াজীহ আহমদ বিহারী, শেখ আব্দুল মজীদ, হাফিজ মোহাম্মদ উসমান ইত্যাদি হিন্দুস্থানী খেলাফৎ কমিটির সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত মতানুযায়ী একটি রিপোর্ট খেলাফৎ প্রেস বোম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টের কিছু উদ্ধৃতি **"সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী"** নামক পুস্তকের 'যমীমা'তে (পরিশিষ্টে) প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাও বঙ্গ ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের অবগতির জন্য অনুবাদ করা হইল। যথা—

"রিপোর্ট প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইবার একমাত্র কারণ হইতেছে যে, আমরা অপেক্ষারত ছিলাম যে মজলিস আমেলা খেলাফৎ সমূহ পরিস্থিতির উপর পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে স্বীয় মতামত পেশ করুক এবং সমূহ মুসলিম জাঁহানের জন্য **'রাহে আ'মল'** এর কোন সৎ পরামর্শ দান করুক। কিন্তু সফীয় দাউদী ও অন্যান্য বুজুর্গদের মতানুযায়ী আমাদের রিপোর্ট সত্বর প্রকাশিত হইল।" (পৃষ্ঠা-২)

"মক্কা মুয়ায্যমার মসজিদ ও কুব্বা সমূহের ধ্বংস সম্বন্ধে 'যমীমা' (পরিশিষ্ট)-এর মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে উহা হিংসা বিদ্বেষ হইতে একেবারে পবিত্র ও সম্পূর্ণ সত্য। তথায় সত্য সত্যই যাহা ঘটিয়াছে উহা সমূহ মুসলিম জাঁহানের অবগতির জন্য 'যমীমা' (পরিশিষ্ট) এর মধ্যে আদ্যপ্রান্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।" (পৃষ্ঠা-৩)

"শাহ আব্দুল আজীজ শরীফ হুসাইনকে অতিষ্ঠ করিয়া **তায়েফকে মহাসরাহ (অবরোধ)** করিবার জন্য খালীদ বিনে লোয়ীকে অধিক যোগ্য জ্ঞান করিয়া তায়েফে প্রেরণ করিয়াছিল, এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ এমন জংঙ্গ জুবদ্দি কওম (জংলী ও লড়িয়ে জাতি) কে প্রেরণ করিয়াছিল, যাহারা ছিল গোত গোত নামে খ্যাত। তাহারা নিজেদের মযহাবে আকায়েদ ও আমালে অটল ও অদ্বিতীয় হিংস্র ছিল। তাহাদের সহিত শক্তি পরীক্ষা করা কিংবা যুদ্ধে পাল্লা দেওয়া শরীফ হুসাইনের পক্ষে কোন সহজ কার্য্য ছিল না, শুধুমাত্র একটি মোর্চ্চার উপর পরাজিত হইয়াই, শরীফ হুসাইন ও তাহার ফৌজ, তায়েফবাসীদিগকে এই হিংস্র জানোয়ারদের কবলে ফেলিয়া শুধু নিজ নিজ জীবন বাঁচাইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তায়েফবাসীদিগকে এই বিষাদময় মর্ম্মভেদী পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।" (পৃষ্ঠা-৭)

"আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তায়েফে যাইয়া আমি স্বয়ং সেই সমূহ হৃদয় বিদারক ও মর্মভেদী পরিস্থিতির তথ্যানুসন্ধান করি, কিন্তু নিম্নলিখিত কতকগুলি কারণবশতঃ আমি তায়েফে যাই নাই। যথা- বহু নিপীড়িত ও নির্য্যাতীত তায়েফবাসী স্ব-স্ব বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র (অর্থাৎ-মেকালা, উরদুন, জিদ্দাহ, মিশর, সুয়েজ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে) চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা কিংবা তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের দুর্দ্দশা দুরবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইবার কোনও উপায় ছিল না, সেইজন্য আমি তায়েফে যাই নাই।" (পৃষ্ঠা-৮)

মক্কার বিধ্বস্ত মবাণী ও মায়াসির

"যদি বিশ্বের মুহক্কিক উলামায়ে কেরামগণ সেই সকল মায়াসির গুলি পুনঃনির্মাণ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই গুলিকে সোনা ও রূপার দ্বারা পুনঃ নির্ম্মাণ করিতে প্রস্তুত আছি এবং মদীনা মুনাউওয়ারার সম্বন্ধে (অর্থাৎ-তথাকার মবাণী ও মায়াসির সম্বন্ধে) যাহা স্থির করিবেন তাহাও পালন করা হইবে।" (পৃষ্ঠা-২১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিধ্বস্ত মসজিদ ও মাযারাত সম্বন্ধে প্রতিনিধির জ্ঞাতসার

"যেহেতু আমি কমিটির তরফ হইতে তথ্যান্বেষী নিযুক্ত হইয়াছিলাম, সেইহেতু আমার কর্ত্তব্য ছিল সেইগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা। অধিকন্তু আমার আন্তরিক ইচ্ছাও ইহাই ছিল যে, কবিলা গোত গোত এর সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী নজ্‌দী বদ্দুরা যে সকল মসজিদ ও মাযারগুলিকে ভূমিস্যাৎ করিয়াছে, ঘটনাস্থলে যাইয়া সেইগুলির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া মারকাজী খেলাফৎ কমিটি ও অন্যান্য খেলাফৎ কমিটিতে তাহার রিপোর্ট পেশ করা। সুতরাং ফরীজা হজ্জ হইতে ফারিগ হইয়া সর্বপ্রথমে আমি মক্কার সমূহ আইম্মায়ে মসজিদ, মোযাবরীনে মাযারাত, উলামায়ে কেরাম ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাহাদের মুখ নিঃসৃত বর্ণনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া স্বয়ং সেই সমস্ত জায়গায় উপস্থিত হইয়া সমূহ পরিস্থিতি তত্ত্বাবধান করিবার পর যথাযথভাবে সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, একজন ঘটনা লেখক হিসাবে যাহা আমার কর্তব্য, তদনুযায়ী কোন প্রকার কম বেশী না করিয়া যাহা প্রকৃত সত্য ঘটনা তাহাই যথাযথভাবে লিখিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত অভিমত আমি অন্যত্র পেশ করিব, এই স্থানে আমি শুধুমাত্র সংগৃহীত ঘটনাবলীই পেশ করিতেছি।"

(পৃষ্ঠা ৪০)

বিধ্বস্ত মাযারাত ও মসজিদ

"খালিদ ইবনে লোয়ী তায়েফ জয় করিবার পর ১৪ই রবিউল আউয়াল তারীখের জোহরের ওয়াক্তে মক্কায় প্রবেশ করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠপোষক কবিলা গোত গোত এর বদ্দু ফৌজ সমূহের গতিবেগকে পবিত্র মাযার, মশাহেদ ও আসার এর দিকে ঘুরাইল। তাহারা সর্বপ্রথমে হযরত খাদীজাতুল কোবরার কুব্বাখানি বিনষ্ট করিল।

জাবানতুল মুয়াল্লা (জান্নাতুল মোয়াল্লা) :— ইহা মিনার পথে একটি পাহাড়ের পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি কুব্বা নির্মিত ছিল, যেমন—হযরত খাদীজাতুল কোবরার কুব্বা এবং অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবিয়াতের কুব্বা নির্মিত ছিল, সেইগুলিও ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে বড় বড় জলীলুল কদর সাহাবা, সাহাবিয়াত ও তাবেয়ীন কেরামগণের মাযারও নির্মিত ছিল এবং পাহাড়ের সন্নিকটের উঁচু জায়গাটিতে আব্দুল মোত্তালেব ও আবু তালেবের কুব্বা তৈয়ারী করা হইয়াছিল—সমূহ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে তথায় সেইগুলির কোন চিহ্নও নাই। ইহারই সংলগ্নে হযরত খাদীজাতুল কোবরা ও হযরত আমিনাতুয্‌যোহরা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুমার মাযার প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেইগুলির উপর বড়ই আলীশান দুই খানি কুব্বা নির্মাণ করা হইয়াছিল ও কবর দুইটির উপর গেলাফ চড়ানো ছিল। এই কুব্বা দুইটিকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কবর দুইটির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, সেইগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদীয়াল্লাহু আনহুমা, হযরত আসমা বিনতে আবি বকর সিদ্দীক ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ে (রাদীয়াল্লাহু) ইত্যাদির কবরগুলির উপর কোন কুব্বা ছিল না, শুধু শ্বেত পাথরের চাহার দেওয়ারী ও লোহার জানালা ছিল, দেওয়ালগুলি বিনষ্ট করিয়া জানালাগুলি উৎপাটিত করিয়াছে এবং জাবানতুল মুয়াল্লায় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণের কবরগুলির যত ইমারত চাহার দেওয়ারী ও জানালা ছিল, সমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া কবরগুলি জাহির করিয়া দিয়াছে। শোনা যাইতেছে যে, কোন কালে নাকি এই গুলির উপরেও কুব্বা ছিল এবং শরীক-পন্থীগণ নাকি সেইগুলিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং তাহারা নাকি ইহাও বলিতেন যে, হযরত খাদীজাতুল কোবরার কুব্বা ব্যতীত সমূহ কুব্বাকে ধ্বংস করা হইবে (ওয়াল্লাহো আলম)।

জান্নাতুল মোয়াল্লায় হযরত খাদীজাতুল কোবরার মাযারের সম্মুখে একটি উঁচু জমির উপর মোযাবেরগণ কতকগুলি আলীশান মাকান (অট্টালিকা) নির্ম্মাণ করিতেছিলেন যাহার দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর লোক উপকৃত হইতেন। ধনী ও গরীব-দুঃখী সকলেই সন্ধ্যাবেলায় তথায় নিজ নিজ দোস্ত আহবাবসহ সমবেত হইয়া চা পানী ইত্যাদি পান করিতেন। সেই অট্টালিকাগুলিও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, ছাদগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তবে উঁচু উঁচু দেওয়ালের কিছু কিছু অংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

মসজিদে জ্বিন ঃ—ইহা মিনার পথে অবস্থিত। শোন যায় যে, এই স্থানেই জ্বিনগণ ঈমান আনিয়াছিল। উক্ত মসজিদের সহিত একটি কুব্বা (মীনার বা গুম্বদ) নির্মিত ছিল। কুব্বাটি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তবে মসজিদখানি মাহ্‌ফুজ আছে।

মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মহল্লা সুকুল্‌-লায়েল নামক স্থানে অবস্থিত ছিল, ইহার প্রকৃত নাম **শো'বে বনী হাশেম**। এই স্থানে একটি কুব্বা ছিল এবং ইহারই সন্নিকটে আর একটি কুব্বাও ছিল। এইখান হইতেই লোকে মৌলদুন নবীর দিকে যাইত। মৌলদুন নবীর উপর একটি তাবুত ও তাহার উপর গেলাফ ছিল, এই স্থানে লোকে তাবার্‌রুকান নফল নামায পাঠ করিতেন। আলী ইবনে মোহাম্মদ ওসুলী নামক জনৈক মোযাবের হইতে বর্ণিত যে "১৬ই রবিউল আউয়াল বাদ নামাযে ফজর, বদ্দুদের একটি জামায়াত আসিয়া অবরুদ্ধ মৌলুদের দার-উৎপাটিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। উপর হইতে সবুজ রংয়ের গেলাফখানি টানিয়া ফাড়িয়া দিল। তারপর তথা হইতে খালিদ বিনে লোয়ীর বাসগৃহে যাইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, মৌলদুন নবীকেও ধ্বংস করিতে হইবে। রাতারাতি মোযাবেরগণ গোপনে তাবুতখানি অপসারণ করতঃ নিজেদের মাকানে লইয়া গেলেন। পরদিন সকালে বহু সংখ্যক বদ্দু আসিয়া উহা বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল।"

আব্দুর রয্‌যাক মতুফ হইতে বর্ণিত যে, "একদিন আমি কোন কার্য্যবশতঃ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, আমাকে দেখিয়া বদ্দুরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুমি তো মুসলমান। অতএব তুমিও আমাদের সহিত উহা বিনষ্ট করিতে সাহায্য কর। তাহাদের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া আমি নীরবে ফিরিয়া আসিলাম। শুনিয়াছি তাহারা কুব্বাটি ভাঙ্গিবার সময় বলিতেছিল যে, "লা-আনাল্লাহো মান বানাকা ওয়া রাহেমাল্লাহো মাইয়্যাহ্‌দি মোকা।" যাহাই হউক তাহারা কয়েক দিন পর্যন্ত নিজ হস্তে উহা ভাঙ্গিবার পর হাকিম বলদিয়ার নির্দ্দেশ অনুযায়ী মজদুর নিযুক্ত করাইয়া তথাকার মাটি সমতল করাইয়াছে। যে কুব্বা হইতে মৌলদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে যাইবার রাস্তা ছিল উহার ছাদ ভুলুণ্ঠিত করিয়া দার উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। যেইহেতু মৌলুদুন নবী একটি গলিপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল, সেইহেতু উহা রাস্তার সহিত এমন ভাবে মিলিত হইয়াছে যে উহা চিনিবার কোনও উপায় নাই।

মৌলুদে ফাতেমাতুয্‌যোহ্‌রা, রাদীয়াল্লাহু আনহা, মহল্লা **'কাশাশিয়া'য়** অবস্থিত ছিল। একদিকে ছোট্ট গলি ও অন্যদিকে মক্কাবাসীদের বিশ্রামখানা ছিল, এই স্থানে তিনটি কুব্বা নির্মাণ করা হইয়াছিল। একটি মৌলুদে ফাতেমার, একটি মসজিদে 'তাহাজ্‌জুদান্নবী'র ও অন্যটি সেই গৃহের যে গৃহে হুযূর রসূলে আকরম আলাইহিত তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীম ও হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদীয়াল্লাহু আনহা অবস্থান করিতেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে মসজিদে **'তাহাজ্‌জুদান্নবী'**তে হুযূর এঁর উপর **'ওহী'** অবতীর্ণ হইত। মৌলুদ ফাতেমার উপর একটি তাবুত ছিল এবং তাহাতে গেলাফ চড়ানো হইত। আহমদ সম্বল ও উমর সম্বল মোযাবের-দ্বয় হইতে বর্ণিত ঃ —

"মৌলুদুন নবী'কে ভুলুণ্ঠিত করিবার পর বদ্দুরা মৌলুদে ফাতেমাকে যখন ভূপাতিত করিবার এরাদা করিল, তখন আমাদের পরিজনেরা মৌলুদে ফাতেমা হইতে তাবুতখানি অপসারণ করিয়া খাজীনাতে রাখিয়া দিল। খাজীনা অর্থাৎ যেই স্থানে কুব্বার ফরশ ও মোযাবেরদের খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী রাখা হইত এই স্থানেই হযরত খাদীজাতুল কোবরা তাঁহার তেজারতের জাখিরা (মাল) জমা রাখিতেন। (ওয়াল্লাহো আলম)"।

মৌলুদে ফাতেমা ও মসজিদে তাহাজজুদান্‌নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুমূল্য ফরশ—যাহা সুলতান রশীদ নযরানা স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার আত্মীয়গণ যত্ন সহকারে আগে হইতেই নিজ শয়ন কক্ষে অপসারণ করিয়া দিয়াছিল সুতরাং উহা মাহফুজ রহিয়াছে। কিন্তু নজ্‌দী বদ্দুরা মৌলুদে ফাতেমাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। অন্যান্য আসার (চিহ্ন) ও মানাহেদ (শহীদগণের মাযার) গুলিরও বিশেষ ভাবে ক্ষতি করিয়াছে, তবে ইমারতগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। খাজীনা হইতে তাবুতখানি বাহির করিয়া উহা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং কাঠগুলি নিজেদের সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

মসজিদে সাহাবায়ে আসরাহ বা মকতব ঃ—উক্ত মসাহেদ ও আসারগুলির সংলগ্ন আরও একটি মসজিদ ছিল, তথায় মহল্লার বালক-বালিকারা পড়াশুনা করিত, উহাও

বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। আসার ও মসাহেদ একটি গলিপথের অনতিদূরে কিঞ্চিৎ নীচে অবস্থিত ছিল, সুতরাং উহার উপর দিয়া যদিও কেহ যাতায়াত করে নাই তবে মহল্লার লোকে তথায় হাড়, ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলিত।

মৌলুদে আবুবকর সিদ্দীক রাদীয়াল্লাহু আনহু মহল্লা 'মুসফিলা' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল, তথায় একখানি বহু বৃহৎ মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহার মেহরাব এর সন্নিকটে বাম পার্শ্বে হযরত আলী কর্‌রামাল্লাহু ওয়াযহাহুর মৌলুদ অবস্থিত ছিল, তথায়ও একটি তাবুত ছিল, উহাতেও গেলাফ চড়ানো হইত। উক্ত মৌলুদের মোযাবের আব্দুল্লাহ সম্বল হইতে বর্ণিত যে "আমি যখন পরিস্কার উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, শুধু তাবুত থাকিবার জন্য যখন কুব্বাগুলি ধ্বংস করিয়া দিতেছে, তখন আমি তথা হইতে তাবুতখানি অপসারণ করিয়া তথাকার মাটি সমতল করিয়া দিলাম এবং বদ্দুরা যখন তথায় উপস্থিত হইল, আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে এই স্থানে মসজিদ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অতঃপর তাহারা আমার কথা সত্য স্বীকার করিয়া বলিল, সত্য সত্যই এই খানে কোন আসার নাই, আর না এইখানে কোন তাবুতের পরস্তী (পূজা) করা হয়। এই ভাবেই মসজিদটি রক্ষা করা হইয়াছে।"

দারে খায়যরান ঃ—ইহা সাফা পর্ব্বতের নিকটে অবস্থিত, ইহা একটি মাকানের নাম। ইহার চৌকাটের উপর লেখা আছে **"দারু সৈয়দেনা আরকমুল মাসমাতু বিদারে খায়যরান"** রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে এই স্থানে গোপনে নামায পড়িতেন এবং এই স্থানেই হযরত উমর (রাদিঃ) ঈমান আনিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এইখানে সকলেই প্রকাশ্যে নামায আদা করিতেন। এই স্থানে কোন কুব্বা কিংবা কোন তাবুত ছিল না, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ নিখুঁত রহিয়াছে।

মসজিদে আবু কুবাইস ঃ—জবলে আবু কুবাইস নামক পর্বতের উপর অবস্থিত ছোট্ট একটি মসজিদ। ইহাতেও একটি কুব্বা ছিল। নজ্‌দীরা কুব্বাসহ এই মসজিদটিকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। আব্দুর রায্‌যাক মতুফ হইতে বর্ণিত যে,—

"রমযান শরীফের চাঁদ দেখিবার জন্য উক্ত পাহাড়ে যখন লোকেদের ভীড় জমিল, তখন যিনি তদাস্তীন কালে মক্কার কাজী ও নজ্‌দীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন তিনি লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মসজিদটিকে কে বিনষ্ট করিয়াছে? তদুত্তরে আমি বলিলাম ইহা তো আপনিই বিনষ্ট করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অতিশয় বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি? প্রত্যুত্তরে আমি যখন বলিলাম যে, আপনার গোত গোত সৈন্যরাই তো ইহা এইরূপ নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইহা অবশ্যই পুনঃনির্ম্মাণ করা হইবে এবং সেই নির্বোধরা এই রূপ ভাবে যত মসজিদ বিনষ্ট করিয়াছে, সেইগুলিও পুনঃনির্ম্মাণ করা হইবে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাকাম ইন শককুল কমর ঃ—ইহা মসজিদ আবু কুবাইস হইতে মাত্র কয়েক কদম দূরে অবস্থিত। এই স্থানে কোন তাবুত, কুব্বা, পাকা ইমারত ইত্যাদি কোন কিছুই ছিলনা, শুধু সাধারণ পাথর দ্বারা নির্ম্মিত এক চাহার দেওয়ারী ছিল, ইহাও নিখুঁত রহিয়াছে।

প্রতিনিধি সদস্যদের স্বাক্ষর

আব্দুল মজীদ, মোহাম্মদ সফীয় দাউদী, আমিনুদ্দীন, নেজামুদ্দীন, মোহাম্মদ উসমান, আবুল মায়রূপ, মোহাম্মদ ইরফান ইত্যাদি স্বাক্ষর-কারীগণ হইতে বর্ণিত যে, —

"উপরোক্ত রিপোর্টখানি সম্পূর্ণ নির্ভুল, বরং এতখানি আরও বলা অবশ্য প্রয়োজন যে, উল্লিখিত মসজিদ, মাযারাত, কুব্বা ও ইমারত ব্যতীত অন্যান্য মাযারাত ও ইমারত গুলিরও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে মৌলুদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য মৌলুদের যে আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিভিন্ন জায়গায় **'তাবুত'** শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, যদিও সাধারণতঃ লোকে সেইগুলিকে **'তাবুত'** (অর্থাৎ কবরের প্রতিকৃতি কিংবা নকল কবর) ছিল না, বাস্তবে সেইগুলি ছিল মৌলুদের চিহ্নস্বরূপ।"

(কমর আহমদ, ১৪ই জুলাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ)

আখবার 'ইত্তেহাদ' (বিহার শরীফ) এর একটি অংশ

বিহার শরীফ হইতে প্রকাশিত ২৬শে আগষ্ট ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের আখবার ইত্তেহাদ, জিল্‌দ্ ৪, নম্বর-১, পৃষ্ঠা ছয় হইতে সংগৃহীত হইয়া যাহা **"সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী"** নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই অনুবাদ ঃ—

"মক্কা মুওয়াযযমার মোয়াল্লিমগণ ইবনে সউদের দুরভিসন্ধি-মূলক উদ্দেশ্যের যতখানি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং আমার নিকট যতখানি বর্ণনা করিয়াছিলেন", তাহা নিম্নে পেশ করা হইল।

মসজিদগুলির ধ্বংস সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহারা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, "যাহারা এইরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহারাই দুর্নামের ভাগীদার ও মহাপাপী এবং কোন কোন মক্‌বরা বিনষ্টের ব্যাপারে তাহারা বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ সেইগুলি সিপাহীদের উগ্রমূর্ত্তির জন্যই ঘটিয়াছে। তবে ইসলামী কনফারেন্স যদি সেইগুলির সম্বন্ধে মতামত প্রদান করেন যে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সেইগুলি থাকা জায়েয (বৈধ) ছিল— তাহা হইলে আমরা ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববাসীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, সেই গুম্বদগুলি শুধু ইট ও পাথরের দ্বারা নহে বরং স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা সুসজ্জিত করিব।"

"খালিদ ইবনে লোয়ী তায়েফ দেশে এক বিজয়ীরূপে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইহাই হইল তায়েফের সর্বনাশের একমাত্র কারণ। কেননা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বিশেষভাবে

জ্ঞাত যে, কোন বিজয়ী যখন তাহার বিজিত দেশে সদলবলে অনুপ্রবেশ করে, তখন সেই বিজেতা ও তাহার সৈন্য-সামন্তরা বিজয়োৎফুল্ল হেতু কতখানি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, ঠিক তায়েফের সর্বনাশও এই ভাবেই হইয়াছে।" "শেখ সান্নোসীর সহিতও বার্তালাপ হইয়াছে, তাঁহার বক্তব্য যে নামায রোযা ইত্যাদি তো হইতেছে 'যাতী ফরজ' কিন্তু দ্বীন ইসলামের খেদমত তো উহার প্রতি জীবন উৎসর্গ করিবার উপর নির্ভরশীল। দ্বীন ইসলামের অবমাননা সম্পর্কে যাহা বিশেষভাবে শোনা গিয়াছে উহার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার এক খাদিমের সহিত কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে বচসা শুরু হয় এবং ইহারই উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তবে ইবনে সউদ সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট (অর্থাৎ শেখ সান্নোসীর নিকট) ক্ষমা চাহিয়াছে।"

লখ্‌নৌয়ের এক টেলিগ্রাম

জিরাগে রসূলের (মদীনাবাসীদের শেষ পয়গাম) মদীনা তৈয়েবা আজ কারবালা সদৃশ, এখনও কি কোন বিশেষ সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইতে পারে? আকায়ে মদীনার আবাসস্থলকে অবিরাম গোলা বর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার মত ও জিরানে রসূলের সাহায্য করিবার মত এবং তাহাদের কন্যা ও ভগিনীগণের আবরু রক্ষা করিবার মত কি কেহ আছে?

ফরিয়াদ

১৯শে সফর হযরত মৌলানা আব্দুল বারী সাহেবের নামে নিপীড়িত মদীনাবাসীগণের প্রেরিত ফরিয়াদ নামা ঃ উক্ত ফরিয়াদ নামাটির অক্ষরগুলি ছিল ইংরেজী এবং ভাষা ছিল আরবী। আল্লামা রামপুরী তাহা উর্দ্দু ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বীয় পুস্তক **"সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী"** এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উক্ত পুস্তক হইতে সংগৃহীত অংশের অনুবাদ, যথা ঃ—

"আমরা পবিত্র ভূমির অধিবাসী ও আপনাদের ভাই, আমরা নবীয়ে আক্‌রম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহরে আজ এক মাস অবধি খারেজী ও ওহাবীদের হাতে অবরুদ্ধ ও নির্য্যাতীত এবং সর্বপ্রকার আহার্য্য বস্তু হইতে বঞ্চিত। খুব সম্ভব আমরা অতি শীঘ্রই শোহ্‌দায়ে কারবালার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আহ্‌লে বায়াতে পাকগণের মাযারাতগুলিকে বন্দুকের নিশানা করিয়াছে, এমন কি মোয়ায্‌যিনকেও বন্দুকের নিশানা করিয়াছে। আম্মে রসূল হযরত সৈয়্যেদুস্ শোহাদা হযরত হামজা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর কবরখানিও ওহাবীরা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু আমাদের সম্পর্কে ওহাবীরা ঘোষণা করিতেছে যে, আমরা হামজা ও আব্দুল কাদের জ্বিলানীর পূজারী এবং আমরা খোদার সহিত শির্‌ক করি। অতএব আমরা তাহাদের ধারণানুযায়ী অবশ্যই কাফের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাযার পাক এর উপর 'দাস্তদারাজী' (অর্থাৎ বে-আদবীর হাত লম্বা) করিয়া (মায়াযআল্লাহ্) মাযার শরীফকে ধ্বংস করা ও জীরাণে রসূলদিগকে হত্যা করাই হইতেছে ওহাবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব আমরা সকলেই জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তথাপিও মদীনা তৈয়েবা তাহাদের হস্তগত হইতে দিব না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারা এক মুহূর্তের জন্যও চাহিবেন না, যে আমরা দুনিয়া হইতে অপসারিত হই। বরং সমগ্র বিশ্বে যদি শুধুমাত্র একটি মুসলমানও জীবিত থাকে, তথাপি তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিবেন না যে, এই বেদ্বীন জামায়েতের হাতে **আসারে মুকদ্দসাগুলির (পবিত্র স্থান সমূহের)** বেহুরমতী হউক। আজ আমাদের এই দুর্দ্দশাগুলি পরিজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনারা আমাদের কোনরূপ সাহায্য না করেন, তাহা হইলে কাল খোদায়ে বুজুর্গকে এই অবহেলার কি উত্তর দিবেন? আমাদের প্রতি সাহায্য দান করা, আমাদের জান ও মাল রক্ষা করা এবং আমাদের এই মর্ম্মান্তিক পরিস্থিতির সংবাদ অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করা আপনাদের কর্তব্য জ্ঞান করিতেছি। আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে কখনোও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা করিবেন না যে, ইহা মুসলমানদের ঘরোয়া ঝগড়া। বরং বাস্তবে ইহা মুসলমান ও কাফেরের লড়াই, কেননা হরমাইন শরীফাইনের সমস্ত বাসীন্দাকে স্বীয় গোষ্ঠীর লোক ব্যতীত বিশ্বের সমূহ মুসলমানকে ওহাবীরা কাফের ঘোষণা করিয়া স্বয়ং খারিজ-আনিল ইসলাম হইয়া গিয়াছে।

ওহাবীরা ঘোষণা করিয়াছে যে যদি কেহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সহিত "মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ" সংযুক্ত করিয়া থাকে তাহা হইলে সে মুশরিক। তাহাদের নব আবিষ্কৃত কলেমা হইতেছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মালেকে ইয়াওমিদ্দীন" এই কলেমার সহিত যদি কেহ একটি অক্ষরও বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে নজ্দী চিন্তাধারায় তিনি মুশ্রিক ও কাফের। সুতরাং ইহারই ভিত্তিতে তাহারা মুসলমানদের দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করা হালাল জ্ঞান করিয়া লুট করিতেছে এবং মুসলিম রমণীদের ইয্যত হানী করা হালাল ধারণা করিয়াছে—এমনকি মুসলিম রমণীদিগকে নিজেদের লৌণ্ডি বানাইতেছে। এতদ্ব্যতীত দ্বীনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে অস্বীকার করিতেছে। অতএব ইহার দ্বারা আপনারা পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারিতেছেন যে, সেই অত্যাচারী ফির্কার সহিত যাহারা প্রতিরোধ করিতেছে তাহারাই মুস্তফা জানে রহ্মত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পন্থী বা প্রকৃত মুসলমান এবং আমরা সেই মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই আপনাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী। আমাদের এই সাহায্য প্রার্থী জামায়তের প্রতি সাহায্য দান করা প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর উপর ফর্য, সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া **দিরহমে, কদমে, সুখনে (আর্থিক-দৈহিক-মৌখিক)** সাহায্য প্রদান করিয়া খোদার মাগফেরাতের দিকে অগ্রসর হউন।

উপরন্তু হাদীসের ফরমানও আছে যে "**অসহায়ের সাহায্য কর এবং স্বীয় ভ্রাতার সহায়তা কর।**" (আল্ হাদীস)

আমাদের দূরবস্থার সত্যতা তো অতি শীঘ্রই আপনাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু আপনারা কি বিগত শতকের সেই নজ্দী অত্যাচারের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের পূর্ব পুরুষরা কিরূপ অত্যাচার মক্কাবাসীদের উপর করিয়াছে? তাহারা মক্কায় প্রবেশ করিয়া বিজয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল যে, "মুশ্রিক নাপাক, আগামী বৎসর যেন উহারা মসজিদের সম্মুখেও আসিতে না পায়।" ওহাবী চিন্তাধারায় শুধু তাহাদের নিজ গোষ্ঠীর লোক ব্যতীত বিশ্বের সমস্ত মুসলমান মুশ্রিক। এতদ্ভিন্ন তাহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, "খোদার কসম আমরা তোমাদের রাহে ফেরার এখতেয়ার (পলায়ন) করিবার পর তোমাদের সমূহ 'বুত' গুলি বিনষ্ট করিব।"

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই স্থানে 'বুত' এর উদ্দেশ্য—হযরত সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রিজ্ওয়ানা আল্লাহো তায়ালা আলাইহিম আজ্মাইনগণের পবিত্র মাযারগুলি।

অতএব ইহার দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাহাদের আকীদা ও বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কুফ্র ও গুমরাহীপূর্ণ এবং খোদা ও রসূলের বিপরীত কি না? যাহাই হউক, আমাদের আশঙ্কা এই আর্ত্তনাদ হয়তো আপনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছিতে নাও পারে, আমরা আমাদের মামলা পরম করুণাময় সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বস্রষ্টা খোদা ওন্দে কুদ্দুসের বারগাহে সোপর্দ্দ করিতেছি।" (আবেদনকারী মদীনাবাসীগণ)

আলী সালেহ মদনী, হাসান আব্দুল জাওয়াদ মদনী, মহমুদ আহমদ, সৈয়দ আহমদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেরাদরানে ইসলাম! ইহার পরেও কি আর বিশেষ কোন প্রমাণের প্রয়োজন হইতে পারে যে, সউদী অত্যাচার ও আসারে মুতাবর্রকগুলির বেহুরমতী এখনও বেনিকাব সুপ্রকটিত হয় নাই? খোদার ওয়াস্তে এইবার আপনারা নিজ নিজ কর্তব্য অনুভব করুন এবং আহ্লে হরমাইনদিগকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সাধ্যানুযায়ী এমদাদ করুন।

জাদগানে হুসাইন আহমদ আসীর, করাচী।

ব্যারিস্টর এট্-ল্য শেখ মুশাইয়ের হুসাইন কিদওয়াই এর বয়ান

ব্যারিস্টার এট্-ল্য, এম-এল-এ, সেক্রেটারী আঞ্জুমান তহাফ্ফুযে আসারে মুতবর্রকা লক্ষ্ণৌ এর এই বয়ান মুমতাজুল মতাবেয় ভিকটোরিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্ণৌ ছাপা হইল ঃ সংবাদ পাইয়া মৌলানা হাজী নূর মোহাম্মদ সাহেব বহরাইচী ও আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব রামপুরী যখন বেনারস মহল্লা কাচ্চী বাগ গিয়া মৌলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তিনি বর্ণনা করিলেন যে,—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"নজ্‌দী ফৌজ গস্ত করিয়া যথাক্রমে তায়েফ, জিদ্দাহ, জুরানা, লীত ইত্যাদির সম্ভবতঃ ৩০/৪০ হাজার বন্দুকে হত্যা করিয়াছে। বলা বহুল্য যে, তায়েফ মক্কা হইতে পূর্বে, জিদ্দাহ পশ্চিমে, জুরানা উত্তরে ও লীত দক্ষিণে অবস্থিত। যাহাই হউক, নজ্‌দীরা চতুর্দিক হইতে লক্ষাধিক পশু লুণ্ঠন করিয়াছে, কখনোও ১০ হাজার, কখনোও ১৫ হাজার আবার কখনোও ২৫/৩০ হাজার পশু বন্দুদের নিকট হইতে বলপূর্বক লুণ্ঠন করিয়া মক্কায় আনিয়াছে, নিজেরা জবেহ করিয়া খাইয়াছে এবং অবশিষ্ট নিলাম করিয়া দিয়াছে। বন্দুদের আবাদ করা মাঠে নজ্‌দীরা পশু চরাইয়া তাহাদের ফসল নষ্ট করিয়াছে, তাহাদের বাসগৃহ আগুন জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের গৃহিনীদের গহনাগাটি ও পরিধেয় বস্ত্রাদি বলপূর্বক লুণ্ঠন করিয়া সেইগুলি মক্কার অন্তর্গত সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিক্রয় করিয়াছে। এই সমূহ ঘটনাবলী আমি চাক্ষুস দেখিয়াছি।

সালতানত বারতানিয়া (ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট) ও ইবনে সউদের চুক্তিনামা

নজ্‌দী অত্যাচার যেহেতু দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল, সেইহেতু অযথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া আপাততঃ এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। তবে শয়তান ইবনে সউদ যে স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে কিংবা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী নহে, বরং সে যে সর্ব্ব বিষয়ে সালতানতে বারতানিয়ার মুখাপেক্ষী, শুভানুধ্যায়ী ও নিমক হালাল ভৃত্য, তাহার সত্যতা স্বরূপ নিম্নে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের সেই চুক্তিনামাটি পেশ করা হইল—যাহা ৪ঠা রবিউস সানী ১৩৪৪ হিজরী অনুযায়ী ১৪ই অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ইয়োমে চাহার শম্বা (বুধবার) অল্‌ফি ক্বীহ হাফ্‌তাওয়ার (সাপ্তাহিক) অমৃতসরে পাঞ্জাব হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

চুক্তিনামা ঃ

দফা (১)—"হুকুমত বরতানিয়া ইহা স্বীকার করিতে আদৌ কুণ্ঠিত নহে যে, নজ্‌দ ও উহার অন্তর্গত এলাকা যেমন—এহসায়, কতীফ, জলীল, খালীজ ফারিস (পারস্য উপসাগর) ইত্যাদি ও ইহার সংযুক্ত এলাকা (যেগুলি পরে সীমাবদ্ধ করা হইবে) এই সমূহ এলাকা হইতেছে ইবনে সউদের। অধিকন্তু বরতানিয়া ইহাও স্বীকার করিতেছে যে, উক্ত এলাকাগুলির পারমানেন্ট হাকিম হইতেছে ইবনে সউদ। উক্ত দেশ ও কাবায়েলগুলির উপর তাহার পুর্ব্বপুরুষদের স্বায়ত্ব শাসনের পূর্ণ অধিকার ছিল, বর্ত্তমানে তাহারই অধিকারে থাকিবে এবং ভবিষ্যতে তাহার বংশধরেরা সেইগুলির ওয়ারিস হইবে। তবে তাহার ওয়ারিসানদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় থাকিবে সে নিম্নলিখিত 'শর্ত' অবশ্য মান্য করিয়া চলিবে যে "সালতানত বারতানিয়ার সহিত (অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যেন সে কোনরূপ বিরোধীতা না করে, এবং বিশেষ 'শর্ত' ইহাও মান্য করিতে হইবে যে, সে যেন এই চুক্তি ভঙ্গ না করে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

দফা (২)—"যদি কোন অপরিজ্ঞাত শক্তি ইবনে সউদ কিংবা তাহার ওয়ারিসানদের দেশগুলির উপর হুকুমত বরতানিয়ার বিনা অনুমতিতে অথবা তাহাকে ইবনে সউদের সহিত পরামর্শ করিবার মত সুযোগ না দিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে, তাহা হইলে হুকুমত বরতানিয়া ইবনে সউদের সহিত পরামর্শ করতঃ আক্রমণকারী হুকুমতের বিরুদ্ধে ইবনে সউদকে সাহায্য দান করিবে এবং স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এমন পন্থা অবলম্বন করিবে, যাহার দ্বারা ইবনে সউদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হইবে, আর তাহার দেশের মঙ্গল ও অখণ্ডতাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

দফা (৩)—"ইবনে সউদও উক্ত চুক্তিতে রাজী আছেন এবং তিনি ওয়াদা করিতেছেন যে অন্য কোনও রাষ্ট্র কিংবা জাতির সহিত তিনি কোনও প্রকার আলোচনা কিংবা চুক্তি করিবেন না। বরং উপরোক্ত দেশগুলির সম্বন্ধে যদি কোন রাষ্ট্র কোন প্রকার দখল দিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইবনে সউদ সত্বর বরতানিয়াকে জ্ঞাত করাইবেন।"

দফা (৪)—"ইবনে সউদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে, তিনি তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না এবং উপরোক্ত দেশগুলি অথবা ঐ দেশগুলির কোনও অংশ হুকুমত বরতানিয়ার বিনা অনুমতিতে বিক্রয়, বন্দক, এগ্রিমেন্ট কিংবা কোনও প্রকার দান ও হস্তান্তর করিবার প্রয়াসও করিবেন না। অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রজাকে বরতানিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অধিকার অথবা লাইসেন্স দান করিবে না। ইবনে সউদ ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে সালতানত বরতানিয়া যখন যে নির্দ্দেশ দান করিবে, তাহাতে যদি ইবনে সউদের মতবিরোধও হইয়া থাকে তথাপিও তাহা পালন করিবেন।"

দফা (৫)—"ইবনে সউদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে, মাকামাত মুকদ্দসা (পবিত্র স্থান) গুলিতে যাতায়াতের জন্য তাহার সালতানতের উপর দিয়া যে সকল পথ বাহির হইয়াছে সেইগুলি কায়েম রাখিবেন এবং হাজীদের আগমণ ও গমণের সময় ইবনে সউদ উহা পর্যবেক্ষণ করিবেন।"

দফা (৬)—"ইবনে সউদ তাঁহার পূর্ববর্ত্তী নজ্‌দী সুলতানদের ন্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে কুয়েত, বাহরাইন, রওসায় (সোইউখ) ইত্যাদি এলাকা ও আরব ও উম্মানের এলাকা এবং অন্যান্য তীরবর্ত্তী সংযুক্ত এলাকা অর্থাৎ, যেইগুলি বরতানিয়ার সহিত চুক্তি রহিয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধে সালতানত বরতানিয়ার সহিত কোনও প্রকার চুক্তিভঙ্গ অথবা বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না।"

দফা (৭)—"এতদ্ব্যতীত হুকুমত বরতানিয়া ও ইবনে সউদ উভয়েরই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত যে, উভয়ের অবশিষ্ট সম্মিলিত বিষয়গুলির জন্য আর একটি বিস্তারিত "অহদ নামা" (অঙ্গীকার চুক্তিপত্র) প্রস্তুত করিয়া পেশ করতঃ মঞ্জুর করা হইবে।"

তারিখ, ১৮ই সফর ১৩৪৪ হিজরী, অনুযায়ী ২৬শে নর্ভেম্বর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ।

১) স্বাক্ষর ও মোহর
আব্দুল আজীজ অস্ সউদ।
(উক্ত চুক্তি পত্রের উকিল এবং বারতানিয়া ও পারস্য উপসাগরের প্রতিনিধি)।

২) স্বাক্ষর
বি-রেড ককস্

৩) স্বাক্ষর
চেমস ফোউ,
(Governor Genral of India)

৪) স্বাক্ষর,
এ-এইচ-গ্র্যাণ্ড, সেক্রেটারী হুকুমতে হিন্দ, বিদেশ বিভাগ ও সিয়াসিয়াত।

উক্ত চুক্তি পত্রখানি গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার পক্ষ হইতে ১৮ই মে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'সিমলা' হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ৪ঠা রবিউস সানী ১৩৪৪ হিজরী ইয়োম চাহার শম্বা অনুযায়ী ১৪ই অক্টোবর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ, বুধবারের সাপ্তাহিক পত্রিকা "অল ফকীহ্-অমৃতসর, পাঞ্জাব" হইতে সংগৃহীত হইয়া আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব রামপুরীর পুস্তক **"সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী"** এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

সহৃদয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! ইহাই **হইল অত্যাচারী ওহাবীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,** নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত মক্কী ও মদনী তথা সমগ্র আরববাসীগণের মর্ম্মান্তিক ঘটনাবলীর **দাস্তান (কাহিনী)** এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণের মুখ নিঃসৃত বিবরণ, যাহা জনাব মৌলানা আব্দুল ওয়াহিদ খাঁন সাহেব ক্বিবলার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সংগৃহীত হইয়া, মৌলানা মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব বিহারীর স্বযত্নে ফৈযী প্রেস বিহার শরীফ হইতে ১৩৪৫ হিজরীতে উর্দ্দু ভাষায় **"সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়া কী"** নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ অনুবাদ করতঃ এই পুস্তকের প্রথম. দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থিত করা হইল। যেন ইহার দ্বারা বঙ্গ ভাষাভাষী মুসলিম সমাজ সমূহ পরিস্থিতি হইতে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হইয়া সেই নাপাক ওহাবী ফিরকা হইতে নিজ নিজ দামান পবিত্র রাখিতে পারেন।

সুতরাং একমাত্র দ্বীনের খিদমতে উহা অনুবাদ করা হইল এবং উক্ত ফিরকা কিরূপভাবে ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা প্রমাণসহ কিঞ্চিৎ আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে পেশ করা হইল। যেন অনভিজ্ঞ মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ সেই নব প্রাদুর্ভূত ফির্কা ও উহার শাখা প্রশাখাগুলি হইতে নিজ নিজ ঈমান রক্ষা করিতে পারেন, ইহাই কামনা করি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট স্বকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন তাঁহার অশেষ করুণায় বিশ্বের মুসলিম জনগণকে বিশেষতঃ বঙ্গীয় অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, উদার, সরল হৃদয়, ধর্মভীরু ও জান্নাত পিপাসু মুসলিম সমাজকে সেই পথভ্রষ্ট, বেদ্বীন ও ভবঘুরে দলগুলির কাল-কবল হইতে রক্ষা পাইবার মত জ্ঞান চক্ষু দ্বান করেন। আমীন, সুম্মা আমীন!!

শেখ মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম ক্বাদেরী।
সাং + পোঃ- নীলপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতে ওহাবীয়তের প্রাদুর্ভাব

ওহাবী ধর্ম সম্বন্ধে আশা করি আর বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন নাই, কেন না এইমাত্রই অত্র পুস্তকের পূর্ব পৃষ্ঠাগুলিতে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। যাহাই হউক বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সউদ-পুত্র আব্দুল আজীজ দৈহিক শক্তিবলে যদিও আরব দেশকে জয় করিয়াছিল, কিন্তু জয় করিতে পারে নাই—উলামায়ে ইসলাম তথা উলামায়ে শরীয়তের মনরাজ্যকে, জয় করিতে পারে নাই—আইম্মায়ে দ্বীন, মুহাক্কেকীন, মুফাস্সেরীন, মুহাদ্দেসীন, মুসতরশি দ্বীন, বুজুর্গানে-দ্বীন, সালেহীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন ও সুন্নী জনগণের অন্তর্জগৎকে। বাদশাহ আব্দুল আজীজ তাহার পূর্বপুরুষদের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া স্বীয় জংলী ফৌজদের সাহায্যে যে সকল শয়তানী অপকর্ম করিয়াছিল (অর্থাৎ লুটমার, ব্যাপক হত্যা, নারী নির্য্যাতন ও পবিত্র ইয়াদগারগুলি ধ্বংস ইত্যাদি), যাহার প্রতিফল স্বরূপ সে সমগ্র মুসলিম জাঁহানের উলামাদের নিকট হইতে ফাৎওয়া প্রদানের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। **সুতরাং উলামায়ে মক্কী, মদ্নী তথা আরবী ও আজমী সকলেই তাহাকে যথাযথভাবে কাফের, জিন্দীক, শয়তান ও খারিজ আনিল ইসলাম হইবার ফাৎওয়াও প্রদান করিয়াছিলেন।**

এই বেদ্বীনী, জিন্দীকী, শয়তানী ও লা-মযহাবী ফির্কার বীজ ভারতবর্ষে আমদানী করে এক ইংরেজ হিতৈষী দালাল, শঠ চতুর ও স্বীয় গোষ্ঠীর এক ভণ্ড পীর, নাম তাহার সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে রায়বেরেলীতে তাহার জন্ম হয়। ভারতবর্ষে ওহাবীয়ত প্রচারে ওহাবী সম্প্রদায়ের উপর তাহার যে বৃহৎ অবদান আছে সে সম্বন্ধে বহু দলীলও পাওয়া যায়। তবে এই স্থানে আমি বঙ্গ ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজের পরিচিত "বুলবুল ঈদ সংখ্যা" নামক পত্রিকার একটি বিশেষ অংশ নিম্নে পেশ করিতেছি। যথা

"সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহের পরে ইংরেজ রাজত্বের অবলুপ্তির জন্য যে বৃহত্তর আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম সৃষ্টি হয়েছিল ইতিহাসে তা **"ওহাবী বিদ্রোহ"** নামে খ্যাত। **"ফারাএযী"** এবং **"মোহাম্মদী"** আন্দোলন ছিল **"ওহাবী"** আন্দোলনের অঙ্গ। এই আন্দোলন বাহ্যিক ভাবে তিনটি শাখায় বিভক্ত হলেও মূলতঃ ছিল সেগুলি এক এবং অভিন্ন।"

এই আন্দোলনের আদর্শ ও ভাবধারা আরব হতে ভারতে এসে ছিল পাঞ্জাবের পথে। যিনি এনেছিলেন সেই মহানায়কের নাম সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী। জন্ম তাঁর ১৭৮৬ অব্দে রায়বেরেলীতে।

তিনি তাঁর অনুগামী "মোজাহেদ" বাহিনীর সাহায্যে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের

"সিতানা" হতে পূর্ব বাংলার ঢাকা পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার মাইল জুড়ে এক বিরাট এবং শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করে ছিলেন। মিঃ হান্টার লিখেছেন—

The established regular organization.....for pushing up men and money form Bengal to the rebel lamp (at Sitana in N.W. F. P.....Indian mussalmans p. 14)

ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন—

A mighty developed of organization to which THERE IS NO PARALLEL IN THE HISTORY of revolutionary movement against British during nineteenth Century. তিনি আরও বলেন, It may be called first war of Independence in India (History of Freedom movement 1. p. & 811)

ওহাবী আন্দোলনকে সফল করে তোলবার জন্য ওহ্হাবী মতবাদে বিশ্বাসী মেয়েরা তাঁদের নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ মুষ্টি চাউল মৌজুদ করে রেখে সপ্তাহ অন্তে তা মোজাহেদ বাহিনীর হাতে তুলে দিত। এ নিয়ম ভঙ্গ করাকে তারা অপরাধ বলে মনে করত। শুধু তাঁরা চাল-গমই নিয়মিত দান করত না, তাঁরা তাঁদের সোনা-গহনা, হীরা-জওহরাতাদিও কওমী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দান করত। Even the women cast their jewels into the common purse. বলেছেন মিঃ হান্টার (ibid p. 42) ভারত হতে ইংরেজ বিতাড়িত করার ব্রত গ্রহণ করেছিল তাঁরা এবং সেজন্য তাঁরা যে মরণ পণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, সে যুদ্ধকে "জেহাদ" বলে পুকার দিয়েছিল তাঁরা।

সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে এই আন্দোলনের গোড়ার দিকে কয়েকবার সুবে বাংলায় এসেছিলেন, এসেছিলেন কলকাতা শহরেও। কলকাতায় এসে তিনি থাকতেন তৎকালীন বিবি বাগানস্থিত বিবি শামসুন নেসা খানমের বাগান বাড়ীতে। শামসুন নেসা এবং ফাতেমা খানম, সৈয়দ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা সংগঠন ভাণ্ডারে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। (মৌঃ আঃ গফুর সিদ্দীক)

সৈয়দ আহম্মদ রায়বেরেলবীর বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে "ফারাএজী" আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়তুল্লা এবং "মোহাম্মদী" আন্দোলনের তিতুমীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁদের পরিচালনাধীনে বিরাট শক্তিশালী মোজাহেদ বাহিনী গড়ে উঠেছিল।

তিতুমীর তারপরে সৈয়দ আহমদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সুবে বাংলায় যশোর, ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। একাধিক যুদ্ধে জয়ী হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাব সীমান্তে যে স্বাধীন রাজ্য কায়েম করেছিলেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্থায়ী হয়নি কওমী ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। হাজী শরিয়তুল্লাকেও ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

১৮০০ অব্দের দুই শতক হতে ১৮৭২ পর্যন্ত ওহাবীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে সম্মুখ যুদ্ধে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেরিলা প্রথায় সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিল।

সিভিলিয়ন ঐতিহাসিক মিঃ হান্টার-এর উক্তি ঃ—"The mussalmans of India are and have been for many years a source of chronic danger to the British power of India (ibid p. 3) তিনি বিশেষ করে ওহাবী মোজাহেদ বাহিনীকে লক্ষ্য করেই উক্ত মন্তব্য করেছেন।"

(সংগৃহীত—বুলবুল ঈদ সংখ্যা পৃষ্ঠা-৩৪-৩৬, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস। ৪র্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলাম। মযমুন লেখক এম. আব্দুর রহমান।)

শ্রদ্ধেয় মুসলিম ভ্রাতাগণ! উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষে ওহাবীয়তের সুত্রপাত সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবীর দ্বারাই হইয়াছে এবং সে যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিল তাহার ভাবধারা ও আদর্শ যে আরব হইতে ভারতে আসিয়াছে পাঞ্জাবের পথে, কথাটা নির্ভেজাল-ই বটে। তবে একটা প্রশ্ন যে, পাঞ্জাবের পথে ভারতবর্ষে যে ভাবধারা ও আদর্শ আসিয়াছিল তাহা কি ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের, না ওহাবীয়ত প্রচারের? যদি ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের কথা বলা হয়, তাহা হইলে মনে হয় কথাটা মস্ত বড়ো ভুল বলা হইবে। কেননা নজদ্ দেশীয় ওহাবীরা যে ব্রিটিশ সরকারের পরম ভক্ত ও খয়ের খাঁ ছিল— আশা করি তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা এইমাত্রই উক্ত পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সালতানতে বরতানিয়া (ব্রিটিশ সাম্রাজ্য) ও ইবনে সউদের চুক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং উক্ত চুক্তিপত্র দ্বারা ইবনে সউদ যে ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহাও আর নতুন করিয়া বোঝাইবার বস্তু নহে। উক্ত চুক্তিনামা জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্যদান করিতেছে যে ইবনে সউদ ও তাহার উত্তরাধিকারী ভাবী সুলতানগণ কখনো সেই চুক্তি ভঙ্গ করিবে না, কিংবা কোন প্রকার বিরোধীতা করিবে না। আর তাহার পুর্ব্ব পুরুষেরাও কোন দিন সেই চুক্তি ভঙ্গ বা কোনরূপ বিরোধীতাও করে নাই।

অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পাঞ্জাবের পথে ভারতে যে ভাবধারা ও আদর্শ আসিয়াছিল তাহা ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের বলিয়া দাবী করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা। বরঞ্চ আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষে যে ভাবধারা ও আদর্শ আসিয়া ছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের। যেহেতু ওহাবীরা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ইসলামের চরম শত্রু, সেই হেতু তাহারা ভারতবর্ষ হইতে দ্বীন ইসলামের প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভাইয়া তৎস্থলে ওহাবীয়ত প্রচার নিমিত্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহযোগিতায় ভারতে আসিয়াছিল পাঞ্জাবের পথে এবং সঙ্গে আনিয়াছিল ভাবধারা ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদর্শানুযায়ী কয়েকখানি ওহাবী পুস্তক। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে ফুরফুরাপন্থীদের "কামিল বুযর্গ ও ওলী'-র সতর্কবাণী পেশ করা হইল ঃ—

আববুকর সিদ্দীকী সাহেবের প্রধান প্রধান খলীফাগণের অন্যতম খলীফা হযরত আল্লামা রূহুল আমীন সাহেব মরহুম "ইসলাম দর্শন" নামক পত্রিকায় উক্ত ওহাবীদের সম্বন্ধে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে,— "মযহাব দ্রোহী দল আরব হইতে বিতাড়িত হইয়া কাবুল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আগমন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে। উহাদের সঙ্গে যে সকল গ্রন্থ আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে "কেতাবুত্তৌহীদ" অন্যতম। উহাদের প্রসিদ্ধ আলেম মৌলভী ইসমাঈল উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উহার ভাষ্য এবং ঐ গ্রন্থের অনুকূল প্রতিপোষক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করে, উক্ত গ্রন্থের নাম "তাকবিয়াতুল ইমান।"

ঐ গ্রন্থ অনুযায়ী গ্রন্থ প্রণয়নকারীর শিক্ষকগণ হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত কেহই শের্কিয়াতের মহাপাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই। যাহারা ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও পূর্ব্ববর্ণিত মযহাব দ্রোহীগনের মতামতগুলিকে সত্য বলিয়া জানে, উহাদের আকিদা পোষণ করে ও মতামত গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে ওহাবী ও লা' মযহাবী। ইহারা ঘোর ধর্ম্মদ্রোহী, এই মযহাব অমান্যকারীগণ এখন ওহাবী, লা' মযহাবী, গায়ের মোকাল্লেদ, আহলে হাদীস, মুহম্মদী ও দেওবন্দী কাসেমী।

উহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে, উহারা নিজেকে সুন্নতুল জামায়াত—এমনকি হানাফী বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু উহাদের আকিদা সম্পূর্ণরূপে সুন্নতুল জামায়াতের চারি মযহাবের বিপরীত। সুন্নতুল জামায়াতের আলেমগণ উহাদের ভ্রান্ত ধারণা ও কুমত সমূহের অখণ্ডনীয় যুক্তি ও দলীলের সহিত জ্বলন্ত ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে খণ্ডন করিয়াছেন।

"উহারা যে পথভ্রষ্ট ধর্মদ্রোহী তাহা উহাদের ২০টি গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ দলগুলির সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করা অত্যাবশ্যক।"

(ইসলাম দর্শন, ২য়-সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২২ সাল। সংগৃহীত, "এলানে হক")

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আশাকরি এ বিষয় আর বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নাই যে, আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষে যে ভাব-ধারা ও আদর্শ পাঞ্জাবের পথে আসিয়াছিল তাহা ইংরেজ সাম্রাজ্য বিরোধী নহে, অবশ্যই তাহা ছিল দ্বীন-ইসলাম বিরোধী। যাহা বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের সর্বজন পরিচিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মৌলানা রূহুল আমীন সাহেব মরহুমের সতর্ক বাণী দ্বারাও প্রমাণিত।

যাহাই হউক 'বুলবুল ঈদ সংখ্যা'র উক্ত উদ্ধৃত অংশে আলোচিত যে **"ফারাএজী ও মুহম্মদী"** আন্দোলন ছিল ওহাবী আন্দোলনের অঙ্গ, এই আন্দোলন বাহ্যিকভাবে

তিনটি শাখায় বিভক্ত হলেও মূলতঃ ছিল সেগুলি এক এবং অভিন্ন" ইহাও সম্পূর্ণ নির্ভুল কথা। কেননা উক্ত পথভ্রষ্ট ওহাবী ফির্‌কা নিজেদের ভ্রান্ত আকায়েদ প্রচার করিবার জন্য নানান্ শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত, এবং 'ফারাএজী ও মুহম্মদী' ইত্যাদি ফির্‌কাগুলিও সেই ওহাবী ফির্‌কারই শাখা-প্রশাাখার অন্তর্গত। কেননা সেই স্বতন্ত্র ওহাবী ফির্‌কার প্রকৃত নামই হইতেছে **"মুহম্মদী ধর্ম্ম"**। কারণ সেই ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল মুহম্মদ, আর সে ছিল আব্দুল ওহাবের পুত্র। সেইহেতু তাহার এই নব নির্ম্মিত ধর্ম্মের নাম হইয়াছে "মুহম্মদী ধর্ম্ম বা ওহাবী ধর্ম্ম"। ইহাদেরই পূর্ব বুজুর্গ ছিল "আব্দুল্লাহ জলখোয়ায়ে সরা আত্তামীমী", ফলতঃ ইহারা **"খারাএজী" (খাওয়ারেজ)** নামেও পরিচিত।

সুতরাং "ফারাএজী ও মুহম্মদী" ফির্‌কা যে ওহাবী ফির্‌কারই অঙ্গ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। উক্ত ওহাবী, ফারাএজী ও মুহম্মদী ফিরকা যে কখনও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করিয়াছিল এইরূপ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা ইহার সত্যতার প্রতি সাক্ষ্যদানে 'সালতানতে বরতানিয়া ও ইবনে সউদের চুক্তিনামা' আজও স্বর্ণাক্ষরে প্রস্তুত। তবে ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, ইহারা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়া ভারতের নাগরিকদিগের সহিত প্রতারণা করতঃ বাস্তবে নিজেদের শক্তিকে দ্বীন ইসলামেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছে।

মৌলবী ইসমাইল দেহলবী।

মুসলিম জাঁহানের গৌরব, মহামান্য ও শ্রদ্ধেয় জনাব শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ও জনাব শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ্‌মতুল্লাহ আলায়হেমা সাহেবান-দ্বয়ের **কুলকলঙ্ক ও মহাকুলাঙ্গার বংশজ নামে পরিচিত এই মৌলবী ইসলমাঈল দেহলবী**। উক্ত ইসমাঈল হইতেছেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর পৌত্র এবং শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। এই ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের জন্য সৈয়দ আহমদ সাহেব রায়বেরেলবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং নিজ খ্যাতির বলে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবীর খলীফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে—যেহেতু সৈয়দ আহমদ ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর, সেইহেতু তাঁহাকে সর্ব বিষয়ে পরিচালিত করেন এই মৌলবী ইসমাইল।

সৈয়দ আহমদ ছিল ইংরেজ সরকারের অতিশয় ফরমাবরদার ও নিমক হালাল পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং তাহার এই মুরীদ শ্রেষ্ঠ মৌলভী, তথা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান খলীফা ইসমাঈল দেহলবীও ইংরেজ সরকারের কম হিতৈষী-ভক্ত, দালাল ও গোলাম ছিল না! সুতরাং ভারতবর্ষে ওহাবীয়ত প্রচার করিতে ইহাদিগকে বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই, বরং ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় জঘন্য কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া ইহারা দ্বীন ইসলামের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। ইহাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে **"তাকবিয়াতুল ঈমান"** নামক পুস্তকখানি অন্যতম। এমন কি ফুরফুরাপন্থীদের **জনাব আবুবকর সিদ্দীক** সাহেবের শ্রেষ্ঠ ও অন্যতম খলীফা জনাব মৌলানা রূহুল আমীন সাহেব মরহুম তাঁহার সতর্ক বাণীর মধ্যে উচ্চারণ করিয়াছেন যে ঃ—

"মযহাব দ্রোহী দল আরব হইতে বিতাড়িত হইয়া কাবুল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আগমন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে। উহাদের সঙ্গে যে সকল গ্রন্থ আসিয়াছিল তাহার মধ্যে **"কেতাবুত্তৌহীদ"** অন্যতম। উহাদের প্রসিদ্ধ আলেম ইসমাঈল সাহেব উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উহার ভাষা এবং ঐ গ্রন্থের অনুকূল ও প্রতিপোষক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করে। উক্ত গ্রন্থের নাম **"তাকবিয়াতুল ইমান"**। ঐ গ্রন্থ অনুযায়ী ইসমাঈল সাহেবের ওস্তাদগণ হইতে শুরু করিয়া নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত কেহই শের্কিয়াতের মহাপাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই।" অর্থাৎ—সকলেই শেরেক করিয়া মহাপাপী হইয়াছেন।

ইসলাম দর্শন

যাহাই হউক, এই ব্যক্তিই সেই মহাকুলাঙ্গার মৌলভী ইসমাঈল দেহলবী—যে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য লক্ষ লক্ষ 'তাকবিয়াতুল ইমান' মুদ্রণ করাইয়া ভারতবর্ষের কোণে কোণে উক্ত পুস্তককে বিনা মূল্যে বিতরণ করতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্যের বীজ সৃষ্টি করাইয়াছে। মুসলিম ঐক্যে অনৈক্যের আগুন লাগাইয়াছে, মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত, সাম্যের মধ্যে অসাম্য ও ঈমানের মধ্যে বেদ্বীনীর বিষ প্রবিষ্ট করাইয়াছে এবং দেশের স্বাধীনতা ফিরাইবার জন্য মুসলিম ঐক্য যে বৃহত্তম আন্দোলন গড়িয়াছিলেন তাহাতে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য ইংরেজদের এই পালিত কুকুর মুসলিম ঐক্যে ফির্‌কা পরস্তি-এর আগুন জ্বালাইয়াছে, এবং সেই আগুনে মুসলিম সমাজ আজও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। জানি না এই আগুন নিভিবে কিনা!

সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাইলের আন্দোলন

সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাইল দেহলবী অতিশয় চতুরতার সহিত একটি শক্তিশালী সংগঠনও করিয়াছিল, ইহাও অবশ্যই সত্য কথা। পুস্তকাদিতে ইহার প্রমাণও দেখা যায়। যেমন "বুলবুল ঈদ সংখ্যা"র উদ্ধৃত অংশে ইহাও বর্ণিত আছে যে—

"তিনি (অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ) তাঁর অনুগামী 'মোজাহেদ' বাহিনীর সাহায্যে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের 'সিতানা' হতে পূর্ব বাংলার ঢাকা পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল জুড়ে এক বিরাট শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করেছিলেন।... ... ... .ভারত হতে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার ব্রত গ্রহণ করেছিল তাঁরা এবং সেজন্য তারা যে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত

হয়ে ছিল সে যুদ্ধকে 'জেহাদ' বলে পুকার দিয়েছিল তাঁরা।" (বুলবুল ঈদ সংখ্যা)

উল্লিখিত উদ্ধৃতির উপর কোনও রূপ সমালোচনা না করিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে একজন বিখ্যাত আলেম ও সাহেবে কলম ব্যক্তির পুস্তক হইতে ইহার সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হইল, যাহার দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি উক্ত উদ্ধৃতির সত্যতা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যথাঃ—

"ইতিমধ্যে দেখা গেল ইংরেজ ঘোড়সওয়ার খাওয়ার বোঝাই কয়েকখানি পাল্কি লইয়া নৌকার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, পাদরী সাহেব কোথায়? হযরত নৌকা হইতেই জওয়াব দিলেন, আমি এখানে আছি। এতদ্বশ্রবণে ইংরেজ ঘোড়সওয়ারটি ঘোড়া হইতে নামিল এবং মস্তক হইতে টুপি নামাইয়া উহা হাতে লইয়া নৌকায় উঠিল ও শুভাশুভ জিজ্ঞাসাবাদের পর বলিতে লাগিল যে, আপনার শুভাগমণের সংবাদ লইবার জন্য তিনদিন যাবৎ আমি আমার চাকরকে দাঁড় করাইয়াছিলাম। সে আজই সংবাদ দিল যে, হযরত কাফেলা সমেত আমার মাকামের সম্মুখে পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং সংবাদ পাইয়া আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবার প্রস্তুত করাইতে ব্যস্ত ছিলাম।

সৈয়দ সাহেব নির্দ্দেশ দিলেন, খাবারগুলি নিজেদের বাসনে ঢালিয়া লও। নির্দ্দেশ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যগুলি নিজেদের বাসনে ঢালা হইল এবং কাফেলার মধ্যে সেইগুলি বন্টন করা হইল। ইংরেজ দুই-ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল, তারপর চলিয়া গেল।"

(সীরতে সৈয়দ আহমদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯০)

সীরতে সৈয়দ আহমদ নামক পুস্তকটি কোন জগা-মাধার লেখা নহে, বরং উহা এমনই এক ব্যক্তির লিখিত পুস্তক, যাহার সম্বন্ধে নতুন করিয়া পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন জ্ঞান করি। যাহাই হউক উক্ত পুস্তক প্রণেতার নাম মৌলভী আবুল হাসান আলী নদবী।

নদবী সাহেব স্বীয় পুস্তকের উল্লিখিত অংশটুকুর মধ্যে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী ও ইসমাইল দেহলবীর 'জেহাদ' নামী আন্দোলনের এমন উলঙ্গ চিত্র অঙ্কন করিয়াছে, যাহার দ্বারা 'জেহাদ' ও 'মোজাহেদ' এর সমূহ গোপন রহস্য উদঘাটিত হইয়া গিয়াছে। নদবী সাহেবের উক্ত লিখাটি বার বার পড়ুন এবং উপলব্ধি করুন যে, সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল সাহেবানরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইঙ্গিতে কিরূপ হৃদয় বিদারক ড্রামা করিতেছিল। কেননা মোজাহেদ বাহিনী তো সশস্ত্র সংগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ তাহাদের জন্য প্রত্যেক মোড়ে খাবার ও নাস্তা লইয়া উপস্থিত ছিল এবং দুই চারি ঘণ্টা নহে, বরং তিনদিন পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের শুভাগমণের অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। শ্রদ্ধা ও ভক্তি তো এমনভাবে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে, ইংরেজ মস্তক হইতে টুপি নামাইয়া উহা হাতে লইয়া নৌকায় উঠিয়াছিল। যেহেতু ইহা ইংরেজদের আদবের মধ্যে গণ্য। যাহাই হউক খাবারও অল্প ছিল না, উহা এত অধিক ছিল যে তাহা কয়েকখানি পাল্কিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বোঝাই করিয়া আনিয়াছিল এবং সেইগুলি সমূহ কাফেলার মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছিল। সৈয়দ সাহেব ইংরেজ সরকারের এতই অন্তরঙ্গ ছিল যে, পীর সাহেব কিংবা মৌলভী সাহেবের পরিবর্ত্তে সে 'পাদরী' সাহেবের উপাধি লাভ করিয়াছিল। "পাদরী সাহেব কোথায়?" জিজ্ঞাসা করা মাত্রই সে অকুণ্ঠিত চিত্তে জওয়াব দিয়াছিল যে, "আমি এখানে আছি।"

সুতরাং একটু চিন্তা করিলে পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ইংরেজ ও সৈয়দ সাহেবের উক্ত প্রশ্নোত্তরটি অতি পুরাতন পরিচয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ। কেননা ইংরেজ ইহা অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিল যে, আমার অন্নে পালিত গোলাম, ভৃত্য ও দালালরা আজ এই পথেই যাত্রা করিবে এবং পাদরী সাহেবও জানিত যে, আমাদের অন্নদাতা প্রভু (ব্রিটিশ সরকার) আমাদের জন্য খাবার ও নাস্তা লইয়া নিশ্চয়ই হাজির থাকিবে।

গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় যে, সৈয়দ সাহেব ও মৌলভী ইসমাঈল তো 'জেহাদে' যাইতেছিল কিন্তু ইংরেজ বাহাদুর স্বয়ং রেশনের ব্যবস্থা নিজ হস্তে লইয়াছিল কেন? এবং ইংরেজ দুই-দশ মিনিট নহে, বরং তিন ঘণ্টা ব্যপী কি এমন পরামর্শ করিতেছিল যে অভিযানকালে স্বয়ং 'মীরে কারওয়াঁ'র সহিত সেই ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া গিয়াছিল?

স্বীয় পুস্তকের মধ্যে ইহা আলোচনা করিয়া নদবী সাহেব বড়ই গজব করিয়া দিয়াছে, কেননা সমূহ গোপন রহস্যই ফাঁস হইয়া গিয়াছে। তবে এতটা আরও আলোচনা করা নদবী সাহেবের উচিৎ ছিল যে, ইংরেজ ও সৈয়দ সাহেবের সেই গোপন ষড়যন্ত্রটি কি ছিল! যাক্ তাহাতে কোনও দুঃখ নাই, হয়তো নদবী সাহেব স্বয়ংও সেই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল না কিংবা উহা এতই মারাত্মক ছিল যাহা প্রকাশ করা হয়তো সম্ভবও ছিল না।

মনে হয়, এই সমূহ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—

"এ ওহ্ নাজুক হকীকত হ্যায়, জো সমঝায়ী নহী জাতী।" যাহাই হউক, মৌলানা নদবীর আপাততঃ এতখানি লিখা অবশ্যই উচিৎ ছিল যে, ইংরেজ কিরূপ খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছিল? কেননা ইংরেজরা তো খিঞ্জির ও ঝটকা (অর্থাৎ-শুয়োর ও বলি দেওয়া মাংস) দুইটাই ভক্ষণ করে, তাহাদের নিকট হারাম ও হালালের তো প্রশ্নই নাই, কি জানি কি আনিয়াছিল, শুয়োর আনিয়াছিল কি ঝটকা? সৈয়দ সাহেব হারাম ও হালালের কোন তত্ত্বাবধান না করিয়াই স্ব-সৈন্যে সেইগুলি ভক্ষণ করিয়া বসিলেন।

ঘটনা শুধু এই পর্যন্তই নহে, ইহা তো শুধু রাস্তার ঘটনা। এইবার রণক্ষেত্রের পরিস্থিতিও দেখুন। ইংরেজ তাহার হিতাকাঙ্খী গোলামদের জন্য শুধু খাবার ও নাস্তার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষ্যান্ত হয় নাই বরং যথাসময়ে তাহাদের জন্য টাকাও পাঠাইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ **'তারীখে আজীবা'** নামক পুস্তকের একটি এবারৎ দেখুন, যথা ঃ—

"সৈয়দ সাহেব যখন জেহাদে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় ৭০০০ টাকার একটি 'হুণ্ডি'

সাহুকরণ দিল্লী হইতে মহম্মদ ইসহাক সাহেব দ্বারা সৈয়দ আহমদ সাহেবের নামে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু উহা গৃহীত না হইবার ফলে ঐ সাত হাজারের 'হুণ্ডি' ফেরতের দাবি আদালতে দেওয়ানে দায়ের হইয়া ডিগ্রি হইল এবং আদালতে আলীয়া (আগ্রা হাইকোর্ট)-এ আপিল হইয়া আগ্রা হাইকোর্ট হইতেও উহা সৈয়দ সাহেবের নামে পুনঃ বহাল রহিল।" ('তারীখ আজীবা' পৃষ্ঠা-৮৯)

বাহ! কি চমৎকার রহস্য! এতক্ষণ তো শুধু পাক্কি বোঝাই খাদ্যের আলোচনা ছিল, কিন্তু উপরোক্ত এবারৎটি তো জেহাদ নামী আন্দোলনের সত্যতাকে এমনভাবে উলঙ্গ করিয়া দিল যে, ইংরেজ তাহার জার খরিদা (কেনা) গোলামদের জন্য বেতনও পাঠাইয়াছিল এবং গৃহীত না হইয়া ফেরৎ হইয়াছিল বলিয়া স্বয়ং অন্নদাতা প্রভু (ব্রিটিশ সরকার) মকদ্দমাও চালাইয়াছিল!!

অতএব টাকার তোড়ার বিনিময়ে যুদ্ধ করিয়া তাহার উপর জেহাদের লেবেল চড়াইয়া দিয়া উলামায়ে দেওবন্দ আজও গোঁফে তাও দিয়া বেড়াইতেছে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা অংশ লইয়াছি। উলামায়ে দেওবন্দ আজও মধুর মধুর স্বপ্ন দেখিতেছে যে, নিজেদের প্রেস ও পত্রিকাগুলির সাহায্যে প্রোপাগাণ্ডা করিয়া ইতিহাসের পাতাগুলির উপর আমরা এমন পরদা চড়াইয়া দিব, সেখান পর্যন্ত কাহারোও দৃষ্টি পড়িবে না। কিন্তু উহারা যদি নিজেদের এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিয়া সত্যকারের জ্ঞান চক্ষু দ্বারা লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিত যে, **ইতিহাস কোন জামাত কিংবা জামিয়াতের দপ্তর নহে। বরং উহা এমনই এক বস্তু যাহার আওতা হইতে কাহারো রেহাই নাই। উহার তীক্ষ্ণতা দোস্ত ও দুশমনের মুখ চাহে না, নিজের আওতায় যখন যাহাকে পায় অবশ্যই তাহাকে আঘাত করিয়া বসে।** তবে আবার উলামায়ে দেওবন্দেরই বা কি বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইতিহাস তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে?

মুসলিম জনগণের খিদমতে সৈয়দ আহমদ ও মৌলবী ইসমাঈলের 'জেহাদ' ও 'মোজাহেদা' এর আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দুইটি এবারৎ পেশ করা হইল। প্রথমটি 'হায়াতে তৈয়েবা' নামক পুস্তকের এবং দ্বিতীয়টি 'তাজকেরাতুর রশীদ' নামক পুস্তকের।

প্রথম এবারৎ

"কলিকাতায় যখন মৌলভী ইসমাঈল দেহলবী 'জেহাদ' প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিতেছিলেন এবং শিখদের অত্যাচার বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপনি জেহাদের ফাৎওয়া প্রদান করেন না কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উহাদের উপর জেহাদ করা কোনও মতেই ওয়াজিব নহে, কেননা একে তো আমরা উহাদের প্রজা, দ্বিতীয়তঃ উহারা আমাদের মযহাবী আরকান পালনে বিন্দুমাত্রও বাধা দেয় নাই। উহাদের রাজত্বে আমরা সর্ববিষয়ে আজাদ আছি। সুতরাং উহাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর যদি কোন প্রকার হামলা উপস্থিত হয় তাহা হইলে মুসলমানগণের উপর ফরজ হইতেছে যে, তাহারা যেন সেই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং নিজ গভর্ণমেন্টের উপর যেন কোনও আঁচড়ও না আসিতে দেয়।"

হায়াতে তৈয়েবা পৃষ্ঠা-২৯৬, লেখক, মির্যা হায়রত দেহলবী। ফারুকী প্রেস, দিল্লী হইতে প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত উক্ত এবারৎটি "তারীখ আজীবা" নামক পুস্তকের পৃষ্ঠা-(৭৩)-ও বর্ণিত আছে। পুস্তকখানির লেখক মোহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী। ফারুকী প্রেস, দিল্লী হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় এবারৎ

"পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপার সম্পর্কে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী সাহেব হইতে বর্ণিত আছে যে "হাফিজ হাজী আম্বেঠ্বী উহার নিকট বয়ান করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কাফেলায় ছিলেন। সৈয়দ আহমদ সাহেবের অনেকগুলি কারামত তিনি অকস্মাৎ দেখিয়াছেন। মৌলবী আব্দুল হক সাহেব লক্ষ্ণৌবী, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী, মৌলবী মোহাম্মদ হুসাঁইন রামপুরী প্রভৃতি সাহেবানগণও সেই কাফেলায় সামিল ছিলেন এবং জেহাদেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়াগিস্থানের হাকিম ইয়ার মোহাম্মদ খানের বিরুদ্ধে সৈয়দ সাহেব প্রথম জেহাদ করিয়াছেন।"

(তাজকেরাতুর রশীদ ২য় খণ্ড, পৃঃ-২৭০ লেখক-আশিক ইলাহী মীরাটী)

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! উল্লিখিত এবারৎ দুইটির মধ্যে দ্বিতীয় এবারৎটি কোনো আয়রে গায়রে নাখু খায়রের (জগা-মাধার) বর্ণিত নহে, বরং ইহার বর্ণনাকারী স্বয়ং ঐ জামায়াতের এক মুসল্লম (মান্য) বুজুর্গ ও পথ-নির্দ্দেশক। যিনি উক্ত জামায়াতের পক্ষে হইতে 'শৈখে-রব্বাণীর' এর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহার মৃত্যুতে মাদ্রাসা দেওবন্দের সদর মুদাররেস মৌলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী একটি মর্শিয়া রচনা করিয়া স্বীয় আকীদা পেশ করিয়াছিলেন যে—

"খোদা উনকা মুরব্বী, ওহ মুরব্বী থে খালায়েক কে,
মেরে মৌলা, মেরে হাদী থে, বেশক শৈখে রব্বাণী।"

(মর্সিয়া মাহমুদুল হাসান)

উক্ত মর্সিয়ার সারাংশ অনুযায়ী মৌলভী রশীদ আহমদ ছিলেন তাঁহার জামায়াতের চক্ষুতে সমূহ সৃষ্টির প্রতিপালক, মৌলা, হাদী ও শৈখে রব্বাণী। সুতরাং সমূহ মখলুকাতের পালনহার, মৌলা, হাদী ও শৈখে রব্বাণীর মুখ নিঃসৃত বাক্য কখনও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হইতে পারে না এবং তাহার বাক্যগুলির উপর বিশ্বাসের ও সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে, মৌলভী ইসমাঈল দেহলবী, সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী, মৌলবী মোহাম্মদ হুসাইন রামপুরী, মৌলভী আব্দুল হক লক্ষ্ণৌবী

প্রভৃতি সাহেবানরা যুদ্ধ তো অবশ্যই করিয়াছিলেন, তবে উহা ইংরেজ বিরোধী নহে, অবশ্যই দ্বীন ইসলাম বিধংসী। সৈয়দ আহমদ সাহেব একটি বৃহত্তর আন্দোলন ও শক্তিশালী সংগঠনও গড়িয়া ছিলেন ঠিক, কিন্তু উহা ইংরেজ নিপাতের জন্য নহে, অবশ্যই উহা দ্বীন ইসলাম ধ্বংসের জন্যই করা হইয়াছিল। সৈয়দ আহমদ সাহেব ও তাহার অনুগামীদের পরিচালনাধীনে একটি শক্তিশালী সংগঠন সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহারা যে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল ইহাও মিথ্যা নহে। তবে তাহারা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যে জেহাদের পুকার দিয়াছিল উহা ইংরেজ বিনাশের জন্য নহে বরং তাহাদের সেই মহাপ্রভু ব্রিটিশ সরকারের নিকট নিজেদের প্রভুভক্তির পরিচয় দান করিবার জন্য ইয়াগিস্থানের হাকিম ইয়ার মোহাম্মদ খাঁনের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল।

সুতরাং মুসলিম জনগণের ইহা বিশেষভাবে চিন্তার বিষয় যে, উক্ত ইয়ার মোহাম্মদ খাঁন কোনো মুসলমানের নাম, না কোনো শিখ সর্দ্দারজীর নাম? ইয়াগিস্থান একটি ইসলামী রাজ্য, না কোনো শিখ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত?

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! সৈয়দ আহমদ ও মৌলভী ইসমাঈলের ইংরেজ দোস্তির পরিচয় লাভের বিষয়ে এতদ্ব্যতীত কি আর কোনও বিশেষ সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইতে পারে? কেননা শত শত মাইল দূরে গিয়া শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো উহাদের উপর ওয়াজিব ছিল কিন্তু অত্যাচারী ইংরেজ যাহাদের অত্যাচার অসভ্যতার চরম সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ইহাদের নিকট ফর্‌জ ছিল না! যে অত্যাচারী নরপিশাচ ইংরেজরা শাহ্ জাফরের পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক তাহার পিতার নাস্তার জন্য পাঠাইয়াছিল, যে ইংরেজ বড় বড় উলামাকে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলাইয়াছিল এবং মসজিদ ও খানকাহগুলির চরম অবমাননা করিয়াছিল, এই জর খরীদা (কেনা) গোলামদের মতানুযায়ী সেই অত্যাচারী, বর্বর ও অসভ্য ইংরেজদের উপর নাকি জেহাদ ওয়াজিব ছিল না! অধিকন্তু সেই পাষণ্ড ও পামরদের উপর কোনও রূপ আক্রমণ হইলে আক্রমণকারীদের কবল হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা নাকি তাহাদের এই পালিত কুকুরদের উপর ফর্‌জ ছিল যেন "উহাদের উপর কোন আঁচড়ও না আসে।"

ধন্য প্রভুভক্তি! একদিকে টাকার তোড়া অন্যদিকে নিমক হালালী? মুসলমানদের রক্ত গঙ্গা ও যমুনার পানীর মত বহানো হইতেছে তাহাতে কোনও দুঃখ নাই, কিন্তু ইংরেজ বাহাদুরের উপর যেন সূর্য্যের একটু তাপ পর্য্যন্তও না লাগে!!

সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাইলের মৃত্যু।

ভারতবর্ষে ওহাবীয়তের বিষ বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্য সৈয়দ আহমদ বেরেলবী, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ও উহাদের অনুগামীরা যে ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল নিদর্শন স্বরূপ উহার কিয়দংশ মাত্র এই স্থানে পেশ করা হইল। বিস্তারিতভাবে আলোচনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তকের প্রয়োজন। সুতরাং বিশেষ বিশেষ অংশ লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া দেওয়া হইল। আশা করি ইহাই যথেষ্ট হইবে।

"বুলবুল ঈদ সংখ্যা'র উদ্ধৃত অংশে বর্ণিত আছে ঃ—"ওহাবী আন্দোলনকে সফল করে তোলবার জন্য ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী মেয়েরা তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ মুষ্টি চাউল মওজুদ করে রেখে সপ্তাহ অন্তে তা মোজাহেদ বাহিনীর কর্মীদের হাতে তুলে দিত। এ নিয়ম ভঙ্গ করাকে তারা অপরাধ বলে মনে করত। শুধু তারা চাল-গমই নিয়মিতভাবে দান করত না, তারা তাদের সোনা-গহনা, হীরা জহরতাদিও কওমী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দান করত। Even the women cast their jewels into common purse. বলেছেন মিঃ হাণ্টার (ibid p.-42)'' কয়েক লাইন পর আবার লিখিয়াছেন—

"সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাব সীমান্তে যে স্বাধীন রাজ্য কায়েম করেছিলেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্থায়ী হয়নি কওমী ভাইদের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য। মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে।"

পাঠকবৃন্দ! সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর 'জেহাদ' নামী আন্দোলনের ইহা একটি বিশেষ রহস্যজনক অংশ। যাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে একটি বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ দরকার। যাহাই হউক পূর্ব বর্ণিত এবারৎগুলির দ্বারা যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে উহা 'জেহাদ' তো ছিলই না, বরং উহার দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহ প্রাপ্তিরই উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজ দোস্তীর পরিচয় দানে কিংবা আফগানী পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, মুসলিম শক্তি কখনোও ঐক্যবদ্ধ হইত না। সুতরাং মুসলিম শক্তিকে আফগানী পাঠানদের উপর ব্যবহার করা হইয়াছে। কে জানে ইহারা ইংরেজদের সওদাবাজীতে কত গরীব মুসলমানের মাথা খাইয়াছে, কত সন্তান এতীম হইয়াছে, কত হতভাগিনীর সোহাগ লুটিয়াছে, কত জননী নিঃসন্তান হইয়াছে, কত খান্দান বরবাদ হইয়াছে, এবং কত লক্ষ বেগুনাহ মুসলমানের কাফেলা ও সংসার দিন দুপুরে লুটিয়াছে।

"না ইধার উধার কী বাত কর, এ ব্যতা কাফেলা কিউঁ লুটা,
মুঝে রহজনোঁসে গরয নহী, তেরী রহবরী কা সোওয়াল হ্যায়।"

আফসোস! শত আফসোস! যে ইংরেজের ইসলাম ও মুসলিম দুশমনী আফতাব (সূর্য্য) হইতেও অধিক উজ্জ্বল, সেই ইংরেজদের সহিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ওহাবী আলেমের সৌহার্দ ও প্রভু ভক্তির পরিচয় তো এই যে, তাহারা ইয়াগিস্থান প্রদেশের শাসকের সহিত অযথা যুদ্ধ করিবার জন্য মুসলিম শক্তিকে শিখদের অত্যাচারের অজুহাতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া "সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী যখন 'পঞ্জ তার' নামক স্থানে পৌঁছায়, তখন ফতহ খাঁন নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি শুরুতে ইহাদের

আদর আপ্যায়ণ করেন। এই ভাবে ইহারা তথায় কয়েকদিন অবস্থান করে এবং তথাকায় লোকেদের প্রতি ক্রমশঃ জুল্ম ও সিতম করিতে শুরু করিতে থাকে, তাহাদিগকে বদ আকীদা, বদ মযহাব ইত্যাদি ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে। ফলতঃ সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং তথাকার পাঠানরা ইহাদিগকে (সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইলকে) সেইখানেই হত্যা করিয়া দেন। ইহারা স্বীয় অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ফলে পাঠানদের হাতে মারা যায়।"

(সংগৃহীত, খুন কে আসু)।

সুতরাং যাহারা স্বকীয় কুকর্ম ও মুসলিম নির্য্যাতনের ফলে সহীহ আকীদা পাঠানদের হাতে মরিয়াছে, যাহাদের দামানে না জানি কত বেগুনাহ মুসলমানের রক্তের ছিটা আর্তনাদ করিতেছে, সেই প্রতারক ও পথভ্রষ্টদিগকে আজও এই বেঈমানেরা শহীদের আখ্যায় বিভূষিত করিয়া বেড়াইতেছে। লক্ষ লক্ষ গরীব মুসলমানের বরবাদীর খুনী দাস্তানকে (রক্তাক্ত ইতিহাস) উল্টাইয়া দিবার অপচেষ্টা করিতেছে, এবং নিজেদের মস্তকের কালীমাকে কলমের জোরে ও প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ আজ খুবই ব্যস্ত ও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় এইজন্যই কবি লিখিয়াছেন যে—

"দামন কো লিয়ে হাত মে কহতা থা এহ কাতিল,
কবতক ইসে ধোয়া করু" লালী নহীঁ জাতী।"

কওমে মুসলিম! ইহাই হইল সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর জেহাদ, আন্দোলন ও শক্তিশালী সংগঠনের এক রহস্যপূর্ণ দাস্তান।

ভারতের স্বাধীনতা ফিরাইবার জন্য মুসলিম রমণীগণ প্রত্যহ মুষ্টি চাউল জমা করিয়া সপ্তাহ অন্তে সেইগুলি তাহারা এই প্রতারকদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। শুধু চাউল-গমই নহে, বরং দেশের স্বাধীনতা ফিরাইবার জন্য তাহারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের হীরা-জওহারাত ও স্বর্ণ নির্মিত গহনাগুলিও দান করিয়াছে। কিন্তু ইহারা সেই সকল দানশীলা রমণীদের চক্ষুতে ধুলা দিয়া মুসলমানদেরই রক্তে হোলী খেলিয়াছে। একদিকে ইংরেজ দূরীকরণের পুকার (ডাক) দিয়া ভারতের পশ্চিম সীমান্তের সিতান হইতে পূর্ব বাংলার ঢাকা পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র মাইল জুড়িয়া এক শক্তিশালী সংগঠনও তৈয়ারী করিয়াছে। অন্যদিকে ইংরেজ বাহাদুরের নোঙ্গরখানা হইতে পাল্কি বোঝাই খাবার লইয়া সেই খানা মোজাহেদ বাহিনীর মধ্যে বণ্টনও করিয়াছে। আর ইংরেজের নিকট হইতে বস্তাবন্দী টাকা লইয়া **"ইংরেজদের উপর জেহাদ ওয়াজিব নাই"** এর ফাৎওয়া দিয়াছে। ইংরেজদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া চতুরতার সহিত মুসলিম জনগণের সম্মুখে শিখদের অত্যাচারের বর্ণনা পেশ করিয়া মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করাইয়া মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতঃ সেই শক্তিকে আফগানী পাঠানদের উপর ব্যবহার করিয়াছে, এবং ভারতের নাগরিকদের নিকট বলিয়া বেড়াইয়াছে যে, ইহাও স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অঙ্গ। যাহাই হউক

pdf By Syed Mostafa Sakib

"বুলবুল ঈদ সংখ্যা"র উদ্ধৃত অংশে আরও লেখা আছে যে—

"সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাব সীমান্তে যে স্বাধীন রাজ্য কায়েম করেছিলেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্থায়ী হয়নি কওমী ভাইদের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য। মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে।"

এইবার প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক কে? তাহা আশা করি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইংরেজদের উপর জেহাদ নাজায়েজের ফাৎওয়া দিয়া, শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের পুকার দিয়া, ভারতের মুসলিম শক্তি ও ঐক্যবদ্ধ সংগঠনকে যাহারা প্রতারণা পূর্ব্বক গরীব ও বেগুনাহ পাঠানদের উপর ব্যবহার করিয়াছে তাহারা বিশ্বাস ঘাতক? না যাহারা নিজ নিজ দ্বীন, ঈমান ও মাতৃভূমি রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে হত্যা করিয়াছে তাহারা বিশ্বাসঘাতক??

***নোটঃ** সৈয়দ আহমদের নিকট যখন মোজাহেদ্বীনগণ একত্রিত হইতেছিল, তখন মৌলবী ইসমাইলের পরামর্শ অনুযায়ী সৈয়দ সাহেব শেখ গোলাম আলী (রয়ীসে এলাহাবাদ) মারফত লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণরকে জ্ঞাত করাইলেন যে, আমি শিখদের বিরুদ্ধে জ্বেহাদের প্রস্তুতি করিতেছি। ইহাতে সরকারের কোন দ্বিমত তো নাই? প্রত্যুত্তর লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণর সাহেব পরিস্কারভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমার আমলদারীতে যদি কোনরূপ বিঘ্ন ও অশান্তি না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে আমার কিছুই আসে-যায় না।" (হায়াতে তৈয়েবা পৃষ্ঠা-২০৩)

১০ই অক্টোবর ১৯৮০ সাল, ২৩শে আশ্বিন ১৩৮৭ সাল, সরকারী পত্রিকা "পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠায় লিখিত সুপ্রকাশ রায় প্রণীত "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, যাহার দ্বারা বোঝা যাইবে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী একজন বিখ্যাত ওহাবী পাণ্ডা ছিল।

"বাঙলায় ওয়াহাবী আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে তিতু মীরের বারাসত বিদ্রোহের কথা। তাঁর সম্পর্কে গত কয়েক বছর ধরে কিছুটা লেখালেখি হচ্ছে। এখানে তাই আর একজন ওয়াহাবী নেতার কথা বলব—ফরিদপুরের দুদু মিঞা। মক্কায় তাঁর সঙ্গে তিতুমীর এবং বিখ্যাত ওয়াহাবী নেতা রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদের দেখা হয়েছিল এবং তিনি ও তিতুমীর দু'জনেই সৈয়দ আহমদের কাছে ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ফিরে আসে স্বদেশে।

দুদু মিঞা (১৮১৯-১৯৬০) অবশ্য তিতুমীরের চাইতে ৪৮ বছরের ছোট ছিলে। এক গরীব তাঁতীর ছেলে, হাজী শরিয়াতুল্লাহ ছিলেন দুদু মিঞার পিতা। শরিয়াতুল্লাহ ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন করে যে মতবাদ প্রচার করেন তার নাম 'ফরাজী'। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মোল্লা-মৌলভী দ্বারা উৎপীড়িত মুসলমান কৃষক ও কারিগরদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা। পিতার মৃত্যুর পর দুদু মিঞা এই ধর্মমতকে জমিদারী, মোল্লা-মৌলভী শোষণ এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিদেশী ইংরেজ শাসক উচ্ছেদ করে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সে শুধু ধর্মীয় সমস্যা নয়, কৃষকের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যও পত্তন করেন পাল্টা বিচারালয় ও শাসন ব্যবস্থাও। আবার জমিদার ও নীলকর সাহেবদের শায়েস্তা করার জন্য সে পাঠাইতেন তাঁর দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালের দল। হিন্দু কৃষকরাও তাই দলে দলে তাঁর আন্দোলনে যোগ দেয় এবং আন্দোলন ফরিদপুর থেকে বিক্রমপুর, খুলনা, ২৪ পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সে স্পষ্ট ঘোষণা করে—জমি আল্লাহর দান। সুতরাং ইহা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বংশ পরম্পরায় দখল করিয়া রাখিবার এবং ইহার উপর কর ধার্য করিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম —সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২৯৬)

উপরোক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী একজন সর্ব্বভারতীয় ওহাবী নেতা ছিল। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তৎকালীন ভারতের ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নত সৈয়দ আহমদকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া ইসমাঈল দেহলবীকেই ওহাবীয়তের প্রধান পাণ্ডারূপে ধরিলেন কেন? ইহার উত্তর সহজ। সৈয়দ আহমদ নামকরা উচ্চ খান্দানের ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন স্বনামধন্য অশিক্ষিত। সুচতুর ইসমাঈল দেহলবী জগদ্বিখ্যাত মোহাদ্দেস নিজ চাচা ও ওস্তাদ হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহি-এর নিকট মুরীদ না হইয়া তাঁহারই মুরীদ ও খলীফা সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবীর নিকট মুরীদ হয় এবং নিজ অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অবলম্বনরূপে এই কপট মুরীদ নিজের মুরশিদকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করে। তাহা না হইলে বিশ্ববরেণ্য মোহাদ্দেস আহ্‌লে সুন্নতের ইমাম হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহি-এর ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া শিকার করা ইসমাঈল দেহলবীর পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তাই ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নত সৈয়দ আহমদকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়াই ইসমাঈল দেহলবীকেই নাটের গুরু হিসাবে ধারণা করিয়াছিলেন। সৈয়দ আহমদ ইসমাঈল দেহলবীর হাতের পুতুল ছিল সুতরাং ইসমাঈল তাঁহাকে যেভাবে নাচাইত, সে সেইভাবেই নাচিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইসমাঈল দেহলবী ও সৈয়দ আহমদ প্রমুখ নজ্‌দী-ওহাবী মতবাদীগণ ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বেতনভোগী চাকর ও পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিল। যে সময়ে ইংরাজ ভারতবর্ষ জয় করিয়া রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যস্ত ছিল, সেই সময়েই ভারতীয় মুসলমানগণের হৃদয়ে নিজেদের দীনতা—হীনতা, ইংরাজ শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা একত্রিত হইয়া ইংরাজ রাষ্ট্র-শক্তির সহিত একটা বোঝাপড়া সংগ্রামের জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সাবেক শাসক জাতির ঐক্যবদ্ধ কর্মচেতনা সঞ্জীবিত হইয়া উঠা, নূতন রাষ্ট্রের জন্য অতিশয় আশঙ্কাজনক ব্যাপার ছিল। তাই মুসলিম জাতির আন্তরিক একতা, অবশিষ্ট

কর্মক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় চেতনাকে মিটাইয়া দিবার জন্য, সুচতুর ইংরাজ কয়েকজন নামকে ওয়াস্তে দুনিয়াদার আলেমকে নিজেদের কাজের সাথী করিয়া লইল। উহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল ইসমাঈল দেহলবী। ইংরাজদের নাপাক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই দুই জন এজেন্ট সারা ভারত বিশেষতঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তৎপর হইয়া উঠিল। একদিকে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী দৃশ্যতঃ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার শ্লোগান লাগাইয়া মুসলিম জাতির দৃষ্টি আসল উদ্দেশ্য ইংরাজ বিতাড়নের দিক হইতে ফিরাইয়া শিখেদের প্রতি লাগাইয়া দিল এবং অন্যদিকে ইসমাঈল দেহলবী সুপরিকল্পিতরূপে মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট করার জন্য নজ্‌দী ধর্ম্মকেই মনোনীত করিল—যে ধর্ম্ম আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশ ও আরবে মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট করিয়া বিরোধ, বিসম্বাদ ও চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

তদানীন্তনকালে উক্ত ফিৎনার সহিত যথাযথ মুকাবালা ও জেহাদ করার জন্য আকাবেরে ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নতের মধ্যে সর্বাগ্রেই ছিলেন মোজাহেদে ইসলাম, মোহাক্কেকে দওরান আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী রহ্‌মাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি। একদিকে তিনি নজ্‌দী-ইসমাঈলী প্রণীত পুস্তকগুলির চূড়ান্ত খণ্ডন করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিলেন, যাহা আজও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্য পথের আলোকবর্ত্তিকা স্বরূপ, অন্যদিকে তিনি সৈয়দ আহমদ রায় বরেলবীর ভ্রান্তিকর আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া মুসলমানদেরকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিলেন এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফৎওয়া প্রদান করিলেন। আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় আলেমগণ সেই ফৎওয়ায় দস্তখত করিলেন যাহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মুক্তি সংগ্রামের কারণ হইয়াছিল। আজাদীর যুদ্ধ চলাকালীন তিনি গেরেফ্‌তার হন এবং আন্দামান জেলে তাঁহার জীবনাবাসন হয়। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

ইহার পর অধিকাংশ ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নত বিশেষতঃ হযরত আল্লামা মওলানা ফযলে রসূল সাহেব বদাউনী, বেদিল সাহেব রামপুরী, আল্লামা শাহ আব্দুল কাদের সাহেব 'ফকীর' কাদেরী—প্রভৃতি মহামান্য আলেমগণ এই ফিৎনার বিরুদ্ধে বরাবর জেহাদ জারী রাখিলেন, যাহা ব্রিটিশ সাহায্য ও তাহাদের এজেন্টদের চেষ্টায় দিনের পর দিন মুসদলমানদের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল। তৎপরে চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভে এক মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আবির্ভূত হইলেন, যাহাকে সারা বিশ্ব **ইমামে আহ্‌লে সুন্নত, আযীমুল বরকত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলবী** নামে স্মরণ করে। যেভাবে তিনি জগতের বাতিল মযাহবগুলির বিশেষতঃ ওহাবী নজ্‌দী-দেওবন্দী ধর্মের বিরুদ্ধে স্বার্থক ও সফল লেখনী চালাইয়া খোদা ও রসূলের তওহীনকারীদেরকে চিহ্নিত করতঃ মুসলমানদের ঈমান ও এতেকাদ রক্ষা

করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এহেন খোদা রসূলের পরম প্রিয় পাত্র ও চরম পরার্থপর মহান ব্যক্তিকেও ওহাবী-দেওবন্দীরা কোনও প্রমাণ ব্যতিরেকে ও সম্পূর্ণ বিনা বিচারেই ইংরাজদের সহায়ক, সমর্থক ও শুভাকাঙ্খী বলিয়া প্রচার করে। তদ্রূপ বিনা বিচার ও প্রমাণেই গলা ফাটাইয়া ও গাল ফোলাইয়া ইংরাজদের এজেন্ট নিজেদের আলেমদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের হিরো বলিয়া ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে ওহাবী দেওবন্দীদের ইমামে রব্বাণী দুন্‌ইয়া ও আখেরাতের হাজত রওয়া মওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী সাহেবের লিখিত ও বহুল প্রচারিত একটি ফাৎওয়া— যাহা ১৩২৯ হিজরীতে (সম্ভবতঃ ১০ বৎসর পূর্বে) সমস্ত ওহাবী-দেওবন্দী মৌলবীদের মঞ্জুরী হাসিল করিবার জন্য, দেওবন্দী মৌলবীগণের প্রথম বাৎসরিক সম্মেলন মুতা-মিরুল আনসার মোরাদাবাদের অনুষ্ঠিত জলসায় পাঠ করা হইয়াছিল, মনযোগ সহকারে পাঠ করুন ও দেওবন্দীদের গোলামী মানসিকতার মাতম করুন।

ইসতিফ্‌তাহ

এই দেশ হিন্দুস্তান, যে দেশ শতাধিক বর্ষকাল খ্রীষ্টান শাসকদের অধিকার ভুক্ত রহিয়াছে; যাহাদের প্রজা হিসাবে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন—প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণ বাস করে—আমরা মুসলমানগণও এই রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করিতেছি। আমাদিগকে উক্ত শাসকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিৎ এবং হিন্দু, অন্যান্য প্রজা ও শাসকমণ্ডলীর সহিতই বা আমাদের কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

আল্‌জওয়াব

(১) পুরাকাল হইতে খ্রীষ্টানদের ধর্ম ও আইন এইরূপ যে, তাহারা কোনও ধর্ম ও মযহাবের সহিত বিরোধ ও শত্রুতা পোষণ করে না—কাহারও ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও করে না এবং নিজের প্রজাদেরকে সর্বপ্রকার শান্তি ও রক্ষণাবেক্ষণ পূর্বক পালন করে, সুতরাং মুসলমানদিগকে খ্রীষ্টানদের অধিকৃত এই হিন্দুস্তানে বসবাস করা ও তাহাদের প্রজা হওয়া দুরুস্ত আছে। অতএব যখন মক্কা মোয়ায্‌যমার মুশ্‌রিকগন মুসলমানদিগকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদিগকে হাবশায় পাঠাইয়া দিলেন, যে দেশ খ্রীষ্টানের অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা কেবল এইজন্য হইল যে, তাহারা কোনও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না।

(২) যখন মুসলমানগণ প্রজারূপে ভারতবর্ষে বসবাস করিল এবং শাসককুলের সহিত অঙ্গীকারবদ্ধ হইল যে, কোনও শাসক বা প্রজার ধন-প্রাণে হস্তক্ষেপ করিব না—হুকুম অমান্য করিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করিব না, তখন মুসলমানদেরকে নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কিংবা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করা কোনও প্রকারেই উচিৎ নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেইরূপ অঙ্গীকার বিরুদ্ধ কোনও খেয়ানৎ হিন্দু প্রভৃতি প্রজাদের সহিতও করা অনুচিত। মযহাবে ইসলামে অঙ্গীকার পালন করার ব্যাপারে যেরূপ তাগিদ আছে, অন্য কোনও ধর্মে সেইরূপ আছে কিনা সন্দেহ।

"ক্বালাল্লাহু তায়ালা উফূ বিল.আহ্‌দি ইন্নাল আহ্‌দা কানা মাস্‌উলা" অর্থাৎ—"অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।" অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় কঠিন নিষেধাজ্ঞা আছে, এবং কাহারও সহিত অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করায় (হাদীসে) বহু ধমক দেওয়া হইয়াছে।

"ক্বালা রসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাবী যালামা মুওয়াহ্দিান আওয়িন তাক্বাসাহু আউ কাল্লাকাহু কাউক্বা তাক্বতিহী আউ আখাযা মিন্‌হু শাইয়ান বিগাইরি তীবি নফ্‌সিন ফা আনকা হাজীজুহূ ইয়াউমাল ক্বিয়ামতি।" অর্থাৎ—"রসূলুল্লাহ নিজের সমূহ উম্মাতকে ফরমাইতেছেন—"যে ব্যক্তি অন্য কোনও মযহাবের মান্যকারীর সহিত অঙ্গীকার করিয়া জুলুম করে বা তাহার উপর কোনও দোষারোপ করে—বিনা কারণে তাহার নিন্দা করে অথবা তাহার উপর অধিক কষ্ট নিপতিত করে কিংবা তাহার বিনানুমতিতে তাহার সম্পদ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ক্বিয়ামতের দিন আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিব।"

রসূলুল্লাহ তাঁহার নায়েবগণকে সাধারণভাবে এই শিক্ষা দিতেন—"লা তাক্‌দারু" অর্থাৎ—"অঙ্গীকার ভঙ্গ করিও না।"

অন্য এক হাদীসের ইরশাদ এই যে, **"যিম্‌মাতুল মুসলিমীনা ওয়াহিদাতুন ইয়াস্‌ইয়া বিহা আদ্‌নাহুম কামান আহ্‌ফারা মুসলিমান যিম্‌মাতাহু ফা আলাইহি লায়ানাতুল্লাহি ওয়াল মালাইকাতি ওয়ান্নাসি আজমাঈন, লা ইয়াক্‌বলুল্লাহু ইয়াউমাল ক্বিয়ামাতি স্বরকান ওয়ালা আদলান।"** অর্থাৎ—মুসলমানদের জিম্মা ও অঙ্গীকার একই বস্তু। কোনও মুসলমান কোনও অমুসলমানের সহিত অঙ্গীকারবদ্ধ হইলে, সকল মুসলমানের তাহা পালন করা লাযেম হইবে। যদি অন্য কোনও মুসলমান সেই কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তা ও সমস্ত মুসলমানদের অভিসম্পাত, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সেই ব্যক্তির ফর্‌য কিংবা নফল কোনও ইবাদৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুল করিবেন না।"

(৩) এইরূপ কাহাকেও বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে হত্যা করা, সে মুসলমান হউক বা অমুসলমান—হারাম ও গুণাহ কবীরা (বড় অপরাধ)। "ক্বালাল্লাহু তায়ালা ওয়ালা তার্‌তুলুন্নাফ্‌ সাল্লাতী হার্‌রামাল্লাহু" অর্থাৎ—"যে প্রাণকে আল্লাহ্ তা'য়ালা হত্যা করা হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে নাহক হত্যা করিও না।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন—"মান ক্বাতালা মায়াহিদান বিগাইরি

কিনাতিন লাম ইয়ারা রাইহাতাল জান্নাতি।" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কাহারও সহিত অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে হত্যা করে, সে জান্নাতের গন্ধ পাইবে না।"

এইরূপ ফিক্বাহের সকল কিতাবেই এই প্রকারের মাসআলা ও রওয়ায়েতে ভরিয়া আছে। সুতরাং মুসলমানদিগকে তাহাদের অঙ্গীকারানুযায়ী শাসক গোষ্ঠীর তাবেদারী করা (যাহাতে কোন অপরাধ নাই) জরুরী—কোনও প্রকার বিদ্রোহ, বিরুদ্ধাচরণ, খেয়ানত ও মুক্বাবালা করা জায়েয নয়।

(৪) যদি কোনও জাতি মুসলমান হউক বা অমুসলমান হউক, অধিকৃত যে সকল দেশ আমাদের শাসককুলের অধিকার বহির্ভূত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ আমাদের শাসকদের সহিত মুক্বাবলা, আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহার সহযোগী হওয়া, সাহায্য করা আমাদের কখনও দূরস্ত নয়, কেননা ইহাও অঙ্গীকার বিরুদ্ধ। **"ক্বালাল্লাহু তায়ালা অয়াইনিস্‌ তানসূরুকুম্‌ ফিদ্দীনি ফা আলাইকুমুন্নাম্‌রু ইল্লা আলা ক্বাউমিম বাইনাহুম ওয়া বাইনাকুম মীসাক্ব।"** অর্থাৎ—"যদি আহ্‌লে ইসলাম (মুসলমান) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহা হইলে তোমাদের সাহায্য করা জরুরী। কিন্তু সেই জাতির বিষয়ে যাহার সহিত তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হইয়াছে। মতলব এই যে, যদি কোনও মুসলমানের তাহাদের সহিত মুক্বাবালা (যুদ্ধাদি) হয়, যাহাদের সহিত তোমাদের অঙ্গীকার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে মুসলমানের সহায়তা করিও না। অতএব মুসলমানদেরকে সর্বাবস্থায় নিজেদের অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করা উচিৎ— নিজেরা বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—বিরুদ্ধাচরণের সহায়তাও করিবে না। যদি উহার বিপরীত করে তাহা হইলে কঠিন গুণাহগার ও আযাবের অধিকারি হইবে।

ওয়াল্লাহু তা'য়ালা আ'লামু

কাতাবাহু রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (মাসিক পত্র 'সালেক' রাওলপিণ্ডির সৌজন্যে)

ওহাবী ধর্ম্ম ও তাহার মতবাদ

আরব হইতে যে ২০ খানি ওহাবী গ্রন্থ পাঞ্জাবের পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সেই গ্রন্থ সমূহের মতবাদ অবলম্বনকারীদিগকে বলা হয় **ওহাবী** এবং ইহাদের ধর্ম্ম হইতেছে ইসলাম বিরোধী স্বতন্ত্র—**"ওহাবী ধর্ম্ম"**। সেই ধর্ম্মের যে ২০ খানি গ্রন্থ ভারতে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে **"কিতাবুত্তৌহীদ"** অন্যতম। মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী উক্ত গ্রন্থের ভাষ্য এবং অনুকূল প্রতিপোষকরূপে উর্দ্দুভাষায় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহার নাম **"তাকবিয়াতুল ঈমান"**। উক্ত পুস্তকের উপর ভারতীয় ওহাবীদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। সুতরাং সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী নেহায়েৎ চতুরতার সহিত মোজাহেদ বাহিনীর একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রস্তুত করিয়া উক্ত পুস্তকের ব্যাপক প্রচার ও ওহাবীয়তের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য কায়েম করিবার দূরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আফগানিস্থান অভিযান করে। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ অনুগ্রহে ঈমান চোরদের চুরি ধরা পড়ে এবং আফগানী সিংহদের হাতে উহারা নিহত হয়।

ইহাদের অন্তঃকরণের কুহেলিকাময় স্বপ্ন উদ্বেলিত হইয়াছিল যে, যদি আফগানিস্থানে **"তাকবিয়াতুল ঈমান"** দ্বারা ওহাবীয়তের ব্যাপক প্রচার করিয়া আফগানী পাঠানদিগকে নিজেদের বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারা যায়, তাহা, একটি স্বাধীন রাজ্য আমাদের আয়ত্ত্বাধীন হইবে ও এই আফগানী সিংহদের সাহায্যে **"তাকবিয়াতুল ঈমান"** (ওহাবী মতবাদ) কে আপাততঃ সমগ্র ভারতবর্ষে পৌছাইয়া দিব এবং ভারত হইতে দ্বীন ইসলামের প্রদীপ চিরতরে নিভাইয়া ওহাবী ধর্মের ব্যাপক প্রচার করিয়া দিব। রব্বে করীম স্বয়ং দ্বীন ইসলামের রক্ষক, সুতরাং তাঁহার রহীমী ও করীমীতে প্রতারকদের প্রতারনা প্রকটিত হয় এবং আফগানী বীর জোয়ানদের হাতে ইহাদের মৃত্যু ঘটে।

ওহাবী মতবাদ—কতকগুলি ওহাবী পুস্তক হইতে ওহাবী ধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ মাত্র কয়েকটি এবারৎ নিম্নে পেশ করা হইল, কেননা সমূহ এবারৎ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে এক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক দরকার। সুতরাং বিশেষ বিশেষ এবারৎগুলি লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইল।

ওহাবী মতবাদ বা তাকবিয়াতুল ঈমানের ফরমান—

(১) প্রত্যেক সৃষ্টি, ছোট হউক কিংবা বড়, নবী হউক কিংবা গায়ের নবী, আল্লাহ্র শানের নিকট চামার অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট। (তাকবিয়াতুল ঈমান)

অথচ, হক তা'য়ালা ফরমাইতেছেন "ওয়াকানা ইন্দাল্লাহি ওয়াজীহা" ফরমাইতেছেন **"ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়া লিরাসূলিহী ওয়ালিল মু'মিনীন"** ভাবার্থঃ যে কেহ নবীকে খোদার সম্মুখে হীন জ্ঞান করে, সে স্বয়ং হীন ও চামার।

(২) যেমন প্রত্যেক কওম ও জাতির মধ্যে চৌধুরী ও গ্রামের মধ্যে জমিদার হয়, সেইরূপ প্রত্যেক পয়গম্বর নিজ নিজ উম্মতের সর্দার স্বরূপ। (তাকবিয়াতুল ঈমান)

গোনাহ্ (পাপ) কয়েক প্রকার, যেমন—শির্ক. কুফর, কবীরা, সগীরা ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এইগুলিরও দুইটি করিয়া ভাগ আছে। যেমন— ইচ্ছাকৃত ও ভুলবশতঃ। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামগণের অবস্থাও দুই প্রকার, যেমন—নবুয়ত প্রচারের পূর্বের অবস্থা এবং নবুয়ত প্রচারের পরের দিনগুলি। আম্বিয়ায়ে কেরামগণ শির্ক, কুফ্র, বিদাত, বদ আকীদা ও সমূহ জঘন্য কার্য্যাবলী হইতে ব্যক্যলিহী তায়ালা সর্বদাই মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁহারা নবুয়ত ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে কিংবা পরে কখনোও কোনও গোনাহ করেন নাই। তাঁহারা নবুয়ত প্রচারের পূর্বে কিংবা পরে, ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশতঃ কোন গোনাহ করেন নাই এবং বদ আকীদাও হন নাই। কেননা তাঁহারা "আরিফ বিল্লাহ" পয়দা হন। যেমন 'মাদারিজ' ও 'মাওয়াহিব' ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস্-

সালাম পয়দা হইয়াই দেখিলেন "সাকে আরশ" এর উপর অর্থাৎ আরশের কার্ণিসের উপর লেখা আছে **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লাহ"**। ইহার দ্বারা প্রমাণিত যে আদম আলাইহিস্ সালাম পয়দাইসী **'আরিফ বিল্লাহ'** ছিলেন। অধিকন্তু বিনা উস্তাদে যে শিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও প্রমাণিত। কেননা শিক্ষিত ছিলেন বলিয়াই আরশের কঙ্গুরার উপর লিখিত কলেমা শরীফ পড়িতে পারিয়াছিলেন। আবার হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পয়দা হইয়াই ফরমাইয়াছেন **"ইন্নি আবদুল্লাহে আতানিল কেতাবা ওয়া জায়ালানী নাবীয়া"** অর্থাৎ ঃ আমি হইতেছি আল্লাহ্র বান্দা, তিনি আমাকে কেতাব 'আতা' ফরমাইয়াছেন এবং নবী পয়দা করিয়াছেন। অধিকন্তু **"ওয়া আওসানী বিস্সালাওয়াতে ওয়ায্ যাকাতি মাদুমতু হাইয়্যাও ওয়া বার্‌রাম বিওয়ালিদাতী"** অর্থাৎ ঃ আমাকে নামায ও যাকাত এর নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং আমি স্বীয় জননীর প্রতি সদ্ব্যবহার করি। অতএব উক্ত আয়াত দ্বারাও জানিতে পারা যাইতেছে যে, হযরত মসীহ পয়দা হওয়া মাত্রই 'রব' এর রবুবিয়াত, স্বীয় নবুয়ত ও ইঞ্জিল আতা (প্রদত্ত) হইবার সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁহার পবিত্র শৈশবেই স্বীয় কাফের কওমের সমুখে তৌহীদের এমন অকাট্য হুজ্জত (প্রমাণ) স্থাপন করিয়াছিলেন যে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, উদয় ও অস্ত এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন ইত্যাদিকে উহাদের 'মখলুকীয়ত' এর (সৃষ্ট বস্তুর) দলীল ঘোষণা করিয়াছিলেন। নক্ষত্ররাজিকে দেখিয়া ফরমাইয়াছিলেন "হাজা রাব্বী" (ভাবার্থ) ঃ ঐগুলিই আমার 'রব'? এবং নক্ষত্রগুলিকে ডুবিতে দেখিয়া ফরমাইয়াছিলেন **'লা-উহিব্বুল আফিলীন'** অর্থাৎ ঃ ডুবনেওয়ালাকে আমি পছন্দ করি না। **(সুব্হান্ আল্লাহ্)** ইহা তো ছিল হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের শৈশব শরীফের পবিত্র বার্তালাপ।

আবার সৈয়েদুল আম্বিয়া আহমদে মুজতবা হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পয়দা হইয়াই সাজ্দাহ ফরমাইয়া উম্মতের শাফায়াত ফরমাইলেন। (মাদারিজ ও মাওয়াহিব) ইহা দ্বারাও জানা গেল যে, স্বীয় 'রব' কে, ও স্বয়ং নিজেকে, এবং স্বীয় যোগ্যতা ও মর্ত্তবা, অধিকন্তু উম্মতে মরহুমাকে জানিয়া শুনিয়া, চিনিয়া-পরিচিত হইয়াই হুযূর পয়দা হইয়াছিলেন। শৈশব শরীফে অন্যান্য শিশুগণ খেলিবার আমন্ত্রণ দেওয়ায় প্রত্যুত্তরে তিনি ফরমাইলেন "মাখুলিক্না লিহাজা" অর্থাৎ ঃ আমি এইজন্য সৃষ্ট হই নাই। রব তা'য়ালাও উহা সমর্থন ফরমাইলেন, যথা ঃ **"ওয়ামা খালাক্তুল জ্বিন্না ওয়াল ইন্সা ইল্লা লিইয়া'বুদুন।"** এতদ্ব্যতীত স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইতেছেন **"কুন্তু নাবীয়াউ ওয়া আদামো বায়নাল মায়ে ওয়াত্তীন।"** আমি সেই সময়ও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালাম পানী ও মাটির মধ্যে অবস্থিত ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তফসীরাত আহ্‌মদিয়ায় "লা ইয়ানালু আহ্‌দিয্ যালিমীন" এর তফসীর ফরমাইতেছেন **"আম্বাহুম য়্যাসুমুনা আনিল কুফ্‌রে কাবলাল ওহী ওয়া বায়দাহু বে আজমাইন"** অর্থাৎ ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম 'ওহী' অবতীর্ণ হইবার পূর্বে এবং পরে কুফ্‌র হইতে মাসুম (নিষ্পাপ)। সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বদাই 'গুণাহ' হইতে পাক। কিন্তু মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাহার পুস্তক **'তাকবিয়াতুল ঈমান'** এর মধ্যে লিখিয়াছে যে, "যেমন প্রত্যেক কওমের মধ্যে চৌধুরী ও গ্রামের মধ্যে জমিদার থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক পয়গম্বর নিজ নিজ উম্মতের মধ্যে সর্দার স্বরূপ"।

ধিক, শত ধিক! ওহাবী ধর্ম ও মতবাদের উপর এবং এইরূপ জঘন্য আকীদা পোষণকারীদের উপর, কেননা প্রত্যেক কওম বলিতে তো ডোম, চামার, কাফের, মুশরিক ইত্যাদি অনেককেই বুঝায় এবং গ্রামের জমিদার তো কাফের, মুশরিক, সারাবী, জুয়াড়ী, চুগলখোর, লম্পট ইত্যাদিও হইতে পারে। এই সমূহ বিবেচনাকে উঁচু তাকের উপর রাখিয়া আম্বিয়ায়ে কেরামের সহিত গ্রামের জমিদার ও কওমের চৌধুরীর সহিত তুলনা করা নেহায়েৎ আহম্মকি, গুমরাহী, মূর্খামি ও বেদ্বীনী ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

এতদ্ব্যতীত মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাহার উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ—

(৩) "আল্লাহ্'র শান বহুত বড়, তাঁহার সম্মুখে সমূহ আম্বিয়া ও আউলিয়া অপদার্থের কণিকা হইতেও তুচ্ছ।" (তাকবিয়াতুল ঈমান), অথচ, এইমাত্রই আলোচনা হইল যে, রব তায়ালা ফরমাইতেছেন "যে কেহ নবীকে খোদার সম্মুখে হীন জ্ঞান করে, সে স্বয়ং হীন।"

(৪) "মানুষ পরস্পর নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই, এবং যিনি বড় বুজুর্গ তিনি বড় ভাই। অতএব বড় ভাইয়েরই মত তাহার সম্মান করা উচিৎ।" (তাক....ঈমান)

(৫) "আল্লাহ্'র যত বান্দা আছেন সবই মানুষ, এবং বান্দা নাচার আমাদের ভাই।"

(৬) "হুযুর রসূলে করীমকেও ভাই বলা জায়েজ, কেননা তিনিও মানুষ।'

বলা বাহুল্য, এই স্থানে **'বড় বুজুর্গ'** দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরামকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করা হারামের অন্তর্গত এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাধারণ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করাও হারাম এবং তাচ্ছিল্য সহকারে হইলে কুফ্‌র। (কুরআন করীম)।

অতএব হুযুরকে ইয়া রসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ বলিয়া সম্বোধন করা অত্যাবশ্যক। রব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন **"আন্ নবীইয়ো আউলা বিল মুমেনীনা মিন আন্‌ফুসিহিম ওয়া আজ্‌ওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম"** (কুরআন, পারা-২১, সূরা-আহ্‌জাব)

অর্থাৎ ঃ মোমেনীনগণের জন্য নবী হইতেছেন তাঁহাদের জীবন অপেক্ষাও অধিক নিকট, এবং নবী'র বিবিগণ হইতেছেন মোমেনীনগণের মাতা।

সুতরাং উক্ত আয়েতে করীমার আলোকে নবী'র বিবিগণ যখন মোমেনীনের মাতা হইলেন, তখন উক্ত আয়েতের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আপাততঃ হুযূরকে পিতা বলা

যাইতে পারিত কিন্তু হুযূর পরিস্কারভাবে ফরমাইয়াছেন **"আইয়োকুম মিস্‌লী"** (তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে?) (হাদীস শরীফ)

অধিকন্তু রব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন **"মাকানা মোহাম্মদুন আবা আহাদীম্ মের্‌রেজালে-কুম ওয়ালা কির্‌রাসূলাল্লাহে ওয়া খাতেমান নবীঈন"** অর্থাৎ ঃ মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনও পুরুষের পিতা নহেন, তিনি হইতেছেন আল্লাহ্'র রসূল এবং সর্বশেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। অতএব হুযূরকে বাপ বলিয়া সম্বোধন করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আদম ও সমূহ আদম সন্তানগণের সর্দার বলিয়া সম্বোধন করিতে বলিত, মনে হয় উত্তম হইত। কেননা হুযূর স্বয়ং ফরমাইয়াছেন, **"আনা সৈয়দু ওলদে আদম"** অর্থাৎ—আমি হইতেছি আদম সন্তানগণের সর্দার।

যদি কোন বাদশাহ স্বীয় প্রজাদের মন জয় নিমিত্ত বিনয় সহকারে নিজ প্রজাদিগকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহা হইলে কি সেই বাদশাহের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রজারাও কি তাঁহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিবে? এবং ইহাই কি সভ্যতার পরিচায়ক হইবে? আবার যদি কেহ সেই বাদশাহের ভক্তিভাজন হেতু তাঁহাকে বড় ভাই কিংবা সাধারণ সর্দার বলিয়া সম্বোধন করে, তাহাতে কি বাদশাহ সালামত সন্তুষ্ট হইবেন? কিংবা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কি এইরূপ বাক্য পছন্দ করিবেন? কোন সভ্য ব্যক্তিই এইরূপ বাক্য পছন্দ করিবেন না। অতএব হুযূরকে বড় ভাই কিংবা সাধারণ সর্দারের ন্যায় সম্বোধন করা কখনো উচিত ও সঙ্গত নহে। বরং তাঁহাকে সর্বদাই ইয়া রসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ প্রভৃতি উচ্চ আলকাবে সম্বোধন করা অত্যাবশ্যক, কেননা সাহাবায়ে কেরাম রিজ্‌ওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজ্‌মাইনগণও সর্বদাই হুযূরকে 'ইয়া রসূলুল্লাহ' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। তাঁহারা কখনোও হুযূরকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন নাই।

হুযূর আলাইহিস্ সালাতো ওয়াস্‌সালামের নূর, সর্ব্ব সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট হওয়া এবং তাঁহার সৃষ্টি যদি ইলাহীকে মঞ্জুর না হইত, তাহা হইলে না আদম হইতেন, আর না জমিন ও আসমান হইত। আবার তাঁহার উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া; তিনি আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত নূর, রসূল ও হাবীব ঘোষিত হওয়া, শবে মেয়েরাজ শরীফে বোরাকে আরোহণ পূর্ব্বক মক্কা হইতে বায়তুল মুকাদ্দসে গমন করতঃ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের ইমাম হওয়া; সেখান হইতে আসমানের উপর যাওয়া, সর্বোপরি আর্‌শে মোয়াল্লার উপর যাইয়া খোদার সহিত **'হামকালাম'** (কথা) হওয়া, নামায ও রোযার তখফীফ (কম) করা; জান্নাত, দোজখ্ ও আসমানগুলির পরিভ্রমণ করতঃ সমূহ **'আজায়েবাত'** পরিদর্শন করা; সাকে আরশের (আরশের কঙ্গুরায়) উপর সমূহ আসমানে, জান্নাতী মহল সমূহের জানালাগুলিতে, হুরগনের বক্ষের উপর, তূবা বৃক্ষের পাতার উপর, সমূহ জান্নাতী বৃক্ষের

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাতায় পাতায়, ফেরেশ্‌তাগনের চক্ষে ও আবরের উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মোবারক লিখিত থাকা ইত্যাদি সিফাতগুলি তিনি ব্যতীত কাহার জন্য প্রদত্ত? অধিকন্তু তাহার শানে আতহারের উপর **"ওয়া রাফায়না লাকা জিকরাক"** অবতীর্ণ হওয়া, কলেমায়ে তৈয়ব, আজান, একামৎ ও নামাযের মধ্যে তাঁহার নাম উচ্চারিত হওয়া, তাঁহার হাতের উপর বয়েত হইলে স্বয়ং খোদার হাতে বয়েত ঘোষিত হওয়া, তাঁহার হস্ত নিক্ষিপ্ত কাঁকরগুলি স্বয়ং খোদা তায়ালার নিক্ষিপ্ত ঘোষিত হওয়া। মোকাব্‌রব ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার সহিত 'হামরেকাব' হইয়া কুফ্‌ফারদিগকে হত্যা করা, কিয়ামতের দিন দরবারে ইলাহীতে পৌছিয়া সর্ব্বাগ্রে গোণাহ্‌গারদের শাফায়ৎ করা, সর্বপ্রথমে তাঁহার শাফায়ৎ কবুল হওয়া, এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে মাকামে মাহ্‌মুদ প্রদান করা, লিওয়ায়ে হাম্‌দ তাঁহার হস্তে হওয়া, সমূহ আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁহারই পতাকাতলে সমবেত হওয়া, জান্নাতগুলির চাবি তাঁহারই হস্তে হওয়া এবং সর্ব্বপ্রথমে তিনি ও তাঁহার উম্মতগণ জান্নাতে দাখিল হওয়া ইত্যাদি সমূহ "আউ্‌সাফ হামিদাহ্‌" এর মধ্যে কি কোন একটি সিফাতও এই **'তাকবিয়াতুল ঈমান'** প্রণেতার মধ্যে কিংবা ঐ ওহাবী মতাবলম্বীদের কাহারোও মধ্যে রহিয়াছে? যদি নাই এবং অবশ্যই নাই তাহা হইলে ছোট মুখে বড় বুলি আউড়াইয়া চরম বে-আদবী ও আহম্মকির পরিচয় দেওয়া ব্যতীত ইসমাঈল দেহলবীর অন্য কিছু লাভ হইয়াছে কি?

(৭) হিন্দুস্থানী ওহাবীদের উক্ত বুনিয়াদী পুস্তকের মধ্যে ইহাও লেখা আছে যে—

"প্রত্যেক মানুষের যেরূপ প্রশংসা করা হয়, রসূলের প্রশংসাও সেইরূপ কর, বরং উহাতেও এখতেসার (কম) কর।" (তাকবিয়াতুল ঈমান)

অথচ এইমাত্রই রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ নিদর্শন বর্ণিত হইল এবং এই কিঞ্চিৎ আলোচনার মাধ্যমে হুযূরের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইল, তাহার মধ্যে কি কোন একটি বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে আছে? কিংবা কোনও মানুষের মধ্যে কি এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়—যে হুযূরের প্রশংসাও সাধারণ মানুষেরই মত করা হইবে?

একবার এই মৌলবী ইসমাঈল পন্থী কোন পথভ্রষ্ট ওহাবী উক্ত **"তাকবিয়াতুল ঈমান"** নামক পুস্তকের প্রশংসা করতঃ হুযূর রসূলে করীম আলাইহিত্ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীমের সহিত বরাবরীর দাবী করে এবং প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের আয়েত পেশ করে যে, কুরআনের মধ্যে **"ইন্নামা আনা বাশ্‌রুম মিস্‌লুকুম"** এর আয়েত সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, তিনি আমাদেরই মত মানুষ। হুযূর মুসলমানদিগকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ইহাও হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণিত। সুতরাং তিনিও আমাদেরই সমতুল্য।

উক্ত ওহাবীর এইরূপ জঘন্য প্রশ্নের জওয়াবে আল্লামা রামপুরী যখন বাদশাহ ও

প্রজার সেই পূর্ব বর্ণিত উদাহরণগুলি পেশ করিলেন এবং আয়েতে কুরআনীর সম্বন্ধে যখন হুযূরের হাদীসটি পেশ করিলেন, অর্থাৎ ঃ **"আমি হইতেছি সমূহ আদম সন্তানগণের সর্দার।"** তখন সেই ওহাবী ব্যক্তিটি বলিতে লাগিল যে, আখের একদিক হইতেও তো বরাবরীর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে? অতঃপর আল্লামা রামপুরী বলিলেন, যদি কুরআনের আভিধানিক অর্থ লইয়া হুযূরের সহিত তোমরা বরাবরীর দাবী পোষণ কর, তাহা হইলে কুরআনের মধ্যে ইহাও তো আছে যে **"ওমা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদে ওয়ালা ত্বায়িরীহঁ উয়্‌তিরু বিজানা হায়্‌হি ইল্লা উমামুন আম্‌সালুকুম"** অর্থাৎঃ জমিনের উপর যাহারা চলিয়া বেড়ায় এবং যাহারা দুইখানি পাখার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়, উহারা তোমাদের মতই উম্মত। (অর্থাৎ তোমাদেরই মত) অতএব জগতে যত চরিন্দ ও পরিন্দ (ভুচর খেচর আছে আল্লাহ্‌র ফরমান অনুযায়ী সকলেই হুযূরের উম্মত এবং তোমাদেরই মত। অর্থাৎ ঃ তোমরা যেমনভাবে **"ইন্নামা আনা বাশ্‌রুম মিস্‌লুকুম"** এর অভিধানিক অর্থ লইয়া হুযূরের সহিত বরাবরীর দাবি পোষণ কর, তেমনই ভাবে যদি উক্ত আয়েতে করীমার অভিধানিক অর্থ অনুযায়ী তোমাদিগকে কুকুর, শৃগাল, শুয়োর, বিড়াল, চিল, শুকুন ও দাঁড়কাক ইত্যাদির সমতূল্য বলা যায়, তাহা হইলে কি তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া লইবে? কেননা এইগুলি তো চরিন্দ ও পরিন্দের মধ্যে গণ্য হইয়া হুযূরের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। ওহাবী ব্যক্তিটি নিরুত্তর হইয়া গেল।

যাহাই হউক হক তা'য়ালা তাঁহার রসূল সম্বন্ধে ফরমাইতেছেন, **"অতুয়ায্‌যিরূহু-অতুয়াক্কিরূহু"** অর্থাৎ ঃ খোদার রসূলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ কর। (কুরআন)

এতদ্ব্যতীত উক্ত 'তাকবিয়াতুল ঈমানের'র মধ্যে আরও লিখিয়াছে যেঃ—

(৮) "আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে রসূলের মত হাজার লক্ষ মোহাম্মদ সৃষ্টি করিতে পারেন।" (তাকবিয়াতুল ঈমান)

কিন্তু কুরআনের ফরমান অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের ইহার প্রতি ঈমান থাকা অত্যাবশ্যক যে, **হুযূর হইতেছেন সর্বশেষ নবী, তাঁহার পর কোনও নূতন 'নবী' কখনোও আবির্ভূত হইবেন না।** কেননা স্বয়ং 'বারী তা'য়ালা'ই যখন হুযূরকে **"খাতামুন নবীঈন"** ফরমাইয়া দিয়াছেন তখন আর অন্য 'খাতাম' কখনোও সৃষ্টি করিবেন না। (কুরআন)

৯) "গায়েবের বিষয় দরয়াফ্‌ত করা এবং যখন ইচ্ছা জানিয়া লওয়া, ইহা আল্লাহ্‌ সাহেবেরই শান।" (তাকবিয়াতুল ঈমান)

উক্ত এবারৎ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সর্ব দ্রষ্টা ও সর্ব জ্ঞাতা নহেন। কিংবা তাঁহার সর্বসময়ের ইল্‌মগায়েব থাকে না, যখন ইচ্ছা করিয়া থাকেন তখনই অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, ইচ্ছা না করিলে সবকিছুই পুশীদা থাকে। কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

এইরূপ আকীদা কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা হইতেছেন **"আলিমুল গায়েব"** এবং **"আলিমুল গায়্বে ওয়াশ্ শাহাদাহও"** তিনি সর্বদাই সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। কণিকাতুল্যও বস্তু কখনোও তাঁহার নিকট পুশীদা নাই, ছিল না এবং থাকিবেও না। আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরমাইতেছেন **"ইন্নি আয়লামু গায়্বাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্দি ওয়া আয়লামু মা তুব্দুনা ওমা কুনতুম তাকতুমুনা"** অর্থাৎ ঃ অবশ্যই আমি জ্ঞাত আসমান ও জমিনের সমূহ গায়েব বিষয় ও বস্তুর এবং আরও জ্ঞাত আছি যাহা তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে করিয়া থাক। (কুরআন)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতঃ উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ঃ—

(১০) "কায়েস ইবনে সায়দ এঁর নিকট হুযূর ফরমাইয়াছেন যে, **আরায়াইতা লাউ মারার্তা বেকব্রী আকুন্তা তাস্জুদু লাহু ফাকুল্তু লা ফাকালা লা তাফ্য়ালু"** অর্থাৎ ঃ আমিও একদিন মরিয়া মাটির সহিত মিলিত হইব। (তাকবিয়াতুল ঈমান)

উক্ত রওয়ায়েতের অর্থ সম্পূর্ণ গলত বয়ান করিয়াছে এবং উহার ভাবার্থও একেবারে ভ্রান্তি-মূলক বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং হুযূরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর আশ্রয় কোথায় তাহা হুযূরেরই হাদীস এর মধ্যে দেখুন। যথা ঃ—

"যে কেহ ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে তাহার ঠিকানা জাহান্নামেই বানাইয়া লইয়াছে।" (বুখারী শরীফ)

যাহাই হউক হায়াতে নবীর উপর দলীলসহ বিস্তারিতভাবে এ পুস্তকের প্রারম্ভেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, আম্বিয়ায়ে কারামগণ কখনো-ও মরেন নাই। তাঁহারা (নিজ নিজ করবে) জীবিত আছেন। অধিকন্তু তাঁহারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে রিযক্ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা (নিজ নিজ কবরে) নামায পাঠ করিয়া থাকেন।

'তাকবিয়াতুল ঈমানে' উদ্ধৃত উক্ত রওয়ায়েতের প্রকৃত ভাবার্থ হইতেছে ঃ—

"বল, আমার কবরের সম্মুখ হইতে যদি কখনোও যাইয়া থাক, তাহা হইলে কি উহাকে (অর্থাৎ ঃ কবরকে) সাজদাহ করিবে? প্রত্যুত্তরে রাবী বলিলেন, না। অতঃপর হুযূর ফরমাইলেন, না, করিও না।" ইহাই হইল উক্ত রওয়াতের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু বিপথগামী ওহাবী ইসমাঈল দেহলবী উহার মন গড়া অর্থ লিখিয়া মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত উক্ত পুস্তকের মধ্যে লিখিয়াছে যে ঃ—

(১১) "যাঁহার নাম মোহাম্মদ কিংবা আলী, তাঁহাদের কোনও অধিকার নাই।"

(১২) "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহকে শাফায়ৎকারী জ্ঞান করে, সে মুশ্রিক।"

(১৩) "যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর প্রতি খোদা প্রদত্ত ইল্ম্ গায়েব স্বীকার করে, সে মুশ্রিক।"

(১৪) "যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর মাযার যিয়ারতকালীন সময়ে অকথ্য বার্তালাপ হইতে পরহেয করে, সে মুশ্রিক।"

(১৫) "যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর কূপের পানীকে তাবারুরুক জ্ঞান করিয়া আনে, সে মুশ্রিক।"

(১৬) "বিপদকালে যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীকে ডাকে, সে মুশ্রিক।"

(১৭) "যে ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, সে মুশ্রিক।"

(১৮) "যে ব্যক্তি তাঁহাদের মানসিক করে, সে মুশরিক।"

(১৯) "যে ব্যক্তি তাহাদের নেয়ায, ফাতেহা ইত্যাদি করে, সে **মুশ্রিক**।"

(২০) "যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর দোহাই দেয়, সে **মুশ্রিক**।'

(২১) "যে ব্যক্তি কোন নবী ওলীর তাজীমের জন্য হাত বাঁধিয়া দাঁড়ায়, সে মুশ্রিক।"

(২২) "যে ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কোন নবী ও ওলীর বাড়ীতে কিংবা মাযারে যাইবার জন্য নীয়ত (অর্থাৎ ঃ এরাদা) করিয়া যাত্রা শুরু করে, সে মুশ্রিক।"

(২৩) "যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্রের নাম আব্দুন নবী, আলী বখ্শ, হুসাইন বখ্শ, পীর বখ্শ, গোলাম মহিউদ্দিন, গোলাম মুঈনুদ্দিন ইত্যাদি রাখে, সে মুশ্রিক।"

(২৪) "যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর কবরের উপর গেলাফ (চাদর) দেয় ও সেখানে বাতি দেয়, সে মুশ্রিক।"

(২৫) "যে ব্যক্তি কোন রওযা হইতে ফিরিবার সময় পিঠ না দেখাইয়া ভক্তি সহকারে পিছনের দিকে হাঁটে, সে মুশ্রিক এবং যে ব্যক্তি তথায় কাহাকেও পানী পান করায়, সে মুশ্রিক। যে ব্যক্তি তথায় নামাযীগণের ওজু ও গোসলের জন্য জিনিসপত্র ঠিক করে, সে মুশ্রিক।" (তাকবিয়াতুল ঈমান)

মুসলিম জনগণের প্রতি অযথা মুশ্রিকের ফাৎওয়া আরোপ করিয়া মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী (শুধু ইহাতেই) ক্ষ্যান্ত নহে বরং তিনি তাঁহার উক্ত পুস্তকের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া আরোপ করিতেও কসুর করে নাই। যেমন সে তার উক্ত পুস্তকেই লিখিয়াছে যে—

(২৬) "যে ব্যক্তি ইয়া রসূলুল্লাহ বলে সে কাফের। যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ করে সে কাফের। যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফে কেয়াম করে সে কাফের। যে ব্যক্তি নবী বখ্শ নাম রাখে সে কাফের। যে ব্যক্তি বিবাহে সেহরা বাঁধে সে কাফের। যে ব্যক্তি ফাতেহা ইয়াজ দাহুম (অর্থাৎ ঃ গ্যারোঁবী) শরীফ পালন করে সে কাফের। যে ব্যক্তি শবেবরাত এর হালুয়া ভক্ষণ করে সে কাফের। যে ব্যক্তি ঈদের দিনে শিমুই রন্ধন করে সে কাফের। যাহারা ঈদের নামাযের পর গলায় গলায় মিলে তাহারা কাফের। যাহারা মোসাফাহ করে তাহারা কাফের। যে ব্যক্তি কবরে শজরা দেয় সে কাফের। মৃত ব্যক্তির তীজা, দশ ওয়াঁ, বীস ওয়াঁ, চালীস ওয়াঁ, ছয় মাসী, বরসী ও উরস্ পালনকারী কাফের। কোন কবর যিয়ারত

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিমিত্ত ভ্রমণকারী কাফের। শাহ আব্দুল হক এর নেয়ায, শাহ বু'আলী কলন্দরের স্যেমনী প্রস্তুতকারী এবং নামাযে গাওসীয়া পাঠকারী কাফের। যাহারা স্ত্রীলোকদের অতিরিক্ত মোহরাণা ধার্য্য করে তাহারা কফের। রমযানুল মোবারকের শেষে আলবিদার খোত্বা পাঠকারী কাফের। ইত্যাদি এত কিছু লিখিয়াও সন্তুষ্ট নহে, সুতরাং পুনরায় লিখিতেছে ঃ—

(২৭) "কোনও আম্বিয়া, আউলিয়া এমাম ও শহীদের প্রতি কদাচও এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করা উচিৎ নহে যে, তাঁহারা গায়েব জানিতেন। পয়গম্বরের প্রতিও এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা তাঁহার প্রশংসার জন্যও এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করা অনুচিত।"

(২৮) "যদি কেহ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে যে, পয়গম্বরে খোদা, অথবা কোন এমাম, কিংবা কোন বুজুর্গ ব্যক্তি ইল্ম্ গায়েব জানিতেন, কেবলমাত্র শরীয়তের আদবের জন্য উহা প্রকাশ করিতেন না। এইরূপ বাক্য উচ্চারণকারী বড়ই মিথ্যাবাদী, কেননা গায়েবের বিষয়গুলি কেবলমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।"

(২৯) "যদি কেহ এইরূপ দাবি পোষণ করে যে, আমি এমনই বিদ্যা জানি, যাহার সাহায্যে যখন ইচ্ছা গায়েবের সংবাদ জানিয়া লইতে পারি এবং ভবিষ্যতে কি হইবে উহা জানিয়া লওয়া আমার সহজসাধ্য। এইরূপ দাবিদার ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, কেননা খোদায়ী দাওয়া করিতেছে। বরং যদি কেহ কোন নবী, ওলী, জিন, ফেরেস্তা, এমাম, এমামজাদা, পীর, শহীদ, নজজুমী, রম্মাল, জফ্ফার ফাল দর্শনকারী কিংবা ভূত ও পরী ইত্যাদির প্রতিও এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মুশ্রিক হইয়া যায়!"

(৩০) "এবং এই বিষয়ে (অর্থাৎ : গায়েব সম্পর্কীয় ব্যাপারে) আম্বিয়া, আউলিয়া, জ্বিন, শয়তান, ভূত ও পরী ইত্যাদির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।"

(৩১) "যদি কেহ দূর দেশ হইতে কাহাকেও স্মরণ করে কিংবা উঠিতে বসিতে কাহারও নাম লইয়া থাকে, অথবা কাহারও চেহারার ধ্যান করে, কিংবা এইরূপ ধারণা পোষণ করে যে, আমি যখনই তাঁহার নাম লইয়া থাকি (অন্তরে হউক কিংবা মুখে) কিংবা তাঁহার চেহরা, অথবা তাঁহার কবরের স্মরণ করি, তখনই তিনি জানিতে পারেন। অথবা তিনি আমার কোনও বিষয়ে অজ্ঞাত নহেন, যেমন—অসুখ, ব্যারাম, সুখ-দুখ, অভাব-অনটন, জীবন-মরণ ইত্যাদি সবকিছুই তিনি জ্ঞাত থাকেন এবং আমার মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলি শুনিতে পান। বরং আমার অন্তকরণে যাহা কিছু উদ্ভব হইয়া থাকে তাহাও জানিতে পারেন। ইত্যাদি এইরূপ আকীদা পোষণকারী মুশ্রিক পরিণত হইয়া যায় এবং এই সমূহ বাক্যগুলি শির্ক। এইরূপ আকীদা আম্বিয়া, আউলিয়া, পীর, শহীদ, ভূত ও পরীর প্রতি স্থাপন করুক না কেন, উহা শির্কের অন্তর্গত। অধিকন্তু যদি এইরূপও ধারণা হয় যে, তিনি তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা কিংবা আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্মের দ্বারা জানিতে পারেন, সর্ববিষয়েই শির্ক প্রমাণিত হইয়া থাকে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩২) "আল্লাহ্ পয়গম্বরকে ফরমাইয়াছেন যে, লোকেদেরকে বলিয়া দাও, গায়েবের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানে না। না ফেরেস্তা জানে, আর না মানুষ ও জ্বিন। আর না অন্য কেহ জানে। মোট কথা গায়েবের বিষয়ে জানিয়া লওয়া কাহারোও অধিকারে নাই।"

(৩৩) "তাঁহার (অর্থাৎ ঃ রসূলের) এমনও কোন বড়াই নাই যে, আল্লাহ্ গায়েবদানী তাঁহার আয়ত্ত্বাধীন করিয়া দিয়াছেন এবং উহার সাহায্যে তিনি ইচ্ছানুযায়ী যাহার তাহার অন্তরের কথা জানিয়া লইবেন। কিংবা যেই গায়েব সম্বন্ধে যখন দরকার তখনই তাহা জানিয়া লইবেন। যেমন—অমুক ব্যক্তি জীবিত আছে কি মরিয়া গিয়াছে কিংবা কোন্ শহরে রহিয়াছে? অথবা ভবিষ্যতে কি হইবে উহা জ্ঞাত হওয়া কিংবা অমুক ব্যক্তির বাড়ীতে সন্তান হইবে কি না? কিংবা যুদ্ধের ভাবী ফল ও ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি এইরূপ সমস্ত ব্যাপারে সকলেই-সমান। বান্দা ছোট হউক অথবা বড় সকলেই বে-খবর (অজ্ঞাত) ও নাদান।"

(৩৪) "তখন তিনি (অর্থাৎ ঃ রসূলুল্লাহ) বলিয়া দিলেন যে, আমার নাতো কোন কুদরত আছে, আর না গায়েব দানী। আমার গায়েব দানীর পরিস্থিতি তো এই যে, স্বয়ং নিজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধেও নিজেই জ্ঞাত নহি, অন্যের কি করিতে পারি। যদি কোন গায়েবদানী আমার আয়ত্ত্বাধীনে থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেকটি কার্য্যের ভাবী ফল আগেই জানিয়া লইতাম। যাহা ভাল তাহাই করিতাম এবং যাহা মন্দ তাহা করিতাম না। অতএব কোনও কুদ্রত কিংবা গায়েবদানী আমার নাই, আর না কোন খোদাই দাওয়া রহিয়াছে। বরং আমার শুধুমাত্র পয়গম্বরীই দাবি।

(৩৫) "যাহা আল্লাহ্রই শান উহাতে কাহারও অধিকার নাই। সুতরাং আল্লাহ্র শানের সহিত কাহাকেও অংশীদার করিও না। তিনি যতই বড় হউন কিংবা যতই নৈকট্য লাভ করুন তথাপিও বলিও না যে, আল্লাহ্ ও রসূল চাহেন তো অমুক কার্য্য হইয়া যাইবে। কেননা আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই সমূহ কার্য্য হইয়া থাকে, রসূলের চাওয়ায় কিছুই হইবার নহে। যদি কেহ এইরূপ প্রশ্ন করে যে, অমুকের মনের মধ্যে কি আছে কিংবা অমুক বৃক্ষে কত পাতা রহিয়াছে অথবা আকাশে কতগুলি নক্ষত্র আছে? এইরূপ প্রশ্নের জওয়াবে কদাচও এইরূপ বলিও না যে, আল্লাহ্ ও রসূল জানেন। কেননা গায়েবের বিষয় আল্লাহ্ই জানেন। রসূল কি জানেন? (তাকবিয়াতুল ঈমান)

'তাকবিয়াতুল ঈমানের' মধ্যে মুসলমানগণের উপর অযথা মুশ্রিক ও কাফেরের যে সকল ফাৎওয়া আরোপ করা হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক জওয়াব দিতে গেলে পুস্তকের কলেবর নেহায়েৎ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সমূহ ফাৎওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটি মোটামুটি জওয়াব নিম্নে পেশ করা হইল। আশা করি পরওয়ারদেগারে আলমের অশেষ করুণায় ইহাই ঈমানদার ব্যক্তিগণের জন্য যথেষ্ট হইবে।

রব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন **"ওয়া আল্লামা আদামাল্ আস্মাআ কুল্লাহা সুম্মা**

আরাদা হুম আলাল মালায়েকাতি' অর্থাৎ ঃ এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা আদমকে সমূহ বস্তুর নাম শিখাইয়া দিলেন। আবার সমূহ বস্তু মালায়েকার উপর পেশ করিলেন। 'তফসীর মাদারেক' এ উক্ত আয়েত সম্পর্কে বর্ণিত আছে (বঙ্গার্থ) ঃ "হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সমূহ বস্তুর নাম শিখাইবার মানে, রব তা'য়ালা তাঁহাকে সেই সমূহ বস্তু দেখাইয়া দিলেন, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন যে, ইহার নাম অশ্ব, ইহার নাম উষ্ট্র ও ইহার নাম অমুক। হযরত ইবনে আব্বাস হইতে মরবী বর্ণিত) আছে যে, তাঁহাকে প্রত্যেক বস্তুর নাম এমনকি পেয়ালা ও অঞ্জলী পর্যন্তও শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।" তফসীর খাজেন'এ উক্ত আয়েত সম্পর্কে উল্লিখত মযমুনও রহিয়াছে, অধিকন্তু আরও বর্ণিত আছে যে (বঙ্গার্থ) ঃ "হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সমূহ ফেরেশ্তার নাম জ্ঞাত করাইয়াছেন, তাঁহার সমূহ আওলাদের নামও শিখাইয়াছেন এবং তাঁহাকে সমূহ জবান (ভাষা) শিক্ষা দান করিয়াছেন।"

"তফসীর কবীর" এ উক্ত আয়েত সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, (বঙ্গার্থ) "হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সমূহ বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতি শিখাইয়া দিলেন এবং ইহাও খ্যাত আছে যে, সৃষ্টির কারণ ও সৃজিত জীবের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাও শিক্ষা প্রদান করিলেন। যাহা আওলাদে আদম আজ উচ্চারণ করিতেছেন, অর্থাৎ ঃ আরবী, উর্দ্দু, রুশী ইত্যাদি সমূহ ভাষা শিক্ষা দান করিলেন।"

"তফসীর রূহুল বয়ান" এ উক্ত আয়েত সম্বন্ধে রহিয়াছে (বঙ্গার্থ) ঃ "হযরত আদমকে সমূহ বস্তুর পরিস্থিতি জ্ঞাত করাইলেন এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু দ্বীনী ও দুনিয়াবী উপকার ও অপকার রহিয়াছে তাহাও পরিজ্ঞাত করাইলেন এবং তাঁহাকে সমূহ ফেরেশ্তার নাম, তাঁহার সমূহ আওলাদের নাম, সমূহ প্রাণী ও জড় পদার্থের নাম জ্ঞাত করাইলেন এবং প্রত্যেক বস্তুর উৎপাদন সম্পর্কে জ্ঞাত করাইলেন। প্রত্যেক শহর ও গ্রামের নাম, পক্ষীগুলি ও বৃক্ষসমূহের নাম, যাহা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং যাহা সৃষ্টি হইবে সেই সমূহের নাম। অর্থাৎ ঃ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিবেন সেইগুলির নাম এবং খাদ্য এবং পানীয় সমূহ দ্রব্যের নাম, জান্নাতের সমূহ নেয়ামতের নাম, এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক বস্তুর নাম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, **হযরত আদম কে সাত লক্ষ ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে।**"

উক্ত তফসীরগুলির দ্বারা এতখানি জানিতে পারা গেল যে, **"মাকানা ওমায়্যাকুন"** এর সমূহ বিদ্যা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে প্রদান করা হইয়াছিল। সমূহ ভাষা এবং প্রত্যেকটি বস্তুর উপকারিতা ও অপকারিতা, প্রস্তুত প্রণালী ও যন্ত্রাদির ব্যবহার জ্ঞান ইত্যাদি সমূহ শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু উল্লিখিত সমূহ ইল্ম্ থাকা সত্ত্বেও হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ইল্ম্ আমার আকা ও মৌলা জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইল্মের সম্মুখে ছিল অতি অল্প। যেমন সমুদ্রের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্মুখে বিন্দু এবং ময়দানের সম্মুখে কণিকা। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী "আকায়ে দো জাঁহাঁ জনাব আহমদে মুযতবা মোহাম্মদ মুস্তফা আলাইহিত্ তাহ্য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্লীমের উলুম সম্বন্ধে আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবেন যে তাঁহার ইল্ম ছিল কত উর্দ্ধে। যাহাই হউক, শেখ আরবী "ফতুহাত মক্কিয়া" নামক গ্রন্থের "বাবদহম" এ ফরমাইতেছেন, (বঙ্গার্থ) ঃ "হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হইতেছেন হুযূর সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম খলীফা (অর্থাৎ প্রতিনিধি)।"

বলা বাহুল্য যে, খলীফা (অর্থাৎ প্রতিনিধি) শব্দের অর্থ হইতেছে, যিনি আসলের অবর্ত্তমানে তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রতিনিধি। অতএব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের **'বেলাদত শরীফে'র (পয়দাইশের) পূর্ব্বের সমূহ আম্বিয়ায়ে কেরাম ছিলেন হুযূরের প্রতিনিধি।"**

"নসীমূর রিয়াজ শরহে শেফা কাজী আয়াজে" বর্ণিত আছে: (বঙ্গার্থ) "হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামের উপর সমূহ মখ্লুকাত (অর্থাৎ ঃ হযরত আদম হইতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমূহ সৃষ্টিকে) পেশ করা হইয়াছে এবং তিনি সেই সূমহকে চিনিয়া লইয়াছেন। যেরূপ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সমূহ নাম শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত এবারৎ দ্বারা জানিতে পারা গেল যে হুযূর সকলকেই জানেন ও চিনেন।"

রব্ব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন **"ওয়া ইয়াকুনার্‌রাসূলু আলায়্কুম শাহীদ"** (অর্থাৎ) এ রসূল হইতেছেন তোমাদের নিগেহবান ও সাক্ষী।

উক্ত আয়েত সম্পর্কে **"তফসীর আযীযী"**র মধ্যে বর্ণিত আছে, (বঙ্গার্থ) "হুযূর স্বীয় নূরে নবুওয়াতের সাহায্যে প্রত্যেক দ্বীনদার ব্যক্তির দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং ইহাও জ্ঞাত যে কাহার দ্বীন কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত এবং প্রত্যেকের ঈমানী হকীকৎ সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত। বরং ইহাও পরিজ্ঞাত যে, কোন্ পরদাটি কাহার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। অধিকন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সমূহ গোণাহ্, তোমাদের ঈমানী পর্য্যায়, তোমাদের নেক ও বদ কার্য্যাবলী এবং তোমাদের সৌহার্দ্য ও বিরোধীতা সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত।

সুতরাং শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাকে দুনিয়ার সাক্ষী মান্য করতঃ সেইরূপ ভাবেই নিজেকে পরিচালনা করা প্রত্যেক উম্মতের প্রতি ওয়াজিব।"

"তফসীর খাজেন" এ উক্ত আয়েত সম্বন্ধে রহিয়াছে যে, (বঙ্গার্থ) "আবার ক্বিয়ামতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকা হইবে।" রব্ব তা'য়ালা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁহার উম্মতগনের পরিস্থিতি জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তিনি স্বীয় উম্মতগণের সাফাইর সাক্ষ্যদান করিবেন এবং তাঁহাদের আদিল (অর্থাৎ সত্যবাদী) হইবার সাক্ষ্যদান করিবেন। সুতরাং হুযূর তোমাদের সর্ব অবস্থারই সম্বন্ধে জ্ঞাত।

উক্ত আয়েত ও তাহার তফসীরগুলির দ্বারা বিঘোষিত হইতেছে যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য পয়গম্বরগণের উম্মতেরা বার্‌গাহে ইলাহীতে আরজ করিবে, ইয়া ইলাহী! আমাদের সম্মুখে আপনার কোনও নবী পৌছান নাই। অতঃপর সেই উম্মতদের 'নবীগণ' আরজ করিবেন, ইহা ইলাহী! আমরা ইহাদের মধ্যে পৌছিয়াছি এবং আপনার আহ্‌কাম পৌছাইয়াছি। কিন্তু ইহারা তাহা গ্রহণ করে নাই। তখন আম্বিয়াকে উদ্দেশ্য করিয়া রব তা'য়ালা ফরমাইবেন, যেহেতু তোমরা অভিযুক্ত হইয়াছ, সেহেতু তোমাদের কোন সাক্ষী পেশ কর। অতঃপর নিজ সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁহারা উম্মতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতগণকে পেশ করিবেন। মুসলমানগণ সাক্ষাদান করিবেন যে, আয় খোদা! আপনার পয়গম্বর সত্য এবং সত্যই ইঁহারা আপনার আহ্‌কাম পৌছাইয়া ছিলেন।

এই স্থানে **দুইটি বিষয় তহ্‌কীক** এর উপযুক্ত, যথা ঃ—

প্রথমতঃ—মুসলমানগণ সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত কিনা?

দ্বিতীয়তঃ—মুসলমানগণ পূর্বের পয়গম্বরগণের যামানাও দেখেন নাই। সুতরাং তাঁহারা সাক্ষ্যদান করিবেন কিরূপে?

জওয়াবঃ —ফাসিক, ফাজির ও কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণোপযোগী নহে, পরহেজগার মুসলমান ব্যক্তির সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয়। অতএব মুসলমানগণ আরজ্ করিবেন, আয় খোদা! আমাদের নিকটে আপনার মহবুব জনাব মোহাম্মদ মুস্তফা আলাইহিত্ তাহয়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীম বয়ান ফরমাইয়াছিলেন যে "আগেকার পয়গম্বরগণ তবলীগ করিয়াছিলেন" সুতরাং তাঁহার ফরমান অনুযায়ী আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আপনার পয়গম্বর সত্য। অতঃপর হুযূর আলাইহিস্ সালামকে ডাকা হইবে এবং তিনি দুইটি বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবেন। যথাঃ—"আয় ইলাহী! ইহারা ফাসিক ও ফাজির নহে এবং আমিই ইহাদিগকে বলিয়া ছিলাম যে, আগেকার পয়গম্বরগণ আসিয়া আহ্‌কাম ইলাহীয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।" অবশেষে সেই পয়গম্বরগণের পক্ষে ডিগ্রি হইবে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে জানিতে পারা গেল যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমূহ আদম সন্তানের ও তামাম আম্বিয়ায়ে কেরামগণের সর্বমুহূর্তের সংবাদ জ্ঞাত, তামাম গুণাহগার মুসলমানের শাফায়াৎ করিবেন। অতএব তিনি অবশ্য অবশ্যই **"শফীউল মুজ্‌নেবীন"** এবং তাঁহাকে যাহারা শাফায়াৎকারী জ্ঞান করেন তাহারাই **প্রকৃত ঈমানদার**। আর যাহারা ইহা অমান্য করে তাহারা অবশ্যই **পথভ্রষ্ট বেঈমান।**

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে ইহাও সুপ্রকটিত হইয়া গেল যে, মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আধিপত্য ও অধিকার কোথায় কোথায় দীপ্ত। অধিকন্তু হযরত আদম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্তাস্‌লীম হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি হইয়াছে এবং যত সৃষ্টি হইবে, সকলেরই ঈমান, আমাল ও অন্তঃরাজ্যের উপর যে তাঁহার আধিপত্য প্রোজ্বল, তাহাও প্রমাণিত হইল। অতএব যাহারা এইরূপ ঘৃণ্য

আকীদা পোষণ করে যে "যাঁহার নাম মোহাম্মদ কিংবা আলী, তাঁহাদের কোনও অধিকার নাই।" তাহারা যে সম্পূর্ণ গুমরাহ ও বেদ্বীন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম যখন "আব ও গিল" এর মধ্যে (অর্থাৎ ঃ **পানী ও মাটির মধ্যে**) অবস্থিত ছিলেন, **হুযূর তখনও নবী ছিলেন**। সুতরাং আওলাদে আদম হইবার অজুহাত দর্শাইয়া যাহারা হুযূরকে **"ভাই বলা জায়েজ"** বলিয়া ফাৎওয়া দিয়াছে এবং দিতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই হইতেছে **শয়তানের প্রথম শ্রেণীর খলীফাদের দলভুক্ত**।

আল্লাহ্ তা'য়ালার **'কুল মখলুকাৎ'** (সমূহ সৃষ্টি) যখন হুযূরেরই সম্মুখে সৃজিত এবং সমূহ মখলুকাতের যখন তিনিই নিগেহবান (দর্শক), হযরত আদম হইতে কিয়ামত পর্যন্ত কুল মখলুকাৎ, প্রত্যেকটি কণিকা, প্রতিটি বিন্দু যখন তাঁহারই অবলোকনে এবং সমূহ সৃষ্টির যখন তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। অধিকন্তু হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সকলেরই অন্তঃরাজ্য, ঈমান, নামায, রোযা ও সমূহ আ'মাল, বরং জীন্দেগীর প্রত্যেক মুহূর্ত্তের উপর যখন তাঁহারই নূরাণী দৃষ্টির আয়ত্বে ইল্‌ম্ মাকানা ও-মায়্যাকুন যখন তাঁহারই অধিকারে তখন সেই মহান নবীর ইল্‌ম্ গায়েবকে কিরূপভাবে অস্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং সেই সর্ব্বজ্ঞাতা মহান নবীর ইল্‌ম্ গায়েব অস্বীকারকারীরাই ইবলিসের কায়েম মাকাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান দৃষ্টি যখন প্রত্যেক হায়ওয়ানাত, জামাদাত ও নাবাতাতের উপর প্রোজ্বল, বরং তিনি যখন সর্বঅন্তর্যামী তখন তাঁহারই রওযা মোবারক যিয়ারত নিমিত্ত যাত্রাকালে কিংবা অন্য কোন নবী অথবা কোন আল্লাহ্ ওয়ালার মাযার যিয়ারতকালে অকথ্য বার্তালাপ হইতে পরহেয করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হুযূর যখন আদম আলাইহিস্‌সালাম হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সকলেরই নামায, রোযা, নেক ও বদ আ'মাল এবং কাফেরদের কুফ্‌র, মুনাফিকদের নেফাক ইত্যাদি দেখিতেছেন। তখন প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিৎ যে, হুযূরকে সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা জ্ঞান করিয়া কেবলমাত্র মাযার যিয়ারত নিমত্তিই নহে বরং সর্বদাই অকথ্য কথা ও মন্দ আ'মাল হইতে পরহেয করা অত্যাবশ্যক এবং যাহারা এইরূপ আকীদা পোষণ করে যে, "যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর মাযার যাত্রকালীন সময়ে অকথ্য বার্ত্তালাপ হইতে পরহেয করে সে মুশ্‌রিক"। বাস্তবে সহীহ আকীদা মুসলমানগণের উপর এইরূপ অযথা ফাৎওয়া আরোপকারীরা যে স্বয়ং বিধর্ম্মী ও শয়তান— ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

আল্লাহ্ তাবারক ও তা'য়ালা যখন হুযূরকে সমূহ মখলুকাতের দ্রষ্টা করিয়া দিয়াছেন, তখন বিপদকালে তাঁহাকে ডাকা এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কখনোও শেরেকি কার্য্য নহে। বরং ফরমানে ইলাহী অনুযায়ী বিপদকালে হুযূরকে ডাকা এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা অবশ্যই জায়েজ ও নেহায়েৎই জরুরী। সুতরাং যাহারা এইরূপ অযথা ফাৎওয়া দিয়া বেড়াইতেছে যে "বিপদ-কালে যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীকে ডাকে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে সে মুশ্‌রিক"। অতএব সহীহ আকীদা মুসলমানগণের প্রতি এইরূপ ভিত্তিহীন ফাৎওয়া আরোপকারীরা স্বয়ং অপরাধী, বরং ইসলামী লেবাসে উহারাই প্রকৃত শয়তান।

রব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন "**ওয়ানকিহুল আয়ামা মিনকুম ওয়াস্ স্বালিহীনা মিন ইবাদিকুম ওয়া ইমাইকুম**" (অর্থাৎ) এবং নিকাহ কর তোমাদের মধ্যে যাহারা বেনিকাহ রহিয়াছে এবং নিজেদের (যোগ্য) নেক বান্দা ও বান্দীদের। উক্ত এবারৎ "**ইবাদিকুম**" এর দিকে আকর্ষিত করিয়াছে। (অর্থাৎ) তোমার 'বান্দা-বান্দী' "**কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আসরাফূ আলা আন্‌ফুসিহিম লাতাক্‌নাতু মির্‌রহমাতিল্লাহি**" (অর্থাৎ) আয় মহবুব ফরমাইয়াদেন যে, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করিয়াছ, আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ হইও না। উক্ত "**ইয়া ইবাদী**"র মধ্যে দুই প্রকার মানে ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। যথাঃ—**(প্রথমতঃ)** রব্ব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন "আয় আমার বান্দাগণ" **(দ্বিতীয়তঃ)** হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে যে "আপনি বলুন আয় আমার বান্দাগণ"। সুতরাং উক্ত দ্বিতীয় ব্যবহার দ্বারা **'ইবাদির্ রসূল'** প্রমাণিত হইল। (অর্থাৎ হুযূরের বান্দা প্রমাণিত হইল)।

অনেক বুজুর্গানে দ্বীন-ও উক্ত দ্বিতীয় দফার মর্ম্মকেই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন মসনবী শরীফে ফরমাইয়াছেন যে ঃ—

"বান্দায়ে খুদ খান্‌দ আহমদ দররশাদ
জুমলা আলমরা ব্যখাঁ কুল ইয়া এবাদ।"

হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব স্বীয় রেসালা **'নফহায়ে মক্কীয়া তরজুমা শমায়েমে ইমদাদিয়া'** পৃষ্ঠা-১৩৫ এর মধ্যে লিখিতেছন ঃ—

আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে রসূলের বান্দা বলা যাইতে পারে, কেননা রব্ব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন "কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা।"

মৌলভী আশরফ আলী থানবীও "কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা"র তরজমা ঐরূপ করিয়াছে। যথা ঃ—"**আপনি বলুন আয়, আমার বান্দাগণ!**"

শাহ ওলীউল্লাহ সাহেব স্বীয় পুস্তকের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত উমর রাদীয়াল্লাহু আনহু মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ফরমাইলেন—

"**কাদ কুনতো মায়া রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া কুনতো আবদাহু ওয়া খাদেমুহু**" অর্থাৎ—আমি হুযূর আলাইহিস্ সালামের সঙ্গে ছিলাম, আমি হুযূরের বান্দা ও খাতেম ছিলাম।

মসনবী শরীফের মধ্যে সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যখন হযরত সিদ্দীকে আকবর হযরত বিলালকে খরিদ করিয়া হুযূর আলাইহিস্ সালামের বারগাহে আনিয়াছিলেন এবং আরয করিয়া ছিলেন যে "আমরা দুইজনই আপনার বার্‌গাহের বান্দা এবং আপনার সম্মুখে আমি ইঁহাকে আজাদ করিতেছি।"

'দুর্‌রে মুখ্‌তার' এর লেখক খুত্‌বা দুর্‌রে মুখতারের মধ্যে স্বীয় শিজরায়ে ইল্মী লিখিয়াছেন ঃ—

"**ফা ইন্নি আবদুহু আন্ শৈখুনাশ্ শৈয়খ আবদান নবী ইল খলীলী**" (অর্থাৎ) আমি ইহা নিজ শৈয়খ আব্দুন নবী খলীলী হইতে রওয়ায়েত করিতেছি। সুতরাং ইহা দ্বারা জানিতে পারা গেল যে, 'দুর্‌রে মুখ্‌তার' নামক গ্রন্থ প্রণেতার উস্তাদের নাম ছিল 'আব্দুন নবী।"

অতএব উল্লিখিত এবারৎগুলি দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইল যে, নিজেকে হুযূরের বান্দা ও গোলাম স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই কর্ত্তব্য এবং স্বীয় পুত্রের নাম আব্দুন নবী, গোলাম নবী, গোলাম মুস্তফা, নবী বখশ, পীর বখ্‌শ, গোলাম মহীউদ্দিন, গোলাম মুঈনুদ্দিন রাখা কোনও ক্ষতির বিষয় নহে। কিন্তু এতদ্ সম্পর্কে **"তাকবিয়াতুল ঈমানে"**র মধ্যে মুসলমানদের প্রতি যে অহেতুক ফাৎওয়া আরোপ করা হইয়াছে উহাই হইল তাহাদের রসূল-দুশমনী ও বেদ্বীনীর জ্বলন্ত প্রমাণ।

মহ্‌ফিলে মীলাদ

রব্ব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন "**ওয়াজ্‌কুরু নিয়মাতাল্লাহি আলায়্‌কুম**" হুযূরের শুভাগমন হইতেছে আল্লাহ্‌র বৃহৎ নেয়ামৎ এবং রব তা'য়ালা আরও ফরমাইতেছেন "**ওয়াম্মা বিনি'য়মাতে রাব্বিকা ফাহাদ্দিস**" (অথাৎ) রব্ব এঁর নেয়ামতগুলির খুব চর্চা কর। সুতরাং পরওয়ারদেগারের ফরমান অনুযায়ী **হুযূরের শুভাগমন হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত এবং উহার চর্চা করাও হইতেছে ফরমানে ইলাহীয়ার অন্তর্গত।** উক্ত আয়াতে করীমার উপর ভিত্তি সমাপন করিয়া মহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তথায় হুযূরের পয়দাইশের পবিত্র ঘটনাবলী ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মোয়্‌জেযা বর্ণনা করা হয়। রব্ব তা'য়ালা কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে হুযূরের মীলাদ বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন ঃ—"**লাক্বাদ জাআকুম রাসূল**" অর্থাৎ ঃ আয় মুসলমানগণ, তোমাদের নিকট আযমত ওয়ালা রসূল শুভাগমন করিয়াছেন এবং "**মিন আন্‌ফুসিকুম**" অর্থাৎ ঃ তিনি তোমাদের বেহ্‌তরীণ (উত্তম) জামায়াত হইতে আসিয়াছেন। আর **'হারীসুন আলাইকুম'** দ্বারা শেষ পর্যন্ত হুযূরের **'নাত'** (গুণ কীর্তন) বর্ণনা হইল।

সুতরাং উক্ত আয়েতে করীমার দ্বারা **প্রথমতঃ** হুযূরের মীলাদ (শুভাগমণ) **দ্বিতীয়তঃ**

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁহার বংশ-শজরা (বংশ পরিচয়) এবং তৃতীয়তঃ 'নাত পাক' (গুণ কীর্তন) বর্ণনা করা জায়েজ প্রমাণিত হইল।

বর্তমান যুগেও মীলাদ মহফিলে এই তিনটি বিষয়ই বিস্তারিতভাবে আলোচনা হইয়া থাকে। অতএব ইহা কোন বিদ্য়াৎ, শির্ক ও কুফ্রী কার্য্য নহে, বরং ইহা সুন্নতে ইলাহীয়ার মধ্যে পরিগণিত।

"লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমেনীনা ইয্বায়াসা ফীহিম রসূলা" আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানগণের প্রতি বড়ই এহসান করিয়াছেন যে, উহাদের মধ্যে স্বীয় রসূল আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করিয়াছেন। **"হুআল্লাজী আর্সালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক্কি"** রব্বুল আ'লামীন এমন কুদরত ওয়ালা যিনি স্বীয় পয়গম্বর আলাইহিস্ সাল্লামকে হেদায়েত ও সাচ্চা দ্বীনের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন।

যাহাই হউক কুরআনের মধ্যে এইরূপ বহু আয়েত রহিয়াছে যাহাতে হুযূরের মীলাদ, বংশ শজরা ও গুণ কীর্তন জাজ্জ্বল্যমান এবং কুরআনের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই মহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ও তথায় সেই সমূহ ঘটনাবলীই বর্ণনা করা হয় যাহা ওয়েলাদত পাকের সময় হযরত আমীনাতুয্ যোহরা দর্শন করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ বেহেশ্তের হুরগণ তাঁহার সাহায্য নিমিত্ত আসা, কাবা মুউয়ায্যমার হযরত আমীনা খাতুনের বাসগৃহকে সাজদাহ করা ইত্যাদি ইত্যাদি দর্শন এবং হুযূরের শৈশব পাক হইতে নবুয়ত এলান পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা সুন্নতে ইলাহীয়া ও কুরআনী কালামের অন্তর্ভুক্ত।

জনাব গোলাম মুস্তফা সাহেব হুযূরের শুভাগমন (অর্থাৎ মীলাদ পাক) এবং নাত শরীফ (অর্থাৎ গুণাগান) সম্পর্কে পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা স্বীয় 'বিশ্বনবী' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হইল। যথা—

বেদ পুরাণে

বেদ, পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এই সব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে আল্লা-রসূল-মহম্মদ ইত্যাদি শব্দ কিরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখুন। অথর্ব বেদীয় উপনিষদে আছে ঃ—

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা তস্মাৎ তানি দিব্যনি পুনস্তংদুধ্যু
হরয়ামি মিলং কবর ইল্লল্লাং অল্লো রহসূল মহমদরকাং
বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা। ।। ৯।।

ভবিষ্য পুরাণে আছে ঃ

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ।
মহাদেব ইতি খ্যাতঃ শিষ্য শাখা সমন্বিতঃ ।। ৫।।
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম্
গঙ্গা জলৈশ্চ সংপ্রাপ্য পঞ্চাব্য সমন্বিতৈঃ
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মণসা হরম ।। ৬।।
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে
ত্রিপুরা সুরনাশায় বহুমায়া প্রবতিনে ।। ৭।।
ভোজরাজ উবাচ ঃ
ম্লেচ্ছৈর্ণ্ডপ্রায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দ রূপিণে
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরণর্থ মুপাগতম্ ।। ৮।।

ভাবার্থ ঃ—ঠিক সেই সময় 'মহাম্মদ' নামক এক ব্যক্তি যাহার বাস মরুস্থলে (আরব দেশে) আপন সাঙ্গোপাঙ্গসহ আবির্ভূত হইবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ আমি তোমার দাস; আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।

'অল্লোপনিষদে'র একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ অল্লো জ্যেষ্ঠাং শ্রেষ্ঠাং
পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ আল্লাম।।
আল্লাহ রসূল মহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাম! আদল্লাবুকমে ককম
অল্লাবুক নিখাতকম ।। ৩।।

ভাবার্থ ঃ আল্লা সকল গুণের অধিকারী, তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ আল্লার রসূল। আল্লা আলোকময়, অক্ষয়, এক, চির-পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভূ।

অথর্ব বেদে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

ইদঃ জনাউপশ্রুত নবাশংস স্তবিষ্যতে।।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দঘহে ।। ১।।

ভাবার্থ ঃ —হে লোক সকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০৯০ জন শত্রুর মধ্যে পাইলাম। বলা বাহুল্য এখানে যে হযরত মুহাম্মদের কথাই বলা হইয়াছে তাহাতে কোনও

pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্দেহ নাই। কারণ মুহম্মদের অর্থই হইতেছে 'প্রশংসিত জন' আর মক্কার অধিবাসীদের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০ হাজার।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা নিকায়া'য় উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের কথা ভুলিয়া যাইবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসিবেন, তাঁহার নাম 'মৈত্রিয়' (সংস্কৃত মৈত্রিয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।

আরও নিম্নে সিংহল হইতে প্রাপ্ত (from Ceylonese Sources) একটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে।

Ananda said to the Blessed one, "who shall teach us when thouart gone?" and the Blessed one replied :

"I am not the first Buddha who came to on the Earth. Nor shall I be the last, in one time another Buddha will arise in the world, a holy one a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct....He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim.....Ananda said, How shall we know him?

The Blessed one said, He will be known as Maitreya"

(The Gospel of Buddha by Carus, 117-18)

অর্থাৎ ঃ আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবেন?

বুদ্ধ বলিলেন ঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নাই। যথা সময়ে আর একজন বুদ্ধ আসিবেন—আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোক প্রাপ্ত। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করিবেন।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে আমরা চিনিব কি করিয়া?

বুদ্ধ বলিলেন ঃ তাঁহার নাম হইবে 'মৈত্রেয়'।

এই **'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ'** (মৈত্রেয়) যে মহম্মদ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কুরআন শরীফে মুহাম্মদের বিশেষণও অবিকল এইরূপ আছে।

মুহম্মদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ তিনি 'রাহ্মাতুল্লিল আ'লামিন' অর্থাৎ ঃ **সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুণা ও আশীর্বাদ।**

পার্শী ধর্ম্মশাস্ত্রে

পার্শী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবিস্তা' ও 'দসাতির' জিন্দা বিস্তায় হযরত মুহাম্মদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। এমন কি 'আহমদ' নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত রহিয়াছে। আমরা মূল শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দিলাম। যথা—

"Noid te Ahmad dragoyeitim fram raomi
Spetama Zarathustra yam, dahmam vanghim afritim.
Yunad haka hahi humanunghad hvakanlghad
Hushyanthnad hudaenad"

(Zend-Avesta Part 1, Translated by Max Muller, P. 260)

অর্থাৎ ঃ "আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরাথুষ্ট্র পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসিবেন যাঁহার নিকট হইতে তোমরা সৎ-চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য্য এবং বিশুদ্ধ ধর্মলাভ করিবে।"

'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। উহার সারমর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। যাঁহার শিষ্যরা পারস্য দেশ এবং দুর্ধর্ষ পারসিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করিয়া তাহারা ইব্রাহীমের কা'বা ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; সেই কা'বা প্রতিমা মুক্ত হইবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হইবে।"

"তাঁহারা পারস্য, মাদায়েন, তুস, বল্‌খ প্রভৃতি পারসিকদের যাবতীয় পবত্রি স্থান অধিকার করিবে। তাঁহাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মী পুরুষ হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলিবেন।"

(Muhammad in world Scriptures. by A, Hug Vidyarthi, P. 47)

তাওরাতে

ইহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্র 'তাওরাতে' নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী আছে ঃ—

"The Lord the God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me unto him ye shall hearken."

(Duet, 15 : 18)

অর্থাৎ ঃ—তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার (অর্থাৎ ঃ মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিবেন;তাঁহার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে।" অন্যত্রে আছে ঃ—

'I will riase them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him and it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him." **(Duet, 18 : 19)**

অর্থাৎ ঃ—"(ঈশ্বর বলিতেছেন) আমি তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে তোমার (অর্থাৎ ঃ মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিব এবং তাঁহার মুখে আমি আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাণী প্রকাশ করিব। তিনি তোমাদিগকে আমি যাহা আদেশ করিব তাহাই শুনাইবেন এবং ইহা অবশ্য ঘটিবে যে তাঁহার মুখ নিঃসৃত আমার সেই বাণী যাহারা শুনিবে না, তাহাদিগকে আমি শুনিতে বাধ্য করিব।" আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ—

"And this is the blessing where with Meses. The man of God, blessed the children of Israel before his death; And He said, the Lord come from Sinai rose up from Seir unto them; he Shined from mount paran and he come with ten thousands of Saints; from his right hand went a fiery law for them." **(Duet, 33 : 1-2)**

অর্থাৎ ঃ—"এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মূসা মৃত্যুর পূর্ব্বে এই বলিয়া বণি ইসরাঈলদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তিনি বলিলেন ঃ প্রভু (মূসা) সিনাই পর্বত হইতে আসিলেন এবং সিয়র (seir) পর্বত হইতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ ঃ যিনি আসিবেন) জ্যোতি ফারাণ পর্ব্বত হইতে বিকীর্ণ হইল; তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে একটি জীবন্ত আইন গ্রন্থ বাহির হইল।"

এই সমস্ত উক্তি যে **একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সালঃ) সম্বন্ধেই** প্রযোজ্য, বিদগ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

বাইবেলে

যিশু খৃষ্টের সমসময়ে সাধু যোহন (St. John) আবির্ভূত হইয়া যখন সকলকে বাপ্তাইজ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তখন জেরুজালেম হইতে কতিপয় পাদ্রী আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ছিলেন এবং তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন উহার মধ্যে হযরত মুহম্মদ (সালঃ) এঁর আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—সাল্লাল্লহু আলাই হি অয়াসাল্লাম

"And this is the record of john, when Jews sent prists and laites from Jerusalem to ask him, who art thou?

And he confessed and denied not – I am not the Christ.

And they asked him, what them? Art thou Elias? And he Saith, I am not. Art thou THAT PROPHET? And he answered, No.....

And they asked him and said unto him, why baptizest thou then, if thou be not the Christ, not Elias, neither that prophet?

John answered them, Saying I baptize with water, but there Standeth one amongst you whom ye know not.

He it is who coming after me is preferren before me, whose Shoe's latchet I am not worthy to unloose." **(John. Chap.-1, 19-27)**

অর্থাৎ—'যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যখন জেরুজালেম হইতে

ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাদ্রী যোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তখন যোহন স্বীকার করিলেন, আমি যীশুখ্রীষ্ট নহি। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াস নহি। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহন উত্তর দিলেন, না। তখন তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আপনি যীশুখ্রীষ্ট, ইলিয়াস অথবা সেই নবী না হন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? যোহন উত্তর দিলেন, আমি পানী দ্বারা বাপ্তাইজ করি কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আসিবেন যাঁহাকে তোমরা জান না। তিনিই সেই জন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হইবেন এবং আমি যাহার জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহি।'

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যীশুখ্রীষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী যে আসিবেন, সে কথা ইহুদীরা জানিত। এই **'সেই নবী' যে একমাত্র মুহাম্মদই,** সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কারণ যীশুখ্রীষ্টের **পরবর্ত্তী পয়গম্বর (এবং সর্ব্বশেষ পয়গম্বর)-ই হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ।**

যীশুখ্রীষ্ট নিজেও বলিয়াছেন ঃ—"If you love me, keep my commandments. And I will pray the father and He shall give you another comforter that he may abide with you for ever." **(John Chap-14, 15-166)**

অর্থাৎ—"যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশ মত কার্য্য করিও, আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিব যাহাতে তিনি তোমাদিগকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন—যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন।"

"Nevertheless I tell you the truth: it is expedient for you that I go away; for if I go not away, the comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you? **(John 17 : 7-8)**

অর্থাৎ—যাহাই হউক, আমার উচিৎ যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি চলিয়া যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

'Howbit, when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth; for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come."

(John 16 : 13)

অর্থাৎ—"যাহাই হউক যখন সেই সত্য-আত্মা আসিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সর্বপ্রকার সত্য পথে চালিত করিবেন, কারণ তিনি নিজের কথা কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হইতে) শুনিবেন, তাহাই বলিবেন এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা দেখাইবেন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এই 'শান্তিদাতা' (paraclete) কে?

হযরত মুহাম্মদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে না? যীশুখ্রীষ্টের পরে এক হযরত মুহাম্মদ ছাড়া আর অন্য কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হন নাই। তাছাড়া 'paraclete' শব্দের অর্থও হইতেছে **'শান্তিদাতা'** অথবা **'চরম প্রশংসিত'**। এই দুইটি বিশেষণই হযরত মুহাম্মদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ সম্বন্ধে আর কোন-ই সন্দেহের অবকাশ নাই।" **(সংগৃহীত বিশ্ব নবী, পৃষ্ঠা-৮-১৫)**

উল্লিখিত এবারতগুলির দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে হুযূরে আকরম নূরে মোজাস্‌সম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের **'নাত' পাক (প্রশংসা) ও আগমনবার্তা (মীলাদ বর্ণনা)** বহু পূর্ব হইতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া দেশ বিদেশে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে এবং **বেদ-পুরাণ, জিন্দা-বেস্তা, দিঘা নিকায়া, তাওরাৎ, জবুর, বাইবেল** প্রভৃতি পৌরাণিক যুগের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থগুলির মধ্যেও গ্রন্থিত রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালা যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন এবং যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যাহার **'মীলাদ ও নাত'** পাক বর্ণনা করাইয়াছেন, বর্ত্তমানে সেই মহান নবীর 'মীলাদ পাক ও নাত পাক' বর্ণনা করিবার জন্য মহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত করা কি কখনও নাজায়েয হইতে পারে? কখনও নহে। ইহা অবশ্য অবশ্যই জায়েয।

"মাদারি জুন নুবুওয়াত" ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পূর্বের পয়গম্বরগণ নিজ নিজ উম্মতকে হুযূর আলাইহিস্ সালামের আগমণ এবং সুসংবাদ দিয়াছিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ফরমান তো কুরআনের মধ্যেও রহিয়াছে। **"মুবাস্ সারান রাসূলিই্ ইঁয়াতি মিম্ বায়দি ইস্‌মুহু আহ্‌মদ"** আমি এমন রসূলের সুসংবাদ দিতেছি যিনি আমার পরেই শুভাগমন করিবেন। তাঁহার নামপাক হইতেছে **'আহ্‌মদ'**।

সুব্‌হান আল্লাহ্! প্রত্যেক পিতামাতা তাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সাত দিন পরেই নামকরণ করিয়া থাকেন কিন্তু হুযূর জাহেরী দুনিয়ায় শুভাগমণের সম্ভবতঃ ৫৭০ বৎসর পূর্বেই হযরত মসীহ আলাইহিস্‌সালাম ফরমাইতেছেন যে, আমার পর যিনি আসিবেন তাঁহার নাম হইতেছে **'আহ্‌মদ'**।

সুতরাং ইহার দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে হুযূরের নামপাক স্বয়ং রব্ব তা'য়ালাই রাখিয়াছেন। তবে কবে রাখিয়াছেন তাহা তো স্বয়ং রব্ব তা'য়ালাই জানেন। যাহাই হউক, ইহাও মীলাদ শরীফে গণ্য। পার্থক্য শুধু এতখানি যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্তাস্‌লীমগণ নিজ নিজ কওমের মধ্যে হুযূরের মীলাদ বয়ান ফরমাইয়াছিলেন যে, হুযূর আগমণ করিবেন। বর্তমান যুগে কওমে মুসলিমের সম্মুখে উলামায়ে ইসলামগণ ঘোষণা করেন যে হুযূর আগমন ফরমাইয়াছেন। কথা তো একই, পার্থক্য শুধু ভবিষ্যৎ ও অতীতের। অতএব মহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত করা এবং মীলাদ পাক বর্ণনা করা **সুন্নতে আম্বিয়ার মধ্যেও পরিগণিত।**

'মিশকাত' বাবু ফজায়েলে সৈয়েদুল মুর্‌সলীন-ফসলে সানীতে হযরত আব্বাস রাদি আল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে "একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামের খিদমতে আমি হাজির হইলাম, মনে হইতেছে হুযূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্তাস্‌লীমকে পর্যন্ত খবর হইয়া গিয়াছিল যে, কোন কোন লোক আমার নসব পাকের উপর 'তায়ান' (নিন্দা) করিয়া থাকে।

"ফাকামান্নবীয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আলাল মিম্বরে ফাকালা মান আনা" (অর্থাৎ) মিম্বরের উপর কেয়াম (দণ্ডায়মান) ফরমাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল আমি কে? উপস্থিত সকলেই আরজ করিলেন, আপনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। অতঃপর হুযূর ফরমাইলেন, আমি হইতেছি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালেব। আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন মখলুক সৃষ্টি করিলেন, তখন আমাকে করিলেন শ্রেষ্ঠ মখলুক এঁর মধ্যে এবং উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন আরব ও আজম। উহার মধ্যে আমাকে করিলেন শ্রেষ্ঠ আরবের মধ্যে। আবার আরবের কয়েকটি কবীলা করিলেন এবং আমাকে সৃষ্টি করিলেন উহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবীলায় (অর্থাৎ কুরাইশী হইতে)। আবার কুরাইশের কয়েকটি খান্দান করিলেন, আমাকে উহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খান্দান অর্থাৎ বনী হাশেমের মধ্যে হইতে পয়দা করিলেন।"

উক্ত মিশকাত শরীফের সেই ফস্‌লেই রহিয়াছে, হুযূর ফরমাইয়াছেন "আমি হইতেছি খাতেমুন নবীঈন এবং আমি হইতেছি হযরত ইব্রাহীমের দোওয়া, হযরত ঈসার সুসংবাদ ও স্বীয় জননীর দীদার। যাহা তিনি আমার ওয়েলাদত হইবার সময় দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্য হইতে এক নূর বহির্গত হইল যাহার দ্বারা তিনি শামদেশের ইমারতগুলি চাক্ষুস দেখিতে লাগিলেন।"

উল্লিখিত বর্ণনাটির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে হুযূর আলাইহিস্ সালাম নিজ নসব্‌নামা, নিজের না'ত শরীফ ও নিজের মীলাদ পাক (বেলাদত শরীফ)-এর ঘটনাবলী স্বয়ং নিজেই বয়ান ফরমাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও মুসলিম সমাজ মীলাদ মহফিলে উল্লিখিত ঘটনাবলীই বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতএব ইহা **সুন্নতে রসূলেরও** অন্তর্গত।

মিশকাত বাবু ফজায়েলে সৈয়দুল মুরসলীন ফসলে আউওয়াল এর মধ্যে বর্ণিত আছে "হযরত আতা ইবনে ইয়ার ফরমাইতেছেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট যাইয়া আরজ করিলাম—আমাকে হুযূরের সেই না'ত শুনান, যাহা তাওরাত শরীফে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি পাঠ করিয়া শুনাইলেন।" এইরূপ হযরত কায়ব আহবাব ফরমাইতেছেন যে, আমি হুযূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম এঁর না'ত পাক তাওরাতের মধ্যে এইরূপ দেখিয়াছি—"মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল হইবেন, তিনি হইতেছেন আমার মন পছন্দ বান্দা, তিনি না ঈর্ষা-পরায়ণ হইবেন আর না নিষ্ঠুর হৃদয়। মক্কা মুকররমায় তাঁহার জন্ম হইবে, তিনি 'তায়বা' এ হিযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবেন। শামদেশ তাঁহার মুল্ক্ হইবে, তাঁহার উম্মতগণ খোদার বহুত হাম্দ করিবেন, সুখে-দুঃখ সর্ব অবস্থায় খোদার হাম্দ করিবেন।"

(মীশকাত বাবু ফজায়েলে সৈয়দুল মুরসলীন)

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হুযূরের মীলাদ পাক তাওরাত শরীফেও বর্ণিত রহিয়াছে। অধিকন্তু ইহাও জানিতে পারা গেল যে মহফিলে মৌলুদ **সাহাবায়ে কেরামগণেরও সুন্নতের অন্তর্গত।**

অতএব মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহফিল অনুষ্ঠিত করা এবং তথায় মৌলুদ পাক বর্ণনা করা নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত, আম্বিয়ায়ে সাবেকীন, মালায়েকা মুক্র্রবীন ও হাবীবে রব্বুল আলামীন জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। বরং স্বয়ং খালিকে কায়েনাত (বিশ্বস্রষ্টা) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাবারকওয়া তা'য়ালার সুন্নতে পরিগণিত। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় এত কিছু প্রমাণ থাকা সত্বেও **'তাকবিয়াতুল ঈমানে'র** মধ্যে লিখিয়াছে ঃ "যে মীলাদ শরীফ করে সে কাফের", জ্ঞানচক্ষু-হীন অন্ধ বেদ্বীন এতটুকু চিন্তা করিল না যে, তাহার আরোপিত ফাৎওয়া কোথায় কোথায় আঘাত করিয়াছে। অধিকন্তু উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ "যে ব্যক্তি ইয়া রসূলুল্লাহ বলে, সে কাফের।"

অথচ হক তা'য়ালা ফরমাইতেছেন ঃ **"লা তাজ্আলু দোওয়ারার্ রাসূলি।"** অর্থাৎ ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সাল্লাম) কে অন্যান্য লোকের মত সম্বোধন করিয়া ডাকিও না। **"য়ুদয়ু হুম লে আবাইহীন।"** তাঁহাকে তাঁহার পিতার দিক হইতে সম্বোধন করিয়া ডাকিও।

উক্ত আয়েত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জায়েদ ইবনে হারেস রাদি আল্লাহু আন্হুকে ইবনে হারেস বলিয়া ডাকিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইবনে রসূলুল্লাহ বলিয়া সম্বোধন করিবার অনুমতি নাই। স্বয়ং রব্ব তা'য়ালা তাঁহার প্রিয় মহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ক্বুরআনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় খেতাব ফরমাইয়াছেন ঃ "ইয়া আইয়োহান নবীয়ো, ইয়া আইয়োহাল মুজ্ জাম্মিলো, ইয়া আইয়োহাল মুদ্দাসিরু" প্রভৃতি স্নেহাদ্রি আয়াতের দ্বারা হুযূর আলাইহিস্ সালামকে সম্বোধন করিয়া ডাকিয়াছেন এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে শুধুমাত্র তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়াই ডাকিয়াছেন। যেমন ঃ ইয়া মূসা, ইয়া ঈসা, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া ইব্রাহীমু, ইয়া আদামু ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মহবুব আলাইহিস্ সালামকে কতই স্নেহ পরিপ্লুত আলকাব ফরমাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে বরং হক্ব তা'য়ালা স্বীয় মহবুবের উম্মতদিগকেও যথেষ্ট সম্মানের সহিত সম্বোধন ফরমাইয়াছেন, যেমন ঃ "ইয়া আইয়োহাল্লাজিনা আমানু"। অতএব স্বয়ং রব্ব তা'য়ালা যখন মুসলিম জাঁহানকে "ইয়া আইয়োহাল্লাজিনা আমানু", সম্বোধন ফরমাইয়াছেন

এবং মুসলিম জাঁহানের প্রতি নির্দেশ প্রদান করিতেছেন যে, আমার প্রিয় মহবুবকে তোমরা সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সম্বোধন করিয়া ডাকিও না, বরং তাঁহাকে উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্বোধন করিও। এমনকি আম্বিয়ায়ে সাবেকীনগণের মতও নহে, বরং তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চ উপাধি যুক্ত আলকাবে সম্বোধন করিও। সুতরাং ফরমানে ইলাহী অনুযায়ী তাঁহার হাবীব আলাইহিত তাহ্য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্লীমকে "ইয়া রসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ্" ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করা এবং "নারায়ে রেসালত" এর ধ্বনি উচ্চারণ করা কোনও দোষের বিষয় নহে। বরং ইহা সুন্নতে ইলাহীয়া ও ফরমানে ইলাহীয়ার অন্তর্গত।

'তাকবিয়াতুল ঈমানে'র মধ্যে মুসলমানগণের উপর অযথা ফাৎওয়া আরোপ করিয়া পথভ্রষ্ট-বেদ্বীন লিখিয়াছে ঃ **"যে ব্যক্তি ইয়া রসূলুল্লাহ বলে সে কাফের।"** কিন্তু এই জ্ঞানচক্ষু-হীন শয়তানের এতটুকু চিন্তা করা উচিৎ ছিল যে "আলীবাবা"র খুলজা 'শীম শীম' এর মত উক্ত 'ইয়া' শব্দটিও কোন তিলেসমাতী শব্দ নহে যে, উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শির্ক ও কুফ্র এর দরওয়াজা খুলিয়া যাইবে এবং উচ্চারণকারীগণ উহার মধ্যে পতিত হইয়া যাইবে। যদি তাহাই হইত তবে মালায়েকা মুকর্রবীনগণ কখনোও ইহা উচ্চারণ করিতেন না।

মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীসে রহিয়াছে, হযরত জিব্রীল আমীন সর্দার মালায়েকায়ে মুকর্রবীন আরজ করিলেন ঃ "ইয়া মোহাম্মাদু আখ্বেরণী আনীল ইসলাম।" ইহার মধ্যেও "ইয়া" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।

মিশকাত শরীফ বাব ওফাতুন্ নবী'তে রহিয়াছে যে ইহলোক ত্যাগ করিবার সময় মালাকুল মওত আসিয়া আরজ করিলেন ঃ "ইয়া" মোহাম্মাদু ইন্নাল্লাহা আরসালানী ইলায়কা" ইহার মধ্যেও "ইয়া" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত দলীলগুলির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে "ইয়া" শব্দটি কোন শির্ক ও কুফরের 'সুইচ'ও নহে, আর না কোন তিলেসমাতী শব্দ যে, উচ্চারণ করিলেই দরওয়াজা খুলিয়া যাইবে কিংবা কাফের ও মুশ্রিক হইয়া যাইবে। যদি তাহাই হইত তবে সর্দারে মালায়েক-বুলবুলে সিদরা হযরত জিব্রীল আমীন ও হযরত মালাকুল মওত কখনোও হুযূরকে 'ইয়া মোহাম্মদু' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। অতএব হুযূরকে ইয়া রসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া রহ্মাতাল্লিল আ'লামীন ইত্যাদি আলকাবে সম্বোধন করা সুন্নতে মালায়েকা ও সুন্নতে ইলাহীয়ার অন্তর্গত। বাকি রহিল ওফাতের পর হুযূরকে নিজের সাহায্যার্থে ডাকা জায়েজ কি-না? কিংবা মহফিলে মীলাদে ইয়া রসূলুল্লাহ'র নারা উচ্চারণ করা কিংবা ইয়া নবী সালাম আলায়কা ইত্যাদি উচ্চারণ করা জায়েজ কি-না?

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইবনে মাজা শরীফের বাবুস সালাতুল হাজাতে হযরত উসমান ইবনে হানীফ হইতে বর্ণিত আছে, "জনৈক অন্ধ বারগাহে নবুওয়াতে উপস্থিত হইয়া দোওয়া প্রার্থী হইলেন" এবং এইরূপ দোওয়া উচ্চারণ করিলেন—

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকা ওয়া আতাওয়াজজাহু ইলাইকা বি মোহাম্মাদীন নবীইর্ রহ্মাতে ইয়া মোহাম্মাদু ইন্নী আতাওয়াজ্ জাহতোবিকা ইলা রাব্বীকা হাজাতি হাজিহী লিতাক্দেয়া আল্লাহুম্মা ফাসাফ্ফেয়হু ফি ইয়া কালা আবু ইসহাক হাজা হাদীসুন সহীহুন।"

অর্থাৎ ঃ আয় আল্লাহ্ আমি আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনার দিকে হুযূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্তাস্লীম নবীইর্ রহমতের স্মরণাপন্ন হইতেছি। ইয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার ওসীলায় স্বীয় রব্বের দিকে নিজের উক্ত হাজতে স্মরণাপন্ন হইতেছি, যেন আমার হাজত সম্পূর্ণ হয়। আয় আল্লাহ আমার জন্য হুযূরের শাফায়ত কবুল ফরমান। উক্ত হাদীস-এর সত্যতার সমর্থনে আবু ইসহাক বলিয়াছেন, হাদীসটি সহীহ।

উক্ত দোওয়ার মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমূহ মুসলমানের জন্য উপদেশ রহিয়াছে যে, হুযূরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং নারায়ে রেসালত ইয়া রসূলুল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ ইত্যাদি উচ্চারণ করা অবশ্যই জায়েজ।

কসীদাহ বুরদাহ'র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে বুজুর্গানে দ্বীনগণও নিজ নিজ দোওয়া এবং ওজায়েফের মধ্যে ইয়া রসূলুল্লাহ উচ্চারণ করিয়াছেন। যেন ঃ—

"ইয়া আকরামাল খালকি মালীমান আলুজোবেহি
সেওয়াকা ইনদা হোলুলিল হাদসেল আমামী।"

অর্থাৎ ঃ—হে সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! আপনি ব্যতীত আমার কেহই নাই, যে বিপদকালে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি।

ইমাম জয়নুল আবেদীন স্বীয় কসীদাহ'র মধ্যে ফরমাইতেছেন ঃ—

"ইয়া রাহ্মাতাল্লিল আ'লামীনা আদ্রেক্লি জায়্নিল আবেদীন মাহ্বুসো আইদিজ্ জালেমীনা ফী মাওলেবিন ওয়াল মোজ্দিহিম"।

অর্থাৎ ঃ—আয় রাহ্মাতাল্লিল আ'লামীন জয়নুল আবেদীনকে সাহায্য ফরমাইতে আসুন, আজ সে এই 'আজ্দাহামে' জালেমদের হাতে বন্দী।" ইমাম আজম হযরত আবু হানীফা রাহ্মাতুল্লাহে আলায়হে স্বীয় কসীদাহ'র মধ্যে লিখিতেছেন ঃ—

"ইয়া সাইয়েদাস্ সাদাতে জেয় তোকা কাসেদান
আর্জু রিযাকা ওয়াহ্তামী বিহিমাকা"।

অর্থাৎ ঃ—আয় পেশওয়াগণের পেশওয়া, আমি আন্তরিক আকাঙ্খা লইয়া আপনার খিদমতে আসিয়াছি। আপনার কৃপা-দৃষ্টি কামনা করতঃ নিজেকে আপনার হাওয়ালায় সোপর্দ করিতেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহাই হউক উল্লিখিত বর্ণনাগুলির দ্বারা ইহা জ্বলন্ত অক্ষরে প্রমাণিত যে, ওফাতের পরও হুযূরকে নিজ সাহায্যার্থে ডাকা কিংবা দূরদেশ হইতে হুযূরের নামে 'নারা' বুলন্দ করা এবং নেদায়ে ইয়া রসূলুল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ্ ইয়া হাবীবাল্লাহ ইত্যাদি উচ্চারণ করা অবশ্যই জায়েজ বরং বুজুর্গানেদ্বীন ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতের অন্তর্গত।

অধিকন্তু প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তি আইনে নামাযের মধ্যে হুযূর কে সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রতি সালাম প্রেরণ করেন। ইহা এতই জরুরী যে ইহা পালন না করিলে নামাযই হইবে না। অর্থাৎ—প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তিকে তাহার আইন নামাযের মধ্যে "আত্তাহিয়্যাত" পাঠ করিতে হইবে এবং "আত্তাহিয়্যাতে"র মধ্যে হুযূরকে নিজের সম্মুখে জ্ঞান করতঃ **"আস্সালামো আলাইকা আইয়ুহান নবীয়ো ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতাহু"** বলিয়া সম্বোধন করিতেই হইবে, ইহা ওয়াজীবের অন্তর্ভুক্ত। এইখানে শির্ক, কুফ্র ইত্যাদির কোন প্রশ্নই নাই। কি জানি ওহাবী পন্থীরা তাহাদের নামাযে 'আত্তাহিয়্যাত' পাঠ করে কি-না?

মুসলিম শরীফ আখির জিল্দ দোওম বাব হাদীসুল হিজরত হযরত বরায় রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে হুযূর আলাইহিস্ সালাম হিজরত ফরমাইয়া যখন মদীনায় প্রবেশ করিলেন তখন মদীনার নর-নারীগণ ঘরের ছাদের উপর উঠিয়া গেলেন এবং বালক-বালিকা-দাস-দাসীগণ গলীকে চুম্বন করিলেন এবং সকলেই সমবেত কণ্ঠে নারা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ঃ—

"ইয়া মোহাম্মদ, ইয়া রসূলুল্লাহ, ইয়া মোহাম্মদ, ইয়া রসূলুল্লাহ" আরবী এবারৎ ঃ "ফাসায়াদার্ রেজালু ওয়ান্নেসাউ ফাওকাল্ বুয়ুতে ওয়াল্লাফার্রাকাল্ গেলমানো ওয়াল খেদামো ফিত্ তুরতে ইয়োনাদুনা ইয়া মোহাম্মাদু ইয়া রসূলুল্লাহ—ইয়া মোহাম্মাদু ইয়া রসূলুল্লাহ" মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা "নারায়ে রেসালত—ইয়া রসূলাল্লাহ'র জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণ হইতেছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণও নারায়ে রেসালত উচ্চারণ করিতেন।

আলমগীরী জিল্দে আওয়াল কেতাবুল আদাবে যিয়ারতে কব্রিন্নবী আলাইহিস্সালামে বর্ণিত আছে ঃ—

"সুম্মা ইয়াকুলো আস্সালামো আলায়্কা ইয়া নবীয়াল্লাহ আশ্হাদো আন্নাকা রাসূলুল্লাহে" অর্থাৎ ঃ আয় নবী আপনার উপর সালাম বর্ষিত হউক, আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি আপনি হইতেছেন আল্লাহ্র নবী।

আবার ফরমাইতেছেন ঃ **"ওয়া ইয়াকুলু আস্সালামো আলায়্কা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহে আস্সালামো আলায়্কা ইয়া সাহেবা রাসূলিল্লাহি ফিল্গারে।"**

আবার ফরমাইতেছেন ঃ **ফা ইয়াকুলো আস্সালামো আলায়্কা ইয়া আমীরীল মোমেনীনা আস্সালামো আলায়্কা ইয়া মুজ্হ্রাল ইসলামি আস্সালামো আলায়্কা**

ইয়া মুকাস্‌সিরাল আস্‌নাম" অর্থাৎ সিদ্দীক আকবরকে এইরূপভাবে সম্বোধন করতঃ সালাম প্রেরণ করিতে হইবে যে, আয় রসূলাল্লাহর প্রকৃত জাঁ-নসী আপনার উপর সালাম বর্ষিত হউক। আয় রসূলাল্লাহর 'গার' এর সাথী আপনার উপর সালাম বর্ষিত হউক এবং হযরত ফারূকে আজমকে সম্বোধন করতঃ এইরূপভাবে সালাম প্রেরণ করিতে হইবে যে, আয় মুসলিম জনগণের আমীর আপনার উপর সালাম বর্ষিত হউক। আয় দ্বীন ইসলামের সমুজ্জ্বলক আপনার উপর সালাম বর্ষিত হউক। আয় মূর্ত্তিবিধ্বংসক আপনার উপর সালাম বর্ষিত হউক। (রাদি আল্লাহ আন্‌হুমা) সুতরাং আলমগীরী নামক গ্রন্থে উল্লিখিত অংশ টুকুর মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, হুযূর আলাইহিত্ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীমকে এবং তাঁহার পহলুতে আরাম ফরমানেওয়ালা সিদ্দীক ও ফারূককে 'ইয়া' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা কোনও ক্ষতির বিষয় নহে। অতএব **ইয়া নবী সালাম আলায়্‌কা, ইয়া রসূল সালাম আলায়্‌কা** প্রভৃতি উচ্চারণ করা নিঃসন্দেহেই জায়েজ।

যাহাই হউক এত কিছু জ্বলন্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বেঈমান ওহাবীদের সর্দার তাহার পুস্তক **'তাকবিয়াতুল ঈমানে'**র মধ্যে লিখিয়াছে, "যে ব্যক্তি ইয়া 'নবী সালাম আলায়্‌কা বলে সে কাফের। যে ব্যক্তি ইয়া রসূলুল্লাহ বলে সে কাফের। যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ করে সে কাফের। মীলাদ শরীফে যে ব্যক্তি কিয়াম করে সে কাফের।"

কিয়াম

কিয়াম অর্থাৎ দণ্ডায়মান হওয়া। ইহা মোটামুটি ছয় প্রকার। যেমনঃ— কিয়াম জায়েজ, কিয়াম ফর্‌জ, কিয়াম সুন্নত, কিয়াম মুস্তাহাব, কিয়াম মকরূহ ও কিয়াম হারাম।

(১) দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন বশতঃ দণ্ডায়মান হওয়া জায়েজ এবং ইহাকেই **কিয়াম জায়েজ** বলা হয়।

(২) পাঞ্জেগানা নামায এবং ওয়াজিব নামাজ আদাকালীন দণ্ডায়মান হওয়া ফর্‌জ। **ইহা কিয়াম ফরজে গণ্য। "ওয়াকুমুলিল্লাহি কানিতীনা"** (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র আতায়ত কালীন দণ্ডায়মান হও। **অর্থাৎ যদি কেহ সম্ভব থাকা সত্ত্বেও অযথা-বসিয়া নামায আদা করে তাহা হইলে সেই নামায দুরস্ত নহে।**

(৩) নফল নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া মুস্তাহাব এবং বসিয়া পাঠ করাও জায়েজ। কিন্তু দণ্ডায়মান হইয়া নফল নামায আদায় করা অধিক সওয়াবের বিষয়। যাহাই হউক, ইহা **কিয়াম মুস্তাহাবের** অন্তর্গত।

(৪) কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া (কিয়াম করা) সুন্নত। যেমন---আবে যমযম ও অজুর অবশিষ্ট পানী দাঁড়াইয়া পান করা মসনুন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করিবার সৌভাগ্য দান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেন তাহা হইলে নামাযীগণ যেইরূপ নামাযের জন্য হাত বাঁধিয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ হাত বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হওয়া সুন্নত।

আলমগীরী জিল্‌দ আউওয়াল কিতাবুল হজ্জ—আদাবে যিয়ারতে কবরিন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে বর্ণিত আছে ঃ—**"ওয়া ইয়াকেফু কামা ইয়াকিফু ফিস্ সালাতে ওয়া ইউমসালো সুরা-তাহুল ? কা আন্নাহু নায়েমুন ফী লাহ্‌দেহী আলেমুবিহী ইয়ামাযু কালামাহু"** অর্থাৎ রওযা মোতাহ্‌হরার সম্মুখে সেইরূপভাবেই দাঁড়াও, যেইরূপ নামাযের মধ্যে দণ্ডায়মান থাক এবং তাঁহার 'জামালে পাক' এর নকসা স্মরণ করিতে থাক, যেন তিনি নিজ কবরে আরাম ফরমাইতেছেন ও আমার মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলি শ্রবণ করিতেছেন। এইরূপ ভাবে সমুহ মোমেনীনের কবর যিয়ারত কালীন সময়েও কিবলার দিকে পীঠ এবং কবরের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া সুন্নত।

আলমগীরী কিতাবুল কেরাহীয়ত বাবু যিয়ারতে কবুরে বর্ণিত আছে—**"ইয়াখ্‌লায়ো নালাইহি সুম্মা ইয়াকেফো মুস্‌তাদ বেরাল কিবলাতে মুস্‌তাকাবেলান ওয়াজহেল মাইয়্যেতে'** নিজের পাদুকা খুলিয়া দাও এবং কিবলার দিকে পীঠ ও মাইয়্যেতের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হও। সুতরাং রওযা পাক, আবে যমযম, ওজুর অবশিষ্ট পানী, মোমেনীনগণের কবর ইত্যাদি পবিত্র বস্তুর মধ্যে পরিগণিত, সেইজন্য এইগুলির তাজীম কিয়াম দ্বারাই ঘোষিত হইয়াছে। আবার দ্বীনী পথ প্রদর্শকগণের আগমণে তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনহেতু দণ্ডায়মান হওয়াও সুন্নত। অধিকন্তু যদি কোন দ্বীনী পেশ্‌ওয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন, তাহা হইলে উহার "সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া যাওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত এবং বসিয়া থাকা বেআদবী"।

মিশকাত জিল্‌দ আউওয়াল কিতাবুল জেহাদ বাবু হুকমুল আসরা এবং বাবুল কিয়ামে বর্ণিত আছেঃ—সায়াদ ইবনে মায়াজ রাদি আল্লাহ আনহু মসজিদে নববীতে উপস্থিত হওয়ায় হুযূর আলাইহিস্ সালাম সমূহ আনসারগণের প্রতি নির্দেশ প্রদান করিলেন ঃ— **"কুমু ইলা সৈয়েদিকুম"** নিজেদের সর্দারের (তাজীমের) জন্য দণ্ডায়মান হও। উক্ত কিয়াম, কিয়াম তাজীমীই ছিল সেইজন্য সৈয়দিকুম' উচ্চারণ ফরমাইয়াছেন এবং হযরত সায়াদ রাদিআল্লাহু আনহু, আনাসরগণেরই সর্দার ছিলেন, সেইজন্য শুধু আনাসরদিগের প্রতি নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব স্বীকার করতে হইবে যে, ইহা অবশ্য তাজীমী কিয়াম ছিল।

মিশকাত বাবুল কিয়ামে হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে— **"ফা এজাকামা কুম্‌না কেয়ামান হাত্তা নারাহু কাদ দাখালা বায়্‌দা বুয়ুতে আজ্‌ওয়াজেহী"** যখন হুযূর আলাইহিস্ সালাম মহফিল হইতে উঠিতেন তখন আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতাম। এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না দেখিতে পাইতাম যে, এইবার হুযূর তাঁহার কোন বিবিপাকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

আলমগীরী কিতাবুল কেরাহাত বাবু মুলাকাতুল মুলুক' এ বর্ণিত আছেঃ— "**তাজুযুল খেদ্‌মাতু বেগায়্‌রিল্লাহি তা'য়ালা বিল কিয়ামে ওয়া আখাযিল ইয়াদ্‌য়িল ওয়াল ইন্‌হিনাহ**" গয়রে খোদার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, দাঁড়াইয়া মোসাফাহ করা এবং অবনত হওয়া ইত্যাদি সব কিছুই জায়েজ। বিশেষ উল্লেখ্য যে, এই স্থানে অবনত হওয়ার সীমা হইতেছে '**হদ্দে রূকু**' অপেক্ষা কম। কেননা '**তাহদ্দে রূকু**' (অর্থাৎ রূকু পর্য্যন্ত অবনত হওয়া জায়েজ নহে। যেমন ঃ—নামাযের মধ্যে এবাদৎ হইতেছে দুই প্রকার, **কওলী ও ফেয়লী। কওলী এবাদৎ হইতেছে—নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়ত, রূকু ও সজুদের তসবীহ, আত্তাহিয়্যাত ইত্যাদি পাঠ করা এবং ফেয়লী এবাদতের মানে কিয়াম, রূকু, সজদাহ, বসা ইত্যাদি।**

কিয়াম (অর্থাৎ) এমনভাবে সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া যেন হাঁটু পর্যন্ত হাত না পৌছে। রূকু (অর্থাৎ) এমনভাবে অবনত হওয়া যেন হাঁটু পর্যন্ত হাত পৌছিয়া যায়। এই জন্যই নেহায়েৎ বৃদ্ধ ব্যক্তির পিছনে তনদুরূস্ত ব্যক্তির নামাযও জায়েজ নহে, কেননা নেহায়েৎ বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ সর্বদা রূকুতেই থাকেন, কিয়াম করিতে পারেন নাই।

সজদাহ (অর্থাৎ) একই সঙ্গে আটটি অঙ্গ মাটিতে স্পর্শ হওয়ার নাম হইতেছে '**সজদাহ**'। যেমন—পদ-দ্বয়ের নিম্নাংশ, হাঁটু-দ্বয়, করতল-দ্বয়, নাসিকা ও কপাল, এই আটটি অঙ্গ মাটিতে স্পর্শ হওয়াকেই সজদাহ বলা হয়। ইসলামের পূর্বে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামগণের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হেতু তাঁহাদের উম্মতগণ দণ্ডায়মান হইতেন, রূকু করিতেন এবং বসিতেন, উহা তাহাদের প্রতি জায়েজ ছিল। তবে উহা এবাদতের নীয়তে নহে, বরং তাহারা উহা তাহীয়াৎ ও তাজীমের জন্যই করিতেন। স্বয়ং খোদাওন্দে কুদ্দুস সমূহ ফেরেশ্‌তা দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সজদাহ তাজীমী করাইলেন এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামও তাঁহার ফরজন্দগণ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে সজদাহ করিলেন (কুরআন)। কিন্তু **দ্বীন ইসলামে শুধুমাত্র তাজীমী কিয়াম ও তাজীমী বসাকেই জায়েজ রাখিয়াছে** এবং তাজীমী রূকু ও তাজীমী সজদাহ'কে **হারাম ঘোষণা করিয়াছে।**

সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কুরআন হাদীস দ্বারাও মনসুখ (রহিত) হইয়া থাকে। কেননা গয়রে খোদার প্রতি তাজীমী সজদাহ করিবার প্রমাণ তো কুরআন পাক হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু হাদীস পাকে উহা '**নস্‌খ**' ঘোষিত হইয়াছে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কাহারও সম্মুখে অবনত হওয়া কিংবা মাটিতে মাথা রাখা সেই সময়েই হারামে গণ্য হইবে যখন রূকু ও সজদাহ'র নীয়তে উহা প্রতিভাসিত হইবে। তবে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির পাদুকা সোজা করিবার জন্য কিংবা হাত-পা চুম্বন করিবার জন্য যদি কেহ ঝুঁকিয়া যায় কিংবা মস্তক অবনত করে, যদ্যপি এই স্থানেও ঝুঁকিয়া যাইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে, তথাপিও ইহা রূকুর মধ্যে গণ্য নহে। কেননা

ইহাতে রূকুর নীয়ত নাই, অতএব ইহা তাজীমের অন্তর্গত। **তবে যদি 'তাহদ্দে রূকু' অবনত হইয়া কাহাকেও সালাম জ্ঞাপন করা হয় তাহা হইলে উহা অবশ্যই হারামে গণ্য হইবে। কেননা তাজীমন তাহদ্দে রূকু অবনত হইয়া সালাম জ্ঞাপন করা হারাম।** কিন্তু এতদ ব্যতীত অন্যান্য তাজীমী কার্য্যের জন্য অবনত হওয়া জায়েজ। যেমন ঃ— কাহারও হস্ত-পদ চুম্বন, কাহারও জুতা সোজা করা ইত্যাদি কার্য্যের নীয়তে অবনত হওয়া কোনও ক্ষতির বিষয় নহে, ইহা অবশ্যই জায়েজ।

শামী জিল্দ পনজুম কিতাবুল কেরাহাতের শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"**আল ঈমায়ু ফীস্ সালামে ইলা কারীবির্‌রুকূয়ে কাস্ সুজুদে ওয়া ফীল মোহীতে আন্নাহু ইয়াক্‌রাহু আলনেহেনায়ু লেস্-সুলতানে ওয়া গায়্‌রেহি**" অর্থাৎ ঃ ইসলামের মধ্যে রূকুর ন্যায় অবনত হইয়া ইশারা করা সজদাহ'র সমতুল্য। সুতরাং উহা হারাম। 'মহীত' এ বর্ণিত আছে ঃ "বাদশাহের সম্মুখে অবনত হওয়া মকরূহ তাহ্‌রীমী।"

মাদারিজুন নবুওয়ত ইত্যাদিতে রহিয়াছে যে ঃ—"হুযূরের ওয়েলাদত পাকের রাত্রে মালায়েকায়ে মুকার্‌রবীনগণ হযরত আমীনা খাতুনের দরওয়াজার উপর দণ্ডায়মান হইয়া সালাত ও সালাম আরজ করিলেন।"

মনে হয় দুঃখ ও ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত শয়তান মালয়ুন-ই শুধুমাত্র পলায়ন করিয়াছিল। যাহাই হউক উক্ত এবারৎ দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, মহফিলে মীলাদ শরীফে দণ্ডায়মান হইয়া সালাত ও সালামের নজরাণা পেশ করা **সুন্নতে মালায়েকার অন্তর্গত।**

অতএব মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে কিয়াম করিয়া (দণ্ডায়মান হইয়া) স্বীয় আকা ও মৌলা জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালামের নজরাণা পেশ করিয়া মুকর্‌রবীর ফেরেশ্‌তাগণের সুন্নত পালন করা উচিৎ? না মালায়ুন শয়তানের মত পলায়ন করিয়া উহার দলভুক্ত হওয়া উচিৎ? তাহা মুসলিম জনগণেরই বিবেচনার উপর ন্যস্ত। কেননা হিন্দু-স্থানীয় ওহাবীদের পথ নির্দেশক তাহার পুস্তক 'তাকবিয়াতুল ঈমান'-এর মধ্যে লিখিয়াছে যে ঃ—

"যে ব্যক্তি মীলাদ মহফিলে কিয়াম করে সে কাফের।" অথচ স্বয়ং রসূল মকবুল আলাইহিত্ তাহ্‌য়ীয়াতু ওয়াত্তাস্‌লীম নিজেই সাহাবায়ে কেরাম রিজ্‌ওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজ্‌মাইনগণের মজমায় মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় মীলাদ পাক ও আউ্‌সাফ বয়ান ফরমাইলেন। মিশকাত শরীফের উল্লিখিত হাদীস দ্বারা। যেমন মিশকাত শরীফের জিল্দ দোওম বাবু ফজায়েলে সৈয়দুল মুরসলীন ফসলে সানীতে হযরত আব্বাস রাদীয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে ঃ—

"ফাকামান্ নবীয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আলাল মিম্বরে ফাকালা মান আনা" (অর্থাৎ) হুযূর মিম্বরের উপর কিয়াম ফরমাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কে? উপস্থিত সকলেই আরজ করিলেন, আপনি আল্লাহ প্রেরিত রসূল। অতঃপর হুযূর ফরমাইলেন আমি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মতাল্লেব। আল্লাহ তায়ালা যখন মখলুক সৃষ্টি করিলেন তখন আমাকে শ্রেষ্ঠ মুখলুকের মধ্যে করিলেন। আবার উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, আরব ও আজম। উহার মধ্যে আমাকে করিলেন শ্রেষ্ঠ আরবের মধ্য হইতে, আরবের কয়েকটি কবীলা করিলেন এবং আমাকে সৃষ্টি করিলেন উহার শ্রেষ্ঠ কবীলা হইতে (অর্থাৎ—কুরাইশী হইতে)। আবার কুরাইশের কয়েকটি খান্দান করিলেন, আমাকে উহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খান্দান (অর্থাৎ—বনী হাশেম) এর মধ্য হইতে পয়দা করিলেন।

উক্ত মিশকাত শরীফের সেই ফসলেই রহিয়াছে, হুযূর ফরমাইয়াছেনঃ —"আমি হইতেছি খাতেমুন নবীঈন এবং আমি হইতেছি হযরত ইব্রাহীমের দোওয়া, হযরত ঈসার সুসংবাদ ও স্বীয় জননীর দীদার। যাহা তিনি আমার ওয়েলাদত (ভূমিষ্ঠ) হইবার সময় দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্য হইতে এক নূর বহির্গত হইল। যাহার দ্বারা তিনি শামদেশের ইমারতগুলি চাক্ষুস দেখিতে লাগিলেন।"

ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত যে, মীলাদের কিয়াম কেবলমাত্র মালায়েকায়ে মুকর্‌রবীন-গণেরই সুন্নত নহে, বরং ইহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা স্বয়ং হুযূর নিজেই মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মীলাদ পাক ও নাত শরীফ নিজেই বর্ণনা ফরমাইয়াছেন। অতএব মীলাদের কিয়াম অবশ্য অবশ্যই জায়েজ।

অধিকন্তু কুরআনে করীমের অসংখ্য আয়েতে করীমা এখনও দীপ্ত কণ্ঠে হুযূরের মীলাদ ও নাত পাক ঘোষণা করিতেছে ও করিতে থাকিবে, যাহা আজ নামাযীগণ নিজ নিজ আইনে নামাযের মধ্যে তেলাওয়ত করিয়া আল্লাহ্ গফুরুর রাহীমের সম্মুখে তাঁহার হাবীব আলাইহিত্ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীমের মীলাদ পাক ও আউসাফ বয়ান করিতেছেন। যেমন ঃ—

"লাক্বাদ্ জাআকুম রসূলুম্ মিন আন্‌ফুসিকুম.....হারীসুন আলায়কুম" প্রভৃতি আয়েতে কারীমা যদি নামাযীগণ নিজ নিজ নামাযের মধ্যে তেলাওয়ত করেন কিংবা কোন এমাম সাহেব যদি কোন জামায়াতে ইমামত করা কালীন সময়ে তেলায়ত করেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আইনে নামাযের মধ্যেই হুযূরের মীলাদ পাক ও নাত শরীফ বর্ণনা হইবে। মীলাদ ও নাত পাক বর্ণনাকারী সেই নামাযী ব্যক্তিগণকে কিয়ামের হালতে (অর্থাৎ দণ্ডায়মান অবস্থায়)-ই দৃষ্ট হইবে। যদ্যপি আইনে নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র রব্ব তা'য়ালারই এবাদৎ উদ্দেশ্য, তথাপি অন্যদিকে তাঁহার মহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ, নাত ও মীলাদের কিয়াম প্রতিভাত হয়। বিশ্বনিয়ন্তার মনশাও ইহাই যে, আমার নেক বান্দাগণ সুলতানুল এবাদৎ (নামায) এর মধ্যে এবাদৎ তো আমারই

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবে কিন্তু উহারই সঙ্গে গুণকীর্ত্তন আমার মাহ্‌বুবেরও হইবে। তাহা না হইলে মীলাদ, কিয়াম ও নাত পাক যদি রব্বে করীমের দৃষ্টিতে শেরেকী ও কুফরী ফেয়ল হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই আয়েতগুলি নামাযের মধ্যে তেলাওয়াত করিতে নিষেধ ফরমাইতেন, যেই আয়েতগুলির মধ্যে হুযূরের মীলাদ ও নাত পাক উজ্জ্বলরূপে সূচীত।

অতএব মৌলদুন নবী, নাতে মুস্তফা, ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রসূল সালাম আলায়কা, নারায়ে রেসালত প্রভৃতি উচ্চারণ করা ও মহফিলে মীলাদে কিয়াম করা ইত্যাদি সবকিছু অবশ্যই জায়েজ। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঈসালে সওয়াব

তফসীর রূহুল বয়ান—পারা-৭ সূরা আনয়ামের নিম্নোক্ত আয়াত **"ওয়া হাজা কেতাবুন আন্‌জাল্‌নাহো মোবারাকুম্ মুসাদ্দেকোল্লাজিনা বায়্‌না ইয়াদায়্‌হে ওয়ালে তুনজেরা উম্মাল্‌ কোরা মান হাওলাহা"** সম্পর্কে বর্ণিত রহিয়াছে—

"ওয়া আন হামীদেল আয়রাজে কালা মানকারা আল কুরআনা ওয়া খাতামাহু সুম্মা দায়া আম্মানা আলা দোয়াইহী আর্‌বায়াতো লাফে মুনকিন সুম্মা লা ইয়াজ্‌য়ালুনা ইয়াদ্‌য়ুনা লাহু ওয়া ইয়াস্‌তাগ্‌ফেরুণা ওয়া ইউসাল্লুনা আলাইহে ইলাল মাশায়ে আও ইলাস্ সাবাহে" হযরত আয়্‌রাজ হইতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি কুরআন খতম করিবার পর দোওয়া প্রার্থনা করেন, তাহার দোওয়ার সহিত চার হাজার ফেরেশ্‌তা আমীন-আমীন বলিতে থাকেন এবং তাহার জন্য দোওয়া করিতে থাকেন, মাগ্‌ফেরাত চাহিতে থাকেন, সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত। নুদীর কেতাব **'কেতাবুল আজকার'** এর মধ্যে কেতাবুত্ তেলাওয়াত কুরআনেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব ইহার দ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, খতমে কুরআনের সময় দোওয়া মকবুল হইয়া থাকে এবং ইসালে সওয়াবও দোওয়া স্বরূপ। সুতরাং সেই সময়েও খতম পাঠ করা অতি উত্তম ফেয়্‌ল (কার্য্য)।

আসেয়াতুল লমায়াত বাবু যিয়ারতে কবুরে আছে ঃ—"জুমার রাত্রিতে মাইয়্যাতদের রূহ নিজ নিজ গৃহে আসিয়া দেখিতে থাকে যে, তাহার তরফ হইতে কেহ সাদ্‌কা (দান) করিতেছে কি-না।" সুতরাং ইহার দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন প্রচলন রহিয়াছে। যেমন ঃ—কাহারও মৃত্যুর পর সাত দিন পর্যন্ত রুটি ইত্যাদি সাদ্‌কা (বিতরণ) করা এবং প্রত্যেক জুমার রাত্রিতে ফাতেহা করা প্রভৃতি ইহাই তাহার মুখ্য কারণ।

অধিকন্তু আনওয়ারে সাতয়ো—পৃষ্ঠা (৪৫) ও হাশিয়া খাজীনাতুর রওয়ায়েত ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে ঃ—

"হযরত আমীর হামজা রাদী য়াল্লাহু আন্‌হুর ইন্তেকালের পর তৃতীয়, সপ্তম ও চত্বারিংশৎ (৪০) দিনে এবং ষষ্ঠ মাসে ও বৎসরান্তে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাম সাদ্কা দান ফরমাইয়াছেন।" সুতরাং ইহাই হইল তীজা, সাতওয়াঁ, চালিশওয়াঁ, শশমাহী (ছয় মাসী) বরসী, উরস্ ইত্যাদির অকাট্য দলীল এবং ইহারই উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া মুসলিম জনসমাজে তীজা, সাতওয়া, দশওয়াঁ, চালিশওয়াঁ, শশমাহী, বরসী ও বুজুর্গানে দ্বীনের উরস ও ইসালে সওয়াবের প্রচলন। কিন্তু মুসলিম জনগণের প্রতি অযথা ফাৎওয়া আরোপ করত ঃ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাহার পুস্তক 'তাকবিয়াতুল ঈমানের' মধ্যে লিখিয়াছেনঃ—

"মৃত ব্যক্তির তীজা, দশওয়াঁ, চালিশওয়াঁ, শশমাহী, বরসী ও উর্স পালনকারী কাফের।"

দুর্‌রে মুখ্‌তার বহস কেরায়তুল্লিল মাইয়্যেত বাবুদ্দাফনে আছে ঃ "ওয়াফিল হাদীসে মন কারায়াল এখ্‌লাসা আহাদা আশারা মার্‌রাতান সুম্মা ওয়া হাবা আজ্‌রাহাল লে আম্‌ওয়াতে য়্যুতী মিনাল আজরে বায়দাল আম্‌ওয়াতে" (অর্থাৎ) হাদীসে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি এগার বার সুরা এখলাস পাঠ করিয়া উহার সওয়াব মৃত ব্যাক্তিদের প্রতি বখশাইবে, সেও সমূহ মৃত ব্যক্তির সমান সওয়াব পাইবে।

শামী নামক গ্রন্থে আছে ঃ—"ওয়া ইয়াকরায়ু মিনাল কুরআনে মাতাইস্‌সারা লাহু মিনাল ফাতেহাতে ওয়া আওয়ালাল বাক্বারাতে ওয়া আয়াতাল কুরসী ওয়া আমানার রসূল ওয়া সূরাতে ইয়াসীন ওয়া তাবারাকাল মুল্‌কি ওয়া সূরাতাত্ তাকাসুর ওয়াল এখলাসে এস্‌না আশারা মার্‌রাতান আউ এহদায়া আশারা আউ সাবয়ান আউ সালাসান সুম্মা ইয়াকুলো আল্লাহুম্মা আউসেল সাওয়াবা মাকারায়্‌নাহু ইলা ফালানিন আউ ইলায়হেমো" (অর্থাৎ) যথা সম্ভব কুরআন তেলাওয়াত করা সূরা ফাতেহা, সূরা বক্বারার আওয়াল আয়াত, আয়তুল কুরসী, আমানার রসূলু, সূরা ইয়াসীন, মুলক, তাকাসুর ও সূরা এখলাস বারো বার কিংবা এগার কিংবা সাত কিংবা তিন বার পাঠ করিয়া এইরূপভাবে দোওয়া প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আয় আল্লাহ্ আমি যাহা কিছু পাঠ করিলাম তাহার সওয়াব অমুক অমুক মাইয়্যাতকে পৌছাইয়া দেন।

সুতরাং উল্লিখিত এবারৎগুলির সাহায্যে মৃত ব্যক্তির জন্য ফাতেহা করিবার সম্পূর্ণ তরীকা শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে যে,কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থান হইতে তেলাওয়াত করা এবং ইসালে সওয়াবের দোওয়া প্রার্থনা করা ও দোওয়ার জন্য হস্তদ্বয় প্রসারণ করা ইহা সুন্নতের অন্তর্গত।

ফাতাওয়া আজীজীয়ার পৃষ্ঠা-৭৫ এ বর্ণিত আছে ঃ—" যে সকল খাদ্যদ্রব্যের উপর হযরত হুসাইন রাদীয়াল্লাহু আন্হুর নেয়াজ করা হইবে তাহার উপর কুল, ফাতেহা ও দরূদ পাঠ করা সওয়াবের বিষয় এবং উহা ভক্ষণ করা অতি উত্তম।" অধিকন্তু উক্ত ফাতাওয়া আজীজীয়ার পৃষ্ঠা (৪১) এ আরও বর্ণিত আছে যে ঃ—

"কোন বুজুর্গের ফাতেহার জন্য যদি দুধ-মালীদাহ রন্ধন করিয়া 'ইসালে-সওয়াবে'র নীয়তে ভক্ষণ করানো হয় উহা জায়েজ। উহাতে কোনও দোষের বিষয় নাই।" সুতরাং

ইসালে সওয়াব, তীজা, দশওয়াঁ, চালিশওয়াঁ, শশমাহী, বরসী উরস্ যে অবশ্যই জায়েজ ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অধিকন্তু এই মুখালেফীনদের (বিরোধীদের) পেশওয়া শাহ ওলী উল্লাহ সাহেবেরও তীজা পালন হইয়াছে। শাহ আব্দুল আজীজ সাহেব স্বীয় মলফুজাতের পৃষ্ঠা (৮০) এ লিখিয়াছেন ঃ—

"রোজে সোওম কসরতে হুজুম মরদমাঁ আঁকদর বুয়দকে বেরূন আজ হিসাব অস্ত হ্সতাদ ও এক কালাম আল্লাহ্ বসুমার আমদ ও জেয়াদাহ হম শুদহ বাশদ ও কালেমারা হ্সর নেস্ত।" (অর্থাৎ) তৃতীয় দিন অসংখ্য ও অগনন লোকের ভিড় হইয়াছিল। ৮১ বার কুরআন খতমের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, হয়তো ইহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকিবে এবং কলেমা তৈয়বার কোন ইয়ত্তাই ছিল না। সুতরাং উক্ত বর্ণনার দ্বারা তীজা পালন ও উহাতে খতম কালাম আল্লাহ্ করা ইত্যাদি জায়েজ প্রমাণিত হইল।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসিম নানুতবী তাঁহার পুস্তক 'তাহ্‌জিরুন্নাস' এর (২৪) পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"জুনায়েদ এর কোন মুরীদের অকস্মাৎ রূপ বিবর্ণ হইয়া যাওয়ায় তিনি তাঁহার সেই মুরীদকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর সেই মুরীদ মুকাশেফার দ্বারা জানাইলেন যে, আমার জননীকে আমি দোজখের মধ্যে দেখিতেছি। হযরত জুনায়েদ এক লক্ষ পাঁচ সহস্র বার কলেমা যাহা তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, সেই মুরীদের মাতার প্রতি সওয়াব বখ্‌শাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই মুরীদকে কিছুই জানাইলেন না, মনে মনেই সব কিছু করিলেন। বিশেষ উল্লেখ যে, কোন কোন রওয়ায়েতে এইরূপ কলেমার সওয়াবের উপর মাইয়েত এর মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। সেইজন্যই হযরত জুনায়েদ ঐরূপ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক বখ্‌শাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যুবক (মুরীদ) টিকে হর্ষোচ্ছ্বাসিত দেখিয়া হযরত জুনায়েদ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর মুরীদটি বলিল, আমার জননীকে আমি জান্নাতে দেখিতেছি। হযরত জুনায়েদ ফরমাইলেন সেই যুবকের মুকাশেফার সত্যতা তো হাদীস হইতেই জানিলাম এবং হাদীসের সত্যতা উহার মুকাশেফা দ্বারাই প্রমাণিত হইল।"

সুতরাং উক্ত এবারৎ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, এক লক্ষ পাঁচ হাজার বার কলেমা তৈয়েবা পাঠ করিয়া মাইয়্যেতের রূহের প্রতি বখশাইলেও মাগফেরাতের আশা থাকে এবং 'তীজা'য় অর্থাৎ— মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যুর তৃতীয় দিনে ছোলার উপর ইহাই পাঠ করা হয়। অতএব উল্লিখিত এবারৎগুলির দ্বারা প্রমাণিত যে, ফাতেহা-নেয়াজ, তীজা, সাতওয়াঁ, বিশওয়াঁ, চালিশ ওয়াঁ, শশমাহী, বরসী, উর্স ও ইসালে-সওয়াব অবশ্যই জায়েজ। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণিত হইল যে, ফাতেহায় পাঁচ আয়েত পাঠ করা, ইসালে-সওয়াবের জন্য হাত তুলিয়া দোওয়া প্রার্থনা করা, তীজার দিন কুরআন খানী করা, কলেমা শরীফ পাঠ করা, উৎকৃষ্ট খাবার প্রস্তুত করিয়া নেয়াজ করা ইত্যাদি

সব কিছুই জায়েজ। তবে একটি মাত্র প্রশ্ন রহিয়া গেল যে, খাবার সম্মুখে রাখিয়া দোওয়া প্রার্থনা করা জায়েজ কি-না? সুতরাং খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া দোওয়া প্রার্থনা করিবার সম্পর্কে নিম্নে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। যথা—

মিশকাত বাবুল মোয়্জেযাত ফসলে দোওম'-এ রহিয়াছে যে, হযরত আবু হুরাইরা ফরমাইতেছেন ঃ—"হুযূরের খিদমতে আমি কিছু খোরমা লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম যে, (ফাদাম্মা হুন্না সুম্মা দায়ালী ফীহিন্না বেল বারাকাতে) অর্থাৎ ঃ— ইহার বরকতের জন্য দোওয়া ফরমান। হুযূর সেইগুলি একত্রিত করিয়া বরকতের জন্য দোওয়া ফরমাইলেন।"

মিশকাত বাবুল মোয়জেযাত ফসলে আড়্য়ালে রহিয়াছে— 'তবুকের যুদ্ধে ইসলামী লস্করগণের খাদ্যদ্রব্যের অকুলান হইয়া যাওয়ায় হুযূর আলাইহিস সালাম নির্দেশ প্রদান করিলেন ঃ—যাহার নিকট যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আছে সকলেই পেশ কর। অতঃপর যাহার নিকট যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ছিল সকলেই আনিলেন, দস্তরখান বিছান হইল এবং তাহার উপর সেই সমূহ খাদ্যদ্রব্য রাখা হইল। **"ফাদায়া রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বিল বারাকাতে সুম্মা কালা খুজুফী আদ্য়ায়্তেকুম।"** তারপর হুযূর উহার উপর দোওয়া ফরমাইয়া বলিলেন, এইগুলি নিজ নিজ বাসনে ঢালিয়া লও"

মিশকাত শরীফের উক্ত বাবে রহিয়াছে ঃ—হুযূর আলাইহিস্ সালাম যখন হযরত জয়নব রাদী য়াল্লাহু আনহার সহিত নিকাহ করিলেন তখন হযরত উম্মে সলীম রাদীয়াল্লাহু আনহা ওলিমা স্বরূপ কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিলেন কিন্তু খাদ্যের তুলনায় নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অধিক হওয়ায় উক্ত খাদ্যের উপর হুযূর আলাইহিস্ সালাম স্বীয় হস্ত মোবারক স্থাপন করিয়া কিছু পাঠ করিলেন। উক্ত মিশকাত শরীফের ঐ বাবেই আছে, হযরত জাবির রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খন্দকের যুদ্ধের দিন অল্প পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া হুযূর আলাইহিস সালামকে দাওয়াৎ করিলেন। হুযূর রসূলে করীম বহু সাহাবাগন সহ তশরীফ আনিলেন। খাদ্যবস্তু অত্যল্প, হযরত জাবির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হৃদয়ে উহা হুযূরের সমীপে পেশ করিলেন। "ফাব্যসাকা ফীহি ওয়া বারাকা" হুযূর উহাতে স্বীয় থুথু মোবারক লাগাইয়া দিলেন ও বরকতের জন্য দোওয়া করিলেন।

এইরূপ বহু রওয়ায়েত পেশ করা যাইতে পারে, অহেতুক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া এইখানেই ইতি করিতেছি। সুতরাং ফাতিহা জায়েয সাব্যস্ত হইতেছে। ফাতেহা দুইটি এবাদতের সমষ্টি ঃ (১) তেলাওয়াতে কুরআন ও (২) সাদ্কা দান। চাউল, ঘৃত, গোশ্ত প্রভৃতি হালাল দ্রব্যের সংমিশ্রণে বিরিয়ানী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, উহার আনুষঙ্গিক সমূহ দ্রব্যাদি পৃথক পৃথক হালাল হইবার কারণে বিরিয়াণীও হালাল হইবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে হালাল দ্রব্যকে একত্রিত করিলেও তাহা হারামে পরিণত হইয়া যায় যেমন দুই সহোদরা ভগিনীকে কিংবা দুই হামশীরাহকে (দুই ভগিনীকে) একত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে নিকাহ দেওয়া হারাম। আবার কোন কোন হালাল দ্রব্যের সংমিশ্রণে

যদি নেশার উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র নেশার দরুণ ঐ হালাল দ্রব্যাদির মিশ্রণটিও হারামে পরিণত হবে। তেলাওয়াতে কুরআন ও সাদ্কা দান একত্রে পালন করা শরীয়তে কোথাও হারাম ঘোষিত হয় নাই ও উহাদিগকে একত্রিত করিলে কোন হারাম জিনিসের উৎপত্তি-ও হয় না, তাহা হইলে ইহা হারাম হইবে কিরূপে?

আবার কোন হালাল জানোয়ার যদি মরণাপন্ন হইয়া পড়ে উহাকে আল্লাহ্র নাম লইয়া জবেহ করিলে মুসলমানদের জন্য তাহা হালাল হইবে, আর যদি জবেহ না করা হয়, তাহা হইলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর জানোয়ারটি মৃত ঘোষিত হইবে এবং উহার গোশত ভক্ষণ করা মুসলমানদের জন্য হারাম হইবে। সুধী পাঠক বৃন্দ! কুরআন করীম হইতেছে মুসলমানদের জন্য রহমত ও আরোগ্য **"শিফাউঁ ওয়া রাহ্মাতুল্লিল মুমিনীনা"** যদি উহা তেলাওয়াত করিলে খাদ্যদ্রব্য হারামে পরিণত হয়, তাহা হইলে কুরআন করীম রহমত ও আরোগ্য হইবে কিরূপে? উহা তো যহমত ও ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু না, কুরআন মুসলমানদের জন্য সর্ব্বদা রহমত, অবশ্য পথভ্রষ্টদের জন্য উহা যহমত ও ব্যাধি স্বরূপ। যেমন কুরআনেরই ফয়সালা যে, **"ওয়ালা ইয়াযীদুয যোয়ালিমীনা ইল্লা খাসারা"** ইহার দ্বারা জালিমেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে। যেমন, ইহা যদি কোন খাদ্যদ্রব্যের উপর পাঠ করা হয় তাহা হইলে উহারা সেই খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

তজ্জন্যই তো তাকবিয়াতুল ঈমানের প্রণেতা লিখিয়াছে যে "যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর নেয়ায ফাতিহা করে সে মুশরিক, যে ব্যক্তি ফাতিহা ইয়ায্দাহুম করে বা গ্যারাহবী' শরীফ করে সে কাফের, যে শবেবরাতের হালুয়া খায় সে কাফের, যে ঈদের দিনে সিমুই রন্ধন করে সে কাফের, মৃত ব্যক্তির যে তীজা, দসওয়াঁ, বীসওয়াঁ, চালীসওয়াঁ, ছয়মাসী, বরসী ও উরস করে সে কাফের, শাহ আব্দুল হক্কের নেয়ায, শাহ বু আলী কলনদরের সেমনী প্রস্তুত কারী কাফের" ইত্যাদি। উল্লিখিত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা উজ্জ্বলরূপে সূচিত, যে, কুরআনে করীম ওহাবী, নজ্দী, দেওবন্দী, লা মযহাবী প্রভৃতির জন্য যহমত ও ব্যাধি, কিন্তু মুমেনীনদের জন্য সর্বদাই শিফা ও রহমত। অতএব যাহার জন্য দোওয়া করা হইবে উহাকে সম্মুখে রাখিয়াই দোওয়া করা উচিৎ। জানাযার মাইয়্যেতকে সম্মুখে রাখিয়াই নামায পাঠ করা হয়, কারণ উহার জন্যই দোওয়া করা হইবে। কবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আহ্লে কবুরের জন্য দোওয়া পাঠ করা হয়, হুযূর আলাইহিস্ সালাম নিজ উম্মতের পক্ষ হইতে কুরবানীর পশুকে সম্মুখে রাখিয়া যবেহ করার পর দোওয়া করিলেন **"আল্লাহুম্মা হাযা মিন উম্মতি মোহম্মাদিন"** আয় আল্লাহ্! অত্র কুরবানী আমার উম্মতের তরফ হইতে। হযরত খলীলুল্লাহ আল্লাহ্ তা'য়ালার কাবা গৃহের ইমারতকে সম্মুখে রাখিয়া দোওয়া করিলেন, **"রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না"**, আকিকার পশু সম্মুখেই রাখিয়া দোওয়া করা হয়। অতএব ফাতিহার খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া ইসালে সওয়াব হইলে ক্ষতি আছে কি?

বিস্মিল্লাহ্ বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং বিস্মিল্লাহ্ হইতেছে কুরআন

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীফের একটি আয়াত, যদি খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া কুরআন পাঠ নিষেধ হইত, তাহা হইলে খাওয়ার প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠও নিষেধ হইত। শাহ ওলী উল্লাহ সাহেব স্বীয় **'কেতাবুল ইন্তেবাহ ফী সলাসিলে আউলিয়া আল্লাহ্'** ,র মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ দশবার দরূদ শরীফ পাঠ কর, পূরা খতম কর এবং কিছু শির্নীর উপর সমূহ খাজেগানে চিশ্‌তের ফাতিহা দাও, তারপর খোদার নিকট দোওয়া কর।" শাহ সাহেব একটি প্রশ্নের উত্তরে **'যুব্‌দাতুন্নাসায়েহ'** পুস্তকের ১৩২ পৃষ্ঠায় ফরমাইতেছেন ঃ—

"কোনও বুযর্গের আত্মার প্রতি সওয়াব রেসানীর নীয়তে দুধ চাউল রন্ধন করতঃ উহার উপর ফাতিহা দেওয়া ও উহা ভক্ষণ করা জায়েয বরং ধনী ব্যক্তিদের জন্যও উহা ভক্ষণ করা জায়েজ।"

মৌলভী আশরাফ আলী থানবী, মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী সাহেবানদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব **'ফয়সলা হফ্‌ত মসায়েলে'র** মধ্যে ফরমাইতেছেন ঃ— (সারমর্ম)

"মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি ইসালে সওয়াবে কোন প্রকার বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তবে উহাকে ফরয ও ওয়াজিব জ্ঞান করা অনুচিত। বরং ইহা যদি ইসালে সওয়াবের নীয়তে করা হয় তাহা হইলে কোনও ক্ষতি নাই। যেমন নামাযের জন্য বিশেষ সূরা বাছাই করা ফোক্বাহায়ে মুহক্কেকীন জায়েয রাখিয়াছেন বিশেষতঃ তাহাজ্‌জুদ নামাযে অনেকেই করিয়া থাকেন। আবার যেমন নামাযের নীয়ত শুধু অন্তঃকরনেই যথেষ্ট ছিল কিন্তু মোয়াফিক্বতে কল্ব ও যবানের জন্য যবান হইতে বলা মুস্‌তাহ্‌সন। অনুরূপ যদি এখানেও যবান হইতে বলা হয় যে, আয় আল্লাহ্, এই খাদ্য দ্রব্যের সওয়াব অমুক মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছাইয়া দাও, তাহা হইলে ইহাও উত্তম। আবার যদি এস্‌তিহযারে কল্বের দরুণ কাহারও এইরূপ ধারণা হয় যে, অমুক মৃতব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত আছে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে আনিয়া থাকেন কিংবা যদি কাহারও এইরূপ ধারণা থাকে যে, ইহাতো এক প্রকার দোওয়া মাত্র, ইহার সহিত যদি কিছু কালামে ইলাহী পাঠ করিয়া দেওয়া যায়, হয়তো দোওয়া মকবুল হইবে অধিকন্তু উক্ত কালামে ইলাহী পাঠের সওয়াবও পৌঁছিবে। এই সমূহ কার্য্য বাইনুল এবাদতের সমষ্টি।" হাজী সাহেব আরও লিখিতেছেন যে—

"হযরত গওস পাকের গ্যারহবী, দশওয়াঁ, বীশওয়াঁ, চালীশয়াঁ, ছয়মাসী, বরসী (উরস) হযরত শৈয়খ আব্দুল হক্কের তোশা, হযরত শাহ বুআলী কলন সেমনী, শবেবরাতের হালুয়া ইত্যাদি ইসালে সওয়াবের সমূহ বস্তু উল্লিখিত কায়দার উপর নির্ভরশীল।"

উল্লিখিত এবারৎগুলি এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের ফাৎওয়াটি তো সমূহ ঝগড়ার মীসাংসা করিয়া তীজা, দশওয়াঁ, বিশওয়াঁ, চালিশয়াঁ, ছয় মাসী, বরষী, উরস, গ্যাঁরোবীঁ, সবেরাতের হালুয়া, তোশা, সেমনী, ফাতেহা, নেয়াজ ইত্যাদিকে আদ্যপ্রান্ত জায়েজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘোষণা করিল। অতএব আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে জ্ঞান চক্ষু প্রদান করুন, ইহাই কামনা করিতেছি! আমীন! সুম্মা আমীন।।

'তাকবিয়াতুল ঈমান' নামক পুস্তকের মধ্যে জঘন্য জঘন্য এবারৎ লিখিয়া মুসলিম জনগণের উপর যে সকল ফাৎওয়া অযথা আরোপ করা হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক জওয়াব দিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি পুস্তকের প্রয়োজন। সুতরাং অত্র পুস্তকের মাধ্যমে আপাততঃ মোটামুটি একটা জওয়াব পেশ করা হইল, আশা করি ঈমানদার ব্যক্তির জন্য ইহাই যথেষ্ট হইবে। বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য জনাব মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন সাহেব নয়ীমীর মুদল্লল ও মু'তবর কেতাব **'জায়াল্ হক্ক ও জাহ্‌কাল বাতেল'** (জি.কে প্রকাশনী ১ম, ২য়, ৩য়) দ্রষ্টব্য।

ওহাবী পুস্তক

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! **'তাকবিয়াতুল ঈমানে'র** উল্লিখিত এবারৎগুলির সাহায্যে পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারা যায় যে আরব হইতে পাঞ্জাবের পথে, ভারতবর্ষে এই ভাবধারা ও আদর্শ আসিয়াছিল এবং উক্ত ভাবধারা ও আদর্শকে সৈয়দ আহমদ সাহেব ও তাহার ভক্ত মৌলবী ইসমাইল সাহেব প্রচার করিতে গিয়াছিল আফগানীস্তানে।

যাহাই হউক ব্রিটিশ সরকারের ইবলীসী ষড়যন্ত্রে এই **'তাকবিয়াতুল ঈমানে'র** মত আরও অনেকগুলি জঘন্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়া ছিল। সেইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ—সেরাতে মুস্তকীম, হেফজুল ঈমান, ফাতাওয়া রসীদীয়া, ফাতাওয়া ইমদাদীয়া, বরাহীনে কাতিয়া, বেহেস্তী জেওর, তাহজীরুন্নাস, তোহফা লাসানী, নুসরতে আসমানী, ফাতাহ হাক্কানী, ফাঁরান কা তৌহীদ নম্বর ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে যে সকল মনগড়া ফাৎওয়া আরোপিত হইয়াছে, তাহা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি হলাহল স্বরূপ। একদিকে এই পুস্তকগুলি প্রকাশ করিয়া সরলমনা মুসলিম জনগণের হৃদয় রাজ্য হইতে আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস্ সালাম, খুলাফায়ে রাশেদ্বীন, সাহাবায়ে কেরাম, শোহদায়ে এজাম, আইম্মায়ে কেরাম মুজ্‌তাহেদ্বীন, তাবেয়ীন, তাবেয় তাবেয়ীন, গাওস, কুতুব, আবদাল, সল্‌ফ সালেহীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন, খাজা খাজেগান রিদওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজ্‌মাইনগণের মর্য্যাদা মুছাইয়া দিয়া যেমন ভাবে ঘৃণ্য ও জঘন্য ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। অন্যদিকে ঠিক ইহার-ই বিপরীত কতকগুলি নিছক ভিত্তিহীন গল্প পুস্তক প্রকাশ করিয়া স্বদলীয় ভণ্ড তপস্বী মৌলবীদের প্রতি মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইয়াছে। সুতরাং বহু মুসলমান আজ ইহাদের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া বসিয়াছেন। তাহারা শুধু ইহাদিগকেই চিনেন, অন্য কাহাকেও চিনেন না, এমন কি জনাব রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়াল্লাহগণের ইজ্‌জত ও হুরমতের সহিত সেই ভণ্ডরা যে

খেলা করিতেছে তাহা ইহারা নীরবে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু উহাদের প্রতি যদি কেহ অঙ্গুলী উত্তোলন করে তাহা হইলে ইহারা জীবন দিতেও প্রস্তুত হইয়া যান। উহাদের সেই ভিত্তিহীন গল্প পুস্তকগুলির মধ্যে কয়েকখানি পুস্তকের নাম নিম্নে পেশ করা হইল। যেমন—আরওয়াহে সালাসা, তাজকেরাতুর্‌সীদ, আশ্‌রাফুস্‌ সাওয়ানেহ, সায়ানেহে কাসেমী, কামালে আশরাফীয়া, বুরহান, ফাতহ বরেলীকা, দিলকস নজজারা, ফয়সলাকুন মুনাজরা, মুবাশ শেরাত, বুশরাত, হাকীমুল উম্মত, ফাতহ হাক্কানী, বালাগাতুল হয়রান, নক্‌শে হায়াত, শেখুল ইসলাম নম্বর, আনফাসে কুদসিয়া, কারামাতে ইমদাদিয়া, কসসুল আকাবের, খাজা গরীব নেওয়াজ নম্বর, হায়াত ওলী, সীরত সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী ইত্যাদি ইত্যাদি।

কয়েকটি জঘন্য এবারৎ

মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাহার পুস্তক "**এক রোজী**" এর মধ্যে লিখিয়াছে "আল্লাহ্‌ তা'য়ালার মিথ্যা বলা অসম্ভব, আমি ইহা স্বীকার করি না" অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মিথ্যাও বলিতে পারেন।

অথচ আল্লাহ্‌ তা'য়ালা হইতেছেন সমূহ নাকিস সিফাত হইতে পাক এবং মিথ্যা হইতেছে সিফাতে নাকিসার অন্তর্গত। সুতরাং আল্লাহ্‌ কখনোও মিথ্যা বলিতে পারেন না। উক্ত পুস্তকের শুরুর দিকে এতদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

উক্ত মৌলবী সাহেব তাঁহার "**সেরাতে মুস্তকীম**" নামক পুস্তকের কসলে সোওম হেদায়ৎ সানীতে লিখিয়াছে ঃ—

"নামাযের মধ্যে নিজের পীর কিংবা অন্য বুজুর্গানে দ্বীনের খেয়াল, যদ্যপিও উহা হুযূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল হউক না কেন, এইরূপ খেয়াল নিজের গাধা ও বলদের খেয়ালে নিমগ্ন হওয়া অপেক্ষাও জঘন্যতর। কেননা হুযূরের খেয়াল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাহিত অন্তরে আসিবে, কিন্তু গাধা ও বলদের খেয়ালে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আসিবে না, বরং গাধা ও বলদের খেয়াল হীন ও ঘৃণ্য ভাবেই আসিবে এবং নামাযের মধ্যে অন্য কাহারো সম্মান ও ভক্তির খেয়াল শির্‌কের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা নামাযের মধ্যে (পরস্ত্রীর সহিত) 'জেনা'র মনোবৃত্তি অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর সহিত সঙ্গমের খেয়াল উত্তম।" আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌-আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌! কত হীন ও জঘন্য ফাৎওয়া! শয়তানের মনে সর্বদা শয়তানীই উদ্ভাসিত হয়, জেনাকারদের মনে সতত জেনারই চিন্তা জাগিতে থাকে। সেই জন্যই এই শ্রেণীর লোকেদের নিকট এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির ধারণাও জায়েয। কিন্তু **প্রকৃত ইসলামী আকীদা হইতেছে, যে নামাযে হুযূরের খেয়াল না আসে, সে নামায নামাযই নহে।** কেননা 'নামাযে জানাজা' ব্যতীত কোনও নামায বিনা 'আত্তাহিয়াত' পাঠে সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং প্রত্যেক নামাযে "**আত্তাহিয়াত**" পাঠ করিতেই হইবে এবং '**আত্তাহিয়াত**' পাঠ করিলে

হুযূরকে অবশ্যই খেয়াল করিতে হইবে। অর্থাৎ—"**আইয়োহান নবীয়ো রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**" বলিয়া হুযূরকে সম্বোধন করতঃ তাঁহার নূরানী চেহারা মোবারককে চক্ষের সম্মুখে আনয়ন করিয়া উক্ত কালাম দ্বারা তাঁহারা তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম জ্ঞাপন করিতে হইবে।

অধিকন্তু কুরআনে করীমের প্রত্যেক আয়েতের মধ্যেও হুযূরের নাত শরীফ প্রকাশিত। সুতরাং দ্বীনের আলেম মণ্ডলী যখনই নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া তেলাওয়াতে কুরআন আরম্ভ করিবেন, তখনই আমাদের মহান নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারা মোবরক অবশ্যই তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে এবং আমাদের মত অশিক্ষিত মানুষ যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইবে, আপাততঃ যেই আয়েত পাকগুলির মধ্যে প্রকাশ্যভাবে হুযূরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেইগুলি তেলাওয়াত করাকালীন অবশ্যই হুযূরের খেয়াল আসিবে। যেমন— "**লাকাদ জায়াকুম রসূলুম**", "**আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রসূল**", "**আমানার্‌ রাসূলু**" ইত্যাদি আয়েতে করীমাগুলি "কিরাআত' করা কালীন সময়ে আইনে নামাযের মধ্যেই হুযূরের খেয়াল আসিবে।

অতএব যে নামাযে নবী আলাইহিত্‌ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীমের খেয়াল নাই, আহলে সুন্নত অল জামায়াতের সম্মুখে, হাদীস ও কুরআনের ফরমান অনুযায়ী সেই নামায 'কাযা'র অন্তর্গত। উহা পুনঃ আদায় করা অত্যাবশ্যক।

মৌলবী হুসাইন আলী স্বীয় 'বালাগাতুল হয়রান' নামক পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ "**বান্দা নেক কিংবা বদ কার্য্য করিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌ জানিতে পারেন না, বান্দা যখন নেক কিংবা বদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়, আল্লাহ্‌ তখনই জানিতে পারেন।**"

অথচ মুসলিম জাঁহানের ঈমানের বুনিয়াদ ইহারই উপর স্থাপিত যে, আল্লাহ্‌ হইতেছেন ঃ "**আলেমুল গায়েব**" তিনি সমূহ গায়েবের পরিজ্ঞাতা এবং তাঁহার ইল্‌ম্‌ জাতী ইল্‌ম্‌। আল্লাহ্‌ সামীয় ও বসীর, আ'লীম ও খবীর। প্রত্যেকটি বিষয় ও বস্তু, প্রতিটি বিন্দু ও কনিকার উপর তাঁহার জ্ঞান ও আধিপত্য। তিনি মহান, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্ব্ব অন্তর্য্যামী—সর্ব্ব দ্রষ্টা, সর্ব্ব স্রষ্টা এবং তাঁহার কুদরত ও জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান। সেই মহান কুদরত ও ইল্‌ম্‌ওয়ালার সমূহ প্রশংসা করে, এহেন সাধ্য কাহার? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, অনাদি অনন্ত অব্যয় অক্ষয় অপার করুণাময় সেই আল্লাহ্‌ জাল্লে জালালহু ও আম্মান ওয়ালহুর ইল্‌ম্‌ গায়েবকে অস্বীকার করিয়া ইসলামী আবরণে এক ব্রিটিশ এজেন্ট ও দালাল (হুসাইন আলী) ঘোষণা করিয়া বসিলে যে, "বান্দা নেক কিংবা বদ কার্য্য করিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌ জানিতে পারেন না, বান্দা যখন নেক কিংবা বদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়, আল্লাহ্‌ তখনই জানিতে পারেন।" এইরূপ ঈমান বিধ্বংসী আকীদাকে আজ দুর্বল ঈমানের মুসলমানেরাও দলবাজির অন্ধ সাপোর্টে সাদরে গ্রহণ করিয়া ঈমান হইতে সহস্র মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তথাপি নিজেকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ধিক, শত ধিক! এইরূপ জঘন্য চিন্তাধারা ও দলবাজীর উপর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দলবাজীরও একটা সীমা আছে, এইরূপ ঈমান বিধ্বংসী দলবাজী হইতে আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলমানকে রক্ষা করুন, ইহাই কামনা করি। আমীন্! সুম্মা আমীন!!

মৌলবী কাসেম সাহেব নানুতবী স্বীয় **"তাহজীরুন্নাস"** নামক পুস্তকে লিখিয়াছে "হযরত রসূলে করীম যে শেষ নবী ইহা সাধারণ লোকেদের ধারণা কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতে কালানুযায়ী অগ্র পশ্চাতে মুখ্যত কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তাঁহার যামানায় কিংবা তাঁহার পরেও যদি কোনও নবী আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তথাপিও তাঁহার শেষত্বে কোন ব্যবধান আসিবে না।"

অথচ কুরআনে করীমের মধ্যে **"খাতামুন নবীঈন"** এর আয়েত জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, হুযূরের পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোন নূতন নবী আসিবেন না। (উক্ত পুস্তকে ইতিপূর্বেও বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে)

নানুতবী তাঁহার উক্ত পুস্তকে আরও লিখিয়াছে ঃ **"আ'মলের দিক হইতে কোন কোন উম্মত নবীর সমতুল্যও হইয়া যায় বরং অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়াও যায়।"**

আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্-আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আল্লাহ্ তা'য়ালার খাস বান্দা অর্থাৎ ঃ আউলিয়াল্লাহ, গাওস, কুতুব, আবদাল প্রভৃতি মহান চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মানুষগণ বন্দেগীর শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, নবী তো দূরের কথা—কোনও সাহাবীর সমতুল্য হওয়া অসম্ভব এবং ততোধিক মর্য্যাদা-সম্পন্ন কোনও সাহাবা, কোনও নবীর সমতুল্য নহেন, ইহাই হইল হাদীসের ফরমান। আবার হুযূর আকরম্ নূরে মূজাস্সম সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্য্যাদা তো জ্ঞানের অগম্য, তিনি তো সৈয়েদুল আম্বিয়া, আম্বিয়ারও আম্বিয়া— তাঁহার মর্য্যাদার কথাই তো স্বতন্ত্র।

"মোহাম্মদ সে পুছো সিফাত খোদাকে
খোদা সে পুছ লো শানে মোহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

স্বয়ং হুযূর ফরমাইয়াছেন ঃ "কুনতো নবীয়াউ ওয়া আদামো বায়্নাল মায়ে ওয়াত্তীনে" অর্থাৎ ঃ আমি সেই সময়ও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালাম পানী ও মাটির মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। (বিস্তারিত আলোচনা উক্ত পুস্তকেই রহিয়াছে)

মৌলবী খলীল আহমদ তাঁহার **"বরাহীনে কাতেয়া"** নামক পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ **"হুযূর রসূলে করীমের ইল্ম্ অপেক্ষাও শয়তানের ইল্ম অধিক, সুতরাং শয়তানের ইল্ম্ অপেক্ষা হুযূরের ইল্মকে অধিক কিংবা সমান ধারণা করা শির্ক।"**

উক্ত মৌলবী সাহেব তাঁহার উক্ত পুস্তকে আরও লিখিয়াছে ঃ **"মাদ্রাসা দেওবন্দের আলেমগণের সংস্পর্শে আসিয়া হুযূর রসূলে করীম উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।"**

উক্ত মৌলবী খলীল আহমদের সমর্থনে দেওবন্দী আলেমগোষ্ঠী নিজেদের মতামত

pdf By Syed Mostafa Sakib

পেশ করিয়া লিখিয়াছে—"মৌলবী খলীল আহমদ যাহা লিখিয়াছে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিৎ ও আ'মল করা দরকার এবং উহাকেই মজহাব বলিয়া ঘোষণা করা উচিৎ।" (আল মুহন্নদ পৃষ্ঠা-৫০)

মৌলবী আশরফ আলী থানবী তাহার **"হিফজুল ঈমান"** নামক পুস্তকের মধ্যে লিখিয়াছে—

"জায়েদের মতানুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক জাতের উপর ইল্ম্ গায়েব সাব্যস্ত করা যদি সহীহ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসার বিষয় যে, উক্ত গায়েবের উদ্দেশ্যে কি কোনও কোনও গায়েব, না সমূহ উলুম গায়েবীয়া? যদি এইখানে কোনও কোনও গায়েব উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে হুযূর এরই বা বৈশিষ্ট্য কি? এইরূপ গায়েব তো জায়েদ, অমর বরং প্রত্যেক বালক, পাগল এমন কি সমূহ পশু-পক্ষী ও চতুষ্পদ জন্তুদের জন্যও সাব্যস্ত রহিয়াছে।" (হিফজুল ঈমান পৃঃ ৮)

থানবী সাহেব তাঁহার **"ফাতাওয়া ইমদাদীয়া"** নামক পুস্তকে লিখিয়াছেঃ "ইয়া শেখ আব্দুল কাদের কিংবা ইয়া শেখ সুলাইমান ইত্যাদি উজিফা পাঠ করা যেমন সাধারণের আকীদা, ইহার অভ্যস্ত হইলে লোকে দ্বীন ইসলাম হইতে সম্পূর্ণ বহিস্কৃত হইয়া যায় এবং মুশরিকে পরিণত হইয়া যায়।" (জিল্দ-৪, পৃষ্ঠা-৫৬)

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী তাঁহার **"ফাতাওয়া রসীদীয়া"** নামক পুস্তকে লিখিয়াছে "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ব্যতীত অন্য কাহাকেও গায়েব জাননে ওয়ালা স্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের। এই প্রকৃতির লোকেদের সংসর্গ, ভালবাসা ও ইহাদের সহিত আন্তরিকতা এমন কি—এইরূপ ব্যক্তিদের এমামতে নামায পাঠ ইত্যাদি সব কিছুই হারাম।" (ফাতাওয়া রসীদীয়া, জিল্দ-২, পৃঃ-১০)

আরও লিখিয়াছে ঃ "যদি কেহ এইরূপ আকীদা পোষণ করে যে, হুযূর ইল্ম্ গায়েব জানিতেন, ইহা খোলা শির্ক।" (পৃষ্ঠা-১৪১)

উক্ত পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে "হক তায়ালা ব্যতীত ইল্ম্ গায়েব মান্য করা খোলা শির্ক।"

"যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলিমে গায়েব স্বীকার করে, সাদাত হানফীয়ার সম্মুখে সে ব্যক্তি অবশ্য অবশ্যই মুশরিক ও কাফের।" (পুস্তকে ঐ জিল্দ ঐ পৃষ্ঠা-৪২)

ইল্ম্ গায়েব খাস হক্ তা'য়ালার। ইহাকে উল্টাইয়া অন্য কাহারোও প্রতি ঘোষণা করা অহম (অকাট্য) শির্ক হইতে খালি নহে।" (ঐ পৃষ্ঠ-৪৩)

যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলিমে গায়েব প্রমাণ করে (যাহা খাস হক তায়ালার) তাহার পশ্চাতে নামায দোরস্ত নহে।" (ঐ পৃষ্ঠা-৪৫)

"আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামেরও যখন ইল্ম্ গায়েব নাই, সুতরাং ইয়া রসূলুল্লাহ বলাও নাজায়েজ।" (ঐ পৃষ্ঠা-৩)

মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরবী "**তোহফা-লা সানী**" পৃষ্ঠা (৩৭) এর মধ্যে লিখিয়াছে ঃ "ফোকহায়ে হানফীয়ার পবিত্র গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও আলিমে গায়েব জ্ঞান করা কিংবা বলা, না জায়েজ। বরং এইরূপ আকীদা কুফ্র বিঘোষিত হইয়াছে।"

"হানাফীগণ নিজ নিজ পুস্তকগুলির মধ্যে সেই ব্যক্তিদিগকে কাফের লিখিয়াছেন, যাহারা এইরূপ আকীদা পোষণ করে যে নবী গায়েব জানিতেন।" (পুস্তক ঐ পৃষ্ঠা-৩৮)

আব্দুস সুকুর সাহেব তাঁহার "**নসরতে আসমানী**"-র পৃষ্ঠা (২৭) এ লিখিয়াছে "রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাত-ই-ওয়ালাহতে ইল্ম্ গায়েবের সিফত আমি স্বীকার করি না, বরং যাহারা স্বীকার করে তাহাদিগকে আমি নিষেধ জানাই।"

"আমি বলিতেছি না যে, হুযূর গায়েব জানিতেন কিংবা গায়েব ওয়ালা ছিলেন, বরং আমি বলিতেছি যে, হুযূরকে গায়েবের কথাগুলির উপর জ্ঞাত করানো হইয়াছে। ফোকহায়ে হানাফীয়া কাহাকে কাফের ঘোষণা করিয়া থাকেন? উক্ত গাযেব ওয়ালাকে, না যাহাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে? (ফাত্হ হাক্কানী, পৃষ্ঠা-২৫, লেখক, ঐ)

কারী তৈয়ব সাহেব লিখিয়াছে "রসূল ও উম্মতে রসূল উভয়েই সমভাবে বঞ্চিত আছে, কাহারোও মধ্যে ইল্ম্ গায়েব নাই।" (ফারান কা তৌহীদ নম্বর, পৃষ্ঠা-১১৪)

"হযরত সৈয়দুল আউয়ালীন ও আখেরীন এর প্রতি ইল্ম্ গায়েবের দাবি পোষণ করা, তাহাও আবার ইল্ম্ কুল্লী, ইল্ম্ মাকানা ও ইল্ম্ মাইয়েকুন' এর, ইহা শুধুই বেদলীল ও বেসুবুতই নহে, বরং সম্পূর্ণ দলীল বিরোধী। কুরআন ও তৌহীদী শরীয়তে ইহা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হওয়ায় ইহা বিশ্বাসযোগ্যই নহে।" (পৃষ্ঠা-১১৭ ঐ)

"ইল্ম মাকানা ও ইল্ম মাইয়াকুন খাস খোদাওন্দের, সুতরাং উহার মধ্যে কোনও গায়ের খোদা অংশীদার হইতে পারে না।" (তৌহীদ নম্বর ঐ, পৃষ্ঠা-১২৯)

"কেতাব ও সুন্নতকে সম্মুখে রাখিয়া ইল্মকে এইভাবে ভাগ করা যায় না, আল্লাহ্'র ইল্ম জাতী (নিজস্ব) এবং রসূলের ইল্ম আতায়ী (প্রদত্ত)। অর্থাৎ—আংশিক পার্থক্য বিদ্যমান সত্বেও উভয়েরই ইল্ম সমান। মানে—এক হকীকত খোদা, এক মাজাযী খোদা।" (ঐ পৃষ্ঠা-১২১)

"উক্ত আয়েত কিয়ামত পর্যন্ত ঘোষণা করিতে থাকিবে যে তাঁহার (অর্থাৎ) রসূলুল্লাহ' এঁর ইল্ম গায়েব ছিল না। (অর্থাৎ ঃ কিয়ামত পর্যন্তও তাঁহার ইল্ম গায়েব হইবে না।)
(তৌহীদ নম্বর পৃষ্ঠা-১২৬, লেখক কারী তৈয়ব)

আলফুরকান-সুমারা-৫, জিল্দ-৬, পৃষ্ঠা-১১, এর মধ্যে মৌলবী মনজুর নোয়মানী লিখিয়াছে ঃ—

যেভাবে মহব্বতে ইসায়ীর চারা গাছে 'উলুহীয়ত মসীহ'র আকীদায় উন্নতি ঘটিয়াছে এবং যেইরূপ আহ্লে বয়েতের হুব্ব (প্রেম) এর নামে রাফ্যেয়ীদের উন্নতি হইয়াছে। সেইরূপ হুব্বে নব্বী ও ইশকে রেসালতের রঙ্গ দিয়া মসলা ইল্ম গায়েবকেও অতিরঞ্জিত

করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং বেচারা জনগণ মহব্বতের প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া উহার প্রতি সর্বদাই ঈমান আনিতেছে।" নোয়ামানী সাহেব আবার লিখিয়াছে—

"সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত আছে; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন—**মাফাতেহুল গায়েব যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানেন না, উহা পাঁচটি বস্তু।** যাহা সূরা লোকমানের শেষের পাঁচ আয়েতে মজকুর আছে। যেমন—**কিয়ামতের নির্দ্দিষ্ট দিন, বৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ঃ বৃষ্টি কখন নুজুল হইবে, মা-ফিল আর্হাম অর্থাৎ ঃ মাতৃগর্ভে কি সন্তান রহিয়াছে, ভবিষ্যতের বিবরণ এবং মৃত্যুর সঠিক স্থান।"**
(ফাতহ বরেলীকা দিলকশ নজজারা, পৃষ্ঠ-৮৫)

মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী লিখিয়াছে—

"মালাকুল মউত অপেক্ষা আফজল হইবার দরুণ ইহা সম্ভব নহে যে উক্ত বিষয়ের জন্যই তাঁহার (অর্থাৎ ঃ রসূলুল্লাহ'র) ইল্ম্ মালাকুল মউতের ইল্মের সমতুল্য কিংবা অধিক হইবে।" (বরাহীনে কাতেয়া, পৃষ্ঠা-৫৫)

আম্বেঠবী সাহেব আরও লিখিয়াছেন—

"শেখ আব্দুল হক বর্ণনা করিতেছেন—আমাকে (অর্থাৎ ঃ রসূলুল্লাহ'কে) দেওয়ালের পশ্চাতেরও ইল্ম নাই।" (বরাহীনে কাতেয়া, পৃষ্ঠা-৫১)

আমের উসমানী সাহেব স্বীয় পত্রিকা '**তজল্লী**'র মধ্যে লিখিয়াছে—

"সেই সমূহ ব্যক্তিকে নিজ নিজ মস্তিষ্ক মেরামত করাইয়া লওয়া উচিৎ, যাহারা এইরূপ আহমকী আকীদা পোষণ করে যে, রসূলুল্লাহ'র ইল্ম্ গায়েব ছিল।"
(মাসিক পত্রিকা 'তজল্লী দেওবন্দ' ডিসেম্বর ১৯৬০)

মাহেরুল কাদেরী লিখিয়াছে—

"হুযূর যদি আলিমে গায়েব হইতেন তাহা হইলে (হোদাই-বীয়ায় হযরত উসমানের শাহাদতের) সংবাদ শুনিবা মাত্রই ফরমাইয়া দিতেন যে ইহা গুজব ও মিথ্যা **প্রপ্যাগাণ্ডা** মাত্র। বরং উসমান জীবিত আছেন এবং মক্কাতেই আছেন। অধিকন্তু সাহাবায়ে কেরামের এত বড় জামায়তকে পর্যন্তও উহার কশফ হইল না?" (ফারান কা তৌহীদ নম্বর, পৃষ্ঠা-১৪)

যাহাই হউক এইরূপভাবে ওহাবী পুস্তকগুলির জঘন্য জঘন্য এবারৎ একত্রিকৃত করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি পুস্তকে পরিণত হয়। সুতরাং আপাততঃ এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

ব্রিটিশ সরকারের সহযোগীতায় ভারতবর্ষে যখন '**তাকবিয়াতুল ঈমান**' ও তাহার অনুসৃত পুস্তকগুলির ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হইল, তখন সুন্নী জনগণের বিশিষ্ট বিশিষ্ট আলেমগণ সেই ইবলীসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বীরদর্পে ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মুসলিম জনগণকে সতর্ক করিতে লাগিলেন। তৎকালীন সুন্নী আলেমগণের মধ্যে জনাব আল্লামা 'আহমদ রেজা খাঁন' সাহেব ফাজেল বেরেলবী কুদ্দসা সির্রুহু রাদিআল্লাহু আন্হুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহরুল উলুম জনাব আহমদ রেজা খাঁন সাহেব (কুদ্দসা সির্রুহু) ইংরেজদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই ইবলীসী চক্রান্ত ও ওহাবী মতবাদকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য কুরআন ও হাদীসের রৌওশনীতে শত সহস্র পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে মহান ফাৎওয়ার পুস্তক 'হুসামুল হারমাইন' এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুসামূল হারামাইনের মহান ফাৎওয়াগুলি কেবল মাত্র ভারতীয় আলেম সমাজেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং আরব ও আজম, মক্কা ও মদীনা, তথা সমগ্র মুসলিম জাঁহান হইতে সত্যতার স্বীকৃতি হাসিল করিয়াছে। অধিকন্তু কোর্ট, কাছারী, জজ, ব্যারিষ্টারের সম্মুখে নিজের সত্যতার সনদ হাসিল করিয়াছে।

আহ্‌লে সুন্নতের অরণ্যের সিংহ হযরত আল্লামা হাশমৎ আলী সাহেব লখনাবী (রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) যখন ফয়জাবাদ জেলার এলাকাধীন ভাদরসা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ইং সন ১৯৪৬ সালের ২২শে মে হইতে ৬ই জুন পর্যন্ত অবিরাম বক্তৃতার মাধ্যমে সুন্নী মুসলমান ও অন্যান্য উপস্থিত জনগণের হেদায়তের জন্য 'হুসামুল হারামাইন' ও 'আস্‌সাওয়ারুমুল হিন্দীয়া' প্রভৃতি পুস্তকের মযমুন পাঠ করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন এবং ওহাবী দেওবন্দীদের কুফরী আকায়েদ হইতে জনগণকে সতর্ক করিবার জন্য "তাহজীরুন্নাস, বরাহীনে কাতেয়া, হিফজুল ঈমান, মুখতসরান সিরাতে নবীয়া" ইত্যাদি ওহাবী পুস্তকের জঘন্য এবারৎগুলি জনসাধারণকে দেখাইতে থাকেন। ফলতঃ বহু সংখ্যক দেওবন্দী ওহাবীগণ তাহাদের পেশওয়াদের ঘৃণ্য আকায়েদ হইতে তওবা করিয়া পুনঃরায় সেরাতে মুস্তকীমের পথে ফিরিয়া আসেন। আল্লামা লখনাবীর হস্তে ওহাবীয়তের মূল উৎপাটিত হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য ওহাবী-দেওবন্দীরা নিজেদের উলামাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আল্লামা লখনাবীর বিরুদ্ধে ফয়জাবাদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালের এজলাসে মকদ্দমা দায়ের করে।

মকদ্দমার অভিযোগ

"প্রতিবাদী মৌলানা হাশমৎ আলী খাঁন ইং সন ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন রাত ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের ধর্ম্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে অযথা সমালোচনা করেন এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার মানসে মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, মৌলবী কাসেম নানুতবী, মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী, মৌলবী রসীদ আহমদ গাঙ্গোহী, মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরবী ইত্যাদি আমাদের আলেমগণকে কাফের, মুরতাদ, বেদ্বীন ইত্যাদি ঘোষণা করিয়া অবমাননার চরম করিয়াছেন। প্রতিবাদী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোক। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৯৮, ৫০০, ১৫৩ ধারা অনুযায়ী তিনি অপরাধী। অতএব অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করা হউক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পেস্কার, উকিল, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ প্রভৃতির উপস্থিতিতে 'হুসামুল হারামাইন' এর সত্যতা উদঘাটন

আবেদনকারীগণ ঃ

আব্দুল হামীদ খান, সেরাজুল হক খান, হাবীবুল্লা খান সর্ব্ব সাকিন, কসবা ভাদ্‌রাসা, জেলা ফয়জাবাদ। তাং ইং-সন ১৯৪৬ সাল, ১২ই জুন।

আবেদন অনুযায়ী হযরত শেরে বেশায়ে সুন্নত আল্লামা লখনৌবী কোর্টে উপস্থিত হইলেন। অভিযোগ অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নিকট জবাব তলব করিলেন। অতঃপর তিনি সেই এজলাসে 'তাহ্‌জীরুন্নাস, বরাহীনে কাতেয়া, হিফজুল ঈমান, ফটো, ফাৎওয়া মহ্‌রীও দস্তখাতী গাঙ্গোহী এবং আব্দুস সুকুর সাহেব প্রণীত মুখত-সার সীরত নববী ইয়া' ম্যাজিস্টেটের সম্মুখে পেশ করিলেন এবং ঐ সকল পুস্তকের কুফরী এবারৎ সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটকে অবগত করাইলেন ইহার সহিত তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইহাও ব্যাখ্যা করিলেন যে সুন্নী সমাজের বিখ্যাত পেশওয়া শেখুল ইসলাম আলা হযরত আহমদ রেযা খান সাহেব রাদিআল্লাহু আনহু, দেওবন্দী পেশওয়াদের প্রতি যথাঃ মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, মৌলবী রসীদ আহমদ গাঙ্গোহী, মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী, মৌলবী কাসেম নানুতবী প্রভৃতির উপর তাহাদের সন্দেহাতীত কুফরী আকায়েদের সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী কাফের ও মুরতাদের ফাৎওয়া জারী করিয়াছেন, যাহা মহান পুস্তক 'হুসামুল হারমাইন' এর মধ্যে মুদ্রিত হইয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ফাৎওয়ার সত্যতার স্বপক্ষে আরবের মহান পেশওয়াগণ এবং হিন্দুস্থানের ২৬৮ জন উলামায়ে ইসলাম নিজ নিজ মোহরসহ স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। 'হুসামুল হারমাইন' এর ফাৎওয়ার মধ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী একটি আদেশ ইহাও রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি উক্ত ওহাবী দেওবন্দী মৌলবীদের কুফরী আকায়েদ অবগত হওয়া সত্বেও তাহাদিগকে কাফের বলিয়া স্বীকার না করে, কিংবা তাদের কাফের হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সেই ব্যক্তিও কাফের বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সুন্নী উলামায়ে ইসলামগণ মৌলবী কাকুরবীর প্রতি এইজন্য কুফ্‌রী ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন, কারণ সেও তাহার 'নুসরতে আসমানী' নামক পুস্তকের পৃষ্ঠা-১৫, ২৭, ৪৭ এবং ৪৮ এর মধ্যে মৌলবী থানবী এবং মৌলবী আম্বেঠবীর কুফ্‌রী এবারৎ সমূহের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। অতএব্ 'আন্‌নাজম' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আব্দুস শুকুর কাকুরবী শরীয়তের কানুন অনুযায়ী কাফের, মুরতাদ ও বেদ্বীন।

আবার আল্লামা লাখনৌবী রহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহি নিজের দাবীর সত্যতার সমর্থনে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাসের জন্য তাঁহার এজলাসে 'হুসামুল হারমাইন', 'আস্‌সাওয়ারুমুল হিন্দিয়া' এবং অন্যান্য পুস্তক পেশ করিয়া ইহার সহিত নিজের সুদীর্ঘ বয়ানও পেশ করিলেন, যাহাতে তিনি হিফজুল ঈমানের পৃষ্ঠা ৮, বরাহীনে কাতেয়ার

পৃষ্ঠা ৫১, ফটো ফাৎওয়া গাঙ্গোহী এবং অন্যান পুস্তকের এবারৎগুলি এমন প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইলেন যাহাতে ইংরেজী শিক্ষিত অমুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, মৌলবী থানবী, মৌলবী গাঙ্গোহী ইত্যাদি ওহাবী মৌলবীরা নিশ্চিতরূপে পয়গম্বরে ইসলামের শানে বেআদবী ও গুস্তাখী করিয়াছে এবং ইঁহারা সেইজন্য **'হুসামুল হারমাইন'** এর ফাৎওয়া অনুযায়ী কাফের ও মুরতাদে পরিণত হইয়াছে।

এই স্থানে কেহ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন না যে, ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কেহই **'আল মোহাম্মাদে'**র মযমুন শোনায় নাই কিংবা থানবী প্রভৃতি দেওবন্দী আলেমদিগকে মুসলমান বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, বরং এজলাসে হাকিমের সমুখে ওহাবী দেওবন্দীরা নিজেদের বিশেষজ্ঞ হিসাবে মৌলবী আবুল ওফা শাজাঁহাপুরীকে হযরত আল্লামা হাশমৎ আলী সাহেবের বিরুদ্ধে পেশ করে। এজলাসে হযরত শেরে বেশায়ে সুন্নত আল্লামা লাখনৌবীর সহিত মৌলবী আবুল ওফা শাজাঁহাপুরীর এক সুদীর্ঘ মুনাজরা হয়, যাহাতে ওহাবী দেওবন্দীদের পেশওয়াদিগকে মুসলমান সাব্যস্ত করিবার জন্য উক্ত মৌলমী আবুল ওফা সাহেব দেওবন্দী অস্ত্রাগারের মধ্যে নুতন ও পুরাতন যত অস্ত্র ছিল, তাহা সব কিছুই প্রয়োগ করেন। কিন্তু আহমদ রেযার সিংহ মৌলানা হাশমৎ আলী সাহেব হুসামুল হারমাইনের ফাৎওয়া এবং দলীল দ্বারা কুফর ও ইরতেদাদের হৃৎপিণ্ড চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং বারগাহে রেসালতের অসম্মানকারী ও ইসলাম বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী মৌলবীদিগের মুখোশ উন্মোচন করিয়া শরীয়তের দলীল অবহেলাকারী উক্ত ওহাবী দেওবন্দী পেশওয়াদিগকে অর্থাৎ ঃ মৌলবী থানবী, গাঙ্গোহী ইত্যাদির কাফের ও মুরতাদ হওয়ার সম্বন্ধে এমন প্রমাণ দিলেন যে, মৌলবী আবুল ওফার ন্যায় ধূর্ত্ত ওহাবী আলেম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে দেওবন্দী আলেমদিগকে মুসলমান সাব্যস্ত করিতে অক্ষম থাকিলো।

ম্যাজিস্ট্রেটের রায়

প্রতিবাদী বলিতেছেন যে, তিনি ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন ভাদ্‌রসায় কোন বক্তৃতা করেন নাই। বাদী পক্ষ শপথ করিয়া যাহা বলিয়াছে, সেইরূপ কোন ভাষা তিনি কখনও প্রয়োগ করেন নাই কিংবা করিতেও পারেন না। বিবাদী অকাট্যভাবে বলিতেছেন যে তিনি ৭ই জুনের পূর্বে কিছু বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি বিভিন্ন পুস্তক যথা—

হুসামুল হারমাইন, আস্‌সাওয়ারুমুল হিন্দিয়া প্রভৃতি পুস্তক হইতে কিছু এবারৎ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকগুলিতে এই ওহাবী মৌলবী অর্থাৎ ঃ আশরফ আলী থানবী, রসীদ আহমদ গাঙ্গোহী, কাসেম নানুতবী, খলীল আহমদ আম্বেঠবী ও আব্দুস সুকুর কাকুরবীকে ইসলামী ফাৎওয়া দ্বারা বেদ্বীন, কাফের, মুরতাদ ও দেওয়ের বান্দা রূপে পরিগণিত করা হইয়াছে।

প্রতিবাদীর বক্তৃতায় কি বলা হইয়াছে, এখন তাহাও দেখা যাউক ঃ প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আবেদনকারীরা লিখিতভাবে আরজিতে কিছুই পেশ করে নাই। শুধুমাত্র তিনজন বাদী ও দুই জন সাক্ষীর বর্ণনায় রহিয়াছে যে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঃ—

"মৌলবী আশরফ আলী থানবী, মৌলবী কাসেম নানুতবী, মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী, মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরবী এবং মৌলবী রসীদ আহমদ গাঙ্গোহী হইতেছে কাফের, মুরতাদ ও বেদ্বীন।"

প্রতিবাদীও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু সেই এবারৎ ছিল অন্যরূপ। প্রথম নম্বর সাক্ষী বলিতেছে যে প্রতিবাদীর বক্তৃতাকে কেহই লিপিবদ্ধ করে নাই, এমনকি ঐ সাক্ষী নিজেও লিবিবদ্ধ করে নাই। প্রতিবাদী যে ভাষাগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাহার মৌখিক স্মরণ রহিয়াছে মাত্র এবং সামান্য কিছু বক্তৃতার ভাবও মনে আছে। ঐ প্রথম সাক্ষীর বর্ণনা অনুযায়ী বক্তৃতার সময় প্রতিবাদী নিজের হাতে পুস্তক লইতেছিলেন যাহা প্রতিবাদীর বর্ণনার সমর্থক।

প্রতিবাদীও স্বীকার করিতেছেন যে উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে তিনি উপরের লিখিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সেই এবারৎ ছিল ভিন্নরূপ, যাহা কয়েকখানি পুস্তকের হাওয়ালা হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমার ধারণা অনুযায়ী প্রতিবাদীর সমূহ কার্য্যাদি সঠিক ছিল, যাহাতে জনগণ মযহাবী কথা জ্ঞাত হইতে পারেন, এই পবিত্র উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তকগুলির এবারৎ সমূহ পাঠ করিতেছিলেন। এইজন্য প্রতিবাদীর কার্য্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৫০০ নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। প্রতিবাদীর বক্তৃতার দ্বারা জনগণের মধ্যে উস্কানিমূলক ঝগড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কিছু সংখ্যক সাক্ষী বর্ণনা করে। কিন্তু প্রতিবাদীর বক্তৃতা শুনিয়া বহু সংখ্যক (ওহাবী) লোক তাঁহার স্বধর্মাবলম্বী (সুন্নী) হইয়া যান, ইহার দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে প্রতিবাদীর বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল।

এই মকদ্দমায় এক অভিজ্ঞ মৌলানা আবুল ওফা শাজাঁহাপুরী-কে পেশ করা হয়, প্রতিবাদী ধর্মীয় বিষয়ে নিজেই তাহাকে সুদীর্ঘ জেরা করিলেন। মৌলানা আবুল ওফা সাহেবের সাক্ষ্যকে মকদ্দমার সাক্ষ্য না বলিয়া ধর্মীয় মুনাজরা বলা অধিকতর সঙ্গত।

উপরের আলোচনা অনুযায়ী আমার এই ধারণা যে, ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন কোন ঘটনাই ঘটেনি, যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যোগসাজশ পূর্ণ। প্রতিবাদীর পূর্বের বক্তৃতার দ্বারাই ওহাবী ফরীয়াদীদের মনে আঘাত লাগিয়াছিল। (সুন্নী মুসলমানগণের) আকায়েদের উপর প্রতিবাদী প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন বলিয়াই ফরীয়াদী পক্ষ অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা না করিয়া তাঁহার বক্তৃতার কিছু অংশ লইয়া মিথ্যা মকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। আমার মনে হয় প্রতিবাদীকে তাঁহার নিজের জামায়াতে বদনাম করিবার জন্যই

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। কারণ তিনি একজন মযহাবী মোবাল্লেগ। মকদ্দমা চলাকালীন দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার বহু মুরীদ রহিয়াছে।

আমি প্রতিবাদীকে (মৌলানা হাশমৎ আলীকে) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০, ১৫৩, ২৯৮ ধারা হইতে যে অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালান হইয়াছিল,বেকসুর সাব্যস্ত করিতেছি এবং তাঁহাকে ২৫৮ নম্বর ফৌজদারী ধারা অনুযায়ী মুক্তি প্রদান করিতেছি।"

স্বাক্ষর

মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ফয়জাবাদ।

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল।

সেসন জজের রায়

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালের ঐ ঐতিসিক রায় ওহাবীদের দুনিয়ায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করিল। দেওবন্দীদের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া পড়িল, তাহাদের সমূহ ফিৎনা এবং পরিকল্পনা ধুলিসাৎ হইয়া গেল। ন্যায় ও অন্যায়ের সংগ্রামে 'হুসামুল হারমাইনে'র জয় সূচীত হইল। বারগাহে রেসালতের শত্রুদের গলায় পরাজয় ও অসম্মানের মালা পড়িল। ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলানা হাশমৎ আলীকে জেলাখানার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিবার পরিবর্তে মুক্তি প্রদান করায় দেওবন্দীদের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। এক সঙ্গে **'হুসামুল হারমাইনে'র** সত্যতা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইল। কিন্তু ইহা কি সহ্য হয়? ম্যাজিস্ট্রেটের রায়কে যে কোন প্রকারে ভাঙ্গিতে হইবে। নিজেদের অকৃতকার্যতাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য দেওবন্দী ওহাবীরা সেসন জজের (ইয়াকুব আলী সাহেবের) দারস্থ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করিল। সেসন কোর্টের বিজ্ঞ জজ সাহেব আপিল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁহার রায় প্রদান করিলেন। যথা ঃ—

"বিবাদী বর্ণনা করিতেছেন যে ১৯৪৬ সালের ৭ই জুনের পূর্বে ভাদ্‌রসায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি 'হুসামুল হারমাইন', 'আস্‌সাওয়ারামুল হিন্দিয়া' ইত্যাদি পুস্তক হইতে কিছু কিছু এবারৎ পেশ করিয়াছেন এবং ঐ এবারতে (মৌলবী থানবী, মৌলবী গাঙ্গোহী, মৌলবী নানুতবী প্রভৃতি) ওহাবী উলামাদিগকে অর্থাৎ ঃ যাহাদের নাম আরজিতে রহিয়াছে, তাহাদিগকে ফাৎওয়ার দ্বারা কাফের, মুরতাদ, বেদ্বীন, দেওয়ের বান্দা এবং ওহাবী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

১৯৪৬ সালের ৭ই জুনের পূর্ব্বের বক্তৃতাসকল যাহা প্রতিবাদী ভাদ্‌রসায় করিয়াছিলেন। তাহার মযমুন কোর্টে স্বয়ং প্রতিবাদী পেশ করিয়াছেন, যাহাকে Ex. D 7 দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে প্রমাণ পাওয়ার পর মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ রায় প্রদান করিলেন যে, বাদীগণ যাহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছেন ঃ উহা

সাজশী ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় রায় প্রদান করিলেন যে উক্ত ভাষা সমূহ বিবাদী পূর্বের অন্যান্য বক্তৃতায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা তাহাদের (ওহাবীদের) সম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল, কেননা তাহারা সেই ভাষা সমূহের ব্যাপারে সম্যক অবগত না হইয়াই মিথ্যা মকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল যাহা—উপর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মকদ্দমা খারিজ করিয়া দিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অভিযোগ করিলেন যে, প্রতিবাদী যেহেতু ধর্মীয় প্রচারক হইতেছেন এবং তাঁহার বহুল পরিমাণে মুরীদ ও মো'তাকিদ থাকার দরুণ জনগণের মধ্যে তাঁহার সম্মান হানী করিবার জন্যই এই মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। প্রতিবাদীকে এই জন্যই মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল এবং মুক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় বিবেচনার আবেদন করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ উকিলগণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং পরস্পর বাদ প্রতিবাদের মধ্যে উভয় পক্ষের পেশ করা মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণসমূহকে গভীরভাবে পঠন ও শ্রবন করিবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিলাম যে, এই আবেদন সম্পূর্ণ নিঃস্প্রাণ।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রটের রায় হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে তিনি মৌখিক ও লিখিত প্রমাণ সমূহ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, বিবাদী সৎ উদ্দেশ্যে এবং সৎ পথ প্রদর্শন করিবার জন্য পুস্তকগুলির এবারৎ পাঠ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ফয়সলা, যাহাতে তিনি প্রতিবাদীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, উভয় পক্ষের পেশ করা প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং সঠিক হইয়াছে। বাদীরা আমার নিকট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ফয়সালার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ভুল দর্শাইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই আপিল প্রাণহীন। সুতরাং আমি ইহাকে খারিজ করিতেছি।

স্বাক্ষর

ইয়াকুব আলী, সেসন জজ, ফয়জাবাদ।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৯ সাল।

বিখ্যাত ওহাবী নেতা মৌলবী মুরতাজা হাসান দারভাঙ্গীর সিদ্ধান্ত

সুনী মুসলমানগণের পথ প্রদর্শন এবং মহা উপদেশের জন্য তো কেবলমাত্র আলা হযরত আহমদ রেযা খাঁন সাহেব ও মক্কা ও মদীনা তৈয়েবার মহান দ্বীনী পেশওয়াগণ এবং বাংলা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বিখ্যাত আলেমগণের মহান ফাৎওয়াগুলিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হুযূর আকদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর জাজ্জল্য মো'জেযা এবং আলা হযরতের শ্রেষ্ঠ কারামত দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা দ্বিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের হেদায়তের সামগ্রী প্রদান করতঃ ওহাবীদের প্রতিনিধির কলম হইতে ও প্রকৃত সত্য উদঘাটন পূর্ব্বক **'হুসামুল হারমাইন'** এর সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। যেমন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবিক নাজিম তালীমাত মৌলানা মুরতাজা হাসান দারভাঙ্গী তাহার 'আশাদ্দুল আজাব' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

"মৌলবী আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের নিকট কতিপয় দেওবন্দী উলামা যেমন ঃ মৌলানা রসীদ আহমদ গাঙ্গোহী, মৌলানা কাসেম নানুতবী, মৌলানা আশরফ আলী থানবী, মৌলানা খলীল আহমদ আম্বেঠবী ইত্যাদি যদি প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ ছিলেন, যেরূপ আহমদ রেযা খাঁন সাহেব তাঁহাদিগকে বুঝিয়াছিলেন। তাহা হইলে ঐ দেওবন্দী আলেমদের প্রতি কুফরী ফাৎওয়া প্রদান করা মৌলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের উপর ফরয ছিল। তিনি যদি উহাদিগকে কাফের বলিয়া ঘোষনা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই কাফের হইয়া যাইতেন। যেমন উলামায়ে ইসলামগণ যখন মির্জা গোলাম আহমদ (কাদিয়ানী) এর কুফরী আকায়েদ সম্পর্কে অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা মির্জা সাহেব ও তাহার অনুসরণকারীদিগকে অকাট্যভাবে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই হইতেই মির্জা সাহেব ও তাহার অনুগামীদিগকে কাফের ও মুরতাদ বলা ফরজ হইয়া গেল। যদি তাঁহারা মির্জা সাহেব এবং তাহার লাহোরী ও কাদিয়ানী অনুসরণকারীদিগকে কাফের বলিয়া ঘোষণা না করিতেন তাহা হইলে নিজেরাই কাফেরে পরিণত হইতেন। কেননা যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের না বলে, সে ব্যক্তি নিজেই কাফের হইয়া যায়।" (আশাদ্দুল আজাব, পৃষ্ঠা-১৩)

নোট—অতএব অমোঘ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাফেরকে কাফের, মুরতাদকে মুরতাদ ঘোষণা করা আমাদের কর্ত্তব্য কি-না, তাহা মুসলিম জনগণের বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের প্রণোদিত পুস্তকের উপর বিখ্যাত দেওবন্দী আলেম ও ফাজেল মৌলানা আমির উসমানি সাহেবের বক্তব্য

'মাহ্‌নামা তাজল্লী দেওবন্দ' এর সম্পাদক মৌলানা আমির উসমানি সাহেব (ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে) তাহার উক্ত মাসিক পত্রিকার মধ্যে পুস্তক সম্রাট জনাব আল্লামা আরসাদুল কাদেরী (ফাতেহে জামশেদপুর) সাহেবের 'জলজলা' নামক পুস্তকের উপর তবসেরা (সমালোচনা) করতঃ যে হৃদয়গ্রাহী বিবৃতি পেশ করিয়াছেন তাহার কিছু বাছাই অংশ নিম্নে পেশ করা হইল। যথা ঃ—

'জলজলা'র লেখক তাঁহার উক্ত পুস্তকে উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগৃহীত এবারৎগুলির দ্বারা ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, দেওবন্দী আলেমরা ইসলামী আকায়েদের কড়া বিরোধী। অধিকন্তু ইহাও দর্শাইয়া দিয়াছেন যে, যেই সকল আকীদা পোষণের জন্য ইহারা (দেওবন্দীরা) সুন্নী মুসলমানদিগকে যথা বেদাতী, মুশ্‌রিক ও কাফেরের ফাওওয়া দিয়াছেন, ঠিক সেই সকল আকীদা ইহাদের নিজেদের

(দেওবন্দী) বুজুর্গদের বেলায় যথাযথভাবে আইনে ঈমানরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমিই বা কেন কোনরূপ নির্ভেজাল সমালোচনা পেশ না করিয়া অকারণ নিজের কর্ত্তব্যচ্যুত হইব। কেননা 'জলজলা' নামক পুস্তকখানি এমনই পর্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যাহার একদিকে হযরত ইসমাঈল শহীদের **'তাকবিয়াতুল ঈমান'** ও অন্যান্য উলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন পুস্তকের এবারৎগুলি রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ইহা দর্শানো হইয়াছে যে, আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের প্রতি ইল্ম গায়েব ও তসর্‌রুফ ইত্যাদির আকীদা পোষণ করাকে উলামায়ে দেওবন্দরা ইচ্ছানুযায়ী শির্‌ক, বেদাত ও তৌহীদের খেলাফ ঘোষণা করিয়াছেন এবং অন্যদিকে ইহা দর্শানো হইয়াছে যে, অনুরূপ আকীদা উহাদের দেওবন্দী বুজুর্গদের বেলায় প্রযোজ্য রহিয়াছে। অতএব কথাটি অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। কেননা লেখক আদৌ এমন পন্থা অবলম্বন করেন নাই যে, সামান্য কোন বিষয়ের উপর মনগড়া কোন বৃহৎ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। বরং তিনি এক-একটি এবারৎ (প্রবন্ধ) সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিজের তরফ হইতে মোটেই কোন মতলব আওড়ান নাই। আমি যদিও দেওবন্দী আকীদা পোষণ করি, তথাপি এই ব্যাপারে আমার কোনও অনুরক্তি নাই। কারণ অত্র 'জলজলা' নামক পুস্তকের সাহায্যেই আমি আমার দেওবন্দী বুজর্গদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি এবং বিষাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছি যে, কিরূপে ইহার সংশুদ্ধি করি, সংশুদ্ধির কোন পন্থাও নাই। বড় বড় বুদ্ধিমান বিখ্যাত বিখ্যাত আল্লামাতুদ্দহরও ইহার কোন সংশুদ্ধি করিতে পারিবেন না। কেননা 'জলজলা'র মধ্যে বিভিন্ন দেওবন্দী বুজুর্গের যে সকল ঘটনাবলী প্রতিবাদ স্বরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কোন সংশুদ্ধিই নাই। আমিও যদি সাধারণ মানুষের মত একজন ফির্‌কা পরস্ত কিংবা অন্ধ সাপোর্টার হইতাম, তাহা হইলে শুধু এতটাই করিতাম যে, পুস্তকটির কোন আলোচনাই করিতাম না। কিন্তু খোদা আমাকে এই দেওবন্দীদের নাহক্‌ মুর্খামি ও অন্ধ সাপোর্ট হইতে রক্ষা করুন, সত্যকে সত্য বলা আমি ঈমানী কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। সুতরাং ইহাও স্বীকার করি যে, সাক্ষীসাবুদসহ 'জলজলা'র মধ্যে যে বিভিন্ন দেওবন্দী হযরাতকে ফিৎনা ও ফ্যাসাদবাদী প্রমাণ করা হইয়াছে উহা দিবা-লোকের ন্যায় উজ্জ্বল।

দেওবন্দীদের বিশেষ বিশেষ পুস্তক, যেমন ঃ—

"আরওয়াহে সালাসা, তাজ্‌কিরাতুর্‌রসীদ, সাওয়ানেহ কাসেমী, আশ্‌রাফুস্‌ সাওয়ানেহ, আল জামিয়াতকা শেখুল ইসলাম নম্বর, আনফাসে কুদ্‌সিয়া" প্রভৃতি পুস্তকের চেহারা দেখিবার মত কিংবা কালক্রমে কোথাও হইতে পাঠ করিবার মত আমার কোন সুযোগ আসিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু 'জলজলা'র দ্বারা মুনকর্শিফ হইয়া গিয়াছে যে সেইগুলির মধ্যে কিরূপ আজগুবী-আজগুবী ও অনুপযুক্ত কথা গ্রথিত রহিয়াছে। **আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌-আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌! মিথ্যা নভেল ও মানুষের সেইরূপ ক্ষতি পৌছাইতে পারে না—যেরূপ ক্ষতি এই পুস্তকগুলির দ্বারা হইয়াছে।**

pdf By Syed Mostafa Sakib

* * * *

যাহাই হউক 'জলজলা'র লেখক বারবার তাগাদা করিতেছেন যে, উলামায়ে দেওবন্দের এইরূপ মত বিরোধীতার কারণ কি? ইনসাফের বিষয় তো এই যে, ইহার জওয়াব দেওয়া মৌলবী মনজুর নোয়মানী কিংবা কারী তৈয়েব সাহেবেরই দায়িত্বে রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা কখনও ইহার জওয়াব দিবেন না। কেননা লেখকের অভিযোগের বুনিয়াদ সত্য সত্যই এক ঘোর অন্যায়েরই বিরুদ্ধে স্থাপিত। সুতরাং ইহার জওয়াবই বা কি দিবেন? যেইহেতু আমি দেওবন্দীদের অন্ধ ওকালতী পছন্দ করি না, সেইহেতু নিজেই একটা মোটামুটি জওয়াব পেশ করিতেছি—

তাজকিরাতুর্‌রশীদ, সায়ানেহ কাসেমী, আশ্‌রাফুস সাওয়ানেহ ইত্যাদি এই ধরনের পুস্তকগুলির প্রতি কখনও বিশ্বাস রাখা উচিত নহে।

অতএব দুঃখ শুধু সেইসব 'মুরীদানে বাসাফা'র প্রতি নহে যাহারা অশিক্ষিত, বরং এই ভূমিকায় তো বড় বড় আল্লামা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে অতিরঞ্জিত দেখা যাইতেছে। যেমন ঃ—এই সাওয়ানেহ কাসেমীর লেখক মৌলানা মনাজির আহসান গীলানী নও-রাল্লাহু মরকদহু কি সাধারণ আলেম ছিলেন, এই তাজকিরাতুর্‌রসীদের মহান লেখক মৌলানা আশিক ইলাহী মিরাটী কি মূর্খের পর্যায়ে ছিলেন, এই আনফাস কুদসীয়ার প্রণেতা মহত্তরম মুফতী আজীজুর রহমান বিজনূরী কি নিরক্ষর ছিলেন, এই আল জামিয়াত কা শেখুল ইসলাম নম্বর ও খাজা গরীব নাওয়াজ নম্বরের প্রকাশক কি কোন গায়ের আলেম ছিলেন, এই আরওয়াহে সালাসার লেখক আমির শাহ খাঁন কি কবাড়ী বাজারের কোন খাব্বীশ ছিলেন? না, ইহারা সবাই মাশাআল্লাহ্ শরীয়তের লায়েক ও ফায়েক উলামা ছিলেন এবং অন্যের আকীদা ও আফকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিতে ইহাদের যোগ্যতাও মেশিনগান অপেক্ষা কম ছিল না। অধিকন্তু ইহারাই যখন স্বদলীয় শ্রদ্ধাস্পদ বুজুর্গদের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিতে বসিতেন, তখন ইহারা নিজেদের বিবেচনা শক্তিকে একেবারে উঁচু তাকের উপর তুলিয়া দিয়া ইহা ভুলিয়া বসিতেন যে, আমি এবং আমাদের বুজুর্গেরা নিজেদের খামখেয়ালীতে তৌহীদ ও শির্‌ক, সুন্নত ও বিদয়াতের নুতন কত প্রবন্ধই না রচিয়াছি।

উক্ত পুস্তক (জলজলা) দ্বারা আমি আমার বুজুর্গদের যে সকল ভিত্তিহীন কারামাত এবং অবাস্তব ও আশ্চর্য্যজনক কাল্পনিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি, তাহার মধ্যে শুধুমাত্র একটি সামান্য ধরণের ঘটনা এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা আমাকে অত্যধিক বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিয়াছে। কেননা সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল (দেহলবী) সম্বন্ধে আমার অদ্যাবধি বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মহান হক্ক এর কলেমার পথে জীবন উৎসর্গ

করিয়াছেন। কিন্তু আমার ওস্তাদ মৌলানা মদনী (রহঃ) তাঁহার পুস্তক **'নকশে হায়াত'** এর মধ্যে লিখিয়াছেন—

"যেহেতু সৈয়দ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্থান হইতে ইংরেজ বিতাড়ন ও গণতন্ত্রের কিল্লা নির্মাণ, সেইহেতু হিন্দু-মুসলিম সকলেই পেরেশান ছিল এবং এই জন্যই তিনি হিন্দুদিগকেও অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া ছিলেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, দেশ হইতে বিদেশীদিগকে বিতাড়ন করাই হইতেছে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহার পর দেশ শাসন কাহারা করিবে তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই, যাহারা উপযুক্ত হইবে তাহারাই করিবে (হিন্দু হউক কিংবা মুসলমান, অথবা উভয়েই করিবে)।" (নকশা হায়াত্ জিল্দ ২, পৃষ্ঠা-১৩, জলজলা পৃষ্ঠা-১৪২)

উক্ত এবারতের উপর 'জলজলা'র লেখক যে রিমার্ক করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। যেমন ঃ—

"আপনিই ইনসাফ করুন যে উক্ত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে সেই লস্কর সম্পর্কে ইহা ব্যতীত আর কি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি ঠিক ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অনুগামীদের মধ্যেই একজন ছিলেন, যাহা হিন্দুস্থানে **'সেকিউলা-রিস্ট' বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র** কায়েম করিবার জন্য সংগঠিত হইয়াছিল।" (জলাজলা পৃষ্ঠা-১৪২)

সুতরাং আমি যতই সতর্কতা অবলম্বন করি না কেন, আপাততঃ এতখানি অবশ্যই বলিতে হইবে যে ঃ—

আমার ওস্তাদ মহত্তরম হযরত মদনীর বাক্যগুলিকে যদি সত্য স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ইসমাঈলের শাহাদৎ নিছক একটি গল্পে পরিণত হইয়া যায়। কেননা (দেশের) উপস্থিত পেরেশানী দূরীকরণ এবং দেশ হইতে বিদেশী শাসন নির্বাসনে বিন্দুমাত্রও 'মুকদ্দস নসবুল আইন' নাই। উক্ত নসবুল আইনে কাফের ও মোমীন সকলেই সম-পর্য্যায়ভুক্ত। এরূপ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যাহারা জীবন উৎসর্গ করেন, তাহারাই বা সেই শাহাদতের সহিত কি সম্পর্ক রাখেন, যাঁহারা প্রকৃত দ্বীন ইসলামের পথে এক সুনির্ম্মল ও মোয়াজ্‌জজ উদ্দেশ্যে শহীদ হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ প্রচেষ্টায় যাহারা 'কয়েদ ও বন্দী' হইয়া শাস্তি ভোগ করিতে থাকেন তাহাদের সেই 'কয়েদ ও বন্দী' এর কষ্ট, অজরে আখেরাত (পরকালের ফল)-ই বা হইবে কেন?

'জলজলা' প্রণেতার অভিযোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার শুধুমাত্র একটি পন্থাই আমার সম্মুখে রহিয়াছে। যেমন—

তাকবিয়াতুল ঈমান, ফাতাওয়া রসীদীয়া, ফাতাওয়া ইমদাদীয়া, বেহেস্তী জেওর ও হিফজুল ঈমানের মত সমূহ পুস্তককে চৌরাস্তার মাঝখানে রাখিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হউক, এবং সর্ব্বসাধারণকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করা হউক যে এই পুস্তকগুলি অতি হীন ও দূরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নতের সম্পূর্ণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিপরীত লিখিত হইয়াছে—আমাদের দেওবন্দী আকীদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইবার জন্য আরওয়াহে সালাসা, সাওয়ানেহে কাসেমী, আশরাফুস্ সাওয়ানেহ প্রভৃতি পুস্তকই যথেষ্ট। নতুবা উল্লিখিত পুস্তকগুলির সম্বন্ধে ঘোষণা করা হউক যে, দ্বিতীয় দফার এই পুস্তকগুলি নিছক গল্প ও কাহিনীর পুস্তক, যাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব গল্পে পরিপূর্ণ। বরং আমাদের প্রকৃত আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য প্রথম দফার পুস্তকগুলির উপর আ'মল করা অত্যাবশ্যক।

যাহাই হউক 'জলজলা'র লেখক অধমের মাসিক পত্রিকা 'তজল্লী দেওবন্দ' হইতেও একটি বাছাই অংশ অভিযোগ স্বরূপ স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন ঃ—

"সেই সকল ব্যক্তির-ও নিজ নিজ মস্তিষ্কের মেরামত করাইয়া লওয়া উচিৎ, যাহারা এইরূপ লা'নতযুক্ত আহম্মকী কথা ব্যবহার করে যে রসূলুল্লাহ ইল্ম্ গায়েব-ও জানিতেন।"

(তজল্লী দেওবন্দ, ডিসেম্বর ১৯৬০ সাল)

আল্হাম্দুলিল্লাহ! উক্ত এবারৎ সম্পর্কে আশা করি, না কোন পুর্নবিন্যাসের প্রয়োজন আছে; আর না সংশুদ্ধির আবশ্যকতা। কেননা উক্ত এবারতের মাধ্যমে আমার বক্তব্য ছিল ঃ—ইল্ম্ গায়েব হইতেছে এক 'এসতেলাহ' (অর্থাৎ) 'হাওয়াসে খামসা'র (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির) সীমার উর্দ্ধের কোন বস্তুকে বিনা কোন উসীলা ও জরিয়ায় জ্ঞাত হইবার নামই হইতেছে ইল্ম্ গায়েব, যাহা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বিশেষভাবে জ্ঞাত।

কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমূহ 'মাকানা ও মাইয়াকুন' এর ইল্ম্ জানিতেন। অর্থাৎ ঃ আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত বিষয় ও বস্তুর ইল্ম্ জানিতেন। আবার কিছু সংখ্যক লোক এমনও আছে তাহাদের ধারণা যে, হুযূর তাঁহার পবিত্র জাত এবং তাঁহার উম্মতের আহওয়াল সম্পর্কীয় সমস্ত গোপন তত্ত্ব অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিলেন।

যাহাই হউক আমার সম্মুখে এই দুই দলের মধ্যে প্রথম দলটি তো মূঢ়তার চরম সীমায় রহিয়াছে এবং আমার লিখিত এবারতের অক্ষর-অক্ষর ইহাদেরই উপর প্রযোজ্য।

আমি যদিও ঐ স্থানে ইল্ম্ গায়েবের কোন সীমা নির্ণয় করি নাই, তথাপি 'তজল্লী' পত্রিকার মধ্যে এতৎ সম্পর্কীয় আলোচনা প্রসঙ্গে যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে তাহার ভাব-ভঙ্গীতে প্রত্যেক 'তালিবে হক্ক' ব্যক্তি ইহা অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন যে, আমি আহম্মকী আকীদা, ('ইল্ম্ কুল্লী'র আকীদা) পোষণকারীদের আকীদাকেই ঘোষণা করিয়াছি।

আবার দ্বিতীয় দলটির আকীদাও আমার সম্মুখে দুরস্ত নহে, কেননা আমি স্বীকার করি এবং এমন কে মুসলমান আছে সে অস্বীকার করে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিদাহু আবী ও উম্মি'কে অজস্র গোপন তত্ত্বের ইল্ম্ ছিল। তাঁহার ইল্ম্ সমস্ত উম্মতের জ্ঞানের অগম্য এবং তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আয়লাম (জ্ঞাত)। উলুম গায়েবিয়ার ব্যাপারে যদি সমূহ উম্মতের ইল্মকে একত্রিকৃত করিয়া হুযূরের ইল্ম্ এর সহিত যাচাই করা যায় তাহা হইলে মনে হইবে যেন সমুদ্রের সহিত বিন্দুর তুলনা করা হইতেছে।

কিন্তু ইহারই সহিত আমার দাবী এবং আকীদা রহিয়াছে যে, এত অধিক ইল্ম্ ও খবর থাকা সত্ত্বেও তাঁহার (অর্থাৎ—হুযূরের) প্রতি ইল্ম্ গায়েবের 'এসতেলাহ' প্রমাণ করা যাইতে পারে না। কেননা এই 'এসতেলাহ' কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই জন্য স্থিত। অর্থাৎ—কোনও বিষয় ও বস্তুর জ্ঞাতব্যের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন ওসীলা ও জরিয়ার মুখাপেক্ষী নহেন। বরং 'আজল-তা আবদ' (আদি হইতে অন্ত) পর্যন্ত প্রতেকটি বস্তু 'কুল্লান ও জুজ-আন' তাঁহারই সম্মুখে বিদ্যমান। সুতরাং হুযূরকে যে ইল্ম্ হাসিল হইয়াছে তাহা উসীলা ও জরিয়ার মাধ্যমেই হইয়াছে। যেমন ঃ অসংখ্য 'আশ্য়েয়ায়ে গায়েব' কে তিনি চাক্ষুস দেখিয়াছেন, তথাপি উহা 'সহুদ ইল্মে গায়েবে'র অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা পরিস্কারভাবে প্রমাণিত যে, উহা উসীলা ও জরিয়ার সহিত জড়িত। হুযূরকে যাহা কিছু জ্ঞাত করাইবার প্রয়োজন ছিল, তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা 'জরিয়া' ফরমাইয়া দিয়াছেন। উক্ত জরিয়ার মধ্যে ফেরেস্তাও যুক্ত। এতদ্ব্যতীত বহু বিশেষ বিশেষ শক্তিও প্রদান করিয়াছেন যাহার সঠিক নাম হইতেও আমি অজ্ঞাত। যাহাই হউক সেই অপরিজ্ঞাত বিশেষ শক্তিগুলিও উসীলাও জরিয়ার অন্তর্গত। যেমন—

ঈথার তরঙ্গ যদি আজ ব্যাসার্দ্ধের সংবাদ বহন করিতে পারে, মুহূর্তের মধ্যে শত কোটি মাইল দূরের সংবাদ আনিতে পারে, তাহা হইলে অনুরূপ ধরণের কিংবা ইহা অপেক্ষাও কোন দ্রুতগামী বস্তু কেন এই কায়েনাতে মওজুদ থাকিতে পারিবে না, যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা মুহূর্তের মধ্যে স্বীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসমানগুলির পরিভ্রমণ কার্য্য করাইয়া দিয়াছেন। যদ্যপি এইরূপ ভ্রমণে স্বয়ং হুযূরের নিজস্ব কোন এরাদা কিংবা শক্তির দলীল নাই, তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার বস্তু নহে। আবার হুযূরের জাহেরী জিন্দেগীর অসংখ্য ঘটনা এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা তাঁকে গায়েব-দাঁ হইবার দলিল পাওয়া যায়। এমন কি সেই সমূহ ঘটনাবলীর মধ্যে কোনও উসীলা কিংবা জরিয়ার দলীল প্রমাণিত নাই। যেমনঃ—ফেরেস্তা, ওহী, খফী কিংবা কশ্ফ ও রূহানী তিকনিক ইতাদি কোন কিছুরই সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

এতদ্ব্যতীত উলামায়ে সলফ্গণের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিতেও আমার কোন দ্বিমত নাই। অর্থাৎ ঃ—আম্বিয়া আলায়্হিমুস্ সালামাদিগকে পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীতও এমন কোন বিশেষ শক্তি প্রদান করা হইয়াছিল যাহার দ্বারা তাঁহারা বিভিন্ন গোপন তত্ত্বের সন্ধান জানিতে পারিতেন। ইহাকে বাতেনী চক্ষু বলা হউক অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করা যাউক, মোটামুটি ইহাও একপ্রকার 'ওয়াসীলা'। সুতরাং নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উক্তরূপ চক্ষুও 'লা-মহদুদ' (অসীম) নহে বরং ইহাও সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ থাকিবার জন্যই আম্বিয়ায়ে কেরামগণের জীবদ্দশার বহু ঘটনা এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায় যে কোন কোন বস্তু, কোন কোন পরিস্থিতি ও দুর্ঘটনা 'কুল্লান ও জুজ্ আন' ক্ষণিকের জন্য হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে গোপন থাকিত। আল্লাহ্ জাল্লাশানাহু'র ন্যায় সর্বদা তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকিত না। কিন্তু তাঁহাদের বাতেনী চক্ষু সম্ভবতঃ সেই সমূহ বস্তু ও বিষয়কে অবশ্যই দেখিত যাহা দ্বীনী দাওয়াতের জন্য দেখা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এই সমূহ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'য়ালাই তাঁহাদের মধ্যে প্রদান করিয়া ছিলেন। কেননা 'ফরায়েজে নবুয়ত' পালনে যেন কোন প্রকার বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে না হয়। কিন্তু যে সকল বিষয় ও বস্তু 'ফরায়েজে নবুয়ত' পালনে প্রয়োজন হইত না, সেই সকল বিষয় ও বস্তুকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের চক্ষুকে কোন প্রকার কষ্টও দেওয়া হয় নাই। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত যে কেহই হউক না কেন তিনি যাহা কিছু জ্ঞাত হইয়াছেন তাহা ওসায়েল ও ওসায়েতেরই দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন এবং উক্ত 'ওসায়েত' যতই লতীফ (সুক্ষ্ম), যতই গোপন কিংবা বিস্ময়জনক হউক না কেন উহা আল্লাহ্ তা'য়ালার ইল্ম্ হইত সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা লোকচক্ষুর অন্তরালের কোনও বস্তুকে জানিতে হইলে ওসায়েল, ওসায়েত, জরাযের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যাহাই হউক ইহার দ্বারা আমার বক্তব্যর সারমর্ম বাহির হইল যে আমি না-তো আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের শব্দগত 'গায়েব দা'নীর অবিশ্বাসী, আর না আউলিয়া আল্লাহ্গণের কশফ্ ও কারামাতকে নিছক গল্প বা কাহিনী জ্ঞান করি। অধিকন্তু ইহাও স্বীকার করি যে আউলিয়া আল্লাহ্গণের 'সাফায়ীয়ে কল্ব' (সুনির্ম্মল হৃদয়) এর প্রতিফল স্বরূপ তাঁহাদিগের অবশ্যই অনেক গোপন তত্ত্বের ইল্ম্ হইতে থাকে, যাহাকে 'মশহুদ' বলিলেও মনে হয় অন্যায় হইবে না। আবার তাঁহাদের রূহানী কুওয়ত (আধ্যাত্মিক শক্তি) -ও এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত 'তসর্রুফ' এর ক্ষমতা রাখে। সুতরাং রূহের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা 'মোরাক্কেবা'র সাহায্যে 'তসর্রুফ্, কশ্ফ ও এলহামে'র যত পথ রহিয়াছে সেইগুলিকে মান্য ও অমান্য করিবার কষ্টিপাথর আমি কুরআন ও সুন্নতকেই জ্ঞান করি।"

মৌলানা আমির উসমানী
সম্পাদক, তজল্লী দেওবন্দ।
৯৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২

সংগৃহীত 'তজল্লী দেওবন্দ' পৃষ্ঠা-৯২ হইতে

প্রমুখ দেওবন্দী আলেম মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী ও মৌলবী আশরফ আলী থানবীর বয়ান

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী সাহেব তাহার 'ফাতওয়া রশীদিয়া' নামক পুস্তকে ওহাবী ধর্মের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক লিখিয়াছে ঃ—

"মহম্মদ বিনে আব্দুল ওহাব (নজ্দী) এর অনুসরণকারীদিগকে ওহাবী বলা হয়, তাঁহার আকীদা অতি উত্তমই ছিল এবং তিনি ছিলেন হাম্বলী মতাবলম্বী। অবশ্যই তাঁহার মেজাজে তীব্রতা ছিল এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণ সৎপথে আছেন। কিন্তু যাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।'

(ফাতওয়া রশীদিয়া জিলদ্ ১ পৃষ্ঠা-১১৯)

ইহারই সহিত জনৈক মৌলবী মুতীয়ুল হক সাহেব দেওবন্দীরও একটি লেখা দেখুন, যাহা তাহার **"আকায়েদে ওহাবীয়া আউর উলামায়ে কেরাম দেওবন্দ"** এর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে—

"ওহাবীরা তকলীদকে হারাম জ্ঞান করে, আম্বিয়ায়ে কেরামের হায়াতে কবরকে অস্বীকার করে, ওহাবীরা হুযূরের মাহাত্ম্যকে শুধু মৌখিকভাবে মান্য করে, হুযূরের রওযাপাকের যিয়ারতকে ওহাবীরা হারাম ঘোষণা করে এবং নেদায়ে রসূলকে নাজায়েজ বরং (শির্ক) ঘোষণা করে, ওহাবীরা তাসাউ্যুফকে অবিশ্বাস করে এবং হুযূরের ইল্ম্ গায়েবকে অস্বীকার করে। দরূদ শরীফ পাঠ করাকে ওহাবীরা মন্দ জ্ঞান করে ও মীলাদ বর্ণনা করাকে 'বেদাত' বলে, ওহাবীরা নিজ দল ব্যতিত সকলকে কাফের ঘোষণা করে।" (আকায়েদ ওহাবীয়া আউর উলামায়ে দেওবন্দ)

ইহার সহিত আরও একটি এবারৎ দেখুন, মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্দী সম্পর্কে নিজ 'মতামত পেশ করতঃ দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবিক শেখুল হাদীস মৌলবী মোহাম্মদ আনোয়ার সাহেব কাশ্মিরী স্বীয় পুস্তক **'মুকদ্দমা ফায়াজুল বারী'**র মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ-

"মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্দী ছিল একজন অল্প শিক্ষিত ও নির্বোধ ব্যক্তি। সুতরাং কাফেরের নির্দেশ জারী করিতে তাঁহার কোনও অসুবিধা ছিল না।"

দেওবন্দের সদর মুদার্রেস অযোধ্যাবাসী মৌলবী হুসাইন আহমদ টাণ্ডাবী তাহার পুস্তক "আশ্ শাহাবুস্সা'ক্বিব" এর মধ্যে লিখিয়াছে ঃ

"১৩০০ হিজরীর প্রারম্ভে আরবের নজ্দ দেশ হইতে মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্দী প্রাদুর্ভূত হইল এবং ভ্রান্ত ধারণা ও জঘন্য আকায়েদের বশবর্ত্তী হইয়া আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়তের ব্যাপক হত্যা ও সর্বনাশ আরম্ভ করিল, তাঁহাদিগকে জোর পূর্ব্বক নিজ আকীদা মান্য করিবার জন্য উৎপীড়ন শুরু করিল। এমন কি তাঁহাদের দ্রব্য-সামগ্রীকে মালে গনিমত (বিজীত ধন) জ্ঞান করিয়া লুণ্ঠন করিল, তাঁহাদিগকে হত্যা করা নেকী ও রহ্মতের বিষয় জ্ঞান করিল। আহলে হারমাইনকে বিশেষভাবে এবং আহ্লে হেজাযকে ব্যাপকভাবে নির্য্যাতন করিল। সল্ফ সালেহীন ও তাঁহাদের অনুগামীদিগকে নেহায়েৎ অপমান সূচক ও বে-আদবীর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। উহার অত্যাচারে বহু মক্কা ও মদীনাবাসী মক্কা ও মদীনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং উহার সৈন্যদের হাতে সহস্র সহস্র মানুষ শহীদ হইলেন। মোটামুটি **সে ছিল এক অত্যাচারী, ধর্মদ্রোহী, রক্ত পিপাসু ও ফাসিক ব্যাক্তি।"** (আশ্শাহাবুস্সাক্বিব, পৃষ্ঠা-৫০)

মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী তাহার পুস্তক **'অল মুহন্নদ'** এর মধ্যে লিখিয়াছে ঃ—

"উহার সম্পর্কে (অর্থাৎ ঃ আব্দুল ওহাব নজ্দীর সম্পর্কে) আমাদেরও সিদ্ধান্ত ঐরূপ, যেরূপ সাহেবে দুর্রে মুখতার ফরমা-ইয়াছেন।" (অল মুহন্নদ পৃষ্ঠা-১৩)

বিশেষ উল্লেখ্য যে 'অল মুহন্নদ (পৃষ্ঠা-১৩) এর উক্ত এবারতের সমর্থনে বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেওবন্দী উলামাও নিজ নিজ স্বাক্ষর-দান করিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং এই স্থানে 'দুর্রে মুখতার' এর ফরমানটিও পেশ করা অধিক সমীচীন জ্ঞান করি। যথা ঃ—

"ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী হইতেছে একজন ফাসিক, রক্ত পিপাসু ও ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি।" (অল মুহন্নদ পৃষ্ঠা-১৩)

যাহাই হউক, উক্ত ধর্মদ্রোহী, ফাসিক ও রক্ত পিপাসুর জঘন্য আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার জন্য দেওবন্দী মযহাবের হাকীমুল উম্মত মৌলবী আশরাফ আলী থানবীর অন্তকরণে যে আবেগ ছিল, তাহা নিম্নে পেশ করা হইল। স্বীয় পুস্তক 'এফাজাতে ইওমিয়া'র মধ্যে থানবী সাহেব লিখিয়াছে ঃ—

"যদি আমার কাছে হাজার দশেক টাকা থাকিত তাহা হইলে সকলের বেতন ধার্য্য করিয়া দিতাম, তারপর সকলে স্বেচ্ছায় ওহাবী হইয়া যাইত।"

(এফাজাতে ইওমিয়া, জিল্‌দ-৩, পৃষ্ঠা-৬৭, ৫ম লাইন)

উক্ত পুস্তকের মধ্যে থানবী সাহেব ওহাবীদের প্রশংসা করতঃ আরও লিখিয়াছেন—

"বেদাতী'র মানে হইতেছে ঃ বাআদব বেঈমান এবং ওহাবীর মানে হইতেছে ঃ বেআদব বাঈমান।" (এফাজাতে ইওমিয়া, জিল্‌দ-৪ পৃষ্ঠা-৮১, ১৭০, জিল্‌দ-৩ পৃষ্ঠা-১৬৬)

কিন্তু দুর্রে মুখতারে বর্ণিত আছে ঃ—

"মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী ছিল একজন ফাসিক, খুনী ও ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি।"

(ফাৎওয়ায়ে দুর্‌রে মুখতার)

'মুকদ্দমা ফায়জুল বারী'তে বর্ণিত আছে—

"মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী ছিল একজন অল্পশিক্ষিত ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি।"

আল্লামা সৈয়দ দাহলান মক্কী স্বীয় গ্রন্থ **'দুর্‌রে সুন্নীয়া'**র মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ—

"আব্দুল ওহাবের পুত্র মহম্মদ ছিল খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত।"

আল্লামা শামীও লিখিয়াছেন ঃ—

"মহম্মদ বিনে আব্দুল ওহাব ছিল খারেজী জামায়তের অন্তর্ভুক্ত।"

ইমাম বাগাবী **'শরহুস্‌সুন্না'**র মধ্যে এবং ইমাম তিবরাণী **'তাহজীবুল-আসার'** এর মধ্যে ফরমাইয়াছেন ঃ—

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু উক্ত খারেজীদিগকে নিকৃষ্ট জীব জ্ঞান করিতেন এবং তিনি বলিতেন ঃ কুরআনের যে আয়েতগুলি কুফ্‌ফারদের শানে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই আয়েত-গুলিকে ইহারা (খারেজীরা) মুসলমানদের উপর আরোপ করিয়াছিল। সুতরাং আমাদের আহ্‌লে সুন্নাত আল জামায়তের আলেমগন সর্ব্বসম্মতিক্রমে খারেজীদিগকে কাফের ঘোষণা করিয়াছেন।"

'ফাৎওয়া বাজাজীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে বর্ণিত আছে ঃ—

"স্বদলীয় লোক ব্যতীত সমূহ উম্মত (মোহাম্মদীয়া) কে খারেজীরা কাফের জ্ঞান করে, এই জন্যই ইহাদিগকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করা ওয়াজিব।"

'রদ্দুলমোহতার-তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত আছে ঃ—"শাহ আব্দুল আজীজ সাহেব দেহলবীও খারেজীদিগকে কাফের ঘোষণা করিয়াছেন ।" (তোহফা ইসনা আশারীয়া)

যাহাই হউক মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, মৌলবী আশরফ আলী থানবী, মৌলবী আমির উসমানি, প্রফেসার ফিরোজউদ্দিন রূহী, মৌলবী মাসয়ূদ আলম নদবী ইত্যাদি মৌলবী সাহেবদিগকে তো মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর অনুগামী দেখা যাইতেছে। কিন্তু মৌলানা কেফায়তুল্লা, মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী, মৌলবী আনোয়ার কাশ্মীরী, মহমুদুল হাসান দেওবন্দী, হুসাইন আহমদ টাণ্ডবী ইত্যাদিকে ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। ইহারা কিন্তু আল্লামা শামীর ফরমান অনুযায়ী মহম্মদ বিনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দীকে **"অত্যাচারী, খুনী, অল্পশিক্ষিত, ফাসিক, লম্পট ও ধর্ম্মদ্রোহী"**ই জ্ঞান করেন।

সুতরাং চিন্তার বিষয় যে মৌলবী গাঙ্গোহী ও মৌলবী টাণ্ডবীর মধ্যে পরস্পর পীরী-মুরীদীর সম্পর্ক ছিল। শুধু ইহাই নহে, মৌলবী টাণ্ডবী ছিলো রশীদ আহমদের প্রিয় ও অন্যতম মুরীদ কিন্তু ওহাবীয়তের প্রশ্নে পীর ও মুরীদের মধ্যে মতের গরমিল দেখা যাইতেছে, মৌলবী টাণ্ডবীর কথা মান্য করিলে মৌলানা গাঙ্গোহীর দামন ছাড়িতে হয় এবং মৌলানা গাঙ্গোহীর কথা স্বীকার করিলে মৌলবী টাণ্ডবীর নামে হাত ধুইতে হয়। অতএব কাহার দামন ত্যাগ করা প্রয়োজন কিংবা কাহার অনুসারী হওয়া দরকার! এই সমস্যার সমাধান করা স্বয়ং দেওবন্দীদের বিবেচনার উপর ন্যস্ত। বলা বাহুল্য যে, মৌলবী কেফায়তুল্লাহ, মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী, মৌলবী আনোয়ার কাশ্মীরী, মৌলবী মাহম্‌দুল হাসান দেওবন্দী, মৌলবী হুসাইন আহমদ টাণ্ডবী ইত্যাদি মৌলবীরা যদিও মহম্মদ বিনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দীকে মন্দ লিখিয়াছেন তথাপি ইহাদের আকীদায় ওহাবীয়ত প্রবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ইহাদের সর্ব্বপ্রকার চক্রান্তকে ছিন্ন করতঃ উলামায়ে ইসলামগণ **ইহাদের প্রতি কাফের, মুরতাদ, জিন্দীক, লা-মযহাব, ধর্ম্মদ্রোহী ইত্যাদি ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন।**

অতএব ইয়াওমে আখেরাতেব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে শুধু পরকালের সম্পদ হিসাবে ফয়সলা করিতে হইবে যে, কোন্‌টি তাহার পরিত্রানের পথ। বর্ত্তমান সময়ে মুসলিম জনগণের সম্মুখে দুইটি পথ রহিয়াছে। যেমন—

একটি হইতেছে

১। প্রশস্ত সরল সুন্দর আলোকোজ্জ্বল সেরাতে **মোসতাকীমের** পথ, (বা) জান্নাতের সুগম পথ দ্বীন ইসলাম।

২। ইহা প্রায় চৌদ্দশত বৎসরের পুরাতন ধর্ম্ম **"দ্বীন ইসলাম।"**

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। উক্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতার নাম হযরত মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৪। উক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করেন পবিত্র আরব দেশের মক্কা নগরীতে।

৫। উক্ত ধর্ম্ম প্রচারক জন্মগ্রহণ করেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিলা বনী হাশেমের অন্তর্গত কুরাইশী খান্দানে।

৬। উক্ত ধর্ম প্রচারকের বিঘোষিত কলেমা হইতেছে ঃ—

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লাহ"

৭। উক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন আল্লাহ্ কর্ত্তৃক প্রেরিত নুর বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ নবী ও রসূল জনাব আহমদে মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৮। এই পথে আছেন খুলাফায়ে রাশেদ্বীন, সাহাবায়ে কেরাম, শোহ্দায়ে এজাম, তাবেয়ীন-তাবে' তাবয়ীন, আইম্মায়ে মুজ্তাহেদ্বীন, সলফ সালেহীন, গাওস, কুতুব, আবদাল, মুখাদুম, খাজা ও আউলিয়ায়ে কামেলীন রিদওয়ানাল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজ্মাঈন।

৯। উক্ত ধর্মের প্রচার হয় আউলিয়ায়ে কামেলীন ও উলামায়ে ইসলামের সাহায্যে প্রকাশ্য জনসমাবেশে।

১০। ভারতবর্ষে উক্ত ধর্মের ব্যাপক প্রচার হয় প্রায় আজ হইতে ৮০০ বৎসর পূর্বে এবং যিনি করেন সেই মহান অধিনায়কের নাম সৈয়দ মঈনুদ্দিন চিশ্তি। যিনি আজ বিশ্ববাসীর সম্মুখে খাজা-খাজেগান শাহে-হিন্দুস্থান, আজমিরী সনজরী রহ্মাতুল্লাহ আলাইহি নামে অভিহিত। তাঁর হাতে ৯৫ লক্ষ মানুষ মুসলমান হয়েছেন।

১১। উক্ত ধর্মের মোবাল্লেগ (প্রচারক) ও অনুগামীগণ আজ কাদেরী, চিশ্তী, নকসবন্দী, সোহারবর্দী, ফিরদৌসী, তবতৌসী, জুনায়েদী, হানাফী, সাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী নামে খ্যাত।

১২। কুরআন ও হাদীসের ফরমান অনুযায়ী উক্ত ধর্মাবলম্বীগণের আকীদা হইতেছে ঃ—

হুযুর আহমদে মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম **হইতেছেন সর্ব্বশেষ নবী এবং সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নবী। তাঁহার যামানায় কিংবা পরে ক্বিয়ামত পর্য্যন্ত আর কোনও নতুন নবী আবির্ভূত হইবেন না।**

১৩। উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে স্বয়ং রবতা'য়ালা ফরমাইয়াছেন ঃ "ইন্নাদ্দ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম" আল্লাহ্র নিকট যদি কোন দ্বীন আছে তাহা হইলে উহা হইতেছে দ্বীন ইসলাম।

১৪। উক্ত ধর্মাবলম্বীগণ হইতেছেন সুন্নী সম্প্রদায় (বা) আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামায়তের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়টি হইতেছে

১। শয়তান প্রদর্শিত অন্ধকারময়, সঙ্কীর্ণ ও সম্পূর্ণ বাঁকা পথ (বা) ওহাবী ধর্ম্ম।

২। ইহা প্রায় দুই শত বৎসরের নব আবিস্কৃত গেরোহ, ওহাবী মযহাব বা "নজ্দী ফির্কা।"

৩। উক্ত ফির্কা আবিস্কারকের নাম মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্দী।

৪। উক্ত ফির্কা আবিস্কারকের জন্ম হয় আরবের এলাকাধীন নজ্দ প্রদেশে।

৫। উক্ত ফির্কা আবিস্কারকের জন্ম হয় মুসলিম জাঁহানের সর্বজন লাঞ্ছিত মুসাইলেমা ইবনি কাজ্জাব ও আব্দুল্লাহ জুলখোয়ায়ে সরা তমীমী বংশের কবিলা বনী ওয়ায়েলের সউদী খান্দানে।

৬। উক্ত ফির্কায় প্রচলিত কলেমা হইতেছে ঃ—

"লা ইলাহা ইলাল্লাহু আল্লাহু মালিকি ইয়াউ মিদ্দীন কানা মোহাম্মদুর্‌রসূলুল্লাহ।"

৭। উক্ত ফির্কা আবিষ্কারক হইতেছেন ইবলীশের প্রকৃত জানসীন (বা প্রতিনিধি) মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্দী লানাতুল্লাহি আলাল কাজেবীন।

৮। এই পথে আছে আব্দুল্লাহ জুলখোয়ায়েসরা তমীমী, মুসাইলেমা কাজ্জাব, সজাহ তুলিহা আসদী, সউদী হকুমত, দেওবন্দী জামায়েত ইত্যাদি ইত্যাদি।

৯। উক্ত ফির্কার তবলীগ হয় মুর্খ ও গাঁওয়ার আমিরে জামায়তদের সাহায্যে গোপনে কানে কানে, গলী ও গঞ্জে।

১০। উক্ত ফির্কা ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হয় প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এবং যাঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ভারতে ইহার সূত্রপাত হয় তাঁহার নাম সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী এবং এই ফির্কা ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় প্রায় ৩৫ বৎসর। এই ফির্কার ভারতীয় মোবাল্লেগদের মধ্যে মৌলবী ইলিয়াস কাঁধেলেবী ছিলেন অন্যতম।

১১। উক্ত ফিরকার অনুগামী ও মোবাল্লেগরা আজ লা মহজহাবী, গায়ের মোকাল্লেদ, কাসেমী, দেওবন্দী, তবলীগী, ওহাবী, নজ্দী নামে পরিচিত।

১২। উক্ত ফির্কা পোষণকারীদের আকীদা হইতেছে—

সর্বদাই নতুন নতুন নবী আবির্ভূত হইতে থাকিবেন।

১৩। উক্ত ফির্কার আবিষ্কারক মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্দী স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছে যে তাহার ফির্কা হইতেছে উচ্ছৃঙ্খল।

১৪। উক্ত ফির্কালম্বীরা হইতেছেন ওহাবী, নজ্দী, দেওবন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত।

যাহাই হউক, দুই পথের নিদর্শন মুসলিম জনগণের সম্মুখে পেশ করা হইল, মুসলিম জনগণ কোন্ পথটি পছন্দ করিবেন ইহা প্রত্যেকের বিবেচনার উপর ন্যস্ত। বলা বাহুল্য যে, আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়াত (বা) ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণের ঐক্যে ভাঙ্গণ ধরাইতে, মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের আগুন জ্বালাইতে, সাম্যের মধ্যে অসাম্যের সৃষ্টি করিতে বরং জগৎ হইতে দ্বীন ইসলামকে মুছিয়া ফেলিতে খৃষ্টানরা গভীর ষড়যন্ত্র পূর্বক যে সকল ফির্কা গঠন করে তাহাদের মধ্যে এই ওহাবী, নজ্দী ফির্কাই অন্যতম। উক্ত ফিরকার ভারতীয় মোবাল্লেগরা অর্থাৎ ঃ সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী, ইসমাঈল দেহলবী, আশরাফ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলী থানবী, রসীদ আহমদ গাঙ্গোহী, কাসেম নানুতবী, খলীল আহমদ আম্বেঠবী, আব্দুস সুকুর কাকুরবী ইত্যাদি মৌলবী রূপধারী খৃষ্টান এজেন্টরা ব্রিটিশের সহযোগিতায় যখন সুন্নী জনগণের উপর ব্যাপক অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং নিজেদের জঘণ্য আকীদা পেশ করিয়া সুন্নী জনগণকে যখন বেদাতী, মুশ্‌রিক, কবর পরস্ত, কাফের ইত্যাদি ঘোষণা করিতে লাগিল। তখন তৎকালীন সুন্নী জগতের অন্যতম আলেম ও ফাজেল আল্লামা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরেলবী (রাদীয়াল্লাহ আন্‌হু) বজ্রকঠিন মুষ্টিতে উহাদের কলুষিত চেহারার মনোরম দেহাবরণ উন্মুক্ত করিয়া মুসলিম জনগণের সম্মুখে উহাদের আসল রূপটি বেনিকাব করিয়া দিলেন—**ইহাই হইল সুন্নী ও ওহাবীর দ্বন্দ্ব, দেওবন্দ ও বেরেলবীর ঝগড়া।**

বিশেষ উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে ইহাদের (ওহাবীদের) একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মাদ্রাসারই নাম 'দারুল উলুম দেওবন্দ'। উক্ত মাদ্রাসা দেওবন্দে আজও সেই ওহাবী নজ্‌দী ফির্‌কার শিক্ষা দান করা হইতেছে এবং বর্তমানে উহার নানান শাখা প্রশাখাও গজাইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় সুন্নী মুসলমানগণের পক্ষ হইতে ইহাদের সর্ব্বপ্রকার বিরোধীতার প্রতিরোধ হইয়া থাকে 'ইউ-পি'র অন্তর্গত **'দারুল উলুম জামেয়া রযবীয়াহ মনজরে ইসলাম'** বেরেলী শরীফ হইতে।

অতএব মুসলিম জনগণ এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন— ইহা মুসলিম জনগণের বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উলামায়ে দেওবন্দের প্রণীত পুস্তকগুলির কুহেলিকাচ্ছন্ন কয়েকটি এবারৎ

প্রথম এবারৎ

মৌলবী আশিক ইলাহী মিরাঠী তাহার **'তাজকিরাতুর্‌রসীদ'** নামক পুস্তকে মৌলবী আশরফ আলী থানবী সম্পর্কে লিখিয়াছে ঃ—

"মৌলবী আশরফ আলী থানবীর পদধৌত পানী পান করা, পরকালের পরিত্রাণের বিষয়।" (পুস্তক ঐ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা-১১৩), অথচ, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাহার পুস্তক 'তাকবিয়াতুল ঈমান' (পৃষ্ঠা-৫৮) এর মধ্যে লিখিয়াছে—

"বিশ্বের সমূহ কার্য্য আল্লাহর ইচ্ছায় হইয়া থাকে, রসুলের ইচ্ছায় কিছুই হইবার নহে।"

"যাহার নাম মোহাম্মদ কিংবা আলী, কোনও বস্তুতে তাঁহাদের আধিপত্য নাই।"

(পৃষ্ঠা-৪২)

ধিক এই ওহাবী মতবাদে! শেরে খোদা আলীউল মুরতাজা রাদিয়াল্লাহ আন্‌হু ও মহবুবে কিবরীয়া জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছায় তো কিছুই হইবার নহে, বিশ্বের কোনও বস্তুর উপর তো তাঁহাদের কোনও আধিপত্য নাই, কিন্তু নগণ্য এক খ্রীষ্টান এজেন্ট ব্যক্তির পদধৌত পানী পান করিয়া তাহারা (ওহাবীরা) নাকি পরকালে পরিত্রাণ পাইবে।

দ্বিতীয় এবারৎ

ওহাবী দেওবন্দীদের দ্বারা বর্ণিত আছে যে, মৌলবী থানবীর এক মুরীদ নিদ্রাবস্থায় কলেমা তৈয়েবার পরিবর্তে উচ্চারণ করিল ঃ—

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরফ আলী রসূলুল্লাহ" নিদ্রা ভঙ্গে ইহার সংশুদ্ধির জন্য দরূদ আবৃত্তি করিতে লাগিল কিন্তু দরূদ-ও উচ্চারিত হইল তদ্রূপ। অর্থাৎ "আল্লা হুম্মা সল্লে আলা সৈয়েদিনা ওয়া মাওলানা আশরফ আলী।"

(দেওবন্দ সে বেরেলী তক, পৃষ্ঠা-৮৪/৮৫)

যাহাই হউক মুরীদ সাহেব স্বীয় মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলির উপর ভীত হইয়া নিদ্রিত ও জাগ্রতবস্থার সমূহ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া পীর সাহেবের খিদমতে প্রেরণ করিল। তদুত্তরে পীর সাহেব (থানবী) লিখিলেন যে "যাহার দিকে তুমি রুজু করিয়াছ (অর্থাৎ ঃ তুমি যাহার মুরীদ), খোদার অনুগ্রহে তিনি সুন্নতের অনুসরণকারী।"

(রেসালা অল ইমদাদ, পৃষ্ঠা-৩৫, শফর মাস, ১৩৬৬ হিজরী)

তৃতীয় এবারৎ

মৌলবী আশরফ আলী থানবীর একজন মুরীদ স্বপ্ন দেখিল ঃ "উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আন্হা) যেন উহার পীরের বাড়ীতে আসিবেন।"

এই স্বপ্ন সম্পর্কে যখন মৌলবী থানবীকে জ্ঞাত করাইল, তখন থানবী সাহেব জওয়াব দিলো যে, "তরুণী স্ত্রী হাতে আসিবে, যেমন হুযূর রসূলে করীম যখন হযরত আয়েশাকে নিকাহ করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৭ বৎসর। সেই নিসবৎ এখানেও।"

(রেসালা অল ইমমাদ, শফর মাস ১৩৩৫ হিজরী)

আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্! আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্! সমগ্র মুসলিম জগতের মাতা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আন্হার শানে আতহারের প্রতি কত ঘৃণ্য ভাষা, তাঁহাকে নিজ স্ত্রীর সহিত নিসবৎ করা? যাঁহার শানে পাক এর উপর কুরআনে আজীম আজও জ্বলন্ত অক্ষরে ঘোষণা করিতেছে যে—

"আন্ নবীইয়ো আউলা বিল্ মু'মেনীনা মিন আন্ফুসিহিম ওয়া আজ্ওয়াজহু উম্মাহাতুহুম" (অর্থাৎ) মোমেনীনগণের জীবনাপেক্ষাও নবী হইতেছেন অধিক প্রিয় এবং নবীর বিবিগণ হইতেছেন মোমেনীনগণের মাতা।

যাহাই হউক পরওয়ারদেগারে আলম তো স্বীয় নবীর সম্বন্ধে ফরমাইতেছেন যে মু'মেনীনের জীবনাপেক্ষাও নবী হইতেছেন অধিক প্রিয় এবং তাঁহার আজ্ওয়াজা মুতাহ্হেরাতগণ হইতেছেন মু'মেনীনের মাতা। কিন্তু পরওয়ারদেগারের ফরমানকে অবজ্ঞা করিয়া থানবী সাহেব, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আন্হাকে স্বীয় স্ত্রীর সহিত নিসবৎ করিয়া ঈমান ও ইসলামের গণ্ডী হইতে বহির্ভূত হইয়া গেলো। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান সাহেব ফাজেলে বেরেল্বী রাদিয়াল্লাহু আন্হু এইজন্যই মৌলবী থানবীর প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন। কেননা থানবী সাহেব যদি সত্য সত্যই মু'মেন হইতো তাহা হইলে ফরমানে ইলাহীকে অবজ্ঞা না করিয়া অকপটে হযরত আয়েশাকে মাতা স্বীকার করিয়া লইতো এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত নিসবৎ করিয়া তাঁহার শানে আতহারে কুঠারাঘাত করতঃ এইরূপ জঘন্য ও ঘৃণ্য ভাষা প্রয়োগ করিতো না।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত আয়েশার সহিত নিকাহ ফরমাইয়াছিলেন তখন হুযূরের উম্র শরীফ ছিল পঞ্চাশেরও উর্দ্ধে এবং হযরত আয়েশার উম্র মোবারক ছিল মাত্র ৭ বৎসর। সুতরাং আশরফ আলী থানবীও বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণী ছাত্রীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া তাহার মুরীদের সেই স্বপ্নটির তাবীর করিলো। আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্!

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ এবারৎ

মলফুজাতে মৌলবী আশরফ আলী থানবীতে বর্ণিত আছে ঃ—

"মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর কাফেলাভুক্ত বেদার বখ্ত নামক এক ব্যক্তি শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন, যথাসময়ে মৃত্যু সংবাদ তাহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। একদিন রাত্রিকালে তদীয় পিতা হাশমৎ আলী খান সাহেব দেওবন্দে নিজ বাসভবনে অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায নিমিত্ত যখন ঘুম হইতে উঠিলেন, তখন ঘরের বাহিরে ঘোড়ার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া দরওয়াজা খুলিয়া দেখিলেন, আগন্তুক ঘোড়া সওয়ার অন্য কেহ নহেন, তিনি তাহারই পুত্র বেদার বখ্ত— যিনি বালাকোটে শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং উহাকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন, কেননা এ তো বালাকোটে শহীদ হইয়া গিয়াছিল, এখন বাড়ী আসিল কিরূপে! যাহাই হউক বেদার বখ্ত আসিয়া বলিলেন, তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর বিছাইয়া দিন, হযরত মৌলানা ইসমাঈল ও সৈয়দ আহমদ সাহেব আসিতেছেন। অতঃপর হাশমত সাহেব বড় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈয়দ আহমদ সাহেব, মৌলানা (ইসমাঈল দেহলবী) ও অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত হইলেন। হাশমত আলী সাহেব পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোনখানে তলোয়ার লাগিয়াছিল? মাথা হইতে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া আহত অংশটির উপর হাত রাখিয়া বেদার বখ্ত জওয়াব দিলেন, এইখানে। স্নেহ পরিপ্লুত কণ্ঠে হাশমত সাহেব বলিলেন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া লহ বেটা, আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যাহাই হউক, কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই চলিয়া গেলেন, রাত্রি শেষ হইল। কিন্তু প্রাতঃকালেই হাশমত সাহেব চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িলেন যে, রাত্রের ঘটনা কি স্বপ্ন—না সত্য? কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর যখন মাদুরখানির প্রতি লক্ষ্য পড়িল তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ইহা স্বপ্ন নহে বরং প্রকৃত সত্য ঘটনা। কেননা মাদুরটির উপর তখন কয়েক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন মওজুদ ছিল, যাহা তিনি বেদার বখ্ত এর শরীর হইতে গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া ছিলেন।

(মলফুজাতে আশরফ আলী থানবী, পৃষ্ঠা-৪০৯ মতবুয়া পাকিস্থান।

সংগৃহীত, সাপ্তাহিক পত্রিকা "চাটান" ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬২)

ইহারই সহিত মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর পুস্তক **'তাকবিয়াতুল ঈমান'** এর একটি এবারৎ, পেশ করা হইলও যাহাতে হাদীস শরীফের তরজমা পেশ করিয়া হুযূরের শানকে হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মৌলবী ইসমাঈল সাহেব লিখিয়াছে ঃ—

"কয়স বিনে সায়াদের নিকট হুযূর ফরমাইয়াছেন ঃ **"আরায়ায়্তা লাও মারারতা বেকব্রী আকুন্তা তাস্জুদু লাহু ফাকুল্হু লা ফাকালা লা তাফ্য়ালু"** আমিও একদিন মরিয়া মাটির সহিত মিলিত হইব। (তাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৫৫)

মুসলিম জনগণের সম্মুখে এখন দুইটি এবারৎ রহিয়াছে, একটি ঘটনা, অন্যটি ফাৎওয়া। সুতরাং ইনসাফ করিতে হইবে যে দুইটির মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা। কেননা ঘটনা লেখকও কোন বাজে লোক নহেন বরং ঘটনা লেখক হইতেছেন দেওবন্দীদের কর্ণধার স্বয়ং আশরফ আলী থানবী—স্বীয় জামায়তে যিনি হাকীমুল উম্মত নামে খ্যাত এবং ফাতোয়া আরোপকারীও কোন জগা ও মাধা নহে, বরং ফাতোয়া আরোপকারী হইতেছেন দেওবন্দীদের পথ নির্দেশক, ওহাবীয়তের হোতা উদ্‌গাতা স্বয়ং মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী। অধিকন্তু ঘটনাটি অন্য কাহারও নহে, ইহা স্বয়ং ফাৎওয়া আরোপকারী মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীরই ঘটনা। আবার তিনিও একা আসে নাই, সঙ্গে আছে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী, বেদার বখ্‌ত দেওবন্দী এবং অন্যান্য আরও অনেকেই। আবার আসিয়াছে সকলেই নিজ নিজ শরীরে, শরীরে রক্তস্রোতও চালু আছে, মস্তকে ব্যাণ্ডেজও বাঁধা আছে অধিকন্তু বড়ই জাঁকজমকে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়াই আসিয়াছে। অদ্ভুত রচনা! এক অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত করিতে ইহারা কতই না সচেষ্ট, কেননা ইহারা যে ধর্ম্মদ্রোহী তাহা যেন কেহ কল্পনাও করিতে না পারে। বলা বাহুল্য, ইহারা যে ঘোর ধর্ম্মদ্রোহী এবং ইহারা যে ইসলাম দুশ্‌মনীর জন্যই আফগানী পাঠানদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা উক্ত পুস্তকেই বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। তথাপি যদি কিছুক্ষণের জন্য দেওবন্দী জামায়াতের বিখ্যাত পীর মৌলবী হুসাইন আহমদ মদনীর লেখাটিকে সত্য বলেও স্বীকার করা যায় অর্থাৎ ঃ—

"যেহেতু সৈয়দ (আহমদ বেরেল্বী) সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্থান হইতে ইংরেজ বিতাড়ন ও গণতন্ত্রের কিল্লা নির্মাণ, সেই হেতু হিন্দু-মুসলিম উভয়েই পেরেশান ছিল এবং এইজন্যই তিনি হিন্দুদিগকেও অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দেশ হইতে বিদেশীদের বিতাড়ন করাই হইতেছে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। পরে দেশ শাসন কাহারা করিবে তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই, যাহারা উপযুক্ত হইবে তাহারাই করিবে। হিন্দু হউক বা মুসলমান, কিংবা উভয়েই, দেশ শাসন করিবেন। (নক্‌শে হায়াত, জিলদ্‌-২, পৃষ্ঠা-৩)

সুতরাং উল্লিখিত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত হইয়া যায় যে, উহারাও ঠিক ইণ্ডিয়ান ন্যাশনল কংগ্রেসের অনুগামী লস্করই ছিল এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনল কংগ্রেসের অনুগামীগণ (অর্থাৎ) হিন্দু মুসলমান উভয়েই কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংগ্রাম করতঃ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সত্য, তবে উহা **'ফী সাবীলিল্লাহ'** নহে, বরং উহাদেরও একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইল মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা এবং ইহা সম্পূর্ণ অনৈস্লামিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার।

অতএব শোহদায়ে বদর, শোহদায়ে ওহোদ, শোহ্‌দায়ে খায়বর ও শোহদায়ে কারবালার সহিত এই অনৈস্লামিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে নিহত বক্তিদের সম্পর্কই বা-কি থাকিতে পারে? কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! স্বদলীয় এক রজনৈতিক আন্দোলনে নিহত

ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত (দেওবন্দী) জামায়তের হাকীমুল উম্মত মৌলবী আশরফ আলী থানবী সাহেব নিজেই একটা এমন কুজ্ঝটিকাময় গল্প রচনা করিয়া বসীলেন যাহা সম্পূর্ণ উহাদেরই আকীদা বিরোধী। কেননা দুনিয়ায়ে ইসলাম যখন সাহাবায়ে কেরাম, শোহদায়ে এজাম, গাওস, কুতুব ও আবদালগণের শুধুমাত্র 'রূহানী তসর্‌রুফ'কে স্বীকার করে কিংবা আকায়ে বরহক, সাহেবে লওলাক, মালিকে কায়েনাত, ফখ্‌রে মওজুদাত জনাব আহমদে মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা আলাইহিত্‌ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীমের জ্বলন্ত মো'জেজাকে যদি কেহ স্বীকার করে, তখন ইহাদিগকে শির্‌ক-এর ব্যাধিতে কষ্ট দিতে থাকে এবং ইহারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে চিৎকার করিয়া উঠে ঃ **"কয়স বিনে সায়দের নিকট হুযূর তো নিজেই ফরমাইয়াছেন যে আমিও একদিন মরিয়া মাটির সহিত মিলিত হইব।" (মায়াজ আল্লা)**

অথচ হাদীস শরীফের উল্লিখিত অংশটুকুর ভাবার্থ হইতেছে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যেমন ঃ—

"বল, যদি আমার কবরের সম্মুখ হইতে যাও তাহা হইলে কি উহাকে (কবরকে) সাজদাহ করিবে? রাবী জওয়াব দিলেন, "না।" অতঃপর হুযূর ফরমাইলেন, "না-করিও না, সাজদাহ আমাকে।"

হাদীস শরীফের সহীহ তরজমা পরিজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও এই দেওবন্দী আলেমেরা ন্যেকা সাজিয়া বসিয়াছে এবং নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হাদীস শরীফের মনগড়া তরজমা ও অর্থ পেশ করিয়া মুসলিম জনগণকে প্রকৃত দ্বীন ইসলাম হইতে বহিস্কৃত করতঃ ইসলাম বিরোধী স্বতন্ত্র ওহাবী ধর্মের দীক্ষা দিবার অপচেষ্টা করিতেছে। অনুরূপভাবে কতকগুলি কুহেলিকাচ্ছন্ন গল্প রচনা করিয়া ওহাবী পুরোহিতদের প্রতি মুসলিম জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। সুতরাং ইহাদের এইরূপ প্রতারণাচ্ছন্ন মায়াজাল হইতে সরল হৃদয় ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণকে সতর্ক করিবার জন্য আলেমে আহ্‌লে সুন্নত আজীমুল বরকত আল্লামা আহমদ রেযা খান সাহেব ফাজেলে বেরেল্বী কুদ্দসা সির্‌রহুল আজীজ ইহাদের প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্চম এবারৎ

মৌলবী খাজা আজীজুল হুসাইন সাহেব তাঁহার **'আশ্‌রাফুস্‌ সাওয়ানেহ'** নামক পুস্তকে মৌলবী আশরফ আলী থানবী সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা লিখিয়াছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ, যথা ঃ—

"অনেক দিন আগে এই 'খানকায়' এক ব্যক্তি আমার নিকট কোন আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত (থানবী) সম্বন্ধে বয়ান করিয়াছিলেন যে ঃ প্রকাশ্যে তো দেখা যাইতেছে যে, হযরত এইখানে বসিয়া আছেন কিন্তু কেই বা জানে, এখন উনি বাস্তবে কোথায় আছেন! কেননা হযরত একবার থানা ভওনে উপস্থিত ছিলেন তথাপি নির্দিষ্ট একই সময়ে স্বয়ং আমি তাঁহাকে আলীগড়েও দেখিয়াছি। ইহা সেই সময়ের ঘটনা, যে সময় আলীগড়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

'এগ্‌জিবিশন' (প্রদর্শনী) বসে, তাহাতে প্রবল অগ্নিকাণ্ড দেখা দেয়। যাহাই হউক, সেই 'এগ্‌জিবিশনে' আমিও দোকান পাতিয়া ছিলাম। যেদিন অগ্নিকাণ্ডটি ঘটিয়াছিল সেই দিন বৈকাল (আসরের সময়) হইতে আমার এক প্রকার মনোবিকার দেখা দিয়াছিল, মনে হয় এই অগ্নিকাণ্ডই তাহার একমাত্র কারণ ছিল। যাহাই হউক, আমি আগে হইতেই নিজের জিনিষপত্র বাকসে বোঝাই করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম, বাদ মগরিব যখন অগ্নিকাণ্ডের কোলাহল শুনিতে পাইলাম তখন নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় জ্ঞান করিয়া মনে মনে আল্লাহ্‌'কে স্মরণ করিতে লাগিলাম, যে, আয় আল্লাহ্‌! দোকান হইতে জিনিষপত্রগুলি কিরূপে বাহির করি। কেননা বাকসগুলি বেশ ভারীই ছিল এবং আমাকে সাহায্য করিবার মত দোকানেও অন্য কেহই ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা পেলাম মৌলানা থানবীর আর্বিভাব, তিনি আর্বিভূত হইয়া বাক্সগুলির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ফরমাইলেন 'শীঘ্র উঠাও!' অতঃপর আমি যাইয়া একপার্শ্বে ধরিলাম এবং অপর পার্শ্বে মৌলানা ধরিলেন, এইভাবেই বাকসগুলি বাহির করা হইল। অন্যান্য দোকানদারগণের সম্ভবতঃ অনেক ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু আল্লাহ্‌'র ফজলে আমার জিনিষপত্রগুলি সমূহ নিখুতভাবে রক্ষা পাইয়াছিল। অতঃপর আমি (অর্থাৎ ঃ আজীজুল হুসাইন) সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন না কেন, যে তিনি তথায় কেন গিয়াছিলেন? তদুত্তরে সেই ব্যক্তিটি বলিলেন, আমি তো নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার মত এতটা হুঁশ ছিল কোথায়।" (আশরাফুস্ সাওয়ানেহ, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৭১। খানকাহ ইমদাদীয়া-থানা ভওন, জেলা মোজাফ্‌ফর নগর হইতে প্রকাশিত)

উল্লিখিত এবারৎটি হইল একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হইবার দলীল, যাহা মৌলানা থানবীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করাইবার জন্য এবং ইহা যে শুধু থানবী সাহেবের দ্বারাই সম্ভব, তাহাই ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতঃ মুসলিম জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে এবং অন্যদিকে জঘণ্য জঘণ্য ফাৎওয়া আরোপ করিয়া মুসলিম জনগণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। হুযূরে আকরম নূরে মুজাস্‌সম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে আকদসে তাচ্ছিল্যের ভাষা প্রয়োগ করিয়া মৌলবী আশরফ আলী থানবী তাঁহার পুস্তক **'ফাৎওয়া ইমদাদীয়া'র** মধ্যে লিখিয়াছে—

"একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি বিভিন্ন জায়গায় মহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি (হুযূর) কি সর্বত্র পৌঁছিয়া থাকেন? না, কোথাও পৌঁছেন, আর কোথাও পৌঁছেন না? সর্বত্র পৌঁছিবার দাবী তো অহেতুক করা হয়, কেননা তাঁহার (অর্থাৎ হুযূরের) শরীর তো মাত্র একটা, সর্বত্রে পৌঁছিবেন কিরূপে?"

(ফাৎওয়া ইমদাদীয়া, ৪র্থ-খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় ফাৎওয়া

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী তাহার **'ফাৎওয়া রশীদীয়া'র** মধ্যে লিখিয়াছে ঃ—

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহু ব্যতীত অন্যকে আলিমে গায়েব (অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাতা) স্বীকার করে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। ঐরূপ ব্যক্তির এমামত, উহার প্রতি সৌহার্দ্য এবং উহার সহিত আদান-প্রদান ও উহার সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ কায়েম করা সবই হারাম।" (ফাৎওয়া রশীদীয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০)

যাহাই হউক থানবী সাহেবের ফাৎওয়া অনুযায়ী নবীয়ে বরহক রসূলে খোদা আলাইহিত তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীমের তো একটিমাত্র শরীর থাকিবার দরুণ তিনি নির্দ্দিষ্ট একই সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মহফিলে মীলাদে পৌঁছিতে অক্ষম। কিন্তু মৌলবী খাজা আজীজুল হুসাইন সাহেবের লেখা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হওয়ায় থানবী সাহেবকে সক্ষম দেখা যাইতেছে। সুতরাং থানবী সাহেবের ফাৎওয়া এবং আজীজুল হুসাইন সাহেবের লিখিত ঘটনা দেখিলে ইহা অকাট্যরূপে স্থিরিকৃত হয় যে, রসূলে খোদা হইতে (মায়াজ আল্লাহ্‌) থানবী সাহেবের মরতবা অধিক! মনে হয়, এইসব মনগড়া গল্পগুলি প্রচার করিবার দুরভিসন্ধি-মূলক উদ্দেশ্যে এবং ওহাবী মোল্লাদের প্রতি মুসলিম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষিত করিবার নেহায়েৎ সহজ উপায় জ্ঞান করিয়া মৌলবী কাসেম নানুতবী তাঁহার 'তাহ্‌জিরুন্নাস' নামক পুস্তকে লিখিয়াছে যে ঃ—

"আ'মলের দিক হইতে কোন কোন উম্মত নবীর সমতুল্য হইয়া যায়, আবার অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়াও যায়।" আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ-আস্‌তাগফিরুল্লাহ্‌! নবীর মরতবা হইতে অধিক মরতবা একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারোও নহে। কিন্তু দেওবন্দীদের বক্তব্য অনুযায়ী থানবী সাহেবকে নবূয়তের মরতবারও উর্দ্ধে অর্থাৎঃ মসনদে খোদাওন্দীতে উপবিষ্ট মনে হইতেছে এবং গাঙ্গোহী সাহেবের ফাৎওয়া অনুযায়ী খাজা আজীজুল হুসাইনের সিদ্ধান্তটিও তাহাই মনে হইতেছে। কেননা গাঙ্গোহী সাহেবের ফাৎওয়াটিকে সত্য স্বীকার করিতে হইলে থানবী সাহেবকে অবশ্যই খোদা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ইল্‌ম্‌ গায়েব ছিল বলিয়াই তো থানবী সাহেব থানা ভওনে থাকিয়াও আলীগড় এগজিবিশনের অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছিলেন? আর গাঙ্গোহীর ফাৎওয়া অনুযায়ী ইহা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু'রই বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং দেওবন্দীদের আকীদা মতে মৌলবী আশরফ আলী থানবী তাহাদের খোদা, কেননা তিনিও ইল্‌ম্‌ গায়েব জানিতেন এবং মৌলানা গাঙ্গোহীর ফাৎওয়া অনুযায়ী উহারা নিঃসন্দেহে কাফের। উহাদের এমামত, উহাদের প্রতি সৌহার্দ্য ইত্যাদি সবকিছুই হারাম। **অতএব মুসলিম জনগণ কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা মুসলিম জনগণের বিবেচনার উপর ন্যস্ত।**

যাহাই হউক এখন চিন্তার বিষয় যে, মৌলানা থানবী থানা ভওনেও উপস্থিত ছিলো এবং একই নির্দিষ্ট সময়ে আলীগড়েও আবির্ভুত হইয়াছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে

পারে? কেননা তাহারও তো একটি মাত্রই শরীর ছিল, দুইটি স্থানে একই সময়ে দুইটি শরীর বিদ্যমান ছিল কিরূপে? তাহা হইলে কি একটি শরীর থানবী সাহেব নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল? **কেননা একটি শরীরকে যে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা সম্ভব নহে, ইহা তো স্বয়ং তাহারই ফাৎওয়া।** যাহা মহফিলে মীলাদে হুযূরের শুভাগমনকে অস্বীকার করিয়া সে নিজেই লিখিয়াছে যে ঃ—

"একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি বিভিন্ন স্থানে মহাফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি (হুযূর) কি সর্বত্র পৌঁছিয়া থাকেন? না, কোথাও পৌঁছেন আর কোথাও পৌঁছেন না? সর্বত্র পৌঁছিবার দাবী তো অহেতুক করা হয়। কেননা তাঁহার (অর্থাৎ ঃ হুযূরের) শরীর তো মাত্র একটা, সর্বত্র পৌঁছিবেন কিরূপে?"

খাজা আজীজুল হুসাইন সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে যে, মৌলবী থানবী ঐ সময় খালিক (স্রষ্টা) এর আসনে উপবিষ্ট ছিল এবং অসহায় মুরীদকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী একটি শরীর সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল কিন্তু ইহা স্বীকার করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্য মহা বিপদের বিষয়। কেননা মৌলবী থানবীকে খালিক (স্রষ্টা) স্বীকার কারীরা নিঃসন্দেহে কাফের, বরং স্বয়ং থানবীর যদি এইরূপ ধারণা ছিল তাহা হইলে সে ও কাফের এবং মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর ফাৎওয়া অনুযায়ী মৌলবী থানবীকে আলিমে গায়েব স্বীকারকারী খাজা আজীজুল হুসাইনও কাফের এবং এক অবাস্তব ও ভিত্তিহীন গল্পকে সত্য প্রমাণ করিবার অপচেষ্টা করিয়া নবীর শানে নবুবীয়ত হইতে নগণ্য এক উম্মতের মরতবাকে অধিক জ্ঞানকারী মৌলবী কাসেম নানুতবীও কাফের এবং যদি ঘটনাটি সত্য হয়, **তাহা হইলে নবীর শানে মহ্বুবীয়তের প্রতি অহেতুক সমালোচনা করিয়া এবং মুসলিম জনগণের প্রতি অযথা ফাৎওয়া আরোপ করিয়া সমালোচক থানবী ও ফাৎওয়া আরোপকারী গাঙ্গোহী উভয়েই কাফের।**

সুতরাং দ্বীন ইসলামের উপর এই বিপথগামী ওহাবী পাণ্ডাদের যে ইবলীসী মরণ ফাঁদ পাতা ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে উহাদের মুখাবরণ খুলিয়া দিয়া মৌলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরেল্বী রাদীয়াল্লাহু আন্হু, মুসলিম জনগণের যে কতখানি উপকার করিয়াছেন, তাহা মুসলিম জনগণেরই বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

ষষ্ঠ এবারৎ

মৌলবী আজীজুল হুসাইন তাঁহার উক্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা-(১২) তে আরও একটি রহস্যজনক ঘটনা লিখিয়াছে ঃ—

"মৌলবী আশরফ আলী থানবীর পিতামহ মোহাম্মদ ফরীদ সাহেব, বরযাত্রীসহ এক বিবাহ অনুষ্ঠানে যাত্রা করিতেছিলেন। পথ মধ্যে সশস্ত্র ডাকাত তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিল। তাঁহারা নিরস্ত্র ছিলেন এবং ডাকাতেরাও সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। তথাপি

ফরীদ সাহেব বাহাদুরীর সহিত কিছুক্ষণ তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তারপর শহীদ হইয়া গেলেন।" ইহার পরের ঘটনাটি অতি আশ্চর্য্যজনক, যেমন ঃ—

"রাত্রিবেলা তিনি (অর্থাৎ ঃ ফরীদ সাহেব) জীবিত ব্যক্তির ন্যায় বাড়ীতে আসিলেন এবং স্বীয় গৃহিণীর হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিয়া বলিলেন, আমার বাড়ী আসা সম্বন্ধে যদি তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ না কর, তাহা হইলে আমি দৈনিক আসিব। কিন্তু তাহার গৃহিণী সাহেবা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যে বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা যখন বাচ্চাদিগকে মিষ্টি খাইতে দেখিবেন, কি জানি কি সন্দেহ করিবেন। সুতরাং তিনি বাড়ীর লোকেদের নিকট এই গোপন রহস্যটি প্রকাশ করিয়া দিলেন। ফলতঃ তিনি (ফরীদ সাহেব)-ও বাড়ী আসা বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু ঘটনাটি উহাদের বংশে মশহুর রহিয়া গেল।"

(আশরাফুস্ সাওয়ানেহ, প্রথম খণ্ড-পৃষ্ঠা-১২)

আল্লাহো আকবর! আম্বিয়ায়ে সাবেকীন, শোহদায়ে মুকর্রবীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন ও নবীয়ে বরহক, শফীয়ে মহশর, সাকিয়ে হাওজে কওসর, নবীয়ে মুরসল রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যদি কেহ এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করে যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা-অনাদি-অনন্ত-সর্ব্বশক্তিমান-খালিকে কায়েনাত-ওয়াদাহু লা-শরীক খোদা ওন্দে কুদ্দুস তাঁহাদিগকে রূহানী তসর্রুফের এমনই ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা জীবিত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন। **তাহা হইলে এই বিড়াল-তপস্বী লা-মযহাবী-ওহাবী ও দেওবন্দীরা বজ্রের ন্যায় গর্জিয়া উঠে এবং বেদাতী, কাফের, মূর্খ, মুশ্রিক, মুরদা পরস্ত, কবর পূজওয়া ইত্যাদি ফাতওয়া দ্বারা বিষোদগার করিতে থাকে।** কিন্তু থানবী সাহেবের পরদাদা ফরীদ সাহেদের উক্ত ঘটনা অপপ্রচারের উপর কোনও দেওবন্দী পাণ্ডার মাথায় দোষ ঠেকিতেছে না যে, নিহত ফরীদ সাহেব জীবিত ব্যক্তির ন্যায় বাড়ী আসিলেন কিরূপে, মিষ্টি আনিলেন কোথা হইতে, সামনা সামনি বার্ত্তালাপ করিলেন কিভাবে, অধিকন্তু দৈনিক আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন কোন ক্ষমতা বলে? তাহার ভার্য্যা সাহেবা যখন আসা যাওয়ার এই রাজ রহস্য ফাঁস করিয়া দিলেন, তখন তিনিও গৃহে আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং চিন্তার বিষয় যে, গৃহিণী সাহেবা যে গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া দিয়াছেন ইহা নিহত ফরীদ সাহেব জানিলেন কিরূপে এবং কেই বা তাহার সংবাদ বাহক ছিল, ইহা কোনও দেওবন্দী পাণ্ডার মাথায় ঠেকিতেছে না কেন? এইখানে কেহই প্রশ্ন করিতেছে না কেন, যে এইরূপ কুহেলিকাচ্ছন্ন ঘটনার দলীল কুরআনের কোন আয়েতে কিংবা হাদীসের কোন্ রওয়ায়েতে বিদ্যমান আছে? **এইখানে দারুল ইফতার মুফতীগণ কেহই ইহাকে শির্ক ঘোষণা করিতেছেন না কেন, সকলেই খামোশ কেন?** আপাততঃ এতখানি প্রশ্ন করা তো উচিৎ ছিল যে উহার কবরে কিসের হাট বসিয়াছে এবং উহার কবরে কে মিষ্টির দোকান খুলিয়া বসিয়াছে ও বাড়িতে যে ঘরণী সাহেবা ভাণ্ডা খুলিয়া দিয়াছেন, ইহা নিহত ফরীদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহেবের কর্ণগোচর হইল কিরূপে? তিনি কি কোন গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, না তাঁহার ইল্‌ম্ গায়েব ছিল? **কেহই প্রশ্ন করিতেছেন না কেন?**

আফসোস! শত আফসোস!! ইহারাই আজ তৌহীদের ঠিকাদার সাজিয়াছেন, এই তথাকথিত ঈমানদারদেরই বাপ-দাদারা মৃত্যুর পরও কবর হইতে স্বশরীরে উঠিয়া বাড়ীতে যান, স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গন করেন, মিষ্টান্ন আনিয়া বেগমের মন ভুলান, না জানি আরও কি কি করিয়া বেড়ান, এ সবকিছুই উহাদের নিকট জায়েজ বরং তৌহীদ পরস্তীর অন্তর্গত। কিন্তু এক সহীহ আকীদা মুসলমান যখন 'কাসিমে নেয়্‌মত-নবীয়ে বরহক-রূহী ফিদাহু-মালিকে কায়েনাত-ফখ্‌রে মোওজুদাত হাদী ও মৌলা আকায়ে দো-জাঁহাঁ জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ আলাইহিত্ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীম এবং খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, শোহদায়ে এজাম, তাবেয়ীন, তাবে'তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজ্‌তাহেদ্বীন সল্‌ফে সালেহীন, গাওস, কুতুব, খাজা ও মখদুম রিদ্‌ওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজ্‌মাঈনের শুধুমাত্র রূহানী তসর্‌রুফকে স্বীকার করে, তখন এই বক-তপস্বী বেইমান দেওবন্দীদিগকে শির্‌ক ও বেদাতের ব্যাধি কষ্ট দিতে থাকে, ইহারা অগ্র ও পশ্চাত চিন্তা না করিয়াই শির্‌ক ও বেদাত বলিয়াই চিৎকার শুরু করে।

সুতরাং ভারতীয় সুন্নী জনগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও ফাজেল আল্লামা আহমদ রেযা খান সাহেব (বেরেল্বী) কদ্দসাসির্‌রুহু রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু ইহাদের প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করতঃ মুসলিম জনগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, **ইসলামী আবরণে প্রকৃতপক্ষে ইহারা দ্বীন ও ঈমানের শত্রু।**

সপ্তম এবারৎ

দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মত মৌলবী আশরফ আলী থানবী তাঁহার আশ্চর্য্যজনক জন্ম বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতঃ একটি মীলাদ নামা প্রস্তুত করিয়াছে, উহার কিছু বাছাই অংশ নিম্নে পেশ করা হইল যথা ঃ—

"(থানবী সাহেবের) নানী সাহেবা, জনৈক মজ্‌জুব হযরত হাফিজ গোলাম মুরতজা সাহেব পানীপতির নিকট অভিযোগ করিলেন যে, আমার দুহিতার কোন সন্তান বাঁচে নাই। অতঃপর হাফিজ গোলাম মুরতজা সাহেব বলিলেন, ওমর ও আলীর প্রতিদ্বন্দ্বীতে মরিয়া যায়। এইবার আলীর সোপর্দ করিয়া দাও, বাঁচিয়া থাকিবে। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, দুইটি পুত্র সন্তান হইবে এবং দুইটিই বাঁচিয়া থাকিবে। একটির নাম আশরফ আলী খান এবং অন্যটির নাম আকবর আলী রাখিবে। বিশেষ উল্লেখ্য যে, নাম বলিবার সময় নিজের তরফ হইতে খাঁন বাড়াইয়া দেওয়ায় উপস্থিত লোকেদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি পাঠান? তদুত্তরে হযরত বলিলেন, না। আশরফ আলী ও আকবর আলী নাম রাখিবে। অধিকন্তু আরও বলিয়া দিলেন যে একজন আমার মত হইবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

(অর্থাৎ ঃ হাফিজ ও মৌলবী হইবে) আর একজন দুনিয়াদার হইবে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি অক্ষর সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।" থানবী সাহেব আবার লিখিতেছে ঃ—

"আমি যে মাঝে মাঝে কর্কশ স্বরে কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি ইহা সেই মজ্জুবের রূহানী তাওজ্জের প্রতিফল, যাহার দোওয়ার বরকতে আমি জন্মলাভ করিয়াছি।"

(আশরাফুস্ সাওয়ানেহ, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা-১৭)

ইহারই সহিত মৌলবী মনজুর নোয়মানী সাহেবের একটি বিশেষ ফাৎওয়াও পেশ করা হইল, যাহার মধ্যে তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার নেক ও মহবুব বান্দাদের ইল্‌ম্ গায়েবকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং দলীল স্বরূপ আয়েতে ক্বুরআনীর সাহায্য লইয়াছে। যথা ঃ—

"সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদীয়াল্লাহু আনহুমা হইতে মরবী আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ 'মাফাতীহুল গায়েব' যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানে না। উহা পাঁচটি বস্তু, অর্থাৎ, ঃ যাহা সুরা লোকমানের শেষের পাঁচটি আয়েতে রহিয়াছে। যেমন ঃ ক্বিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়, মা ফিল আরহাম (অর্থাৎ ঃ মাতৃগর্ভে কি সন্তান রহিয়াছে) ভবিষ্যতের বিবরণ বৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট সময় ও মৃত্যুর সঠিক স্থান।" (ফাত্‌হে বেরেলীকা দিলকস নজ্জারা, পৃষ্ঠা-৮৫)।

মাতৃগর্ভে কি সন্তান আছে? ইহাই সেই 'গায়েবী ইল্‌ম্' যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানেন না এবং দেওবন্দী আকায়েদ অনুযায়ী আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য স্বীকার করা-ও শির্‌ক ও রশীদ আহমদের আকীদা মতে নিঃসন্দেহে কুফ্‌র। কিন্তু থানবী সাহেব স্বয়ং নিজ জন্ম বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতঃ বলিতেছে যে, তিনি যখন তাঁহার মাতৃগর্ভে-ও স্থান পান নাই তখন অর্থাৎ ঃ তাঁহার মাতার গর্ভ সঞ্চার হইবার বহু পূর্ব্বেই গোলাম মুরতাজা সাহেব পানীপতি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, (থানবীর মাতার) দুইটি পুত্র সন্তান হইবে এবং সেই অনুযায়ী তিনি নাম-ও নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন এমন কি চরিত্রের বিবরণ-ও বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ ঃ—একজন আলেম হইবে এবং অন্যজন দুনিয়াদার।

সুতরাং আখেরাতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া মুসলিম জনগণকে ইনশাফ করিতে হইবে যে, ইহাদের কোন্‌টি সত্য? ঘটনা, না কি ফাৎওয়া? কেননা যদি ঘটনাকে সত্য মানা যায়, তাহা হইলে ফাৎওয়াকে অবশ্যই ভ্রান্ত স্বীকার করিতে হইবে এবং যদি ফাৎওয়াকে মিথ্যা ঘোষণা করিতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে ঘোষণা করিতে হইবে যে (মায়াজ-আল্লাহ্) সূরা লোকমানের শেষের পাঁচটি আয়েত ভুল। বলা বাহুল্য ক্বুরআনের আয়েত তো মাথার উপর থাকুক, ক্বুরআনের একটি 'জের ও জাবার'কে ভুল ধারণা করা অবশ্য অবশ্যই কুফ্‌র। অতএব মৌলবী মনজুর নো'মানীর ফাৎওয়া অনুযায়ী ঘটনাটি (থানবীর জন্ম বৃত্তান্তটি) ডাহা মিথ্যা সাব্যস্ত হইল।

আবার মজ্জুব গোলাম মুরতাজা সাহেবের প্রতি ইল্‌ম্ গায়েব স্বীকার এবং উহা ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করতঃ প্রকাশ করিয়া গাঙ্গোহী সাহেবের

ফাৎওয়া অনুযায়ী মৌলবী থানবী সাহেব কাফের সাব্যস্ত হইল। কেননা গাঙ্গোহী সাহেব তাঁহার ফাৎওয়া রশীদীয়ার মধ্যে লিখিয়াছে ঃ—

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লাশানহু ব্যতীত অন্যকে 'আলিমে গায়েব' স্বীকার করে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। ঐরূপ ব্যক্তির এমামত, উহার প্রতি সৌহার্দ্য এবং উহার সহিত আদান-প্রদান ও উহার সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ কায়েম করা, সবকিছুই হারাম।" (ফাৎওয়া রশীদীয়া-দ্বিতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা-২০)

এক্ষণে যদি থানবী সাহেবের জন্ম বৃত্তান্তটি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, গাঙ্গোহী সাহেবের ফাৎওয়া এবং নো'মানী সাহেবের তরজুমা দুইটাই গলদ। অর্থাৎ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি ইল্ম্ গায়েব স্বীকার করা কোনও দোষনীয় নহে, ইহা অবশ্য জায়েজ।

অধিকন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কুরআনের মনগড়া তরজুমা ও মতলব বয়ানকারী অবশ্যই পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী এবং সহীহ আকীদা মুসলিম জনগণের প্রতি অহেতুক মুশ্‌রিক ও কাফের এর ফাৎওয়া আরোপকারী স্বয়ং গুমরাহ, জাহান্নামী ও কাফের।

অতএব দেওবন্দীরা এখন কাহার দামন ধরিবে এবং কাহার দামন ছাড়িবে ইহা বোঝাই মুস্কিল, কেননা থানবী সাহেবের লেখা মান্য করিলে 'শেখ রব্বানী' গাঙ্গোহীর দামন তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া যায়। অধিকন্তু 'গায়রুল্লাহ' এর প্রতি ইল্ম্ গায়েব, তসর্‌রুফ্ ইত্যাদিকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ না করিয়া তাহারা যদি তাহাদের 'হাদী ও মৌলা' শেখে রব্বানী গাঙ্গোহী ও মৌলানা মনজুর নো'মানীর অনুসৃত পথে থাকে তাহা হইলে হাকীমুল উম্মত মৌলানা আশরফ আলী থানবীকে মুশ্‌রিক ঘোষণা করিয়া মস্তক ও দাড়ী মুণ্ডন করাইয়া পুরী (জগন্নাথের) মন্দিরে পাঠাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়া যায়। যাক্ ইহা তাহাদের ঘরের ব্যাপার, কাহাকে ছাড়িবে কাহাকে ধরিবে কিংবা সবাইকে ছাড়িয়া খালিস নীয়তে তওবা করিয়া দ্বীন ইসলামে ফিরিয়া আসিবে—ইহা তাহাদেরই বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, ইহাদের এই রহস্যময় কার্য্যাবলী দেখিয়া মুসলিম জনগণ যেন কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত না হইয়া যান যে, **ইহারা অশিক্ষিত বা মুর্খ ছিল। কিন্তু না, ইহারা কেহই নিরক্ষর ছিল না, সকলেই আলেম ও বিজ্ঞ মৌলবীই ছিলেন।** ইহারা যাহা কিছু করিয়াছ সমূহ যোগসাজশ পূর্ব্বকই করিয়াছ। কেননা ইহারাই তো হইতেছে ইবলীসের প্রকৃত কায়েম মাকাম (প্রতিনিধি)। ইহাদের আসল উদ্দেশ্য হইল অহেতুক ফাৎওয়া দ্বারা মুসলিম জনগণের হৃদয়কে ব্যথিত করা এবং শির্‌ক, বেদাত ও কুফ্‌র এর ভয় দেখাইয়া মুসলিম জনগণকে নবী ও রসূল, গাওস ও কুতুব, পীর ও মখদুমের দামন ছাড়া করাইয়া মাঝ রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া এবং অবাস্তব অবাস্তব ঘটনা রচনা করিয়া স্বদলীয় মোল্লাদের প্রতি মুসলিম জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। সুতরাং

ইহাদের এইরূপ ইসলাম দুশমনী দেখিয়া মুজদ্দিদে যামান আলা হযরত ইমাম আহ্‌লে সুন্নত আহমদ রেযা খান সাহেব ফাজেলে বেরেল্বী কদ্দাসাসির্‌রুহু রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু ইহাদের প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করেন।

অষ্টম এবারৎ

মৌলবী রফীউদ্দিন সাহেবের পরিচালনাধীন কালে দেওবন্দ মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবানদের মধ্যে নেহায়ৎ বিশৃঙ্খলা ও কোন্দল দেখা দেয়, এমন কি হেড মৌলবী মাহমুদুল হাসান (দেওবন্দী) সাহেবও উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ইহার পরের ঘটনা স্বয়ং কারী তৈয়ব সাহেবেরই মুখ হইতে শুনুন, যথা—

"তদানীন্তন কালে একদিন সকাল বেলায় ফজরের নামায অন্তে মৌলানা রফীউদ্দিন সাহেব মাদ্রাসার অন্তর্ভূক্ত স্বীয় হুযরায় মৌলানা মাহমুদুল হাসানকে ডাকাইলেন। মৌলানা যখন দরওয়াজা খুলিয়া হুযরায় প্রবেশ করিলেন তখন মৌলানা রফীউদ্দিন সাহেব বলিতে লাগিলেন, সর্বপ্রথমে আমার রেজাইখানির প্রতি লক্ষ্য কর। অতঃপর মৌলানা রেজাইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রচণ্ড শীত ছিল তথাপি রেজাইটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এবং তিনিও ঘামে জর্জরিত। মৌলবী রফীউদ্দিন সাহেব বলিলেন, এইমাত্রই নানুতবী সাহেব স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই আমি ঘামে জর্জরিত হইয়া গিয়াছি এবং রেজাইখানিও ভিজিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক তিনি বলিলেন, মাহমুদুল হাসানকে বলিয়া দাও, সে যেন ঐ গণ্ডগোলে জড়িত না হয়। সেইজন্যই আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। অতঃপর মৌলানা মাহমুদুল হাসান আরজ করিলেন, হযরত! আমি আপনার সম্মুখে তওবা করিতেছি ঐ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলিব না।"

(আরওয়াহে সালাসা-পৃষ্ঠা-২৪২)

উক্ত ঘটনার সমর্থনে মৌলবী আশরফ আলী থানবী যে পাদ-টীকা লিখিয়াছে তাহাও নিম্নে পেশ করা হইল। যথা ঃ—

"ইহা ছিল 'রূহে'র ব্যাপার। ইহা সম্ভবতঃ দুই প্রকারই হইয়া থাকে। যথাঃ—(১) 'জসদে মিসালী' (বা রূহানী প্রতিকৃতি), ইহা উক্ত ঘটনা সদৃশ। (২) 'মুশাবা জসদে উনসুরী' (অর্থাৎ ঃ রূহ স্বয়ং আনাসিরের (পঞ্চভূতের) উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া একটি করিয়া প্রকাশ্য শরীর প্রস্তুত করিয়া লহে।" (আরওয়াহে সালাসা-পৃষ্ঠা-২৪৩)

ইহাই হইল দেওবন্দীদের তৌহীদ পরস্তির গুপ্ত রহস্য! শুধু এই একটি ঘটনায় কত মুশ্‌রিকানা আকীদা জড়িত। বিশেষতঃ নানুতবী সাহেবের প্রতি ইল্ম্ গায়েব স্বীকার করিয়া গাঙ্গোহী সাহেবের ফাৎওয়া অনুযায়ী থানবী সাহেব সর্বপ্রথমেই মুশ্‌রিকে গণ্য হইয়া পড়িলেন। অধিকন্তু, নিজের ফাৎওয়া অনুযায়ী তিনি নিজেই ধরা পড়িলেন, কেননা থানবী সাহেব তাঁহার **'বেহেশতী জেওর'** প্রথম খণ্ড-৩৭ পৃষ্ঠায় নিজেই লিখিয়াছে ঃ—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"কোনও বুজুর্গ কিংবা পীরের প্রতি এইরূপ আকীদা রাখিবেন না, যে তিনি সর্বদা সর্ব্বতোভাবে আমার সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, মুশ্‌রিক ও কাফের হইয়া যাইবেন।"

অথচ থানবী সাহেব স্বয়ং স্পষ্টভাবে নানুতবী সাহেবকে 'আলিমে গায়েব' স্বীকার করিয়াছে। অর্থাৎ ঃ নানুতবী সাহেবের যদি 'ইল্‌ম্ গায়েব' না ছিল, তাহা হইলে 'আলমে বরজখ' হইতে তিনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে মাদ্রাসা দেওবন্দে কোন্দল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং হেড মৌলবী মাহমুদুল হাসানও উহাতে জড়িত?

সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, মৌলবী কাসেম নানুতবীরও 'ইল্‌ম্ গায়েব' ছিল এবং আলমে 'বরজখ' এ থাকিয়া সে জানিতে পারিয়াছিল যে, দেওবন্দে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং উহা আশু মীমাংসার একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য সে তাঁহার কবর হইতে বাহির হইয়া সোজা দেওবন্দে উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা থানবী সাহেবও স্বীকার করতঃ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে বরং থানবী সাহেব তো মৌলানা নানুতবীকে মনুষ্য দেহের স্রষ্টাও স্বীকার করিয়াছে। (আরওয়াহে সালাসা-পৃষ্ঠা-২৪৩ এর foot note) উহার সারমর্ম্ম হইল নিম্নরূপ, যথা ঃ—

এই ধরাধামে আসিবার জন্য নানুতবী সাহেবের রূহ নিজেই আগুন-পানী-হাওয়া ও মাটির একটি মনুষ্যদেহ সৃষ্টি করিয়া জিন্দেগীর প্রয়োজনীয় সমূহ বস্তু ও চলচ্ছক্তি অর্জন করতঃ কবর হইতে বাহির হইয়া সোজা দেওবন্দ মাদ্রাসায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ করিযা আবার ফিরিয়া গেলেন।

যাহাই হউক, এখন চিন্তার বিষয় যে, মৌলবী কাসেম নানুতবীর 'রূহানী তসর্‌রুফ' এর বেলায় কোনও দেওবন্দী মৌলবী উহাকে অস্বীকার করিতেছে না কেন? সকলেই চোখ বুজিয়া স্বীকার করিতেছে, মৌলবী রফীউদ্দিন সাহেব উহার প্রচারক সাজিয়াছে, মৌলবী মাহমুদুল হাসান সাহেব উহাকে দৈববাণী জ্ঞান করিয়া ঈমান আনিয়াছে, সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্যের জন্য কারী তৈয়ব সাহেব সমূহ ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করাইয়াছে এবং তৌহীদ বিরোধী এই ঘটনাকে কেহ যেন অস্বীকার না করিয়া বসে, সেজন্য দেওবন্দীদের কর্ণধার হাকীমুল উম্মত মৌলবী আশরফ আলী উহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ং একটি পাদটীকা লিখিয়া মুসলিম জনগণের অন্তরে অটল বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার অপচেষ্টায় উহাকে 'রূহানী তমস্‌সুল' এর অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

দুঃখ শুধু এইজন্য যে, এই সকল দেওবন্দী আলেম এবং ইহাদের অনুগামী কাঠমোল্লাদের সম্মুখে যখন আম্বিয়া-আউলিয়া-গাওস ও খাজার রূহানী তসর্‌রুফ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে, তখন ইহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া শির্‌ক ও কুফ্‌র বলিয়া চিৎকার শুরু করিয়া দেয় কেন? "কুছতো হ্যায় জিসকী পরদাদারী হ্যায়।" অতএব ইহাদের এইরূপ মতবিরোধীতার গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাতব্যের জন্য নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে

দুইটি এবারৎ পেশ করা হইল যাহা কোন্ রামা-শ্যামার ঘটনা নহে বরং ইহা দেওবন্দীদের কর্ণধার থানবী সাহেবেরই ঘটনা। যথা ঃ—

প্রথম এবারৎ

"(কলিকাতা) জামিয়াতুল উলামায়ে হিন্দের সদর, মৌলবী হিফজুর রহমান সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মৌলবী শাব্বীর হুসাইন সাহেব (দেওবন্দী) বলিয়াছেন, যে দেখুন, মৌলানা আশরফ আলী থানবী হইতেছেন আপনাদের এবং আমাদের উভয়েরই 'মুসল্লম' (মান্য) বুজুর্গ ও পথ নির্দেশক। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে লোকমুখে শোনা যায় ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে প্রতি মাসে ছয় শত টাকা দিত।" (মকালামতুস্ সাদরায়ন-পৃষ্ঠা-১০-১১)

দ্বিতীয় এবারৎ

কোন ব্যক্তি মৌলবী হুসাইন আহমদ টাণ্ডবী সাহেবকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহাও একটি প্রশ্ন ছিল যে ঃ—

"শোনা যাইতেছে আপনার ও মৌলবী মাহমুদুল হাসান সাহেবের গ্রেপ্তারিতে নাকি মৌলবী আশরফ আলী থানবীর হাত ছিল, ইহা কি সত্য? তদুত্তরে টাণ্ডবী সাহেব বলিলেন, মৌলানা মরহুম (থানবী) এর ভাই মজহার আলী ছিলেন 'সি-আই-ডি' বিভাগের একজন বড় অফিসার, শেষ পর্যন্ত তিনি উচ্চপদেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, ভাল করেন নাই।" (মকতুব শেখ, দ্বিতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা-২৯৭-২৯৯)

যাহাই হউক, আশরফ আলী থানবীর সহোদর ভাই মজহার আলী ছিলেন উচ্চপদস্থ 'সি-আই-ডি' অফিসার এবং স্বয়ং আশরফ আলীকে ব্রিটিশ সরকার মাসে ছয় শত টাকা দিত, এই বাক্যগুলি কোন সুন্নী মুসলমানের নহে বরং ইহা মৌলবী হুসাইন আহমদ টাণ্ডবী, মৌলবী শাব্বীর হুসাইন দেওবন্দী, মৌলবী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ও মৌলবী হিফজুর রহমান ইত্যাদি প্রখ্যত দেওবন্দী, আলেমদেরই বক্তব্য, যাঁহারা সকলেই ওহাবী দলভুক্ত বরং ইঁহারা সকলেই হইতেছে আশরফ আলী থানবীর ভক্ত ও অনুরক্ত। সুতরাং ইহাদের বক্তব্য অনুযায়ী নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, মৌলবী থানবী ছিল ইংরেজ বাহাদুরের জরখরীদা গোলাম ও নিমক হালাল ভৃত্য এবং স্বীয় প্রভুর নিমক হালালী ও ওজিফা খোরীর বিনিময়ে যে সকল ফাৎওয়া সে আরোপ করিয়াছ তাহা হইল সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণ!

অতএব মৌলানা আশরফ আলী থানবীর জঘন্য কার্য্যাবলী, ভিত্তিহীন ঘটনাবলী ও ইসলাম বিরোধী ফাৎওয়াগুলির প্রতিরোধে দ্বীন ইসলামের পক্ষ হইতে ইমামে আহ্‌লে সুন্নত আজীমুল বরকত, আলা হযরত আল্লামা আহ্‌মদ রেযা খান সাহেব ফাজেলে বেরেল্বী রাদীয়াল্লাহু আনহু উহার প্রতি (অর্থাৎ ঃ থানবীর প্রতি) কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলাম বিরোধী কয়েকটি ফাৎওয়া

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী তাঁহার **'ফাৎওয়া রশীদীয়া'** নামক পুস্তকে প্রশ্নোত্তরের ছলে কয়েকটি ফাৎওয়া লিখিয়াছ। যথা ঃ—

"প্রশ্ন ঃ যে স্থানে দাঁড়কাক ভক্ষণ করাকে লোকে হারাম জ্ঞান করে এবং ভক্ষণকারীকে লোকে মন্দ বলে; সেই স্থানে উক্ত কাক ভক্ষণ করিলে সওয়াব হহবে কি আজাব?

উত্তর ঃ সওয়াব হইবে।" (ফাৎওয়া রশীদীয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০)

"প্রশ্ন ঃ হিন্দুরা সুদী অর্থে যে জলচ্ছত্র স্থাপন করে, উহার পানী পান করা কি মুসলমানদের জন্য জায়েজ?

উত্তর ঃ জলচ্ছত্র হইতে পানী পান করা ক্ষতির বিষয় নহে।"

(পুস্তক ঐ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৭)

"(ফাৎওয়া) মহরমে হযরত হুসাইন আলা জদ্দিহী ওয়া আলাইহিস্ সালামের শাহাদত বর্ণনা করা, যদিও উহা সহীহ রওয়ায়েত হইতেও হউক না কেন, তথাপি উহা হারাম। মহরমে পানী বিতরণ করা, সরবৎ পান করানো, কিংবা সবীলের জন্য চাঁদা দান করা, দুধ পান করানো ইত্যাদি সবই অন্যায়। বরং রাফেজীদের অনুকরণ হেতু হারাম।"

(পুস্তক ঐ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫)

"প্রশ্ন ঃ হিন্দুদিগের হোলী, দেওয়ালী ইত্যাদি পার্ব্বণে তাঁহারা নিজেদের শিক্ষক, কিংবা চাকরদিগকে যে পুরী, কচুরী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইয়া থাকেন এবং মান্য স্বরূপ উপঢৌকন দান করেন, সেই সব খাদ্য দ্রব্য মুসলিম শিক্ষক, হাকিম ও চাকরদের জন্য কি ন্যায় সঙ্গত?

উত্তর ঃ ন্যায় সঙ্গত।" (ফাৎওয়া রশীদীয়া, দ্বিতীয় খণ্ড)

যাহাই হউক দেওবন্দীদের শেখ রব্বানী মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর আকীদা অনুযায়ী তাঁহার মুরীদ ও মোতাকীদদের জন্য দাঁড়কাক ভক্ষণ করা জায়েজ। বরং উহা ভক্ষণ করা সওয়াবের বিষয় এবং হোলী-দেওয়ালী ইত্যাদি হিন্দু পার্ব্বণের পুরী-কচুরী ভক্ষ'ণ ও সুদী অর্থে স্থাপিত জলচ্ছত্র হইতে পানী পান করা—গাঙ্গোহী সাহেবের মতানুযায়ী জায়েজ। কিন্তু মহরমের সবীল-দুধ-সরবৎ ইত্যাদি হইতেছে উহার নিকট হারাম। আবার উহাদের (দেওবন্দীদের) পথ-নির্দেশক মৌলবী ইসমাঈলের চিন্তাধারা হইতেছে যে ঈদের দিনে যাহারা সেমাই রন্ধন করিয়া খায় এবং শবে-বরাতে যাহারা হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খায় তাহারা কাফেরে গণ্য হইয়া যায়। যেমন সে তাহার **"তাকবিয়াতুল ঈমান"** নামক পুস্তকে লিখিয়াছে যে ঃ—

"যে ব্যক্তি শবে-বরাতের হালুয়া খায়, সে কাফের, ঈদের দিনে যে ব্যক্তি সেমাই রন্ধন করিয়া খায়, সে কাফের,' যে ব্যক্তি এগারোঁয়ী শরীফ পালন করে, সে কাফের,

যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ করে, সে কাফের, যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর পানীকে তাবাররুক জ্ঞান করে, সে কাফের" ইত্যাদি ইত্যাদি। (তাকবিয়াতুল ঈমান)

উক্ত **"তাকবিয়াতুল ঈমান"** নামক জঘণ্যতম পুস্তকের সমর্থন করিয়া মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী লিখিয়াছে ঃ—

"শির্ক ও বেদাতের প্রতিরোধক-স্বরূপ ইহা একটি অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় পুস্তক। ইহা পাঠ করা এবং ঘরে রাখা আইনে ইসলাম।"

অতএব উল্লিখিত এবারৎগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই ওহাবী-দেওবন্দীরা বাস্তবিকই **'দেও'** এর বান্দা। **কেননা হিন্দুরা 'মহাদেও' এর পূজারী হইবার দরুণ,** তাহাদের নিকটে যেমন হোলী-দেওয়ালীর পুরী-কচুরী ও সুদী টাকার জলচ্ছত্রের জল ইত্যাদি পানাহার করা জায়েজ, **তেমনই ইহারাও 'দেও' এর বান্দা হইবার ফলেই** উক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলি ইহাদের জন্যও জায়েজ ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও ন্যায় সঙ্গত, হালাল সু-খাদ্যদ্রব্য, সরবৎ-দুধ-পানী-সবীল-হালুয়া-সেমাই-সেমনী ইত্যাদি ইহাদের নিকট নাজায়েজ ও হারাম।

যাহাই হউক, দেওবন্দীদের এই নাহক মূর্খামী ও ইসলাম দুশমনী এবং জঘন্য জঘন্য ফাৎওয়া ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপ সহ্য করিতে না পারিয়া একবার ইহাদেরই এক বিখ্যাত আলেম মৌলানা আমীর উসমানী সাহেব গগনস্পর্শী-স্বরে চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিয়াছিল যে—

'দাগাকী 'দাল' হ্যায় ইয়াজুজ কী হ্যায় 'ইয়ে' ইসমে
ওয়াতন ফরোশী কী 'ওয়াও' বালাকী 'বে' ইসমে।
জো ইসকে 'নুন' মে হ্যায় নারে জহীম গলতাঁ হ্যায়
তো ইসকে 'দাল' সে দাহ্কানীয়ত নুমায়া হ্যায়।
মিলে ইয়ে হর্ফ তো বেচারা 'দেওবন্দ' বনা,
বুরে খামীর সে ইয়ে শহ্রে না পসন্দ বনা।'

(তজল্লী দেওবন্দ, ফেব্রুয়ারী সন-১৯৫৭, এডিটর মৌলানা আমীর উসমানী)

দেওবন্দীদের অন্ধ আকীদা

দে ও ব ন্ দ (দ-এ-ও-ব-ন-দ)

মহা বিষাক্ত জীবাণুর সংমিশ্রণ ইহার ভিত্তি

দ—	দাল—	দাগা
এ—	ইয়া—	ইয়াজুজ
ও—	ওয়াও—	ওয়াতান ফরোশ
ব—	বে—	ব্যলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ন—	নুন—	নারে জাহান্নাম
দ —	দাল—	দাহ্কানীয়ত

উক্ত শ্লোকের মাধ্যমে মৌলানা আমীর উসমানী সাহেব, দেওবন্দ ও দেওবন্দীদের আপাততঃ ছয়টি মহা দোষ বর্ণনা করিয়া আংশিক-ভাবে হকপসন্দীর পরিচয় দিয়াছেন। অনভিজ্ঞ মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য ইহাও নেহায়েৎ উপদেশের বিষয়।

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর মৃত্যুতে মৌলবী মাহমুদুল হাসান একটি মর্সিয়া লিখিয়াছে, উহার দুই-একটি এবারৎ নিম্নে পেশ করা হইল। যথা ঃ—

"খোদা উনকা মুরব্বী—ওহ মুরব্বী থে খালায়েক কে
মেরে মৌলা-মেরে হাদী থে—বেশক শৈখে রব্বানী।"

(মর্সিয়া মাহমুদুল হাসান, পৃষ্ঠা-১০)

অর্থাৎ ঃ খোদা তাঁহার (অর্থাৎ রশীদ আহমদের) প্রতিপালক এবং রশীদ আহমদ হইতেছেন সমূহ সৃষ্টির প্রতিপালক, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

উক্ত মর্সিয়ায় হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে অবজ্ঞা করতঃ লিখিয়াছে ঃ—

"মুরদে কো জিন্দা কিয়া জিন্দোঁ কো মরণে না দিয়া
ইস মসীহায়ী কো দেখেঁ জরি ইবনে মরিয়ম।"

(মর্সিয়া, পৃষ্ঠা ২৩)

অর্থাৎ ঃ হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, তুমি আবার পীরের মাহাত্ম্য দেখ, তুমি তো কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করাও, আমার পীরের সমতুল্য। কিন্তু আমার পীর তো জীবিত ব্যক্তিকে মরিতেও দেন না, যাহা তুমিও পারিতে না।

উক্ত মর্সিয়ায় আর একটি এবারৎ, যথা ঃ—

"হাওয়ায়েজ দ্বীন ও দুনিয়াকে কহাঁ লেজায়েঁ হম ইয়ারব
গ্যায়ে ওহ ক্বিবলায়ে হাজাত জীসমানী ও রূহানী।"

(মর্সিয়া পৃষ্ঠা-৮)

অর্থাৎ ঃ আয় পরওয়ার দেগার, বর্ত্তমানে আমরা আমাদের নিজ নিজ হাজাত (প্রয়োজনগুলি) কাহার সম্মুখে প্রার্থনা করি? কেননা আমাদের জীসমানী ও রূহানী (দৈহিক ও আধ্যাত্মিক) হাজাতের ক্বিবলা (গাঙ্গোহী সাহেব) তো গমন করিলেন।

ইহা হইল মৌলানা গাঙ্গোহীর প্রতি ওহাবী মতাবলম্বী দেওবন্দীদের অন্ধ আকীদা। কিন্তু ইহারই সহিত একটি ফাৎওয়াও দেখুন, যাহা এক প্রকৃত দ্বীনদার আশিকে রসূল সুন্নী সহীহুল আকীদা ব্যক্তির জন্য সত্য সত্যই অতি দুঃখদায়ক ও অসহনীয়।

অর্থাৎ ঃ ভারতীয় ওহাবী গোষ্ঠীর পথ নির্দেশক ও অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের পরম

খায়ের খা মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাহার পুস্তক 'তাকবিয়াতুল ঈমানে'র এর পৃষ্ঠা-৪২) মধ্যে আম্বিয়া ও আউলিয়ার শানে কুঠারাঘাত করতঃ লিখিয়াছে ঃ—

"যাঁহার নাম মোহাম্মদ কিংবা আলী, তাঁহাদের কোনও আধিপত্য নাই।"

"বিশ্বের সমূহ কার্য্য আল্লাহর ইচ্ছাতেই সাধিত হয়, রসূলের ইচ্ছায় কিছুই হইবার নহে।" (পুস্তক ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮)

আকায়ে দো-জাঁহা হাবীবে কিব্রিয়া জনাব মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ আলাইহিত্ তাহ্য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্লীম আর হায়দরে কার্রার শেরে খোদা আলীউল মুরতাজা কর্রামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু রাদীয়াল্লাহু আন্হুর তো বিশ্বের উপর কোনও আধিপত্য নাই এবং যে মহান নবীর জন্যই সবকিছু সৃজিত, যাঁহার আজমত বর্ণনা করিবার জন্য, যাঁহার আধিপত্য দর্শাইবার জন্য ক্বুরআনে করীম আজও প্রস্তুত। যাঁহার শানে আতহরে রব্বে কায়েনাত স্বয়ং ঘোষণা করিতেছেন যে ঃ—

"ওয়ামা আর্সাল্নাকা ইল্লা রাহ্মতাল্লিল আ'লামিন।"

অর্থাৎ ঃ আয় মহবুব, আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহ্মত বানাইয়া পাঠাইয়াছি।

সুতরাং যে যে স্থানে আমার রবুবীয়তের সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই সেই স্থানে আপনাকে আমি রহ্মত নিযুক্ত করিয়াছি। কিন্তু আফসোস, শত আফসোস! এই ওহাবী চিন্তাধারার প্রতি! কেননা কালা কৌয়া (কাল দাঁড়কাক) ভক্ষণকারী গাঙ্গোহীরা তো ইহারা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু হুযূর কাসিমে নেয়ামত হাবীবে খোদা আহমদে মুজতবা রসূলে বাসাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহানী তসর্রুফকে ইহারা স্বীকার করিতে চাহে না। হোলী-দেওয়ালীর পুরী-কচুরী ভক্ষণকারী, সুদী অর্থে স্থাপিত জলচ্ছত্র হইতে জল পানকারী গাঙ্গোহী নাকি তাহার মুরীদীনকে মরিতে দিত না এবং মৃত ব্যক্তিদিগকে সে পুনঃর্জীবনও দান করিত। কিন্তু নিজের মৃত্যু এড়াইতে না পারিয়া স্বয়ং জাহান্নামের অগ্নিতে তিনি দগ্ধিভূত হইতেছে। ইহারা তাঁহাকে মসীহ স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু যাঁহার পবিত্র হস্তে জান্নাতের কুঞ্জি সংরক্ষিত, যিনি হইতেছেন ইল্মের শহর, নবুয়ত যাঁহার দামানে জড়িত, যাঁহার ক্রোড়ে 'ওলায়েত' জন্ম লইয়াছে, তাঁহাকেই 'হাজাত রব্বা' স্বীকার করিতে এই ওহাবী দেওবন্দী মোল্লাদিগকে শির্ক এর ব্যধি কষ্ট দিতে থাকে। সেইজন্যই ইমামে আহ্লে সুন্নত আজীমুল বরকত আলা হযরত জনাব আহমদ রেযা খান সাহেব (বেরেল্বী) কদ্দসা সির্রুহু রাদীয়াল্লাহু আন্হু ইহাদের প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করেন। তাঁহার সেই মহান ফাৎওয়ার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকালীন আরব ও আজম, মক্কা ও মদীনা, হিন্দ ও পেশওয়ার হইতে বিশ্ব-বরেণ্য উলামা নিজ নিজ মোহর ও স্বাক্ষর প্রদান করেন। সেই মহান গ্রন্থের নাম 'হুসামুল হারমাইন'। উক্ত গ্রন্থে একটি বিশেষ ফাৎওয়া ইহাও রহিয়াছে যে ঃ—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"যাহারা এই ওহাবী-দেওবন্দীদের সম্পর্কে ওয়াকিফ হওয়া সত্ত্বেও ইহাদিগকে মুসলমান জ্ঞান করে, তাহারাও অবশ্যই কাফের।" (হুসামুল হারমাইন)

গাঙ্গোহীর সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী

'তাজকেরাতুর রশীদ' নামক পুস্তকের (খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫) বর্ণিত আছে ঃ—

"মৌলানা গাঙ্গোহী একবার তাঁহার নিজের একটা স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, "মাদ্রাসা দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসেম নানুতবী সাহেবকে আমি স্বপ্নে দেখিলাম তিনি যেন নব-বধূ সাজিয়াছেন এবং তাহার সহিত আমার বিবাহ হইতেছে।"

(খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫)

উক্ত পুস্তকে মৌলানা রশীদের আরও একটি স্বপ্ন বর্ণিত আছে। যথা—'মৌলানা রশীদ সাহেবের বয়ান যে ঃ আমি একবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যেন মৌলবী কাসেম নানুতবী নব বধূ সাজে সজ্জিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। অধিকন্তু স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যেমনভাবে একের দ্বারা অন্যে উপকৃত হইয়া থাকে, আমি এবং নানুতবী সাহেব পরস্পর সেই ভাবেই উপকৃত হইয়াছি।"

(তাজকেরাতুর রশীদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯)

মৌলানা গাঙ্গোহীর প্রথম স্বপ্নটির দ্বারা মৌলানা সাহেবদের শুধু বিবাহ সংঘটিত হইবার সম্বন্ধে বর্ণনা হইাছিল। কিন্তু বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কি কি হইয়া থাকে আপাততঃ উহা গোপন ছিল, কিন্তু মৌলানা গাঙ্গোহীর দ্বিতীয় স্বপ্নটির দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ প্রকটিত হইয়া গেল, যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অন্যের দ্বারা যেরূপ ভাবে উপকৃত হইয়া থাকে, মৌলানা সাহেবরাও সেইরূপ ভাবেই উপকৃত হইয়াছে।

সুতরাং এইস্থানে কোন্ উপকারকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে, তাহা আশাকরি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা বিনা বিবাহে যেই উপকার শরীয়ত অনুযায়ী হাসিল হইতে পারে না, এই স্থানে উহাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

যাহাই হউক, এখন যদি গাঙ্গোহী ও নানুতবী সাহেবানদের ভক্ত ও মুরীদীনদের মধ্যে কেহ অভিযোগ করে যে ইহা তো মৌলানা সাহেবানদের স্বপ্নের ঘটনা ছিল, ইহার উপর সমালোচনা করিয়া অযথা মৌলানা-দ্বয়ের মর্য্যাদা হানী করা আদৌ যুক্তি সঙ্গত নহে। তাহা হইলে মৌলানা সাহেবানদের সেই অভিযোগকারী ভক্ত ও মুরীদকে আপাততঃ সামান্য ধরণের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে যে ঃ ইহা কি মৌলানা সাহেবানদের শয়তানী স্বপ্ন ছিল? মালায়ুন শয়তান কি মৌলবী কাসেমের রূপ ধারণ করিয়া মৌলবী রশীদ আহমদের ইন্দ্রিয় লিপ্সা মিটাইতে আসিয়াছিল? কখনই নহে, ইহারা তো স্বয়ং শয়তান। ইহাদের নিকট আবার শয়তানের কি প্রয়োজন? প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখুন, ইহা আর স্বপ্নের ঘটনা নহে বরং ইহা দিন দুপুরে

এক বিরাট জনসমাবেশের মধ্যের ঘটনা। লেখক, প্রকাশকও কোন বেরেল্বী দলভুক্ত নহে, বরং লেখক হইতেছে গাঙ্গোহী ও নানুতবী সাহেবেরই এক ভক্ত ও অনুরক্ত। সে তাহার **'আরওয়াহে সালাসা'** নামক পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ—

"গাঙ্গোহী খানকাতে একবার বিরাট এক জনসমাবেশে মৌলানা গাঙ্গোহী ও নানুতবী এবং উক্ত মৌলানা দ্বয়ের অনেক ছাত্র ও মুরীদ উপস্থিত ছিলেন। হযরত মৌলানা গাঙ্গোহী প্রেমাসক্ত কণ্ঠে হযরত মৌলানা নানুতবীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, এইখানে একটু শুইয়া পড়। হযরত নানুতবী একটু লজ্জিত হইয়া গেলেন, কিন্তু হযরত গাঙ্গোহীর পুনরুথাপনে মৌলানা নানুতবী নেহায়েৎ আদবের সহিত চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তারপর হযরত গাঙ্গোহীও সেই খাটিয়া মৌলানা নানুতবীর দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং যেরূপভাবে এক সাচ্চা প্রেমিক তাহার হৃদয়েশ্বরীর বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া স্বীয় মনতৃপ্তি করিতে থাকে, অনুরূপভাবে মৌলানা গাঙ্গোহী নানুতবীর বক্ষের উপর হস্ত স্থাপন করিলেন। নানুতবী সাহেব মুহূর্তে মুহূর্তে বলিতেছেন, মিঞা এ কি করিতেছ? লোকে কি বলিবে? তদুত্তরে হযরত গাঙ্গোহী বলিলেন, লোকে বলে বলিতে দাও!" (আরওয়াহে সালাসা, পৃষ্ঠা-২৮৯, লেখক— আমীর শাহ খান)।

উল্লিখিত এবারৎটির সহিত স্বপ্নের কোনও সম্পর্ক নাই। কেননা ইহা যে সম্পূর্ণ দিবালোকে, গাঙ্গোহী খানকায়, দিন দুপুরে, বিরাট জনসমাবেশের সম্মুখের ঘটনা। সুতরাং উক্ত ঘটনার কয়েকটি বিষয় অতিশয় চিন্তার যোগ্য। যথা ঃ—গাঙ্গোহী সাহেব যখন বলিল, একটু শুইয়া পড়। তখন নানুতবী সাহেব একটু লজ্জা পাইল, অবশেষে ঠিক চিৎ হইয়াই শুইয়া পড়িল এবং গাঙ্গোহীও সেই খাটিয়ায় শুইয়া নানুতবীর দিকে মুখ করিয়া তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া সাচ্চা প্রেমিকের ন্যায় প্রেমালিঙ্গণ করিয়া নিজের মনতৃপ্তি করিতে লাগিল। নানুতবী সাহেব লজ্জায় জড়সড় হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল যে, ইহা কোন নির্জন স্থান নহে, বহু লোকের সমাবেশ রহিয়াছে। মিঞা একি করিতেছ? খোদার ভয় যদিও না কর, কমসে কম লোক লজ্জা তো কর! লোকে কি বলিবে? অতঃপর ইন্দ্রিয় লিপ্সায় উন্মাদ হইয়া গাঙ্গোহী সাহেব জওয়াব দিল, লোকে বলে বলিতে দাও।

অতএব মৌলানা সাহেবান দ্বয়ের ভক্ত ও অনুরক্তদিগকে এই স্থানে একটি প্রশ্ন করিতেছি যে, মৌলানা সাহেবানদের উক্ত কার্য্যাবলী কি তৌহীদের অন্তর্গত ছিল? না শয়তানী আচরণ? বলা বাহুল্য যে ইহারা কোনও জওয়াব দিবে না। কারণ ওহাবী চিন্তাধারা অনুযায়ী ইহা তো তৌহীদেরই একটি অঙ্গ। কেননা ইহাদের পথ নির্দেশক ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম তো নিজ পুস্তকের মধ্যে পরিষ্কারভাবে লিখিয়া দিয়াছে যে —

"যাহার তৌহীদ কামিল হইয়া যায়, উহার গোনাহও সেই কার্য্য করিয়া থাকে, যাহা অন্যের এবাদৎ-ও করিতে পারে না।" (তাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-২৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধিকন্তু উক্ত পুস্তকের সমর্থনে মৌলানা গাঙ্গোহীও তো স্বীয় পুস্তক **"ফাৎওয়া রশীদীয়া'র** মধ্যে লিখিয়াছে যে ঃ—

"উহা (তাকবিয়াতুল ঈমান) রাখা এবং পাঠ করা আইনে ইসলাম।"

সুতরাং এই স্থানে সমূহ ওহাবী দেওবন্দীদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে যে, তাঁহাদের মৌলানা (গাঙ্গোহী)র তৌহীদ কামিল ছিল, না নাকিস? দেওবন্দীরা যদি উহাকে তৌহীদ কামিল স্বীকার করিতে চাহেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাদের এবাদৎ বন্দেগী অপেক্ষা মৌলানা গাঙ্গোহীর ঐ শয়তানী কার্য্যকলাপগুলি ছিল অধিক পূণ্যের। আর যদি গাঙ্গোহীর ঐ কার্য্যাবলীকে দেওবন্দীরা নিজ নিজ এবাদৎ বন্দেগী হইতে অধিক পূণ্যের স্বীকার করিতে অমত প্রকাশ করে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এক নাকিস ব্যক্তিকে অযথা শেখে রব্বানীর উপাধি দিয়া তাহার অনুগামী হওয়ায় নিশ্চয়ই কোন পার্থিব স্বার্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এইবার মৌলানা গাঙ্গোহীর ভক্ত ও মুরীদদিগকে আরও একটি রহস্যময় এবারৎ সম্বন্ধে অবগত করাইয়া দেওয়া সমীচীন জ্ঞান করি। এবারৎটি কোন নাখু-বুদ্ধু কিংবা আমীর শাহ খানের লেখা নহে বরং ইহা দেওবন্দী মযহাবের কর্ণধার, হাকীমূল উম্মত জনাব আশ্‌রফ আলী থানবী সাহেবেরই লেখা। সে স্বীয় পুস্তক **'আশ্‌রাফুত্তাম্‌বীহ'** এর মধ্যে থানবী সাহেব লিখিয়াছে যে—

"ছোট ছোট বাচ্চাদের সহিত নানুতবী সাহেব বড়ই হাসি রহস্য করিতেন। মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের সাহেবজাদা (পুত্র) জালালুদ্দীনের সহিত খুব রহস্য করিতেন। এমন কি জালালুদ্দীন সাহেব যখন ছোট ছিলেন, নানুতবী সাহেব কখনও কখনও তাঁহার টুপী খুলিয়া দিতেন। আবার অনেক সময় তাঁহার ইজারবন্দও খুলিয়া দিতেন।"

(আশ্‌রাফুত্তাম্‌বীহ, পৃষ্ঠা—১৪০)

দেওবন্দীরা যেন কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণাকে নিজেদের অন্তরে স্থান না দেয় যে, উক্ত নানুতবী কোন অন্য ব্যক্তি হইবেন! না না, ইনিই গাঙ্গোহী সাহেবের সেই মৌলবী রূপধারী স্ত্রী যিনি কাসেম সাহেব নানুতবী নামে পরিচিত। ইনিই বারবার নব বধূ সাজিয়া স্বপ্নে গাঙ্গোহী সাহেবের শয়নকক্ষে যাইতেন এবং খানকাহে গাঙ্গোহীতে দিন দুপুরে বিপুল জনসমাবেশের সম্মুখে গাঙ্গোহী সাহেব ইহাকেই আদর করিয়া নিজের পাশে শুয়াইয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, নানুতবী সাহেব সম্পর্কে এইরূপ এবারৎ লিখিবার পিছনেও কোন রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা না হইলে হাকীমূল উম্মত থানবী সাহেবই বা এইরূপ লিখিল কেন? মনে হয়, নানুতবী সাহেবের ঐ টুপী নামাইয়া দেওয়া এবং পায়জামার দড়ি খুলিয়া দেওয়ার মধ্যেও থানবী সাহেব নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ফজিলত দেখিতে পাইয়াছে এবং তাঁহাদের অনুগামীদের জন্য ইহার অনুকরণ অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিয়া থানবী সাহেব সেইজন্যই ইহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

এখন মনে হবে যে, দেওবন্দী মযহাবে এখনও 'লুতী'দের শয়তানী কীর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দেওবন্দীদের ধারণা অনুযায়ী ঐ অমানুষিক কর্মে বহু ফজিলত-ও বিদ্যমান আছে। সেইজন্যই ইহাকে ওহাবী মতাবলম্বীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত করাইবার জন্য ওহাবী পুরোহিতরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যাহাতে কেহই ইহাকে নাজায়েজ ও হারাম বলিয়া চিন্তা করিবারও কোন অবকাশ না পায়, সেইজন্য ইহাকে নিজ নিজ পুস্তকেও লিখিয়া মরিয়াছে।

আফ্‌সোস, শত আফ্‌সোস! মুসলিম সমাজে চিরাচরিত নেক্ প্রথা রূপে প্রচলিত মীলাদ-কেয়াম-দরূদ-সালাম-ফাতেহা নেয়াজ ইত্যাদি তো ওহাবী চিন্তাধারায় হারাম ও নাজায়েজ ছিল। সেইজন্যই ঐগুলিকে উহারা নাজায়েজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা, বাচ্চাদের টুপি নামাইয়া দেওয়া, পায়জামার দড়ি খুলিয়া দেওয়া ইত্যাদি শয়তানী কার্য্যগুলি ওহাবী চিন্তাধারায় জায়েজ ছিল, সেইজন্যই বোধ হয় এইগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

যাহাই হউক, উক্ত শয়তানী কার্য্যাবলীর প্রচারকদের এক শিষ্য তাঁহার গুরুমহাশয়ের (অর্থাৎ ঃ গাঙ্গোহীর) হেদায়ৎ অনুযায়ী **'তাকবিয়াতুল ইমানে'র** উপর আ'মল করিয়া এমন মর্য্যাদা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, যাহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্যের জন্য পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার উপযোগী হইয়াছিল। ছাত্রটির নাম মৌলবী হুসাইন আলী এবং সে তাহার 'বালাগাতুল হয়রান' নামক পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ—

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পুলসিরাতের উপর গিয়াছেন। দেখিলাম হুযুর আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াত্তাস্‌লীম (দোজখে) পতিত হইতেছেন, আমি হুযুরকে পতন হইতে রক্ষা করিলাম।"

(বালাগাতুল হয়রান)

রশীদ আহমদের নগন্য এক ছাত্র এত মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছিল যে— সেই বেআদব, গুস্‌তাখ, বদ্‌তমীজ, খাবীস্ নাকি (মায়াজ আল্লাহ্) হুযূর শফীয়ে মাহশর, সাকিয়ে কওসর, সৈয়দুল মুরসলীন, রাহ্‌মাতাল্লিল আ'লামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হইতে রক্ষা করিয়াছিল! ধিক্! শত ধিক! ওহাবী দেওবন্দীদের এই অন্ধ সাপোটারী ও দলবাজীকে।

ইহা তো ছিল মৌলানা গাঙ্গোহীর ছাত্রের ঘটনা, এইবার মৌলানা নানুতবী সাহেবেরও একটি ছাত্রের ঘটনা দেখুন। ইহাও অতি রহস্যজনক। ছাত্রটির নাম মনসুর আলী খাঁন এবং সে ছিল মুরাদাবাদের বাসীন্দা। মনসুর সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে ঃ—

"একটি বালকের প্রতি আমি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলাম। সতত তাঁহারই চিন্তা লাগিয়াই থাকিত ও সমূহ কার্য্যে ভুল ভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হইত, আমি যেন এক আজব ধরণের হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সুব্‌হানাল্লাহ্! হযরত নানুতবীর অভিজ্ঞতায় তাহা ধরা পড়িয়াছিল। ফলতঃ হযরত আমার সহিত এমন আচরণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি আমার কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্তরঙ্গ বন্ধু। বলা বাহুল্য দুই বন্ধুর মধ্যে যেরূপ দ্বিধাহীন ভাবে হাসি ঠাট্টা ও আলাপ আলোচনা হইয়া থাকে, হযরত আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি এমন এমন বার্ত্তালাপ শুরু করিয়াছিলেন যে, আমি নিজ মুখে সমূহ ঘটনা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

.....

একদিন বালকটির প্রেমে ধৈর্য্যহারা হইয়া হযরতের সম্মুখে আমি আরজ করিলামঃ হযরত, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার সহায়তা করুন?

অতঃপর হযরত বলিলেন, হাত বাড়াও। আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। তারপর হযরত তাঁহার বাম হাতের উপর আমার হাত রাখিয়া স্বজোরে ঘর্ষণ করিলেন।

খোদার কসম, আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, আমি যেন আরশের নীচে পৌঁছিয়া গিয়াছি এবং আমার চতুর্দিকে নূর ও জ্যোতি যেন আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমি যেন দরবারে ইলাহীতে পৌঁছিয়া গিয়াছি।" (আরওয়াহে সালাসা, পৃষ্ঠা-২৪৭)

দেওবন্দীদের এই **খাবাসাত আলুদা (ঘৃণ্য ও জঘণ্য)** এবারৎগুলি দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয় যে, ইহাদের মৌলবীরা তো প্রেমালিঙ্গন করেন তাহাদের সমকক্ষ মৌলবীদের সহিত। আর ছোট ছোট বাচ্চাদের মাথার টুপী নামাইয়া দেয় ও পায়জামার দড়ি খুলিয়া দেয় এবং তাহাদের শিষ্যরা প্রেম করে বালকদের সঙ্গে। সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাদের গুরু ও চেলা সকলে 'লুতী'য়তের (সমকামীতার) মধ্যেই ফযীলত দেখিতে পায়। (আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌)!

. যাহাই হউক, মুসলিম জনগণের সম্মুখে ইহাদের বুনিয়াদী পুস্তকের আরও একটি এবারৎ নিম্নে পেশ করা হইল। যথা—

"আল্লাহর যত বান্দা আছে সকলেই মানুষ, নাচার বান্দা ও আমাদের ভাই।"

(তাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৭১)

উল্লিখিত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে তৌহীদের মিথ্যা দাবীদার বক-তপস্বী ভণ্ড দেওবন্দীদিগকে **এইখানে একটি প্রশ্ন করিতে চাই** যে, আল্লাহ্‌র সমূহ বান্দা যখন মানুষ হইবার দরুণ সকলেই নাচার এবং আমাদের ভাই, আর এই জন্যই যখন আল্লাহ্‌র নবী ও ওলীগণও ওহাবী চিন্তাধারা অনুযায়ী তসর্‌রুফের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত আছেন। তাহা হইলে কাসেম সাহেব নানুতবীকে তসর্‌রুফের সেই ক্ষমতা কোথা হইতে হাসিল হইল, যে ক্ষমতা আল্লাহ্‌র নবী ও ওলীগণকেও হাসিল নাই? আর কোন শক্তিবলে নানুতবী সাহেব সেই প্রেম পাগল মনসুর খানকে শুধু হাতে হাত ঘষিয়াই আরশে ইলাহীর নীচে (বা) দরবারে ইলাহীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল? তাহা হইলে কি নানুতবী সাহেব এই দেওবন্দীদের মাবুদ ছিল?

দেওবন্দীদের এইরূপ রসূল দুশ্‌মনী ও ইসলাম বিরোধী কার্য্যকলাপ দেখিয়া জগৎ বিখ্যাত আলেমগণ ইহাদের উপর কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন এবং ইহাদের

সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার জন্য অমোঘ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে, এই ওহাবী দেওবন্দীদের আকীদা সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিফ্‌হাল হওয়া সত্ত্বেও যাহারা এই ওহাবী দেওবন্দীদিগকে মুসলমান জ্ঞান করে, তাহারাও অবশ্য অবশ্যই কাফের। (হুসামুল হারামাইন)

বিখ্যাত বিখ্যাত দেওবন্দী আলেমদের এইরূপ ঘৃণ্য ও জঘন্য এবারৎগুলি একত্রিত করিতে হইলে পুস্তকের কলেবর নিহায়েৎ বৃদ্ধি হইয়া যায়, সেইজন্য আপাততঃ এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। আসুন এইবার আমরা মৌলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গোহী ও অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের গোপন বন্ধুত্বের রহস্য উদঘাটন করি।

মৌলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর ইংরেজ দোস্তী

স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবী বীরপুরুষগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৌলানা গাঙ্গোহী যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা হইল নিম্নরূপ—

"অনেকেরই মাথার উপর মৃত্যু খেলা করিতেছে। কেননা তাহারা এই দয়াশীল সরকার ব্রিটিশ এর সুখ ও শান্তির রাজত্বকে সম্মানের চোখে না দেখিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করিয়াছে।" (তাজকেরাতুর রশীদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৩)

আশাকরি মুসলিম জনগণের সম্মুখে দেওবন্দীদের ইংরেজ দোস্তী প্রমাণ করাইবার জন্য ইহা অপেক্ষা আর কোন বিশেষ সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে না। কারণ অত্যাচারী ও বর্বর ইংরেজ, গাঙ্গোহী সাহেবের চক্ষে দয়াশীল ছিল এবং তাহাদের রাজত্ব সুখ শান্তির রাজত্ব ছিল। বলা বাহুল্য, ইহারাই সেই ইংরেজ, যাহারা মুসলমানদের রক্তে হোলী খেলিয়াছে, মুসলমানদের মৃতদেহগুলিকে যাহারা বড় বড় বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিয়া চিল ও কাককে ভক্ষণ করাইয়াছে। যে ইংরেজ মুসলমানদের মসজিদগুলিতে ঘোড়ার লীদ (গোবর) ভর্তি করিয়া নাপাক করিয়াছে, যে ইংরেজ শাহ জাফরের পুত্রের মস্তক ছেদন করত: সেই ছিন্ন মস্তক তাহার পিতার নাশ্‌তার জন্য পাঠাইয়াছে, সেই ইংরেজ নাকি দয়াশীল। মৌলানা গাঙ্গোহীর চোখে তাহাদের যমানায় নাকি সুখ-শান্তির রাজত্ব ছিল! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য এই ওহাবী-ষড়যন্ত্র! দিনকে রাত, রাতকে দিন বলিতে ইহারা একটুও দ্বিধাবোধ কর নাই। মৌলানা গাঙ্গোহীর মুখনিঃসৃত উক্ত এবারতের কিয়দংশ বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য। যেমন—

"অনেকেরই মাথার উপর মৃত্যু খেলা করিতেছে।' এই অংশটুকুর মধ্যেও বহু দাস্তান (কাহিনী) লুক্কায়িত আছে। সুতরাং চিন্তার বিষয় যে, মৌলবী রশীদ আহমদ সাহেব কাহাদের প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল? সম্ভবতঃ আল্লামা ফজলে হক্ক খায়রাবাদী ও তাঁহার অনুগামী মোজাহেদ বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গাঙ্গোহী সাহেব ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল। কেননা আল্লামা খায়রাবাদীই তদানীন্তনকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদের ধ্বনি বুলন্দ করিয়াছিলেন এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনিই দিল্লী জামে মসজিদে জুমার নামায অন্তে জেহাদ সম্পর্কে একটি ফাৎওয়া পেশ করেন এবং একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাও দান করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মুফতী সদরুদ্দীন খান, মৌলবী আব্দুল কাদের, কাজী ফয়েজউল্লাহ, মৌলানা ফজল আহমদ বাদায়ুনী, উজির খাঁন আকবরাবাদী, সৈয়দ মোবারক হুসাইন সাহেব রামপুরী প্রভৃতি বিখ্যাত উলামায়ে ইসলামগণ উক্ত ফাৎওয়ার সমর্থনে নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রদান করেন। ফাৎওয়াখানি প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ৯০০০০ হাজার মোজাহেদ একত্রিত হন দিল্লীতে, যাহা ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলি দেখিলেই মৌলানা খায়রাবাদীর জেহাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৫৭ সালের ১৯শে মের পর ভারতবাসীগণের উপর বিষাদসিন্ধুর যে উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল তাহার যথাযথ উদাহরণ দর্শাইতে ইতিহাস আজও অক্ষম। কেননা সেই মর্মান্তিক পরিস্থিতি বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠে, কলম শুষ্ক হইয়া যায়। হায়! মুসলমানদিগকে ইংরেজ জীবন্তবস্থায় শুয়োরের চামড়ায় জড়াইয়া ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ফেলিয়া দিত। ফতেহপুরী মসজিদ হইতে কিল্লার গেট পর্যন্ত যত বড় বড় গাছ ছিল সেইগুলির ডালে মুসলমানদের মৃতদেহগুলিকে ঝুলাইয়া দিয়া চিল ও কাককে ভক্ষণ করাইত। দিল্লী জামে মসজিদের হুযরায় ঘোড়া বাঁধা হইত, ওজু করিবার হাওজে ঘোড়ার লীদ ফেলা হইত এবং অন্যান্য মসজিদগুলির-ও নানারূপ বেহুরমত করা হইত ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত আল্লামা ফজলে হক্ক খায়রাবাদীকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল।

সন ১৮৫৭ সালে আল্লামা ফজলে হক্কের বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দমা শুরু হইল এবং ১৮৫৯ সালে **'ফাৎওয়ায়ে জেহাদ'** ও ইংরেজদ্রোহীতার অপরাধে আল্লামাকে গ্রেপ্তার করিয়া সিতাপুর হইতে লক্ষ্ণৌ পাঠান হইল। তথায় মকদ্দমা চলিল। জজ সাহেব আল্লামাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, **'ফাৎওয়ায়ে জেহাদ'** সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আল্লামা বীরদর্পে জওয়াব দিলেন, ফাৎওয়াখানি স্বয়ং আমারই হাতের লেখা এবং উহাতে যাহা কিছু লেখা আছে সমূহ নির্ভুল। উক্ত ফাৎওয়া সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত আমার পূর্বে ছিল, বর্তমানেও আমি সেই সিদ্ধান্তেই অটল। আল্লামা খায়রাবাদীর সিদ্ধান্তে জজ সাহেব বাধ্য হইয়া অবশেষে আল্লামার প্রতি **'কালাপানী'র** (দ্বীপান্তরের) শাস্তি ঘোষণা করিলেন এবং আল্লামাও তাহা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইলেন।

ইহাই হইল **'তাজ্‌কেরাতুর্ রশীদের'** সেই এবারতের সারমর্ম্ম যাহা গাঙ্গোহী সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে "অনেকেরই মাথার উপর মৃত্যু খেলা করিতেছে। কেননা তাহারা এই দয়াশীল (ব্রিটিশ) সরকারের সুখ ও শান্তির রাজত্বকে সম্মানের চোখে না দেখিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করিয়াছে।"

প্রমুখ দেওবন্দী আলেমেরা যে ইংরেজ বাহাদুরের হাতে এক একটি কাঠপুতুলী স্বরূপ ছিল, আশাকরি তাহা আর বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা অত্যাচারী ইংরেজ, মুসলমানদের রক্তে হোলী খেলা নিজেদের প্রধান কর্ম্ম ও প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞান করে, সেই অসভ্য ইংরেজদের এই নিমক হালাল ভৃত্যরা স্বীয় প্রভুর রাজত্বকে সুখ ও শান্তির রাজত্ব ঘোষণা করিয়া মুসলমানদের জান ও মাল, আবরু ও ইজ্জতের জানাজা বাহির করিয়াছে।

"ক্বিয়ামত কিঁউ নহী আতী ইলাহী মাজেরা ক্যা হ্যায়।"

এতদ্ব্যতীত গাঙ্গোহী সাহেব দ্বারা আরও বর্ণিত যে—

যেহেতু আমি হইতেছি সরকার (ব্রিটিশ) এর একজন প্রকৃত ফরমাবরদার, সেই হেতু কোনরূপ মিথ্যা অভিযোগে আমার কেশাগ্রও বাঁকা হইবে না। যদি মরিয়াও যাই তাহা হইলে সরকার মালিক, তাঁহারই এখতেয়ার, যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন।"

(তাজকেরাতুর রশীদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০).

আফসোস! শত আফসোস!! ব্রিটিশ সরকারের ফরমাবরদার ও বেতনভোগী ভৃত্যরা মৌলবী ও তৌহীদ পরস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বেদ্বীন নাসারা প্রভুদিগকে তাহারা মালিক ও মুখ্‌তার বলিয়া প্রাণ ভরিয়া স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু দোনো জাঁহানের আকা ও মৌলা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মালিক ও মুখ্‌তার স্বীকার করিতে ইহাদিগকে **'শির্‌ক ও কুফ্‌র' এর ব্যাধি কষ্ট দিতে থাকে,** সেইজন্যই ইহারা হুযুরকে মালিক ও মুখ্‌তার বলিয়া আদৌ স্বীকার করিতে চাহে না। অধিকন্তু যদি সহিহুল আকীদা মুসলমানগণ তাহাদের প্রকৃত মালিক ও মুখতার (রসূল) কে মালিক ও মুখ্‌তার বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহারাই 'শির্‌ক ও কুফ্‌র' বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করে, যেমন মৌলবী ইসমাঈল তাহার পুস্তকে লিখিয়াছে—

"যাহার নাম মোহাম্মদ কিংবা আলী, তাঁহারা কোনও জিনিষের মালিক ও মুখ্‌তার নহেন।" (তাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-৪২)

মহবুবে কিবরিয়া আলাইহিত তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীম এর শানে মহবুবিয়তের প্রতি অবজ্ঞা এবং আলীউল মুরতজা শেরে খোদা মুশকিল কুশার শানে মুশকিল কুশাইকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উহাদের উদ্দেশ্য ছিল, সেইজন্যই ঐরূপ জঘণ্য ও ঈমান বিধ্বংসী ফাৎওয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের শানে তাচ্ছিল্যের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে এবং ইংরেজ বাহাদুরের সহিত ইহাদের পার্থিব স্বার্থ বিজড়িত ছিল, সেইজন্য অত্যাচারী-বেঈমান, বিধর্ম্মী ও শয়তান ইংরেজ সরকারের পায়ে 'সর-ব্য-সুজুদ' (প্রণত) হইয়া বলিয়াছে যে ঃ "আপনিই মালিক ও মুখ্‌তার, সবকিছু আপনারই এখতিয়ারে রহিয়াছে এবং আপনিই অন্নদাতা প্রভু, যাহা ইচ্ছা আপনি তাহাই করিতে পারেন" ইত্যাদি ইত্যাদি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং ইহাদের এইরূপ রসূল-বৈরীতা ও ইসলাম-দুশ্মনী ব্যবহারের জন্য বিশ্ব বরেণ্য আলেমগণ ইহাদের প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের সহিত সমূহ সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক।

আল্লামা ফযলে হক্ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জনাব আল্লামা ফযলে হক্ খয়রাবাদী (রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহে) সন ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অনুযায়ী ১২১২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন শহর খয়রাবাদে। তাঁহার ওয়ালেদ মাজিদ মৌলানা ফযল ইমাম সাহেব ছিলেন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। তাঁহার পিতামহ হযরত মৌলানা আরশদ সাহেব হরগামপুর হইতে ভারতে আগমণ পূর্ব্বক শহর খয়রাবাদে অবস্থান করেন।

বংশ শজরাহ

মৌলানা ফযলে হক্ ইবনে মৌলানা ফযল ইমাম, ইবনে মৌলানা আরশদ, ইবনে হাফিজ, ইবনে মোহাম্মদ সালেহ, ইবনে আব্দুল ওয়াজিদ, ইবনে আব্দুল মজীদ, ইবনে কাযী সদরুদ্দীন, ইবনে কাযী ইসমাঈল, ইবনে কাযী বাদায়ুন, ইবনে শেখ আরজানী, ইবনে শেখ মুনাউওয়ার, ইবনে শেখ নাজিরুল মুল্ক, ইবনে সালারশাম, ইবনে ওয়াজীহুল মুল্ক, ইবনে বাহাউদ্দীন, ইবনে শেরুল মুল্ক (ইরাণের সুলতান) ইবনে আতা, ইবনে শাহ মালিক, ইবনে হাকীম, ইবনে আদিল, ইবনে তাহের, ইবনে জারজিস, ইবনে আহমদ নামদার, ইবনে মোহম্মদ শহরেইয়ার, ইবনে উসমান, ইবনে দান, ইবনে হুমায়ুন, ইবনে কুরাইশ, ইবনে সুলাইমান, ইবনে আফ্ফান, ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে মোহাম্মদ, ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আমীরিল মুমিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন ফারুকে আযম হযরত উমর রাদীয়াল্লাহু আন্হু।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, জনাব শেরুল মুল্ক ইবনে আতা সাহেব ছিলেন ইরাণের অন্তর্গত একটি রাজ্যের সুলতান। তাঁহার দুই পুত্র, বাহাউদ্দীন ও শামসুদ্দীন ছিলেন সময়ের অন্যতম আলেম ও বুজুর্গ। ইঁহারা ইরাণ হইতে আগমণ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। জনাব আল্লামা বাহাউদ্দীন সাহেবের বংশে জন্মগ্রহণ করেন আল্লামা ফযলে হক্ক খয়রাবাদী, ইনিই সেই চিরস্মরণীয় মহামান্য বীর মোজাহেদ, যিনি ভারতবর্ষে স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়া ইংরেজের দরবারে অভিযুক্ত হন এবং বন্দী অবস্থায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জীবন উৎসর্গ করিয়া দুনিয়ায়ে ইসলামকে হক্ক পরস্তীর সবক (শিক্ষা) প্রদান করেন। (বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য আল্লামা মুশ্তাক আহমদ সাহেব নিজামীর পুস্তক **'খুনকে আসুঁ'** দ্রষ্টব্য)

জামিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দের অভিনন্দন

"ইয়া সাহেবাল জালাল। (বিশেষতঃ হেজায মুকদ্দসের ব্যাপারে) জালালাতুল মুল্ক্ আল মরহুম সুলতান আব্দুল আজীজ রহ্মহুমুল্লাহ যখন বিজয়ীরূপে পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন একমাত্র 'জামিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ'ই ইউরোপিয়ন ডিপ্লোমেসির বিপরীত সেই **'ইকদাম'** (বিজয়ী পদার্পণ) কে হেজাযের জন্য ফলপ্রসূ জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং সুলতান মরহুমকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল। অধিকন্তু সুলতান মরহুমের সাহায্য নিমিত্ত নিজের বিশেষ বিশেষ নুমায়েন্দা দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ সুযুক্তি প্রেরণ করিয়াছিল। সুতরাং এতদ্ সম্পর্কে **'জামিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ'** এর যথেষ্ট গর্ব রহিয়াছে যে, সুলতান মরহুম সর্ব্বদাই তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিপক্ষীদের মুখও বন্ধ হইয়াছে এবং নিজেদের উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে। হুকুমত আলে সউদের **'ইসতেকবাল'** (সউদী বংশধরের স্থিতিশীল) হইবার পর, প্রথম হজ্জের সুযোগে যাহারা স্বীয় নুমায়েন্দা (প্রতিনিধি দল) প্রেরণ করিয়া শান্তি ও মুসর্বতের (আনন্দের) কথা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাই এই প্রশংসনীয় রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক জামায়াত, যাহারা আজ **'জামিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ'** নামে পরিচিত।"

'জামিয়াতুল উলামায়ে হিন্দ' তথা ভারতীয় ওহাবীপন্থীরা নজ্দীদের যে কার্য্যাবলীকে **'ফাতেহানা-ইকদাম'** (বিজয়ী পদার্পণ) জ্ঞান করিয়া শাহ সউদ ইবনে আজীজের হস্তে উক্ত মানপত্রটি পেশ করিয়াছিল এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল, সেই লুক্কায়িত ও রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী যতক্ষণ না ব্যাখ্যা করিয়া বোঝান যায় ততক্ষণ প্রকৃত ঘটনা বোঝা বড়ই কঠিন। সুতরাং নমুনা স্বরূপ কিছু বিবরণ নিম্নে পেশ করা হইল।

লণ্ডনের টেলিগ্রাম

২২শে আগষ্ট ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ, লণ্ডন হইতে কোন প্রেস রিপোর্টার ভারতীয় সাংবাদিক এজেন্সীতে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়া ছিলেন। উক্ত টেলিগ্রামের সারমর্ম ঃ—

"গোপন সূত্রে গৃহীত সংবাদ যে, ওহাবীরা মদীনা মুনাউওয়ারার উপর আক্রমণ করিয়াছে। ফলে মসজিদে নববীর গুম্বদে আঘাত পৌছিয়াছে এবং সাইয়্যেদুনা হামজা (রাদীয়াল্লাহু আন্হু)-র মসজিদ শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

(রিপোর্ট খেলাফৎ কমিটি, পৃষ্ঠা-৩০)

এইরূপ অশুভ সংবাদে ভারতীয় মুসলিম সমাজে মাতম সৃষ্টি হইয়া গেল এবং সমূহ পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের জন্য খেলাফৎ কমিটির পক্ষ হইতে কয়েকজন সদস্য হিজায যাত্রা করিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যক্ষদর্শী খেলাফৎ সদস্যবৃন্দের বয়ান

মক্কায় অবস্থিত জান্নাতুল মোয়াল্লার সমূহ মাযার নজ্‌দীরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এমন কি মৌলদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ধ্বংস করিয়াছে। তবে মদীনায় অবস্থিত মাযার ও স্মৃতিগুলির সম্বন্ধে নজ্‌দী বাদশাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, সেইগুলিকে তাহারা বিনষ্ট করিবে না।"প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষরকারীগণের নাম ঃ

সৈয়দ সুলাইমান নদবী, মৌলানা মোহাম্মদ ইরফান, মৌলভী জাফর আলী খান, সৈয়দ খুরশীদ হাসান, মৌলবী আব্দুল মজীদ বাদায়ুনী ও মিষ্টার শোয়াইব কুরাইশী।

(রিপোর্ট খেলাফৎ কমিটি, পৃষ্ঠা-৩৩)

সন ১৯২৬ সালে হজ্জ যাত্রাকালীন বিশিষ্ট বিশিষ্ট উলামাগন সিদ্ধান্ত পেশ করিলেন যে, হিজাযের উপর নজ্‌দী অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। সুতরাং উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধানীগণের একটি জামায়াত সংগঠিত হইল, উহাতেও যোগদান করিলেন কতিপয় খেলাফতী সদস্য। তারা যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন উহা হইল নিম্নরূপ। যথা ঃ—

"২২শে মে (১৯২৬ সালে) আকবরী নামক জাহাজ যখন সর্ব্বপ্রথম কিনারায় নঙ্গর করিল, তখন সর্ব্বাগ্রে যে হৃদয়-বিদারক ও মর্মান্তিক সংবাদ কর্ণগোচর হইল, উহা হইল মদীনার মাযারাত ও স্মৃতিগুলি ধ্বংসের। প্রথমতঃ আমরা ঐ সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই, কেননা সুলতান ইবনে সউদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে মদীনার মাযারাত ও স্মৃতিগুলিকে তিনি নিখুঁত রাখিবেন। কিন্তু আমরা জিদ্দা পৌঁছিয়া যখন আব্দুল আজীজ (নজ্‌দী বাদশাহ) এর জনৈক রোকনের সহিত এই বিষয়ে সাক্ষাৎ ও জিজ্ঞাসা দরিয়াফত করিলাম, প্রত্যুত্তরে তিনি জানাইলেন যে, কুফ্‌র ও বেদাতকে নিঃশেষ করাই নজ্‌দী কওম নিজেদের প্রধান ফর্‌য কাজ জ্ঞান করে। সুতরাং এতদ্‌ সম্পর্কে দুনিয়ায়ে- ইসলাম সন্তুষ্ট থাকুক কিংবা নারাজ, তাহাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নাই।"

(রিপোর্ট খেলাফৎ কমিটি, পৃষ্ঠা-৮৫)

পুনশ্চঃ—"তথাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে যাহা শুনা গিয়াছে সমূহই সত্য। সুলতান আব্দুল আজীজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মদীনায় অবস্থিত সমূহ কুব্বা নজ্‌দীরা বিনষ্ট করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অধিক পরিতাপের বিষয় যে, মক্কা মুওয়ায্‌যমার ন্যায় মদীনারও বহু মসজিদ শহীদ করা হইাছে। মাযার ও কুব্বাগুলির সহিত এইগুলিও রক্ষা পায় নাই, যেমন ঃ—

মসজিদ ফাতেমা (অনুরূপ কা'বা)।
মসজিদ সুনাইয়া (এই স্থানে হুযূরের দান্দান শহীদ হইয়াছিল)।
মসজিদ মোনাজাতাইন।

মসজিদ মায়েদাহ (এই স্থানে সূরা মায়েদাহ অবতীর্ণ হইয়াছিল।
মসজিদ আজাবা (এই স্থানে হুযূরের এক অহম (গুরুত্বপূর্ণ) দোওয়া কবুল হইয়াছিল)

(রিপোর্ট খেলাফৎ কমিটি, পৃষ্ঠা-৮৮)

বিধ্বংসিত মাযারাতের তালিকা

বিন্‌তে রসূল হযরত সৈয়দাতান্‌নেসা ফাতেমাতুয্‌যোহরা (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হা)।
বিনতে রসূল হযরত জয়নব (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হা)।
বিনতে রসূল হযরত উম্মে কুলসম (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হা)।
হযরত ফাতেমা সোগ্‌রা বিনতে হুসাইন শহীদে কারবালা (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুমা)।
আয্‌ওয়াজা মুতাহ্‌হেরাত নবী, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হা)।
হযরত জয়নব (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হা)। হযরত সৌদা (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হা)।
হযরত হাফ্‌সা (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হা) ইত্যাদি।
মোট নয়জন আয্‌ওয়াজা মুতাহ্‌হেরাতের মাযার বিধ্বংস করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত—
শাহ যাদায়ে রসূল হযরত ইমাম হাসান (রাদীয়াল্লাদু আন্‌হু)।
মাযার মোবারক হযরত ইমাম হুসাইন (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
হযরত যয়নুল আবেদীন (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
মাযার জিগার গোসা-ই রসূল হযরত ইব্রাহীম (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
মাযার আম্‌মে নবী হযরত আব্বাস (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
ইমাম মোহাম্মদ বাক্কের (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
আমিরুল মু'মেনীন হযরত উসমান গনী (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
হযরত সৈয়েদেনা উসমান ইবনে মজউন (রাদীয়াল্লাহু আনহু)
হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদীয়াল্লাহু আনহু)।
হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাশ (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু)।
হযরত ইমাম মালিক (রাদীয়াল্লাহ আন্‌হু)।

হযরত ইমাম নাফেয় (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু), প্রভৃতি পবিত্র মাযারগুলি বিধ্বংস করিয়াছে। অধিকন্তু মদীনার এক সম্মেলনে নজ্‌দীরা প্রকাশ্যভাবে হিজাযী আলেম মণ্ডলীকে কাফের ঘোষণা করিয়াছে— যাহা প্রত্যক্ষদর্শী খেলাফতী সদস্যবৃন্দের কানে শুনা। হিজাযী আলেমদিগকে সম্বোধন করিয়া নজ্‌দীরা যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা হইল নিম্নরূপ, যথা ঃ—

"ইয়া আহ্‌লাহজায আন্‌তুম আশাদ্দু কুফ্‌রাম্‌মিন হামানা ওয়া ফেরাউন। নাহ্‌নু

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাতাল্নাকুম মা কাতালাহ অল মুস্লেমীন মায় আল কুফ্ফার আন্তু এবাদু হামযাও আব্দুল ক্বাদির।"

অর্থাৎ ঃ—ওহে হিজাযবাসীগণ, তোমরা হইতেছ হামান ও ফেরাউন অপেক্ষাও বড় কাফের। আমরা তোমাদিগকে সেইরূপ ভাবে হত্যা করিব যেইরূপভাবে হত্যা করা হয় কুফ্ ফারকে। কেননা তোমরা হইতেছে হামযা ও আব্দুল ক্বাদির (জ্বীলানী)-র পূজারী।

(রিপোর্ট খেলাফৎ কমিটি, পৃষ্ঠা-৮৫)

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ, ইহাই হইতেছে সেই 'ফাতেহানা ইক্দাম' যাহার প্রতি অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে নজ্দী দালালরা অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করতঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং নিজেদের বিশেষ নুমায়েন্দার সাহায্যে শান্তি ও মুসর্রতের এযহার (প্রকাশ) করিয়াছিল।

আফসোস, শত আফসোস! বিগত তের শত বৎসর যাবৎ উম্মতে মোহাম্মদীয়া যে **'নকুস মুহব্বত'** (প্রেমের নিদর্শন) গুলিকে সময়ের সমূহ আপদ ও বালা (বিপদ) হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যেগুলিকে দেখিয়া সাচ্চা আশিকানে রসূল ও ঈমানদার ব্যক্তিগণ নিজ নিজ চক্ষু শীতল করিতেন। সেইগুলি আজ এই দুশমনে রসূলদিগকে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ করিতেছিল। সুতরাং সেইগুলিকে ধ্বংস করিয়াই পাপাত্মারা শান্তির নিশ্বাস লইল। **ইরফানে মুহব্বতের ঐ স্মৃতিগুলি** যতদিন পৃথিবীর বুকে বিরাজমান ছিল, ততদিন এই হতভাগ্যদের কপালে খুশি ও মুসর্রত (আনন্দ) ছিলনা, সেইজন্য ঐগুলিকে ধুলিস্মাৎ করিয়া বিশ্বের ৮০ কোটি মুসলমানের চক্ষু হইতে রক্তাশ্রু বহাইয়াই খুশি ও মুসর্রতের এযহার (প্রকাশ) করিল।

সুদীর্ঘ তেরশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি মুসলিম জাঁহান আজও ইয়াজীদকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং মুসলিম জাঁহান কি আজ এই পাষণ্ডদিগকে মার্জনা করিবেন—যাহারা বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় কারবালার জন্মদানে তৎপর হইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহাবা, [illegible], আয্ওয়াজে মুতাহ্হের্বাত, রসূল দুহিতা, জিগর গোশায়ে রসূল, তাবেয়ীন কেরাম (রিদ্ওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজ্মাঈন) গণের লাশ ও মাযারগুলির বেহুরমতি (অসম্মান) করিয়াছে?

ফাতেমাতুয্যোহরার চমন (বাগান) বিরান (ধ্বংস) করিতে ইয়াজীদও তো স্বয়ং কারবালায় যায় নাই। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সেই সময় পর্যন্ত শান্তি ও মুসর্রত ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীকুলের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সেই মরুভাস্করগুলির ওজুদ পাক এই দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল।

সুতরাং এই অভিনন্দন বার্তা প্রেরণকারীরা যদ্যপি হিজাযে পৌঁছে নাই, তথাপি ইহারা ইয়াজীদের ন্যায় সমান অপরাধে অপরাধী। বদ-আক্বীদা ও বদ-আ'মলের জন্য বিশ্বের ওলামায়ে আহ্লে সুন্নত ইহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মৌলবী ইলিয়াস ও তবলীগী আন্দোলন

সন ১৯২৪-১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মক্কা-মদীনা তথা সমগ্র আরব দ্বীপপুঞ্জ নজ্দী শাসনাধীন হইয়া যাওয়ায়, ভারতীয় কতিপয় দুর্বল ঈমানের আলেম এবং ইসলামী আবরণে কিছু সংখ্যক ইহুদী সিফ্‌ত ব্যক্তিও ইবনে সউদের মালা জপিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি সউদী মতবাদ অর্থাৎ ঃ স্বতন্ত্র ওহাবী ধর্ম্মকে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা জোরদার একটি আন্দোলনও গঠিত করিলে, যাহা মুসলিম সমাজে আজ **'ওহ্হাবী তহ্রীক'** নামে খ্যাত। যাহাই হউক উক্ত স্বতন্ত্র **ওহাবী ও নজ্দী ধর্ম্মকে** দেশে বিদেশে, গলী ও গঞ্জে **পৌঁছাইয়া দিবার ঝুঁকি লইল মৌলবী ইলিয়াস** কাঁন্ধেল্বী। সুতরাং সর্বপ্রথমে সে তাহার অন্নদাতা প্রভু ইংরেজ বাহাদুরের দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজের সুপরিকল্পিত মতামতটি পেশ করিল। ইসলামের চিরশত্রু ইংরেজ ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞান করিয়া সমর্থন করিল মৌলবী ইলিয়াসের সিদ্ধান্ত। কেননা অত্যাচারী ও দূরদর্শী ইংরেজের দৃষ্টিতে ইহা অবশ্যই দেখা দিয়াছিল যে, দেশে-বিদেশে, গলী ও গঞ্জে ওহাবীয়ত প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দিবে দলাদলি ও দ্বন্দ্ব, মুসলিম ঐক্যে উঠিবে অনৈক্যের আগুন। সুতরাং মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গণ ধরাইবার এই অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সুচতুর ব্রিটিশ সরকার, মৌলবী ইলিয়াসের মতামত অনুযায়ী তাহাকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। যেমন **'মকালমতুস্ সাদরয়ন'** নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে ঃ—

"দিল্লী জামিয়াতুল উলামায়ে হিন্দ" এর নাজিমে আলা মৌলবী হিফজুর রহমান সেওহারবী হইতে বর্ণিত, ইলিয়াস সাহেবের তবলীগী জামায়াতকে প্রথম প্রথম হাজী রসীদ আহমদ মারফৎ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে কিছু আর্থিক সাহায্য দান করা হইত। পরে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।" (মকালমতুস্ সাদরয়ন, পৃষ্ঠা-৮, লেখক-তাহির আহমদ কাসেমী। রহমানী-প্রেস, মহল্লা-গড়হেয়া দিল্লী হইতে প্রকাশিত)।

ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ও সমর্থনপ্রাপ্ত হইয়া মৌলবী ইলিয়াস তাঁহার ওহাবী মৌলবীদের সম্মুখে প্রস্তাব পেশ করিল যে, ওহাবী ধর্ম্মকে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়াই হইতেছে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কেননা ইহাই ছিল মৌলবী থানবীর আন্তরিক ইচ্ছা ও আকাঙ্খা এবং এইজন্যই তাহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছে যে ঃ—

যদি আমার নিকট হাজার দশেক টাকা থাকিত, তাহা হইলে আমি সকলের বেতন ধার্য্য করিয়া দিতাম। তারপর সকলে অনায়াসেই ওহাবী হইয়া যাইত।"

(এফাজাত ইয়োমিয়া-তৃতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা-৬৭ পঞ্চম লাইন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৌলবী থানবীর আন্তরিক আশা ও আকাঙ্খার পুনরুক্তি করিয়া মৌলবী ইলিয়াস আরও বলিল যে ঃ—

"মৌলবী থানবী বহুত বড় কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। সুতরাং আমার অন্তরিক ইচ্ছা যে, তালীম তো তাঁহারই মতানুযায়ী থাকিবে, তবে তবলীগের পদ্ধতিটি হইবে আমার। এইরূপেই তাঁহার তালীম ব্যাপক হইয়া যাইবে।" (মালফুজাতে ইলিয়াস-পৃষ্ঠা-৪৭)

মৌলবী ইলিয়াসের সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া উলামায়ে দেওবন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন করিল তাহার সিদ্ধান্তটিকে। যাহাই হউক, অন্নদাতা প্রভু ইংরেজ বাহাদুরের সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং উলামায়ে দেওবন্দের স্বীকৃতি হাসিল করিয়া মৌলবী ইলিয়াস আরম্ভ করিল তবলীগের কার্য্য। বলা বাহুল্য যে, ইহা দ্বীন ইসলামের তবলীগ নহে, ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ও একেবারেই স্বতন্ত্র ওহাবী নজ্‌দী ধর্মের তবলীগ। যেমন 'দ্বীনী-দাওয়াৎ' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে ঃ—

"মৌলবী ইলিয়াস একদিন মৌলবী জহীরুল হাসানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ জহীরুল হাসান, আমার আসল উদ্দেশ্যটি কেহই বুঝিতে পারে নাই। লোকে মনে করে ইহা নামায ও রোযার আন্দোলন, কিন্তু না, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি ইহা আদৌ নামায ও রোযার আন্দোলন নহে।"

একদিন বড় উদারতার সহিত বলিলেন ঃ—

মিঞা জহীরুল হাসান, একটা নূতন কওমের আবির্ভাব করিবার উদ্দেশ্যেই আমার এই আন্দোলন।" (দ্বীনী দাওয়াৎ, পৃষ্ঠা-২৬৬)

মৌলবী ইলিয়াস ভারতবর্ষে কোন্ নূতন কওমের আবির্ভাব করিতে চাহিয়াছিল আশাকরি উহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কেননা এইমাত্রই আলোচনা হইয়াছে যে, তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল মৌলানা থানবীর আন্তরিক আকাঙ্খা পূর্ণ করা। অর্থাৎ ঃ ওহাবী মতবাদকে সমগ্র বিশ্বে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই জন্যই তিনি তাঁহার অনুগামীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করিয়াছে যে ঃ—

"মৌলানা থানবীর হেদায়াৎ ও তালীমাতের উপর আ'মল করিবার এবং উহা ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার সবিশেষ চেষ্টা করা হউক।" (মালফুজাতে ইলিয়াস-পৃষ্ঠা-৫৭)

সুতরাং একান্ত প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া মৌলবী আশরফ আলী থানবীর তালীম ও হেদায়াতের কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হইল। যথা ঃ—

"যেহেতু আমি মুত্তাকী নই, সেইহেতু আমি দাওয়াৎ ভক্ষণে ও নজ্‌রানা (উপঢৌকন) গ্রহণে হারাম ও হালালের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করি না।"

(কামাল আশরাফিয়া-পৃষ্ঠা-৪০৬)

ইহাই হইল সেই 'নূতন কওমে'র আদর্শ, যে কওম সম্পর্কে মৌলবী ইলিয়াস বলিয়াছিল যে ঃ—

"মিঞা জহীরুল হাসান, একটি নূতন কওমের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যেই আমার এই আন্দোলন।" ইহারই নাম ওহাবী ধর্ম, এই ধর্মের একটি বিশেষ গুণ হইল হারাম ও হালালের প্রভেদ উঠাইয়া দেওয়া। সুতরাং ইহাদের এইরূপ ইবলীসী পরিকল্পনা হইতে মুসলিম জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য উলামায়ে ইসলামগন ইহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক বাণী পেশ করিয়া আসিতেছেন যে, ইহারা ঘোর ধর্মদ্রোহী। ইহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা অত্যাবশ্যক।

সুলতান নজ্‌দের দরবারে মৌলবী ইলিয়াস

ব্রিটিশ সরকার ও উলামায়ে দেওবন্দের যৌথ স্বীকৃতি হাসিল করিবার পর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ অনুযায়ী ১৩৫৬ হিজরীতে হজ্জে বায়তুল্লাহর বাহানায় মৌলবী ইলিয়াস হাজিরী দিল সুলতান নজ্‌দের দরবারে। সঙ্গে ছিল মৌলানা এহতেশামুল হাসান, মৌলানা এমামুল হুসাইন, মৌলানা নূর মোহাম্মদ মেওয়াতী, মৌলানা ইদ্রীস, হাজী আব্দুর রহমান, হাজী আব্দুল্লাহ দেহলবী, পুত্র ইউসুফ ইত্যাদি আরও অনেকে। সিদ্ধান্ত হইল নিজেদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যগুলি আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হউক, উহাই সুলতানের খিদমতে পেশ করা হইবে যেমন 'দ্বীনী দাওয়াৎ' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে—

"সিদ্ধান্ত হইল নিজেদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যগুলি আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হউক, উহাই সুলতানের খিদমতে পেশ করা হইবে। মৌলানা এহতেশামুল হাসান ও শেখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইত্যাদি ইহারা শেখ ইবনে বুলহীদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিলেন।" (দ্বীনী দাওয়াৎ-পৃষ্ঠা-১০০)

উদ্দেশ্য ও বক্তব্যগুলি যথাসাধ্য গুছাইয়া গাছাইয়া নোট করা হইল, তারপর সম্মিলিতভাবে সকলে উপস্থিত হইল সুলতানের দরবারে। যেমন উক্ত পুস্তকেই রহিয়াছে যে ঃ—

"দুই সপ্তাহ পরে (অর্থাৎ ঃ ১৪ই মার্চ ১৯৩৮ সালে) মৌলানা ইলিয়াস স্বীয় সাঙ্গ-পাঙ্গসহ সমবেতভাবে উপস্থিত হইলেন সুলতানের সাক্ষাতে। অতঃপর 'জালালাতুল মুল্ক' নেহায়েৎ আদবের সহিত মসনদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং এই মহামান্য হিন্দ অতিথি-দিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাদিগকে নিজেরই সম্মুখে বসাইলেন। ইঁহাদের পক্ষ হইতে তবলীগের সেই খসড়াখানি সুলতানের সম্মুখে পেশ করা হইল। নজ্‌দী সুলতান সম্ভবতঃ ৪০ মিনিট পর্যন্ত তাওহীদের উপর (এস্তেবায়ে শরীয়ত, কেতাব ও সুন্নতের) মুদাল্লল বক্তৃতা পেশ করিলেন। তারপর অত্যন্ত আদবের সহিত মসনদ হইতে উঠিয়া বিদায় দিলেন।" (দ্বীনী দাওয়াৎ, পৃষ্ঠা ১০০)

"সুলতানের আদর ও সমর্থন প্রাপ্ত হইয়া মৌলানা এহতেশামুল হাসান সাহেব তবলীগের সমূহ নিয়ম-কানুনগুলি লিপিবদ্ধ করিলেন, তারপর শেখুল ইসলাম রয়ীসুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুয়াত (প্রধান বিচারপতি) আব্দুল্লাহ ইবনে হাসানের খিদমতে' পৌছিলেন। বলা বাহুল্য যে, উক্ত আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ছিলেন আব্দুল ওহাবেরই বংশধর। যাহাই হউক, মৌলবী মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মৌলবী এহতেশামুল হাসান উহারই খিদমতে হাজিরী দিলেন। তিনিও ইহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিলেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটি কথা নেহায়েৎ আগ্রহের সহিত সমর্থন করতঃ মুখে পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন অধিকন্তু আর্থিক সাহায্য দানেরও অঙ্গীকার করিলেন।" (দ্বীনী দাওয়াৎ-পৃষ্ঠা-১০১)

কলমের চুরি

ইনসাফ ও ঈমানদারীর সহিত লক্ষ্য করিলে অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইবে যে, এই স্থানে একটি কথাও মনগড়া ব্যবহার হয় নাই, সমূহ উহাদেরই পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। যাহাই হউক, সমূহ ঘটনাবলী পাঠ করিবার পর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহার অভাব অবশ্যই অনুভব করিবেন যে, সুলতানের সম্মুখে পেশ করিবার জন্য আরবী ভাষায় যে খসড়াখনি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, এই স্থানে উহা উল্লেখ করা হইল না কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আপাততঃ ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইতেছে মৌলবী আবুল হাসান আলী নদবী। কেননা সে তাহার 'দ্বীনী দাওয়াৎ' নামক পুস্তকের মধ্যে এতকিছু লিখিয়াছে, কিন্তু আসল জিনিষটি না লিখিয়া হজম করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা পরিষ্কার-ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, নিশ্চয়ই উহাতে কোন গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত ছিল।

যাহাই হউক, শত সহস্র পরদা চাপাইলেও উহা গোপন থাকিবার নহে, যাহা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, যে সকল বিষয় ও বস্তুর প্রতি নজ্‌দী বাদশাহ এবং 'কাজীয়ুল কুযাত' সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহা যদি নজ্‌দী চিন্তাধারার খেলাফ হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনোও উহা সমর্থন করিত না। কেননা তাঁহাদের শরীরেও আব্দুল ওহাবের খুন বিদ্যমান ছিল। অতএব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, এই হিন্দের ভিখারীদের সহিত নজ্‌দী বাদশাহ ও চীফ জাসটিসের যে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল— তাহা ছিল সম্পূর্ণ ওহাবীয়াত প্রচারের।

মৌলবী ইলিয়াসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মৌলবী ইলিয়াস তাঁহার শৈশবকাল হইতেই মৌলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর সংস্পর্শে ছিল, একরকম ওহাবীয়াৎ তাঁহার ঘুঁটিতেই দেওয়া হইয়াছে। যেমন নদবী সাহেব লিখিয়াছে যে ঃ—

"মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর সংস্পর্শ ও তাঁহার মজলিসের ফযীলত মৌলবী

ইলিয়াস রাত দিন উপভোগ করিয়াছে। মানব জীবনের প্রতি, সোসাইটি ও পরিবেশের আকর্ষণ যে সময়টিতে নিজ প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক সেই সময়টি মৌলবী ইলিয়াসের কাটিয়াছে গাঙ্গোহী খানকায়। তিনি যখন গাঙ্গোহী খানকায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১০/১১ বৎসর এবং মৌলানা গাঙ্গোহী যখন ১৩২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করিলেন, তখন মৌলবী ইলিয়াস ছিলেন মাত্র ২০ বৎসর বয়সের নব যুবক।

সুতরাং দীর্ঘ দশ বৎসর তাঁহার কাটিয়াছে মৌলানা গাঙ্গোহীর খিদমতে।"

(দ্বীনী দাওয়াৎ, পৃষ্ঠা-৪৫)।

উক্ত **'দ্বীনী দাওয়াৎ'** নামক পুস্তকটির লেখক হইতেছে মৌলানা আবুল হাসান আলী নদবী এবং সে কোন সুন্নী দলভুক্ত নহেন বরং সেও ছিল এই ইলিয়াসী তবলীগের একজন মস্ত বড় মোবাল্লেগ। সে লিখিয়াছে যে ঃ মৌলবী গাঙ্গোহীর সংসর্গে মৌলবী ইলিয়াস তাঁহার জীবনের দীর্ঘ দশটি বছর কাটাইয়াছেন। সুতরাং অতীত পৃষ্ঠায় বর্ণিত গাঙ্গোহীর চরিত্রের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত দশটি বৎসর মৌলবী ইলিয়াস গাঙ্গোহীর সংসর্গে থাকিয়া সংসর্গের কি কি আস্বাদ উপভোগ করিয়াছে। মৌলানা গাঙ্গোহী ছিলে মৌলবী ইলিয়াসের উস্তাদ, পীর, মুর্শিদ ও বড় বুজুর্গ, তাঁহারই সোহবতে মৌলবী ইলিয়াস বালেগ হইয়াছে এবং তাহারই ক্রোড়ে পাইয়াছে নবযৌবন। এই দশ বৎসরের মধ্যে সে অনেক ফযীলতও অর্জ্জন করিয়াছেন, কেননা অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও গাঙ্গোহী সাহেব তাঁহাকে মুরীদ করিয়া লইয়া ছিল। যেমন **'দ্বীনী দাওয়াৎ'** পুস্তকে উল্লেখ আছে যে ঃ—

"মৌলবী ইলিয়াসের বিনম্র স্বভাব ও তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা এবং অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'বয়েত' করিয়া লইয়াছিল। শুরু হইতেই প্রেমাগ্নি মৌলানার অভ্যাসে বিদ্যমান ছিল। মৌলানা গাঙ্গোহীর সহিত তাঁহার এত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে, সে বলিত ঃ কখনও কখনও রাত্রিতে উঠিয়া শুধু চেহারা দেখিবার জন্য যাইতাম।"

(দ্বীনী দাওয়াৎ-পৃষ্ঠা-৪৬)

মৌলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর সহিত মৌলবী ইলিয়াসের এমন কি গভীর সম্পর্ক ছিল যে, সে রাত্রিতে ঘুম হইতে জাগিয়া শুধু চেহারা (মুখ) দেখিবার জন্য গাঙ্গোহী সাহেবের শয়নকক্ষে হাজিরী দিত? কেননা এইরূপ আসা-যাওয়াকে নিষেধ করিয়া হক্ তা'য়ালা কুরআনের মধ্যে ফরমাইতেছেন—

"মিন ক্বাব্‌লি সালাতিল ফজ্‌রি ওয়া হীনা তাদাউনা সিয়াবাকুম মিনায্ যাহীরাতি ওয়া মিম বায়াদি সালাতিল ইশাই সালাসু আউ্‌রাতিল্লাকুম।"

অর্থাৎ ঃ নামায ফজরের পূর্ব্বে, মধ্যাহ্নে ও এশার নামাযের পর। মোট এই তিনটি সময় তোমাদের প্রতি আওরত স্বরূপ। এই তিনটি সময়ে তোমরা বিনা অনুমতিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাহারও শয়নকক্ষে যাইও না। তবে স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষে এবং স্ত্রী-স্বামীর শয়নাগারে যাওয়ায় কোনও ক্ষতি নাই। কেননা রব্ব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন ঃ—

• **"হুন্নালিবাসুল্লাকুম ওয়া আনতুম লিবা সুল্লাহুম্মা।"**— (কুরআন)

মৌলবী ইলিয়াস সাহেব দশটি বছর গাঙ্গোহীর সংসর্গে ছিল এবং গাঙ্গোহীর সহিত তাঁহার এত আন্তরিক ঘনিষ্টতা ছিল যে, তাঁহার মন কিছুতেই আয়ত্তে থাকিত না। এমন কি রাত্রিতে ঘুমও হইত না, সেইজন্য রাত্রিতে বিছানা হইতে উঠিয়া গাঙ্গোহীর শয়নকক্ষে পৌছিত এবং সংসর্গের আস্বাদ ভোগ করিবার পরই মনস্তুষ্টি হইত, ঘুমও হইত।

এখন চিন্তার বিষয় যে, যে ব্যক্তি একাধিক্রমে দশটি বছর ওহাবীদের সংসর্গে জীবন কাটাইয়াছে, সেই ব্যক্তির প্রতি ওহাবীয়ত যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিংবা **সেই ব্যক্তি যে কত বড় কট্টর ওহাবী,** সে কথা বলাই বাহুল্য। মৌলানা গাঙ্গোহীর মৃত্যুর পর মৌলবী ইলিয়াস যে দ্বিতীয় পীর ধরিয়াছিল, ছিল এক জঘণ্য ধরণের ওহাবী। যেমন **'দ্বীনী দাওয়াৎ'** নামক পুস্তকের মধ্যে মৌলবী আবুল হাসান আলী নদবী সাহেব লিখিয়াছে যে ঃ—

"হযরত মৌলানা রশীদ আহমদের ইন্তেকালের পর শেখুল হিন্দ মৌলানা মাহমুদুল হাসান সমীপে তিনি (অর্থাৎ ঃ ইলিয়াস) আরযু পেশ করায়, মৌলানা মাহমুদুল হাসান তাঁহাকে মৌলানা খলীল আহমদের সহিত 'রুজু' করিবার পরামর্শ দান করিলেন। অতঃপর তিনি মৌলানা খলীল আহমদ সাহেব সাহারানপুরীর সহিত স্বীয় সম্পর্ক স্থাপন করিলেন এবং তাঁহারই সযত্নে 'মঞ্জিলে সুলুক' পার করিলেন।" (দ্বীনী দাওয়াৎ-পৃষ্টা-৪৯-৫০)

কে এই খলীল আহমদ? ইনি কি কোন সুন্নী সহীহ আকীদা মুসলমান? জী না! ইনি হইতেছেন **এক জবরদস্ত গুস্তাখে রসূল ও বিখ্যাত ওহাবী খাব্বীশ।** কেননা হুযুরের শানে মোবারকের প্রতি বেআদবীর প্রবন্ধ রচনা করিতে ইনি কম কসুর করে নাই। ইঁহার ওহাবীয়ত ও খাবাসতের নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে একটি এবারৎ পেশ করা হইল, যাহা উহারই পুস্তক হইতে সংগৃহীত। যথা—

"জনৈক সুফী সাহেব একবার স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উর্দ্দু ভাষায় কথা বলিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি তো আরাবী, আপনি কিরূপে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষালাভ করিলেন? তদুত্তরে হুযুর ফরমাইলেন ঃ যখন হইতে মাদ্রাসা দেওবন্দের আলেম মণ্ডলীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তখন হইতে আমি উর্দ্দু ভাষা জানিতে পারিয়াছি।"

(বরাহেন কাতেয়া, পৃষ্ঠা-২৬, লেখক-খলীল আহমদ)

মুসলিমগণ ইহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত যে, আল্লাহ্ জাল্লে জালালাহু স্বয়ং তাঁহার প্রিয় মহবুবকে সমূহ এলেম শিক্ষাদান করিয়াছেন, যাহার ফলে হুযূর বিশ্বের সমস্ত জাতির

লোকেদের সহিত তাহাদেরই মাতৃ ভাষায় বার্ত্তালাপ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে মহান নবীর উস্তাদ হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'য়ালা, তাঁহাকে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষালাভের জন্য কখনও কি ওহাবী আশ্রমে যাইবার প্রয়োজন হইতে পারে? কখনও নহে। স্বয়ং রব তা'য়ালা তাঁহার মহবুবকে সম্বোধন করিয়া ফরমাইতেছেন ঃ—

"সা নুক্‌রোয়োকা ফালা তানসা।"— (কুরআন)

অর্থাৎ ঃ আয় মহবুব! আমি আপনাকে এমনই শিক্ষা প্রদান করিব যে, আপনার কখনও স্মৃতিবিভ্রম হইবে না।

হাদীস শরীফে রহিয়াছে ঃ **"আল্লিম্‌নী রাব্বী ফাহ্‌সানা তায়্‌লীমী।** অর্থাৎ ঃ আমার এলেম সর্ব্বোত্তম। কেননা আমাকে স্বয়ং আমার রব তালীম ফরমাইয়াছেন। (আল হাদীস)

ধিক্! শত ধিক্। এই ওহাবী চিন্তাধারায়। স্বদলীয় এক আদনা মাদ্রাসার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশ্বনিয়ন্তার অদ্বিতীয় সৃষ্টি জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ আলাইহিত্ তাহ্‌য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্‌লীমের শানে ঐরূপ মিথ্যা ও মাক্কারীপূর্ণ স্বপ্ন রচনা করিতে একটুও লজ্জাবোধ করিল না! **ইহা তো ছিল ইলিয়াস সাহেবের দ্বিতীয় পীরের আকীদা, এইবার বারগাহে নববীতে স্বয়ং ইলিয়াস সাহেবের আকীদা কিরূপ ছিল**—তাহাও নিম্নে পেশ করা হইল। যথা ঃ—

"একদিন মৌলবী ইলিয়াস বলিলেন ঃ স্বপ্ন হইতেছে নবুয়তের এক-ছেচল্লিশাংশ (১/৪৬)। কোনো কোনো ব্যক্তির স্বপ্নের দ্বারা এত উন্নতি লাভ হইয়া থাকে, যাহা রেয়াযত ও মোজাহাদায়ও হয় নাই। কেননা স্বপ্ন হইতেছে উলুম সহীহার ইলকা স্বরূপ, যাহা নবুয়তেরই অঙ্গ। সুতরাং উন্নতি হইবে না কেন? এলেম হইতে মারফত বৃদ্ধি হয় এবং মারফত হইতে নৈকট্য লাভ হইতে থাকে। এইজন্যই তো এরশাদ আছে **"রুল রাব্বে যিদ্‌নী ইল্‌মা।"** ইহা ব্যতীত আরও বলিল ঃ—

"আমাকে আজকাল উলুম সহীহার ইল্‌কা হইয়া থাকে, সেই জন্যই অধিক ঘুমের চেষ্টা করি। কিন্তু খুস্কীর জন্য নিদ্রাহীনতা দেখা দেওয়ায়, ডাক্তার ও হাকীমদের পরামর্শ অনুযায়ী নিদ্রাবৃদ্ধির জন্য মাথায় তৈল মালিশ করাইয়া থাকি—যাহাতে নিদ্রাবৃদ্ধি হয় এবং অধিক সময় ঘুমাইতে পারি।" আরও বলিলেন ঃ—

"এই তবলীগের পদ্ধতিও আমি স্বপ্নের মাধ্যমেই জ্ঞাত হইয়াছি। আল্লাহ্ তা'য়ালার ইরশাদ হইল ঃ **"কুন্‌তুম খাইরা উম্মাতিন উখ্‌রিজাত লিন্নাসে তা'মুরুনা বিল মায়রুফি ওয়া তান্‌হাউনা আনিল মুন্‌কারি ওয়া তু'মেনুনা বিল্লাহ"** এবং ইহার তফসীরও স্বপ্নেই ইলকা হইল। যথা ঃ—(আয় ইলিয়াস) তোমাকে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম গণেরই মত লোকেদের মধ্যে জাহির করা হইয়াছে।" (মালফুযাতে ইলিয়াস, পৃষ্ঠা-৪০-৫০)

ওহাবীরা তাহাদের এবং তাহাদের বুজুর্গদের মর্য্যাদাকে, কখনও নবী অপেক্ষা কোনও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়ে কম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। বরং তাহাদের দ্বারা যদি সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে নবী অপেক্ষাও উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করে। যেমন মৌলবী কাসেম নানুতবী তাঁহার "**তাহ্জীরুন্নাস**" নামক পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ—

"আ'মলের দিক হইতে কোন কোন উম্মত নবীর সমতুল্য হইয়া যায় বরং অনেক সময় বাড়িয়াও যায়।"

মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাঁহার পুস্তক **'সেরাতে মুসতাকীম'** এ স্বীয় পীর সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বীর শান বৃদ্ধি করিয়া লিখিয়াছে ঃ—

"হুযুরও উম্মি ছিলেন এবং আমার পীরও ছিলেন নিরক্ষর, সুতরাং উভয়েই সমান।" (আস্তাগ্ফিরুল্লাহ)! উক্ত পুস্তকে হুযুরের শানে অবমাননা করিয়া আরও লিখিয়াছে ঃ—

"নামাযের মধ্যে হুযুরের খেয়াল আসা, গাধা ও বলদের খেয়ালে নিমগ্ন হওয়া অপেক্ষাও জঘণ্য।"

মৌলবী আশরফ আলী থানবী তাঁহার নিজের নামের কলেমা ও দরূদ পাঠ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও উহার কোন শুদ্ধি না করিয়া উপরন্তু বলিয়াছে যে "যাহার দিকে তুমি রুজু করিয়াছ আল্লাহ্র অনুগ্রহে তিনি সুন্নতের অনুসরণকারী।"

(রেসালা আলইমদাদ, পৃষ্ঠা-৩৫। সফর ১৩৩৬ হিজরী)

মৌলবী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী-ও তাহার পীর রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীর শান বৃদ্ধি করিতে বসিয়া হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের শানে কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং মৌলবী ইলিয়াসকেও ঐ একই রঙ্গে রঞ্জিত দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ ঃ সে লিখিয়াছে যে, তাঁহাকেও নাকি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের ন্যায় মানব জাতির মধ্যে জাহির করা হইয়াছে।

আহ্মদিয়া ফির্কায় তো শুধু একজনই নবুয়তের দাবী করিয়া ছিল, কিন্তু দেওবন্দে তো সকলকে নবুয়তের দাবীদার দেখা যাইতেছে। মৌলবী ইলিয়াসের স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে দেওবন্দীদের অন্তরঙ্গ প্রফেসার ফখরুদ্দীন সাহেব রূহীর পুস্তক **'আয়েনায়ে সদাকৎ'** এর একটি এবারৎ নিম্নে পেশ করা হইল। যথা ঃ—

"শৈশবকাল হইতেই 'অমর বিল মায়রূফ ও নহী আনিল মুনকর' এর প্রতি শেখ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজ্দীর মনোনিবেশ ছিল।" (আয়েনায়ে সদাকৎ, পৃষ্ঠা-৩৯)

প্রফেসার রূহী সাহেবের উল্লিখিত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, মৌলবী ইলিয়াসের ঐ দাবী হইল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা। অর্থাৎ ঃ "অমর বিল মায়রূফ ও নহী আনিল মুনকর" না তো উহাকে স্বপ্নের মাধ্যমে মুনকশ্ফ হইয়াছে, আর না আল্লাহ্ তা'য়ালা উহাকে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের ন্যায় মানব জাতির মধ্যে জাহির করিয়াছে। বাস্তবে তিনি ওহাবীয়তের ব্যাপক প্রচার করাইবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত ও সুলতান-নজ্দের পক্ষ হইতে ওহাবী

ধর্মের মোবাল্লেগ নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে 'অমর বিল মায়রূফে'র জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা উহাকে জাহির করেন নাই বরং উক্ত বিষয়ে সে **পার্থিব স্বার্থের জন্য মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের অনুসরণ করিয়াছে। উহার এইরূপ ঈমান বিভ্রান্তিকর প্রলাপের জন্য উলামায়ে-ইসলামগণ উহার প্রতি কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন।**

মৌলবী ইউসুফ ও ইলিয়াসী তবলীগ

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই বুধবার, মৌলবী ইলিয়াসের মৃত্যুর পর, তবলীগী আন্দোলনের বিশাল চক্রান্ত অর্পিত হইল—তদীয় পুত্র মৌলবী ইউসুফের মস্তিষ্কে। নজ্দী অর্থের বিনিময়ে ওহাবীয়তের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইল দেশে-বিদেশে, গলি ও গঞ্জে। যেমন মাসিক **'খুদ্দামুদ্দীন লাহোর'** এ বর্ণিত আছে—

খেলাফত ও নেয়াবত

"ফজরের নামাযান্তে মৌলানা ইলিয়াসের 'আমামা' বাঁধা হইল, হযরতজীর মস্তকে অর্পিত হইল তবলীগ ও দাওয়াতের মহান দায়ীত্ব। তিনি আজ মামুর নহেন, আজ তিনি আমীর। বুঝিতে পারিলেন দায়িত্বের গুরুত্ব, ঝাঁপাইয়া পড়িলেন প্রচার ক্ষেত্রে। সংগ্রাম শুরু হইল— মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের। পতঙ্গপালের ন্যায় ভিড় জমাইল আলোকের চতুর্দিকে অন্ধকারের মানুষ।"

"১৩৩৮ হিজরী জিল্কদ মাস (অনুযায়ী ২৯ শে মার্চ্চ ১৯৬৪ সাল) হযরত শেখুল হাদীস মৌলবী ইউসুফ ও অন্যান্য উলামায়ে কারামগণের একটি বিশিষ্ট জামায়াত এরোপ্লেন যোগে হজ্জ যাত্রা করিলেন, ইহাই হইল তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ। মক্কা পৌছিয়া তিনি সকাল-সন্ধ্যা বিভিন্ন এজতেমায় বক্তৃতা করিতেন। ২৭শে জিলহজ্জ মক্কা হইতে মদীনা যাইবার পথে একরাত্রি ও অর্দ্ধ দিন 'বদর' নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। ২৮শে জিলহজ্জ মদীনা পৌছিয়া হিন্দুস্থানী, বখারী ও বিভিন্ন এজতেমায় বক্তৃতা করিতেন. লোকে কায়-মন বাক্যে উহা শ্রবণ করিতেন। হযরতজীর (অর্থাৎ ঃ মৌঃ ইউসুফের) এই দাওয়াৎ-এ মদীনার ২৬টি জামায়াত বহু দূরদেশেও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহার মধ্যে ১৮টি জামায়াত ইউরোপ, ফ্রান্স, জার্মান. অঙ্গিস্থান ও অন্যান্য বিদেশের জন্য ছিল। ৮টি বিশিষ্ট জামায়াত শুধু আরব দেশের জন্য ছিল।

পুনরায় মদীনা হইতে মক্কায় উপস্থিত হইয়া ১৬ দিন মক্কায় অবস্থান করিবার পর তথা হইতে করাচী পৌছিলেন, সেখানে তিন দিন অবস্থান কালে নিজের অভ্যাস অনুযায়ী দিবা-রাত্রি তবলীগের কার্য্য পরিচালনা করিলেন। তারপর করাচী হইতে লায়েলপুর পৌছিবার সময় পথে প্রতি ষ্টেশনে মোবাল্লেগগণের এক 'মজমা' (জন সমাবেশ) দেখা

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাইত। হযরতজী যে স্থানে যতটুকু সময় পাইতেন 'দাওয়াৎ ও হেদায়ৎ' এর বার্ত্তালাপ করিতেন। তারপর লায়েলপুর হইতে সেরগুদা, ঢডিয়া, রাউলপিণ্ডি আরও অনেক জায়গায় তবলীগের দাওয়াৎ লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত বক্তৃতার ফলে গলা ফুলিয়া যায়। কথাবার্তা বলিবার জন্য ডাক্তারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও নিজের অভ্যাস অনুযায়ী বক্তৃতা ও দাওয়াতের কায্য চালাইয়া যান। কেননা দ্বীনের দাওয়াৎ পৌছাইয়া দেওয়াই হযরতজীর জীবনের প্রধান ব্রত-স্বরূপ ছিল।"

জীবনের শেষ যাত্রা

"দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া মুলতান, কঙ্গনপুর, টাল, রাউলপিণ্ডি ও রায়বিণ্ড প্রভৃতি স্থানে তবলীগের কার্য্য করিতে করিতে দীর্ঘ ৫২ দিনের পর লাহোরে উপস্থিত হইলেন। এই দীর্ঘ দিনের সফরের ফলে অতিশয় শারীরীক দুর্বলতা অনুভব করিলেন। তথাপি ওয়াজ ও তবলীগের কার্য্য পূর্বের ন্যায় সমভাবেই চালাইতে থাকিলেন। ফলতঃ ৩১শে মার্চ্চ বুধবার দিন তাঁহার গলা হইতে পেট পর্যন্ত ভীষণ যন্ত্রনা দেখা দিল, তথাপিও দায়ীত্বের চাপে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ওয়াজ করিলেন। ওয়াজ শেষ হইবার পর মৌলানা এনআম সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ 'আমার জীবনযাত্রা শেষ হইয়াছে।' প্রত্যুত্তরে এনআম সাহেব বলিলেন ঃ 'এখনোতো অনেক দেশ এবং অনেক কার্য্য আপনার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে।' এইরূপ কথোপকথনের পর হযরতজী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'বড় মৌলানা সাহেব (অর্থাৎ ঃ ইলিয়াস সাহেব) কত বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন?' তদুত্তরে এনআম সাহেব বলিলেন '৬৩ বৎসর বয়সে।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'নবী করীম কত বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন? এনআম সাহেব বলিলেন '৬৩ বৎসর বয়সে।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'হযরত আবুবকর ও হযরত উমর কত বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন" প্রত্যুত্তরে এনআম সাহেব বলিলেন '৬৩ বৎসর বয়সে।" ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া বলিলেন, ঠিক আছে।" .....

"হযরতজী অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন আচ্ছা আমি চলিলাম, ২৯শে জিল্কদ্ শুক্রবার ১৩৪৮ হিজরী অনুযায়ী ২রা এপ্রিল ১৯৬৫ সাল বেলা দুই ঘটিকার পর হযরতজী ইন্তেকাল করিলেন।" (মাসিক খুদ্দামুদ্দীন লাহোর; মৌলানা মনজুর নো' মানী)

মনজুর নো'মানী সাহেবের উল্লিখিত এবারতের কয়েকটি লাইনের প্রতি সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। যেমন ঃ "আজ তিনি মামুর নহেন, আজ তিনি আমীর। বুঝিলেন দায়ীত্বের গুরুত্ব, ঝাঁপাইয়া পড়িলেন প্রচার ক্ষেত্রে। সংগ্রাম শুরু মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের।"

আশাকরি, মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারিতেছেন যে, মৌলবী ইউসুফ আজ কোন্ ধর্মের আমীর সাজিয়াছে এবং কাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, কোন্

ধর্মকে মিথ্যা বলিতেছে এবং কোন্ ধর্মের মোবাল্লেগ সাজিয়াছে, কোন্টিকে অন্ধকার আর কোন্টিকে আলোক বলিতেছে, সংগ্রাম কাহাদের বিরুদ্ধে শুরু করিয়াছে?

স্বতন্ত্র ওহাবী ধর্ম্মের আমীর নির্বাচিত হইয়া মৌলবী ইউসুফ যে 'কলমা-গো' মুসলিম জনগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলে এবং দ্বীন ইসলামকে অন্ধকার ও বাতিল ঘোষণা করিয়া প্রকৃত সরল প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল সেরাতে মোসতাকীমেরই বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করিয়াছিলে, তাহা বলাই বাহুল্য। নামায ও কলেমার বাহ্যিক মেক আপে মোহগ্রস্ত হইয়া অনভিজ্ঞ মুসলিম জনগণ উহাদের এই ইবলীসী মরণ ফাঁদে যে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, ইহাও সত্য। কিন্তু ইহাদের প্রতিরোধে উলামায়ে ইসলামগণ যখন গুরু গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, ইহারাই সেই পথভ্রষ্ট ভবঘুরে, বিপথগামী বাউণ্ডলের দল, যাহাদের সম্বন্ধে আরবের মরুভাস্কর জগতের মুক্তিসূর্য্য বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বানী ফরমাইয়াছেন—

"পূর্ব দিক হইতে (অর্থাৎ নজ্দ দেশ হইতে) একটি কওম প্রাদুর্ভূত হইবে, তাহারা কুরআন পাঠ করিবে কিন্তু কুরআন তাহাদের কণ্ঠ হইতে নীচে নামিবে না। বহির্ভূত হইবে উহারা দ্বীন হইতে, যেমন তীর বাহির হয় শিকার ভেদ করিয়া। ফিরিবে না আর দ্বীনের দিকে, যেমন তীর কখনও ফিরে নাই ধনুকের দিকে। মস্তক মুন্ডন সেই কওমের চিহ্ন হইবে। উহাদের নামায, রোযা ও অন্যান্য (বাহ্যিক) আ'মালের সম্মুখে তোমরা (অর্থাৎ-মুসলমানেরা) নিজেদের নামায, রোযা ও অন্যান্য আ'মলকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিবে।"

(খোলাসাতুল কালাম ও বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫৬)

উলামায়ে-ইসলামগণের অবিরাম প্রতিরোধ ও অবিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বে ধর্ম্মপ্রাণ, সরল হৃদয়, অনভিজ্ঞ মুসলিম ভ্রাতাগণের ভুল ভাঙ্গিতে লাগিল, কাটিয়া গেল তবলীগী মোহ, প্রলোভন, প্ররোচনা ও ধোঁকা। অনেকেই ফিরিয়া আসিলেন আলোকোজ্জল সেরাতে মোসতাকীমের পথে। কিন্তু ফিরিল না সেই সকল মানুষ যারা স্বার্থান্বেষী ও পদলেহী।

উলামায়ে-ইসলামের ঘাত-প্রতিঘাতে ও প্রতিদ্বন্দ্বে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল ওহাবীদের ইবলীসী স্বপ্নপুরী। ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল তবলীগী পাণ্ডারা। কিন্তু হায়! ইঁহাদের কুদৃষ্টি হইতে বুঝি রক্ষা পাইল না বঙ্গীয় মুসলিম জনগণের ঈমানী জযবা ও ইসলামী আদর্শ। বঙ্গীয় মুসলিম জনগণকে ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া আলোকোজ্জ্বল সেরাতে মোসতাকীম হইতে বাহির করিয়া সজোরে ঠেলিতে লাগিল আবুলাহাবীর জ্বলন্ত অঙ্গারে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আরবী ও উর্দ্দু শিক্ষার অপ্রচলন ও নিম্নমানতাই হইল এই সর্বনাশের একমাত্র কারণ। এই শিক্ষাগত দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহারা আমাদের (বঙ্গীয় মুসলমান জনগণের) অজ্ঞাতে আমাদের দ্বীন, ঈমান ও আকীদার সাবলীল পথকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া, রূহানীয়াতের মহা উৎস হইতে বঞ্চিত করাইয়া, আমাদিগকে বিপথগামী করাই হইল, তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। **সুতরাং এখনও যদি আমরা সজাগ না হই, তাহা হইলে ইহার ভাবীফল হইবে অতিশয় দুঃখদায়ক, বিষময় ও সর্বনাশা।**

সুলতান নজ্‌দ ও মৌলবী ইউসুফের সৌহার্দ

'সাওয়ানেহে মৌলবী মোহাম্মদ ইউসুফ' নামক পুস্তকে মৌলবী ইউসুফ ও নজ্‌দী বাদশাহের সৌহার্দ্দ সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ—

প্রথম এবারৎ

"শেখ আবদুল্লাহ ইবনে অল হাসানের সহোদর চীফ জাসটিস শেখ উমর ইবনে অল হাসানের সহিত মৌলানা ইউসুফের নেহায়েৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, চীফ জাসটিস উমর ছিলেন মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর বংশধর। সুতরাং সে ছিল সউদী রাজত্বের একজন মহা মান্যগণ্য ব্যক্তি। সে 'অমর বিল মায়রূফ ও নহী আনিল মুনকার' বিভাগীয় আমীর ছিল। অতএব তবলীগী জামায়াত সম্পর্কে যাহারা বিরোধীতা পোষণ করিত, উল্লিখিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহারা সর্ব্বদাই অকৃতকার্য্য হইত।"

(সাউয়ানেহে মৌলবী ইউসুফ, পৃষ্ঠা-৪১৪)

দ্বিতীয় এবারৎ

"শেখ ইবনে অল হাসানের সহোদর শেখ আব্দুল্লাহ বিনে অল হাসানের সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি নেহায়েৎ আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ইঁহারই সহিত মৌলানা ইলিয়াসের চুক্তি হইহাছিল। যাহাই হউক, যাহারা তবলীগী জামায়াতকে ফাসিদুল আক্বীদা জ্ঞান করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল, তাহাদিগকে মৌলানার সম্মুখে পেশ করা হইল। মৌলানার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অভিযোগ ও সন্দেহগুলিও দূরীভূত হইয়া গেল।"

(সাওয়ানেহে মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ, পৃষ্ঠা-৪১৪)

কোনও পথভ্রষ্ট, বদ আক্বীদা মানুষ অন্যকে সেই সময় পর্যন্ত সহীহ আক্বীদা স্বীকার করিতে পারে না, যে সময় পর্যন্ত তাহাকেও সে নিজের আয়নায় সম আক্বীদা না দেখিতে পায়। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, নজ্‌দী হাকিম, কাজী ও বাদশাহের সম্মুখে নিজেকে তাহাদের সম আক্বীদা প্রমাণ করিবার জন্য মৌলবী ইউসুফকে কি কি পন্থাই না অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং এই তবলীগী জমায়াত মুসলিম জনগণকে কোথায় লইয়া যাইবার অপচেষ্টা করিতেছে।

ভারতের ফির্‌কাপরস্ত গোষ্ঠীর সহিত তবলীগীদের ঘনিষ্ঠতা

এতক্ষণ বিদেশী শত্রুদের সম্পর্কে আলোচনা হইতেছিল। নিম্নে ভারতীয় ফির্‌কাপরস্ত দলগুলির সহিত এই তবলীগীদের সহযোগীতা ও আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার নিদর্শনস্বরূপ কিছু বিশেষ অংশ পেশ করা হইল। যাহা দেখিয়া মুসলিম জনগণ বিষাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই তবলীগীরা কি মুসলমান, না সাক্ষাৎ শয়তান!

প্রথম এবারৎ

সুবে (প্রদেশ) বিহারের অন্তর্গত বিখ্যাত 'কসবা বেতিয়া' নামক স্থানে ১৯৬৮ সালে ইহাদের একটি 'আলমী ইজতিমা' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত ইজতিমা সম্পর্কে প্রশংসা করতঃ কানপুর হইতে ওহাবীদলীয় একটি সংবাদপত্রে ভয়ানক সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল যে, অত্র ইজতিমার সমস্ত কর্ম্মী ছিল হিন্দুমহাসভায়ী ও জনসঙ্ঘী।' প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটি এবারৎ পেশ করা হইল। যথা ঃ—

"ইন্তেজামকারী ছিলেন কাহারা? ইন্তেজামকারীগণ ছিলেন গায়ের মুসলিম, যাঁহারা ঘোর জনসঙ্ঘী ও মহাসভায়ী নামে খ্যাত। ইন্তেজাম কাহাদের জন্য করা হইয়াছিল। যাহাদের জন্য ইন্তেজাম করা হইয়াছিল, তাহারা ছিলেন মুসলমান।"

(পায়ামে মিল্লাত, কানপুর, পৃষ্ঠা-৫, সন-১৯৬৮, ফেব্রুয়ারী-১৫)

দ্বিতীয় এবারৎ

"কেহ কেহ মুরছল লইয়া বাতাস করিবার নিমিত্ত ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ কেহ ওজু করিবার হাওজ প্রস্তুতে ব্যস্ত। আবার কেহ কেহ রেশন দোকান হইতে অধিক চিনি ও উৎকৃষ্ট আহারাদি সংগ্রহের জন্য একে অন্যের প্রতি তৎপর দেখা যাইতেছে। যাহাতে এই সন্ন্যাসী ও মুনিদের কোন প্রকার অসুবিধা না ঘটে, সেজন্য তাহারা সর্ব্ববিষয়ে সচেষ্ট। কেননা ইহারা নিজ নিজ বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া খোদার পথে নিজেকে অক্‌ফ করিয়া দিয়াছেন। দুনিয়ার পরিবর্ত্তে আখেরাতের জন্য ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া এই বিয়াবাঁন (জঙ্গল)কে আবাদ করিয়াছেন।" (পত্রিকা-ঐ)

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য ইহা অবশ্য অবশ্যই বিবেচনার বিষয় যে, যে জনসঙ্ঘী ও হিন্দু মহাসভায়ীরা মুসলিম সম্প্রদায়কে জগৎ হইতে নিপাত করা এবং ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ার বুক হইতে মিটাইয়া দেওয়া নিজেদের প্রধান কর্ম্ম ও প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞান করে, সেই ইসলাম দুশ্‌মন জনসঙ্ঘী ও হিন্দু মহাসভায়ীদের নিকট তবলীগী মুনি ও সন্ন্যাসীরা কেন এত প্রীতি হয়ে দেখা যাইতেছে? "কূছ তো হ্যায় জিসকী পরদাদারী হ্যায়।" আবার কসবা বেতিয়ায় অনুষ্ঠিত ঐ তবলীগী জামায়তের আলমী ইজতিমাটি এই জনসঙ্ঘী ও মহাসভায়ীদের পরিচালনা কালীন সময়ে ঐ কসবা বেতিয়ার অনতিদূর সরসুণ্ডা নামক স্থানের বৃহৎ মুসলিম বসতিখানি এই জনসঙ্ঘী ও মহাসভায়ীদেরই হাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। মুসলিম রক্তে রঞ্জিত ইহাদের হস্তদ্বয়ে আগুন যেন ক্বিয়ামত সদৃশ। রাস্তা ও গলি পথে আগুন ও রক্তের মর্ম্মান্তিক দৃশ্য এতই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল যাহা বর্ণনাতীত। সুতরাং মুসলিম জনগণের ইহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয় যে, সরসুণ্ডের মুসলমানগণ কোন দলভুক্ত ছিলেন এবং বেতিয়ায় আহুত ইজতিমার তবলীগী মুনি ও সন্ন্যাসীরাই বা কোন দলভুক্ত ছিল? কেননা এই একই জনসঙ্ঘী ও মহাসভায়ীরা সরসুণ্ডের মুসলিম জনগণের প্রতি এত অকথ্য নির্য্যাতনই বা করিল কেন এবং তবলীগীদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতিই বা এত সৌহার্দ ও মহানতার প্রকাশ করিল কেন? পার্থক্য তো অবশ্যই রহিয়াছে।

অতএব উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নিঃসন্দেহে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই জনসঙ্ঘী, হিন্দু মহাসভায়ী ও তবলীগী জামায়াত ইহারা বাহ্যিক ভাবে ভিন্ন হইলেও— মূলতঃ ইহারা এক ও অভিন্ন।

দৈনিক সঙ্গম পত্রিকার একটি বিশেষ অংশ

"নিউ দিল্লী ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সাল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে ১০৬টি জামায়তের প্রতি নির্দ্দেশ জারী করা হইতেছে যে সরকারের বিনা অনুমতিতে উহারা কোনও রূপ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। উক্ত ১০৬টি জামায়তের মধ্যে দুইটি জামায়াতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য যথা ঃ—

অল ইণ্ডিয়া মজলিস মাসাওরাত—উর্দ্দু বাজার-দিল্লী এবং
তবলীগী জামায়াত-বাংলে ওয়ালী মসজিদ-বস্তি নিজামুদ্দীন-দিল্লী।"

('রোজনামা সঙ্গম' পাটনা-২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সাল)

চিহ্নিত ১৪১ ঃ ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে বিদেশে টাকার উপর নিষেধে ভূকম্প

পি টি আই ঃ ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা ১৯৭৬ সালের বিদেশী অর্থ সাহায্য সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে এমন ১৪১টি সংস্থার নাম জানান। এখন থেকে সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন বিদেশী সাহায্য নিতে পারবে না। উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি হ'ল ঃ—(১) জামায়াতে ইসলামী (২) আর, এস এস (৩) তবলীগ জামায়াত (৪) সি, পি, এম (৫) সি, পি, আই ইত্যাদি।

(যুগান্তর-২০ শে ডিসেম্বর ১৯৮০ সাল)

উল্লিখিত ঘোষণাগুলি কোন মনগড়া ব্যাপার নহে, বরং ইহা স্বয়ং ভারত সরকারের বিঘোষিত নির্দেশ— যাহার প্রতি কোনও রূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং ইহা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে, তবলীগী মোবাল্লেগরা অবশ্যই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আন্দোলন করিতেছেন এবং সরলমনা ধর্ম্মপ্রাণ মুসলিম জনসমাজ ইহাদিগকে ধর্ম্মের ঠিকাদার জ্ঞান করিয়া ইহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকেরই মনে একটি মাত্র প্রশ্ন সাড়া দিতে পারে যে, কে এবং কেন ইহাদিগকে সাহায্য দান করিতেছে? সুতরাং এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আপততঃ ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকা ও সউদী হুকুমত ইহাদিগকে সাহায্যদান করিতেছে। কেননা ইহাদের সাহায্যে **সমগ্র বিশ্বে ওহাবীয়াতের ব্যাপক প্রচার করাইতে পারিলে, সউদী হুকুমতের ভবিষ্যতের পথ পরিস্কার হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ঃ ভবিষ্যতে যেন কোনও মুসলিম শক্তি এই সউদী হুকুমতের বিরুদ্ধাচরণ করিবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ না পায়। সুতরাং ইহাই হইল সউদী হুকুমতের**

আর্থিক সাহায্যের একমাত্র কারণ। আমেরিকা সরকারের আর্থিক সাহায্য দানের কারণ হইতেছে যে, ইহাদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বে স্বতন্ত্র ওহাবী ধর্মের বিষ ছড়াইয়া দিয়া, মুসলিম জগতে ফির্‌কা পরস্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়া, মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গণ ধরাইয়া, মুসলমানগণের অন্তঃরাজ্য হইতে আজমতে-মুস্তাফা মুছাইয়া দিয়া, আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কারামগণের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়া, মুসলিম জনগণকে তাহাদের রূহানী ও ঈমানী শক্তির মহা উৎস হইতে বঞ্চিত করাইয়া নিজেদের পথ পরিস্কার করা। **কেননা বিশ্ব মুসলিম শক্তি যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে শুধু আমেরিকাই নহে বরং বিশ্বের কোনও শক্তি ইহার প্রতি চক্ষু উত্তোলন করিবার মত সাহসও পাইবে না।** সেইজন্য এই নির্বোধ তবলীগীদের সাহায্যে মুসলমানদের হৃদয় হইতে দ্বীন-ঈমান, ঈশ্‌ক ও আক্বীদার্ জানাজা বাহির করাইয়া দিয়া রূহানী (আধ্যাত্মিক) ক্ষমতা প্রাপ্তির পথকে চিরতরে রুদ্ধ করাইয়া মুসলিম জাঁহানকে বিশ্ব-বাসীর সম্মুখে অসহায় ও পদলেহীতে পরিণত করাইয়া, দেওয়াই হইতেছে আমেরিকা সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আর্থিক সাহায্য দানের একমাত্র কারণ। অতএব সাবধান হউন, ভাইগণ সাবধান!

একটি প্রশ্ন

আলেমে আহ্‌লিস্ সুন্নাত সেরাজুল মিল্লাত আল্লামা পীরজাদা হযরত মৌলানা জনাব মযহারে রব্বানী সাহেব মদ্দজিল্লাহুল আলীর খিদমত শরীফে জনাব মৌলানা আব্দুল হামিদ হাক্কানী সাহেবের প্রশ্ন, যথা ঃ—

"মৌলানা মোহতরম জীদা মাজদাকুম আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু। আজকাল কতিপয় লোককে যে পাড়ায় পাড়ায় (নামায ও কলেমার) তবলীগ করিতে দেখা যায়, উহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আরবী ও ফারসী হইতে একেবারে অজ্ঞ, কেবলমাত্র কয়েকখানি উর্দ্দু পুস্তক পড়িয়া মিম্বরে-রসূলের উপর যাইয়া উপবেশন করে এবং আলেমগণের ন্যায় ওয়াজ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ সাধারণ ব্যক্তি ও মুর্খদের কি 'মসনদে এরশাদ ও তবলীগ' এর উপর উপবেশন করা উচিৎ এবং ইহাদের দ্বারা দাওয়াৎ ও হেদায়েতের কার্য্য পরিচালনা করা কি জায়েয?"

আল্ জওয়াব ঃ—

"নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসল্লী আলা রসূলিহিল করীম। ওয়াআলাই কুমুস্‌সালাম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। ইলিয়াসী তবলীগের আসল উদ্দেশ্য কি? তাহারা কোন্ মিশনের ইঙ্গিতে কাজ করিতেছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে উহারা কোন্ পথে পরিচালিত করিতে বদ্ধ পরিকর? ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে কুরআন শরীফের কিছু আয়েত ও কিছু রওয়ায়েত পেশ করা হইল। যে আয়েত ও রওয়ায়েতগুলিকে তবলীগের লোকেরা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঐগুলির বিকল্প তরজমা শুনাইয়া অনভিজ্ঞ মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া নিজেদের সহিত তবলীগে বাহির করিয়া থাকে।" যথা ঃ—

"ওয়ালাতাকুম মিনকুম উম্মাতুঁইয়াদ্‌উনা ইলাল খাইরি ওয়া ইয়া মুরুনা বিল মায়রূফে ওয়া ইয়ান্‌হাউনা আনিল মুনকার।" (কুরআন)

অর্থঃ আর উচিৎ যে, তোমাদের মধ্য হইতে একটি গেরোহ খায়েরের (উত্তম কার্য্যের) দাওয়াৎ দিউক। অর্থাৎ ঃ সৎবাক্য সমূহের নির্দেশ প্রদান ও মন্দ বাক্য সমূহের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করুক।

রব্বতা'য়ালা উক্ত আয়েতে করীমার মধ্যে ফরমাইতেছেন ঃ তোমাদের মধ্য হইতে **একটি গেরোহ অর্থাৎ ঃ মুসলিম জনগণের মধ্য হইতে একটি গেরোহ খায়েরের বা উত্তম কার্য্যের আহ্বান করুক। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আয়েতে করীমায় সমূহ মুসলমানের প্রতি নির্দেশ বিঘোষিত নহে যে, প্রত্যেকেই খায়েরের দাওয়াৎ প্রদান করুক। বাস্তবে উক্ত আয়েত দ্বারা উলামায়ে ইসলামদিগকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।** সুতরাং ইহা শুধু উলামায়ে কারামগণেরই উপর ফরয। সেইজন্য কুরূনে উলা (অতীত কাল) হইতে অদ্যাবধি উলামায়ে কারাম ও বুজুর্গানে দ্বীনগণই "তবলীগ ও এরশাদে'র এই গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত আয়েত সম্বন্ধে কাজী বায়যাভী স্বীয় 'তফসীর বায়যাভী'র মধ্যে ফরমাইয়াছেন ঃ—

"অমর বিল মাযরূফ" অর্থাৎ ঃ সৎবাক্য সমূহের নির্দেশ এবং মন্দ বাক্যগুলির নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা ইহা **ফরযে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত, ইহা সর্বসাধারণের প্রতি প্রযোজ্য নহে, বরং এইরূপ কার্য্য পালনকারীর জন্য কতকগুলি শর্ত্তও রহিয়াছে।** যেমন ঃ আহকাম, এহ্‌তেসাবের মর্য্যাদা, অমর ও নহী কৈফিয়ত, আকামত, তমকীন মেনাল কেয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সবিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। যদিও আয়েত করীমার মাধ্যমে সমূহ উম্মতকে খেতাব করা হইয়াছে তথাপিও সমূহ উম্মত ইহাতে অংশীদার নহে। কেননা ইহা দ্বারা সমস্ত মানুষকে নির্দেশ প্রদান করা হয় নাই, কেবল-মাত্র কোন কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।" **সুতরাং ইহা ফরযে কেফায়ার অন্তর্গত।**

প্রত্যেক মুসলমান ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাত যে, **ফরযে কেফায়া** কেবল মাত্র একজন ব্যক্তিও যদি পালন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মহল্লা ও এলাকার সমস্ত মানুষের পক্ষ হইতে উহা গৃহীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তবলীগ ও এরশাদের জন্য যখন কতকগুলি শর্ত নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহা হইলে এইরূপ ভাবে জোরপূর্বক সাধারণ ব্যক্তি ও মূর্খদের দ্বারা ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য পরিচালনা করা কি কখনও **'এত্তেবায়ে সুন্নতে'** পরিগণিত হইতে পারে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা জালালুদ্দীন সিউতী স্বীয় **"তফসীরে জালালাইন"** নামক গ্রন্থে উক্ত আয়েতের তফসীরে ফরমাইয়াছেন, যথা ঃ—

"উক্ত আয়েতের মাধ্যমে যে নির্দেশ বিঘোষিত হইয়াছে, উহা ফরযে কেফায়ার অন্তর্গত। উহাতে সমূহ উম্মত অংশীদার নহেন এবং সকলেই উহার উপযুক্ত নহে— যেমন মূর্খ।"

অতএব অত্র তফসীর দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, সাধারণ ও মূর্খ ব্যক্তিরা 'অমর বিল মায়রূফ ও নহী আনিল মুনকর' এর এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করিবার উপযুক্ত নহে।

'তফসীর জামেউল বয়ান' এ উক্ত আয়েত সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে ঃ "মুতস্‌সেদীর জন্য শর্ত নির্দ্ধারিত থাকিবার ফলে 'অমর বিল মায়রূফ' ফরযে কেফায়ার অন্তর্গত। দেহাক বলিয়াছেন, ইহা সাহাবায়ে কারাম' মোজাহেদে এজাম ও উলামায়ে দ্বীনগণের কার্য্য। তবে খেতাব সমূহ উম্মতকেই করা হইয়াছে।"

"সুতরাং অত্র তফসীর দ্বারাও প্রমাণিত যে **'অমর বিল মায়রূফ ও নহী আনিল মুনকার' পালনকারীগণ হইতেছেন যথাক্রমে ঃ—সাহাবায়ে কারাম, মোজাহেদে এজাম ও উলামায়ে ইসলাম।**

'কুন্‌তুম খাইরা উম্মাতিন উখ্‌রিজাৎ লিন্নাসি তা'মুরূনা বিল মায়রূফি ওয়া তান্‌হাউনা আনিল মুন্‌কার' (কুরআন)

অর্থ ঃ তোমরা হইতেছে শ্রেষ্ঠ উম্মত, আবির্ভূত হইয়াছ লোকেদের (হেদায়েতের) জন্য যে **'অমর বিল মায়রূফ ও নহী আনিল মুনকার' (সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ) কর।**

উক্ত আয়েতে কারীমাকেও তবলীগীরা নিজেদের বক্তব্যের বিষয় বানাইয়া থাকে এবং সাধারণ মানুষদের সম্মুখে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত তরজমা ও মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া মানুষকে এমনভাবে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে যে, সাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষরা ভীত হইয়া পড়ে এবং নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহের পথ পরিত্যাগ করিয়া উহাদের দলে যোগদান করতঃ তবলীগের জন্য বাহির হইয়া পড়ে। কারণ, না জানি ইহা পালন না করিবার অপরাধে যদি পরকাল জাহান্নামে পতিত হইতে হয়। অথচ, হাদীস শরীফে উক্ত আয়েতে কারীমার তফসীর বর্ণনা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যেমন ঃ—

"আন আবী হুরাইরা কুন্‌তুম খায়রা উম্মাতিন উখ্‌রিজাৎ লেন্নাসে কালা খায়রুন্নাস লেন্নাসে ইয়া তুনাবিহিম ফিস্ সালাসিলি ফি আয়্‌নাকেহিম হাত্তা খুলু ফিল ইসলাম।"
(বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড)

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত আছে "কুন্‌তুম খায়রা উম্মাতিন উখ্‌রিজাৎ লেন্নাস" মহৎ ব্যক্তিগণ লোকেদের গলদেশকে শিকলে বাঁধিয়া আনেন তাহাদেরই জন্য, যেন তাহারা দাখিল হইয়া যায় ইসলামে। সুতরাং 'অমর বিল মায়রূফ' জেহাদকেও বোঝায়। যাহা কেবলমাত্র কুফ্‌ফারদেরই বিরুদ্ধে করা হইয়া থাকে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য

যে, তবলীগের লোকেরা মুসলমান-গণেরই বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরয জ্ঞান করিয়া, কাফেরের পরিবর্ত্তে মুসলমানকেই কলেমা পড়াইয়া বেড়াইতেছে।

উক্ত হাদীস সম্বন্ধে বুখারী শরীফের পাদটীকায় বর্ণিত আছে ঃ—

"মহৎ ব্যক্তিগণ লোকদিগকে আনেন জিঞ্জিরে বাঁধিয়া" অর্থাৎ—এমন ভাবে লোকেদের উপকার করিয়া দেন যে, কাফেরকে তাহার কুফ্‌রিয়াত হইতে বাহির করিয়া খোদায়ে আজীম ও রসূলে করীমের মুমেনে পরিণত করিয়া দেন। আবেদ ইবনে হামীদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইঁহারাই সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু ত'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত হিজরত করিয়াছিলেন।

হযরত আব্বাস রাদীয়াল্লাহু আন্হুর বর্ণনা হইতেও 'খায়রা উম্মাতিন ও খায়রুন্নাসে'র অর্থ আরও পরিস্কার হইয়া গেল যে, ইঁহারাই সেই সকল ব্যক্তি যাঁহারা হুযূরের সহিত হিজরত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে, ইঁহারা যে হিজরত করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমানদিগকে কলেমা পড়াইবার নিমিত্ত নহে, বরং "কুনতুম খায়রা উম্মাতিন ও অমর বিল মায়রুফ" জেহাদকেও বুঝায়।

তবলীগী জামায়াতের লোকেদের যদি আরবী তফসীর ও হাদীসের কেতাবগুলি দেখিবার মত যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে আপাততঃ আব্দুল কাদীর সাহেব মোহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ এঁর উর্দ্দু তফসীর **'মাওজুউল কুরআনে'র** (৬৩) পৃষ্ঠার দুই নম্বর পাদটীকা খানিও দেখিয়া লওয়া উচিৎ মনে করি।

"উদ্‌উ ইলা সাবীলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাউইযাতিল হাস্‌নাতে ওয়া জাদিল্‌হুম বিল্‌লাতী হিয়া আহ্‌সান" (কুরআন)

অর্থাৎ-হিকমত ও উত্তম ওয়াজ নসীহতের সহিত স্বীয় রব-এর (প্রভুর) পথে আহ্বান কর এবং উত্তম পদ্ধতিতে উহাদের সহিত বার্ত্তালাপ কর।

সুতরাং রব্ব এর পথে আহ্বানকারীগণের জন্য অবশ্যই কর্তব্য হইয়া গেল যে, **দাওয়াৎ ও তবলীগের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্বে হিকমত ও মুয়ায়েযায়ে হাসানার উপর সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করা।** কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাহারা হিকমত ও মুয়ায়েযায়ে হাসানার অভিধানিক অর্থও জ্ঞাত নহে, তাহাদের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কার্য পরিচালনা করা—ইহা দ্বীনের প্রতি কিরূপ মর্মান্তিক আধিক্য?

উক্ত আয়েতে কারীমার তফসীর কাজী বায়যাভী ফরমাইতেছেন ঃ—

"আহ্বান কর স্বীয় রব্ব-এর পথে, ইসলামের পথে **'বিল হিকমতে' অর্থাৎ-হিকমতের সহিত এবং 'মাকালা মহকমা' এর সহিত অর্থাৎ উত্তম পদ্ধতিতে।** তাহা হইলে হক্ক এর পথের সন্দেহ দূরীভূত ও মুয়ায়েযাতুল হাসানা করিতে ঐ দলীল কার্য্যকরী হইবে। ইহার মধ্যে দুইটি কয়েদ বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ **খেতাবাত মেকনা (সম্বোধন করা) এবং নাফেয়া ইবরতে (সৎ উপদেশ প্রদান)।** অতএব প্রথম কয়েদ হইতেছে হক্ক

পথের আহ্বানকারীগণ খাস উম্মত হওয়া এবং দ্বিতীয় কয়েদ হইতেছে সর্বসাধারণকে তাহার দাওয়াৎ প্রদান করা।

সুতরাং চিন্তার বিষয় যে **বর্ত্তমান যুগের তবলীগীরা হিকমত ও মুয়ায়েযায়ে হাসানার উপর কিরূপ ধরণের জ্ঞানশালী?** কেননা ইহারা তো শুদ্ধ ভাবে দাওয়াৎ ও তবলীগের অভিধানিক ও পারিভাষিত অর্থ সম্বন্ধেও জ্ঞাত নহে। অতএব ইহারা হিকমত, মকালা মহকমা ও ময়ায়েযায়ে হাসানা কিংবা খেতাবাত মুসাফ্‌ফার উপর কিরূপভাবে আমল করিতে পারিবে?

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মুখে আরও একটি হাদীস পেশ করা হইল, যাহা তবলীগীদের একেবারে কণ্ঠস্থ। যাহার ফলে ইহাদের বহু অবুঝ, মূর্খ ও নির্বোধ প্রকৃত তবলীগীরা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নানান প্রকার গালাগালি করিয়া থাকে। যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের সহিত তবলীগে যাইতে অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহারা উহাদের প্রতি নানান প্রকার ফাৎওয়াও আরোপ করিয়া থাকে। যেমন ঃ—

হযরত ইবনে উমর হইতে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ—আমার পক্ষ হইতে পৌছাইয়া দাও, যদি একটি আয়েতও সম্ভব হয়। বনী ইসরাঈলের রওয়ায়েতগুলি (উপদেশের জন্য) বয়ান কর, উহাতে কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার উপর যদি কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা আরোপ করে, তাহা হইলে সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানাইয়া লয়!" (বুখারী শরীফ)

তবলীগী জামায়াতের লোকেরা উক্ত হাদীসের শুধু শুরুর অংশটি বয়ান করিয়া সাধারণ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে যে, হুযুর তো ফরমাইয়াছেন ঃ "পৌছাইয়া দাও আমার পক্ষ হইতে, যদি একটি আয়েতও সম্ভব হয়।" কিন্তু এই তবলীগীরা এতই নির্বোধ যে ভাল-মন্দ বিচার করিবার মত যোগ্যতা ইহাদের মধ্যে নাই। হাদীস শরীফের প্রকৃত অর্থ ও ভাব হইতে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেননা উক্ত হাদীস শরীফের মধ্যেই যে উহারা বাতিল ঘোষিত হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবার মত জ্ঞানও উহাদের নাই। যেমন উক্ত হাদীস পাকের শেষাংশে বর্ণিত আছে ঃ—

"আমার উপর যদি কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা আরোপ করে, তাহা হইলে সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানাইয়া লয়!"

সুতরাং আজকাল তবলীগী জামায়াতের মূর্খ মোবাল্লেগরা নিজ নিজ ওয়াজ বক্তৃতা ও তালীমী জলসা ইত্যাদিতে অনেক বাক্য এমনও উচ্চারণ করিয়া থাকে যাহা কেবলমাত্র উহাদের মৌলবীদেরই কওল, যাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু ঐ সমূহ ভিত্তিহীন কওলকে (কথাকে) উহারা বিনা দ্বিধায় সর্ব সাধারণের সম্মুখে হাদীসে নববী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। বিশেষ ভাবে চিন্তার বিষয় যে যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও বলেন নাই, উহা হুযূরের দিকে আরোপ করা এবং বিনা দ্বিধায় উহাকে এরশাদে নববী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও হাদীস বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া—ইহা কিরূপ আহম্মকী স্পর্ধা? হুযূরের প্রতি এইরূপ মিথ্যা আরোপকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম হইবে কি জান্নাত? তাহা মুসলিম জনগণেরই বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

ওয়াজ বয়ান সম্পর্কে হুযূর আলাইহিত্ তাহ্য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্লীম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ —

"আন ইবনে আউফ ইবনে মালিকুল আশজায়ী ক্বালা ক্বালা রসূলল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা লাইয়াকাসো ইল্লা আমীরুণ আউ মামুরুণ আউ মুখতাল।"
(আবুদাউদ ও মিশকাত ইত্যাদি)

অর্থাৎ ঃ ইবনে আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী হইতে বর্ণিত ঃ ফরমাইয়াছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, আমির কিংবা মামুর কিংবা মোতাকাব্বির ব্যতীত (কেহই) ওয়াজ করিবে না। (আবু দাউদ)

উক্ত হাদীস মোবারকের ব্যাখ্যা করতঃ মিরকাতের লেখক ফরমাইতেছেন ঃ—

"আমির অর্থাৎ ঃ হাকিম, মামুর অর্থাৎ ঃ হাকিমের অনুমতি প্রাপ্ত এবং 'মামুর মিন ইন্দিল্লাহ' অর্থাৎ ঃ ইহার দ্বারা কোন কোন উলামা, আউলিয়া ও মুখতাল (অর্থাৎ ঃ মুফ্তাখির মুতাকাব্বির) ইত্যাদিকে বোঝায়, যাহারা রেয়াসতের তলবগার হইবে।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাইতেছে যে **ওয়াজ ও খেতাবের কার্য্য শুধুমাত্র হাকিম, মামুর মিনাল হুকুমত, মামুর মিনাল্লাহ উলামা ও আউলিয়াগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।** আত্মাভিমানী ও অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ যাহারা, দুনিয়াবী রেয়াসতের তালিব (প্রার্থী) তাহারাই করিতে পারিবে। কিন্তু চিন্তার বিষয় যে, এই তবলীগী মূর্খ ওয়ায়েজ্রাই বা কোন্ শ্রেণীভুক্ত? কেননা ইহারা তো হাকিমও নহে, মামুর মিনাল হুকুমতও নহে। আর না তো মামুর মিনাল্লাহ (অর্থাৎ উলামা ও আউলিয়া)। সুতরাং ইহাদের জন্য তো শুধু শেষ শ্রেণীর লোকেদের কথাই চিন্তা করা যাইতে পারে যে. **'ইহারা সম্পূর্ণ পার্থিব স্বার্থ ও রেয়াসতের ভূখা।**

অতএব স্বার্থান্বেষী দুনিয়াদার হইয়া বিনা ইল্মে উলামাগণের মসনদে উপবিষ্ট হইবার একমাত্র কারণ যে, ইহারাও ৪০ দিন নামায পড়িবার পর নিজ নিজ ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী নিজেকে বুজুর্গদের সমতুল্য জ্ঞান করিতে থাকে এবং এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বিনা দ্বিধায় উলামায়ে ইসলাম ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের প্রকাশ্য তওহীন ও তকফীর করতঃ নিজেদের বুজুর্গীর প্রচার করিতে থাকে। এমন কি কোন কোন নাদান তো তবলীগী চিল্লায় দুই-চার বার চক্কর লাগাইবার পর উচ্চ কণ্ঠে **'ওয়ারিসে আম্বিয়া'** হইবার দাবী করিতে থাকে। অথচ **'ওয়ারিসে আম্বিয়া'** অর্থাৎ নায়েবে রসূল হইবার জন্য আলেম হওয়া অত্যাবশ্যক। যেমন মিশকাত শরীফে **"ইন্নাল উলামাআ ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া"** সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ—

"অবশ্যই উলামাগণ হইতেছেন ওয়ারিসে আম্বিয়া, ইহারা ওয়ারিস নহেন দিনার ও দেরহামের—বরং ইহারা ওয়ারিস হইতেছেন (শুধুমাত্র) ইল্মের।" (মিশকাত)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতঃ মিরকাতের লেখক লিখিয়াছেন ঃ "(উলামাগণ) অবশ্যই **ওয়ারিস হইলেন ইল্মের—এযহারে ইসলাম (ইসলাম প্রকাশ) ও আশায়তে আহ্কাম (আহ্কাম প্রচার) এর জন্য।** মতভেদ ও সমস্যা পরিদৃষ্ট হইলে আহ্ওয়াল যাহেরী ও বাতেনীর সহিত উহার সমাধান করিবেন।" (মিরকাতুল মোফাতীহ)

আবার এত ইল্ম ও ফযল বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও উলামায়ে কারামদিগকে এমন অনুমতি প্রদান করা হয় নাই যে, তাঁহারা কাহারও প্রতি জোর জবরদস্তি করিতে পারিবেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে—

'ইবনে মাসউদ রাদীয়াল্লাহ আন্হু হইতে বর্ণিত, তিনি ফরমাইয়াছেন যে ঃ—নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিবৃত্তি দিয়া (অর্থাৎ কয়েকদিন অন্তর) ওয়াজের জন্য দিন ধার্য্য করিতেন। যাহাতে ওয়াজ বয়ান যেন আমাদের প্রতি কষ্টদায়ক না হইয়া যায়। তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, **ওয়াজের মধ্যে অনুনয় বিনয়ও করিও না এবং ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করিও না বরং সুসংবাদ প্রদান করিও, ঘৃণা জন্মাইয়া দিও না"।** (বুখারী শরীফ)

তবলীগী জামায়াতের লোকেরা উক্ত হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক মানুষকে জোর জবরদস্তি করিতে শুরু করিয়াছে। এইরূপ জোর জবরদস্তির জন্য ইহারা দায়ী নহে, কেননা এই মূর্খ মোবাল্লেগরাই বা কি বুঝে যে, তাহাদিগকে আমীরে জামায়াত ও মোবাল্লেগের ডিগ্রী দান করিয়া, বাহ্যিক তবলীগের অন্তরালে মুসলিম সমাজে ফিৎনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া, কিরূপভাবে দ্বীন ইসলামের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে। বাস্তবে এইরূপ ফিৎনা ফাসাদ ও ইসলাম দুশমনীর জন্য সেই ফিৎনা পরওয়ার মৌলবীরাই দায়ী, যাহাদের লেখনী ও কওলের উপর অনুপ্রাণিত হইয়া সাধারণ মানুষেরা তবলীগের জন্য বাহির হইতেছে। অথচ বর্তমান যুগের তবলীগ ও মোবাল্লেগদের সম্পর্কে আজ হইতে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আকায়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী ফরমাইয়াছেন যে, কিয়ামতের পূর্ব্বে একটি ফিৎনা এমনও প্রাদুর্ভূত হইবে, লোকে মূর্খ ব্যক্তিদিগকে আমীর নিযুক্ত করিবে এবং উহারাও উলামার মসনদে যাইয়া উপবেশন করিবে। যেমন মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে ঃ—

"লোকেরা মূর্খ ব্যক্তিদিগকে আমীর নিযুক্ত করিবে ও উহাদের সম্মুখে প্রশ্ন (ফাৎওয়া জিজ্ঞাসা) করিতে থাকিবে। উহারাও বিনা ইল্মে ফাৎওয়া দান করিতে থাকিবে। এইরূপ ভাবে স্বয়ং পথভ্রষ্ট হইবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করিতে থাকিবে।" (মিশকাত)

উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করিয়া মিরকাতের লেখক ফরমাইয়াছেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূর্খ ব্যক্তিদিগকে লোকেরা নিজেদের আমীর নিযুক্ত করিবে। (অর্থাৎ ঃ খলীফা, কাজী মুফতী, ইমাম ও পীর বলিয়া মান্য করতঃ তাহাদের অনুসরণ করিবে) ও তাহাদের সম্মুখে প্রশ্ন (অর্থাৎ ঃ ফাৎওয়া জিজ্ঞাসা) করিবে এবং তাহারাও জওয়াব (অর্থাৎ ঃ ফাৎওয়া) দিবে। এমন কি মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা (শরীয়তের) নির্দেশ জারী করিবে। এইভাবেই গুমরাহী অবলম্বন পূর্বক স্বয়ং গুমরাহ হইবে এবং মানুষকে গুমরাহ করিবে। এইভাবে জেহালত ও গুমরাহী সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক হইয়া যাইবে।"(মিরকাত ও মিশকাত)

বর্তমান যুগে তাহাই হইতেছে। অর্থাৎ ঃ তবলীগী মূর্খ মোবাল্লেগরা কাহারও কথা শুনিবার পক্ষপাতী নহে, জামায়াতের পক্ষ হইতে 'আমীরে জামায়াত' এর উপাধি লাভ করিয়া স্বয়ং নিজেকেই বড় আলেম, মৌলবী, মুফতী, ইমাম ও পীর ধারণা করিয়া বসিয়াছে এবং নিজ নিজ ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী গলী ও গঞ্জে, হারাম ও হালালের ফাৎওয়া দিয়া বেড়াইতেছে। ফলতঃ সমগ্র বিশ্বে জেহালত ব্যাপক হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের পরিস্থিতি বিশেষতঃ এই সকল মূর্খ মোবাল্লেগ ইহাদের কওল ও ফেয়েল এর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া, দূরদর্শী হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মুসলেমীন জনাব উমর ইবনে খাত্তাব রাদীয়াল্লাহু আন্হু তাঁহার দওরে খেলাফতে শামদেশ পরিভ্রমণ কালে 'জাবিয়া' নামক স্থানে খুত্বা প্রদান করিয়াছিলেন যে ঃ—

"যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষার প্রয়াসী, সে ব্যক্তি আবী ইবনে কায়াবের নিকট হাজেরী দিউক; যে ব্যক্তি ফরায়েয সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, সে ব্যক্তি যায়েদ ইবনে সাবেত রাদীয়াল্লাহু আন্হুর খিদমতে উপস্থিত হউক এবং যে ব্যক্তি ফেকাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে চায়, সে ব্যক্তি মায়াজ ইবনে জাবাল রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খিদমতে হাজেরী দিউক।" (অলফারূক)

সুতরাং যে ব্যক্তি যে 'ইল্ম ও ফন' এ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার দায়িত্বে সেই সমূহ 'ইল্ম ও ফন' এর বিভাগ অর্পিত হইয়াছিল, এবং সর্বসাধারণের প্রতি কঠোর নির্দেশ বিঘোষিত ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমস্যার, সমাধান করাইবার জন্য সেই সকল দায়ীত্ব সম্পন্ন ও অধিকার প্রাপ্ত মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণের বারগাহে উপস্থিত হইয়া সমস্যার সমাধান করাইবে। সেই 'খায়রুল করুন' এর যুগে হযরত উমর রাদীয়াল্লাহু আন্হু যখন ইহার প্রতি এত সতর্কবান ছিলেন যে, 'হরকস ও নাকস' ব্যক্তিদের সাহায্যে উলামায়ে ইসলাম ও মুফতীয়ানে কারামের কার্য্য পরিচালনা করা আদৌ সমীচিন মনে করিতেন না। সেই জন্য তিনি সাধারণ ব্যক্তিকে ইহার বিন্দুবিসর্গও সুযোগ দেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে মসলা বয়ান ও ফাৎওয়া প্রদানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তখনকার দিনের কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না বরং ইল্ম ও ফযলে তাঁহারা ছিলেন 'মুসল্লমুস্সুবুত আকাবের' ও সমূহ সাহাবায়ে কারামগণের মনোনীত বুজুর্গ। যেমন ঃ— হযরত উসমান গনী, হযরত আলী শেরেখোদা, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ,

হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবু দারদাহ, হযরত আবু মুসা আশয়ারী প্রভৃতি রিদ্ওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজ্মাঈন।

অতএব মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের ইহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয় যে, সেই 'খায়রুল' কুরুনে'র যামানায় যখন এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল, তখন বর্তমান এই বেইল্মী ও জেহালতের যুগে কতখানি সতর্কতার প্রয়োজন রহিয়াছে। এতৎ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন যে, কোন সাধারণ ব্যক্তি যেন কখনও মসনদে হেদায়াৎ ও এরশাদে তবলীগের আসনে উপবিষ্ট হইবার সুযোগ না পায় ও সেই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য পরিচালনা হেতু মিম্বরের রসূল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর উপবেশন করিয়া মিম্বরে রসূলের মর্য্যাদাহানী করিবার ও অমোঘ শরীয়তের বেহুরমতী করিবার অবকাশ না পায়।

ইহা কত মর্ম্মান্তিক কথা যে, মূর্খ ও গাঁওয়ার দিগকে মোবাল্লেগের ডিগ্রী দান করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রকৃত মোবাল্লেগে ইসলাম (অর্থাৎ-উলামায়ে কারাম ও বুজুর্গানে দ্বীন) গণের শানে কিরূপভাবে অবমাননার চরম করা হইতেছে।

আবার এই মূর্খ মোবাল্লেগরা যখন ভূপাল, দিল্লী, মেওয়াত ইত্যাদি দেশ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন একটু ঈমানদারীর সহিত লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মুখে ইহাদের গোপন সেই আসল কদর্য্য রূপটি উজ্জ্বলরূপে প্রকট হইয়া পড়ে। ইহারা নিজেকে সাহাবায়ে কারাম ও রসূলে আকরম আলাইহিত্ তাহ্য়ীয়্যাতু ওয়াত্তাস্লীমের ছোট ভাই অপেক্ষা কোনও অংশে কম স্বীকার করিবার পাত্র নহে। যাহা দেখিয়া এক সাচ্চা মুসলমানের হৃদয় বিষাদমগ্ন হইয়া যায়, রূহ কম্পিত হইতে থাকে! এই তবলীগী জামায়াতের মূর্খ মোবাল্লেগরা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে থাকে যে রসূলুল্লাহ'র সহিত আমাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কেননা তবলীগ ও হেদায়াতের কার্য্য পরিচালনায় আমরা তাঁহার সমতুল্য। পার্থক্য শুধুমাত্র একটি যে তিনি ছিলেন নবী এবং আমরা তাহা নহী। তবলীগ ও হেদায়াৎ তিনিও যেমন করিতেন, আমরাও তেমনই করিয়া থাকি!

এইরূপ স্পর্দ্ধার জন্য ইহাদের সেই সকল মৌলবীরাই দায়ী, যাহারা দ্বীন ও ঈমান বিধ্বংসী কতকগুলি দুরভিসন্ধিমূলক পুস্তক প্রনয়ণ করিয়া, ইহাদের সম্মুখে দ্বীনের ঠিকাদার নামে পরিচিত। ইহাদের সর্বনাশের একমাত্র কারণ হইতেছে ইহাদের মূর্খামি। বলাবাহুল্য, ঐ দূরভিসন্ধিমূলক পুস্তকগুলি এই অল্পশিক্ষিত তবলীগীরা বিশেষভাবে অধ্যয়ণ করিতে থাকে। এমন কি ইহাদের ইল্ম শুধু ঐ পুস্তকগুলিতেই সীমাবদ্ধ।

(সংগৃহীত, তবলীগী জামায়াত ক্যয়া হ্যায়, পৃষ্ঠা ১—২১
লেখক—মযহরে রব্বানী মদ্দ্ জিল্লাহুল আলী)

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী অনুযায়ী ১৪ই জুন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে শনিবার দিন বেলা দ্বি-প্রহর (অর্থাৎ ঃ যোহরের ওয়াক্তে) উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত শহর বেরেলীর মহল্লা জসৌলীতে আলা হযরত আহমদ রেযা খাঁন সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পয়দায়িশী নাম 'মোহাম্মদ'। তারিখী নাম 'অলমুখতার' এবং তাঁহার পিতামহ জনাব মৌলানা রেযা আলী খাঁন সাহেব নামকরণ করেন 'আহমদ রেযা'। আলা হযরত স্বয়ং তাঁহার পয়দায়িশের সন হিজরী নিম্নের আয়েতে কারীমা দ্বারা বাহির করিয়াছেন। যথা ঃ—

"উলাইকা কাতাবা ফী কুলূবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহীম মিনহু।"

১২—হি—৭২

অর্থাৎ ঃ ইঁহারাই হইতেছেন সেই ব্যক্তি, যাঁহাদের অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমান অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন এবং স্বীয় রূহ দ্বারা উহাদের সাহায্য করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন মজীদে এরশাদ ফরমাইতেছেন ঃ—

"লা তাজিদ কাউমাঁই ইউমিূনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ইউআদ্দুনা মান হাদ্দাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়ালাউ কানু আবাউহুম আও আব্‌নাউহুম আও ইখ্‌ওয়ানাহুম আও আশীরাতাহুম উলাইকা কাতাবা কী কুলুবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহীম মিন্‌হু।"

অর্থাৎঃ তোমরা উহাদিগকে পাইবে না, যাঁহারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়া থাকেন; উহাদের অন্তঃকরণে সেই সকল ব্যক্তির ভালবাসা স্থান পায় নাই, যাহারা আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা পোষণ করে; যদ্যপি সেই সকল ব্যক্তি তাঁহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা কিংবা প্রিয়জনই হউক না কেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান অঙ্কন করিয়া দেন এবং স্বীয় রূহ দ্বারা উহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

উক্ত আয়েতে কারীমার মাধ্যমে ইহা উজ্জ্বল রূপে প্রকট হইতেছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়, উহাদের ভালবাসা, দোস্তী ও সংসর্গ পরিত্যাগ করে, তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার মহান প্রতিশ্রুতি যে, তাঁহাদের অন্তঃকরণে ঈমান অঙ্কন করিবেন এবং স্বীয় এমদাদ ফরমাইবেন।

স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকলেই ইহা সবিশেষ জ্ঞাত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ও রসূলের বিরোধী ও শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ও বৈরিতায় আলা হযরত ছিলেন পর্বত স্বরূপ

অটল ও অবিচল। সুতরাং অবশ্যই আলা হযরত ছিলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার সেই খাস বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত, যাঁহাদের অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমান অঙ্কন করিয়াছেন।

'মালফুযাত' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ আলা হযরত ইহা ফরমাইতেন যে "আমার হৃৎপিণ্ড খানিকে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইবে একটিতে লেখা আছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং অন্যটিতে 'মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ'।

উক্ত সন ১২৭২ হিজরীতে বহু মৌলবী, পীর, আলেম, লিডার ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আলা হযরতের পাকীজা জীন্দেগীর প্রতি বিবেচনার দৃষ্টিতে সবিশেষ লক্ষ্য করিলে অকপটে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে **"উলাইকা কাতাবা ফী কুলুবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহীম মিনহু"** এর মুকূট আলা হযরতের মস্তকেই শোভনীয়।

ছাত্র জীবন

বাল্যকালে মাত্র চার বৎসর বয়সে তিনি কুরআন মজীদের নাযেরাহ্ সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং ছয় বৎসর বয়সে রবিউল আউয়ল শরীফের চাঁদে বহুল জনসমাবেশে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া মীলাদ শরীফ বর্ণনা করিলেন। উর্দ্দু ও ফার্সী ইত্যাদি অধ্যয়নের পর জনাব মির্যা গোলাম কাদির বেগ রহ্‌মাতুল্লাহ্-এর নিকট হইতে মীযান মুনশয়ব ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করিলেন। স্বীয় ওয়ালিদ মাজিদ ইমামুল মোতাকাল্লেমীন মৌলানা নকী আলী খান (রহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহি) হইতে দ্বীনীয়াতের সমূহ তালীম প্রাপ্ত হইয়া মাত্র তের বৎসর বয়সে কৈশোর জীবনেই তফসীর, হাদীস, কালাম, ফেকাহ্, অসুল, মনতিক, মায়ানী ও বয়ান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ফিলোজফি ইত্যাদি সমুহ দ্বীনী ও আক্‌লী বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া ১৪ই শাবাণ ১২৮৬ হিজরীতে সনদপ্রাপ্ত হইলেন। ছাত্র জীবন পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দিনই 'মসলা রযায়ত' সম্পর্কে একটি অকাট্য ফাৎওয়া প্রণয়ণ করিয়া স্বীয় ওয়ালিদ মাজিদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পুত্রের জ্ঞাননিষ্ঠা ও আলোকোজ্বল নৈপুণ্যে বিস্ময়াভিভূত হইয়া মৌলানা নকী আলী খান সাহেব সেই দিন হইতেই তাঁহাকে ফাৎওয়া নাবেসির ভার অর্পণ করিয়া দিলেন।

মৌলানা সৈয়দ আলে রসূল সাহেব মার হারবী রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে সুলুক ও তরীকতের জ্ঞানার্জন করিবার পর মৌলানা আবুল হুসাইন নূরী সাহেব হইতে ইল্মে তফ্‌সীর, ইল্‌মে জফর ইত্যাদির প্রাথমিক জ্ঞান ও অন্যান্য বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষালাভ করিলেন। তারপর স্বীয় খোদা প্রদত্ত ইল্মের সাহায্যে ইল্মে তফসীর ও ইল্মে জফরের ভেদ উদঘাটন করিয়া তিনি অধিক মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। আল্লামা আব্দুল আলী রামপুরী রহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহে আলা হযরতের উস্তাদ ছিলেন। আলা হযরতের উস্তাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প কিন্তু স্বয়ং খোদাওন্দে কুদ্দুস স্বীয় ফযল হইতে তাঁহাকে এত অধিক ইল্ম

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রদান করিয়াছিলেন যে তিনি ৫০ বিদ্যায় সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। অধিকন্তু বহু মুরদা'ফন'কে, যেমন ঃ—

ইল্‌মে জফর, ইল্‌মে তফসীর, ইল্‌মে হ্যায়য়াত, ইল্‌মে নূজুম ইত্যাদিকে তিনি পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন। ইল্‌মে 'তৌওকীত' এ তিনি এত পারদর্শী ছিলেন যে, মনে হইত তিনিই যেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কিছু ঘটনাবলী পেশ করা হইল যাহার দ্বারা প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুভব করিতে পারিবেন যে আলা হযরতের 'উলুম কসবী' অপেক্ষা 'উলুম ওহবী' ছিল কত ভারী। যেমন ঃ—

(১) মাত্র আট বৎসর বয়সে তিনি 'ইল্‌মে নহোর বিখ্যাত পুস্তক 'হেদায়াতুন্নাহো'র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 'ইল্‌মে ওহবী' অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত ইল্‌মের সাহায্যে আরবী ভাষায় উক্ত পুস্তকের শারাহ প্রনয়ণ করিয়াছেন।

(তরজুমানে আহ্‌লে সুন্নত—শুমারাহ পুঞ্জুম-তা-দুহুম, পৃষ্ঠা-৯০)

(২) মৌলবী এরফান আলী সাহেব রহ্‌মাতুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে ঃ একদিন তাঁহার সম্মুখে আলা হযরত ফরমাইয়াছিলেন যে, আমার বয়স যখন সাড়ে তিন বৎসর, সেই সময়ে একবার আমি মসজিদ প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান ছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম আরবী লেবাস পরিধেয় জনৈক ব্যক্তির আগমণ হইল। মনে হইতেছিল আগন্তুক ব্যক্তিটি কোন একজন আরবীই হইবেন। তিনি আমার সহিত আরবী ভাষায় বার্ত্তালাপ করিলেন, আমিও তাঁহার সহিত পরিস্কার আরবী ভাষায় কথা বলিলাম। পুনরায় আর কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। (হায়াতে আলা হযরত)

(৩) মৌলবী এহসান হুসাইন সাহেব মরহুমের বর্ণনা অনুযায়ী মৌলবী নবাব ওয়াহিদ আহমদ খাঁন সাহেব বেরেল্বী বর্ণনা করিয়াছেন যে ঃ—

একদিন আলা হযরত রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু সম্পর্কে এক আলোচনা প্রসঙ্গে আলা হযরতের ইল্‌ম্ ও ফযলের নেহায়েৎ প্রশংসা করিয়া মৌলবী এহসান হুসাইন ফরমাইলেন ঃ আরবী অধ্যয়নকালে আমিও আলা হযরতের পাঠ্য জীবনের সাথী ছিলাম। কিন্তু তাঁহার প্রতি খোদা প্রদত্ত ইল্‌মের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি কখনও উস্তাদ হইতে কোনও পুস্তকের এক চতুর্থাংশের অধিক তালীম গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক পুস্তকের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত উস্তাদ হইতে শিক্ষালাভ করিতেন, অবশিষ্ট স্বয়ং নিজেই পাঠ করিয়া লইতেন এবং সম্পূর্ণ পুস্তকখানি মুখস্থ শুনাইতেন। বলাবাহুল্য যে, মৌলবী এহসান সাহেব নেহায়েৎ বরগুজিদা সিফাত, বিনম্র স্বভাব, স্বার্থত্যাগী ও মহান ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। বেরেলী জামে মসজিদে তিনি প্রত্যহ নামায জোহরের পর শুধু লিওয়াজ্‌হিল্লাহি তা'য়ালা হাদীস শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং অধিকাংশ সময় জামে মসজিদে হাদীস অনুশীলন ও উযায়েফে নিমগ্ন থাকিতেন। জামে' মসজিদে জামায়াতে নামায আদা করিবার জন্য তিনি আমাকে শুধু নসিহতই প্রদান করেন নাই বরং উৎসাহও

প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যফয্‌লিহী তা'য়ালা আমিও নামাযে পাঞ্জেগানা বাজামায়াত আদা করিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। আমি যখন ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন তিনি ফারসী অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। (হায়াতে আলা হযরত)

আমেরিকান প্রফেসার অ্যালবার্টের রোমাঞ্চকর ভবিষ্যদ্বাণী

১৮ই অক্টোবর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পাটনার ইংরেজী **'এক্সপ্রেস'** পত্রিকায় প্রকাশিত আমেরিকান প্রফেসার অ্যালবার্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাণী। যথা—

"আগামী ১৭ই ডিসেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি ও নেপচুন নিকটে হইয়া যাইবে এবং সূর্য্য এই গ্রহ ছয়টির আকর্ষণে পড়িবে। অধিকন্তু গ্রহ ছয়টি নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী সূর্য্যকে টানিতে থাকিবে, ইহাদের চুম্বকাকর্ষণীয় স্রোত সূর্য্যে বৃহৎ আকারের ছিদ্র করিয়া দিবে, যাহা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব চক্ষে দেখিতে পাইবে। সূর্য্যের ঐ দাগ ১৭ই ডিসেম্বরে প্রকাশ পাইবে এবং সূর্য্যের ঐ দাগ বায়ুস্তরে কম্পন সৃষ্টি করিবে। ফলতঃ তুফান, বিদ্যুৎ, প্রচুর বর্ষণ ও প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দিবে। পৃথিবী কয়েক সপ্তাহের পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিবে।"

প্রফেসার অ্যালবার্টের এইরূপ সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল, এমন কি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় দুর্বল ঈমানের বহু মুসলমানও বিচলিত হইয়া গেল। সংবাদ পাইয়া শামসুল হুদা কলেজের প্রিন্সিপাল মৌলানা যাফরুদ্দীন সাহেব বিহারী যখন আলা হযরতকে জ্ঞাত করাইলেন, তখন আলা হযরত ঘোষণা করিলেন যে—

"মুসলিম জনগণ! স্বকীয় কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় প্রতিপালকের ভয় কর, ১৭ই ডিসেম্বরের ভিত্তিহীন ও অবাস্তব ভবিষ্যদ্বাণীর আদৌ ভয় করিও না। অ্যাল্‌বার্টের ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত ও কাল্পনিক প্রোপাগাণ্ডা ব্যতীত বিন্দুমাত্রও অধিক মর্য্যাদার নহে। সুতরাং সেই দিকে মনোযোগী হওয়া তোমাদের পক্ষে কখনও উচিত ও সঙ্গত নহে। কেননা তিনি নিজ ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন নক্ষত্রমালা ও উহার গতিবেগের উপর, যাহা আধুনিক বিজ্ঞান মতে সূর্য্যকে ঐ সমূহ গ্রহের কেন্দ্র ধারণা করিয়া অনুমান করিয়া থাকে যে, গ্রহ ছয়টি পরস্পর নিজেদের মধ্যে প্রায় ২৬ গুণ ২৩ তম অংশের দূরত্বে রহিয়াছে। এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি সঙ্কুল ও কুরআনের ফরমান অনুযায়ী প্রত্যাখ্যেয়। কারণ না তো সূর্য্য ইহাদের কেন্দ্র আর না তারামণ্ডল সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, বরং জগৎ হইতেছে কেন্দ্র, এবং সমূহ নক্ষত্র এমন কি স্বয়ং সূর্য্যও ইহার চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ ফরমাইতেছেন ঃ **"ওয়াশ্ শাম্‌সো ওয়াল কামারো বেহুস্‌বান"** অর্থাৎ ঃ সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি নির্দ্ধারিত। আবার ফরমাইতেছেন ঃ—

"ওয়াশ্ শাম্‌সো লেমুস্ তাকাররিল্লাহা জালিকা তাক্‌দীরোল আজীজিল আলীম"

অর্থাৎ ঃ সূর্য্য চলিতে থাকে নিজের এক গন্তব্য স্থানের জন্য। এই নির্দেশ হইতেছে এক জবরদস্ত আলীমের।

আবার ফরমাইতেছেন ঃ **"কল্লুন কী ফালাকিয়ঁ ইয়াস্‌বাহুন"** অর্থাৎ ঃ চাঁদ ও সূর্য্য একটি বেষ্টনের মধ্যে সাঁতার দিতেছে।

আবার ফরমাইতেছেন ঃ **"ওয়া সাখ্‌খারালা কুমুশ্‌ শামসা ওয়াল কামারা দায় বায়ন্‌"** অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য চাঁদ ও সূর্য্যকে নিযুক্ত করিয়াছেন। উহারা সবাই নিয়মানুযায়ী চলিতেছে।

আলা হযরত পবিত্র কুরআন ও প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত নিজ মত ও জ্যোতিষ্পঞ্জী দ্বারা প্রফেসার অ্যালবার্টের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ দফা রফা করিয়া দিয়াছেন, যাহা **'হায়াতে আলা হযরত'** নামক পুস্তকের ৯৫—৯৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত রহিয়াছে। আবার ১৭ই ডিসেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেই দিনটিও আল্লাহ্‌ তা'য়ালার ফযলে নিরাপদেই কাটিয়াছে। পৃথিবীতে না ভূমিকম্প আসিয়াছে, আর না সূর্য্যের মুখে জখম দেখা দিয়াছে। ফলতঃ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণও পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অ্যালবার্টের ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা।

অন্যান্য ইল্‌ম্‌ (বিদ্যা)

হযরত মশায়েখে কারামগণের মধ্যে প্রায় শতকরা ২০ জন ব্যক্তি **'নক্স মসল্লস'** অর্থাৎ তাবীযাতের স্থান পূরণ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন, তাহাও আবার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী। কিন্তু নিখুতভাবে **'নক্স মসল্লস'** এর যোগ্যতা মনে হয় হাজারের মধ্যে দুই চার জনেরই ছিল। আলা হযরতের জনৈক মুরীদ ও শাগরেদ মৌলানা সৈয়দ যাফরুদ্দীন সাহেব বিহারীর সহিত একজন সাধু পুরুষ সাক্ষাৎ করিলেন, উক্ত শাহ সাহেবের ধারণা ছিল **'ফপ্পে-তকসীর' (অর্থাৎ তাবীযাত বিদ্যা)** কেবলমাত্র তিনিই জানিতেন। আলোচনা প্রসঙ্গে মৌলানা বিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ শাহ সাহেব, **'নক্স মুরব্বয়'** এর কত প্রকার পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনি জ্ঞাত? শাহ সাহেব বড়ই গর্বের সহিত উত্তর দিলেন ১৬ প্রকার। তারপর আগন্তুক শাহ সাহেব হযরত মৌলানা বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি? প্রত্যুত্তরে মৌলানা বলিলেন, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌! ১১শত ৫২ পদ্ধতিতে আমি **'নক্স মরব্বয়'** পূরণ করিয়া থাকি। বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে শাহ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন **'ফপ্পে তকসীর'** আপনি কাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন? তদুত্তরে মৌলানা বিহারী বলিলেন, হুযূর পুরনূর আলা হযরত মৌলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বী রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হুর নিকট হইতে। শাহ সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আলা হযরত রাদীয়াল্লাহু আনহু কত পদ্ধতিতে **'নক্স মুরব্বয়'** করিতেন? মৌলানা বিহারী বলিলেন, দুই হাজার তিন শত পদ্ধতিতে। এতদ শ্রবণে শাহ সাহেবের মস্তিষ্ক হইতে আত্মাভিমানের কীট বহির্গত হইয়া গেল।

ইল্মে রেয়াজী, হ্যয়াত, নুজুম ইত্যাদিতে পারদর্শী হইবার সঙ্গে সঙ্গে **'ইল্মে তৌওকীত'** বা সময় বিজ্ঞানে তিনি এত অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন, যেন তিনিই ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্ব্বে উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন রচিত 'ফপ্পে তৌওকীত' এর কোনও বৃহৎ গ্রন্থ ছিল না। হুজ্জাতুল ইসলাম জনাব হামিদ রেযা খান সাহেব বেরেল্বী, মৌলানা সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বিহারী, মৌলানা সৈয়দ আযীয গাওস বেরেল্বী, মৌলানা সৈয়দ যাফরুদ্দীন বিহারী প্রভৃতি সাহেবানগণ যখন আলা হযরতের নিকট 'ফনে তৌওকীত' এর শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, তৎকালীন সময়ে উক্ত বিষয়ের লিখিত কোনও পুস্তক না থাকিবার ফলে আলা হযরত উহার কাওয়ায়েদগুলি মৌখিক বর্ণনা করিতেন এবং তাঁহারা যথাযথভাবে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। উক্ত কাওয়ায়েদ অনুযায়ী তাঁহারাও নিস্‌ফুন নাহার, তুলু গুরুব (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন, উদয় ও অস্ত) সুবুহ সাদেক, যাওয়ায়েহ কুবরা, আসর, এশা ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া লইতেন। আলা হযরত প্রদত্ত উক্ত কাওয়ায়েদগুলির সহিত স্বীয় তফসীর ও উদাহরণ সংযুক্ত করিয়া মৌলানা সৈয়দ যাফরুদ্দীন সাহেব সেইগুলিকে একটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের নাম **'আল্‌ জাওয়াহিরু ওয়াল ইওয়াক্বীতু ফী ইল্‌ মিত্তাউক্বীত"**।

'ইল্মে তৌওক্বীত' এ আলা হযরত এতই পারদর্শী ছিলেন, যে, দিনে সূর্য্য এবং রাত্রিতে নক্ষত্র দেখিয়া ঘড়ির সময় মিলাইতেন এবং উহা এতই নিখুত হইত যে এক মিনিটও পার্থক্য হইত না। এইরূপভাবে প্রত্যহ সূর্য্য কোন সময়ে উদয় হইবে ও অস্ত যাইবে তাহাও জানিয়া লইতে কোনওরূপ অসুবিধা বোধ করিতেন না।

মৌলবী বরকত আহমদ পীলীভীতী হইতে বর্ণিত আছে যে, আলা হযরত একবার বাদায়ুন যাত্রা করিয়া হযরত মৌলানা শাহ আব্দুল কাদীর সাহেব বাদায়ুনী রহ্‌মাতুল্লাহি আলায়্‌হের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলানা বাদায়ুনী তৎকালীন সময়ে মাদ্রাসা কাদেরীয়া মসজিদ খারমার ইমাম নিযুক্ত ছিলেন। নামাযে ফজরের ওয়াক্তে যখন তকবীর উচ্চারিত হইল, তখন মৌলানা বাদায়ুনী আলা হযরতকে আগে বাড়াইয়া দিলেন। নামাযের মধ্যে আলা হযরত এত লম্বা কেরায়াত করিলেন যে নামাযান্তে মুক্তাদীগণ সন্দেহ লিপ্ত হইয়া পড়িলেন এবং মসজিদ হইতে বাহিরে যাইয়া সকলেই পূর্বদিকে মুখ করিয়া সূর্য্য উদয় হইয়া গিয়াছে কিনা দেখিতে লাগিলেন। এমনকি মৌলানা বাদায়ুনীও সন্দেহ লিপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর আলা হযরত ফরমাইলেন, সূর্য্য উদয় হইতে এখন তিন মিনিট আটচল্লিশ সেকেণ্ড বাকী আছে। সকলেই খামোশ হইয়া গেলেন।

(হায়াতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বারাগাহে রযবীতে আলীগড় ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন

তলস্‌মী প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মদ হুসাইন সাহেব মিরাটী হইতে বর্ণিত আছে যে—

ভারতবর্ষ ও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও ইল্মে রেয়াযীতে উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত, স্বনামধন্য আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন সাহেবের হঠাৎ ইল্ম রেয়াযী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সমস্যা পরিদৃষ্ট হওয়ায়, তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কোনরূপ সমাধান করিতে না পারিয়া, অবশেষে জার্মান যাইবার জন্য মনঃস্থ করিলেন। ইত্যবসরে দ্বীনীয়াতে ইউনিভারসিটির প্রিন্সিপাল হযরত মৌলানা সৈয়দ সুলাইমান আশরফ সাহেব বিহারীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় জার্মান যাত্রা সম্বন্ধে ব্যক্ত করায়, মৌলানা বিহারী পরামর্শ দান করিলেন যে, আপনি এক বার বেরেলী শরীফ যাইয়া আলা হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করুন, ইন্‌শা আল্লাহ তা'য়ালা তিনি আপনার সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। অতঃপর ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন সাহেব বলিলেন, মৌলানা সাহেব! আমি কোথায় কোথায় না গিয়াছি, কোথায়ও সমস্যার সমাধান হইল না, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একজন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের পরামর্শ দিতেছেন, যিনি বিদেশ তো বহু দূরের কথা, নিজের শহরের কলেজও দেখেন নাই। সুতরাং তিনিই বা আমার সমস্যার সমাধান করিবেন কিরূপে? কয়েকদিন পরে ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন সাহেবের অতিশয় বিহ্বল চিত্ত দেখিয়া মৌলানা তাঁহার পরামর্শের পুনরুক্তি করিলেন। কিন্তু তিনি উহাতে কর্ণপাতও করিলেন না বরং বিদেশ যাইবার জন্য প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে মৌলানার পুনরুত্থাপনে ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন সাহেব বিরক্তির সহিত বলিলেন, মৌলানা! বুদ্ধি নামকও একটি বস্তু রহিয়াছে। আপনি আমাকে অযথা কেন বিরক্ত করিতেছেন? অতঃপর মৌলানা বলিলেন ইহাতে ক্ষতিই বা কি? এতদূর সফরের তুলনায় বেরেলী যাওয়া এমন কোন বিরাট ব্যাপার নহে, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বেরেলী যাওয়া যায়। আলীগড় হইতে সোজা বেরেলী যাইতে গাড়ী মাত্র তিন-চার ঘণ্টায় পৌঁছিয়া থাকে। যাহাই হউক, আপনি একবার তথা হইতে ফিরিয়া আসুন। মৌলানার এইরূপ সৎ পরামর্শে অবশেষে তিনি রাজী হইয়া গেলেন এবং মৌলানাকে সঙ্গে লইয়া আলীগড় হইতে 'মারহরাহ শরীফ' পৌঁছিলেন। তথায় আলা হযরতের পীরজাদা সৈয়দ মেহদী হাসান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া তিনজনেই বেরেলী শরীফ যাত্রা করিয়া, আলা হযরতের বারগাহে উপস্থিত হইলেন। তৎকালীন সময়ে আলা হযরতের শারিরীক গোলযোগহেতু তিনি অন্তঃপুরেই অবস্থান করিতেন। সেইজন্য হযরত সৈয়দ মেহদী হাসান সাহেব ক্বিবলা স্বীয় আগমনের সংবাদ অন্তঃপুরে প্রেরণ করাইলেন যে, আমি আলা হযরতের সহিত সাক্ষাৎ নিমিত্ত আসিয়াছি।

সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পরদার ব্যবস্থা করা হইল, তারপর তিন জনই আলা হযরতের খিদমতে পৌঁছিলেন। পীর জাদা সৈয়দ মেহদী হাসান সাহেবের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার পর, মৌলানা সৈয়দ সুলাইমান আশরফ সাহেবকেও যথাবিহিত আলা হযরত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। তারপর ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন সাহেবের সহিত আলাপ আলোচনা শেষ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, **ইল্মে রেয়াজী (অর্থাৎ ঃ গণিত শাস্ত্র)** সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জানিতে ইচ্ছুক। অতঃপর আলা হযরত বলিলেন, প্রশ্নটি বলুন। তিনি বলিলেন, উহা এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। আলা হযরত বলিলেন, আপাততঃ আংশিক ভাবে ব্যক্ত করুন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রশ্নটি ব্যক্ত করিলেন।

প্রশ্নটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই আলা হযরত উহার উত্তর বলিয়া দিলেন। আলা হযরতের ঐরূপ ভাবে উত্তর প্রদানে ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন সাহেব আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অকপট স্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, **"ইল্মে লাদুন্নী"** নামেও কোন বস্তু আছে, তাহা আমি শুধু শুনিতাম কিন্তু আজ উহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। উক্ত সমস্যা সমাধান করাইবার জন্য আমি জার্মান যাইবার পূর্ণ প্রস্তুতি করিয়াছিলাম কিন্তু অধ্যাপক জনাব মৌলানা সৈয়দ সুলাইমান আশরফ সাহেব আমার চিন্তার অবসান করাইলেন। আমার তো মনে হইতেছে, যেন আমার প্রশ্ন ব্যক্ত করিবার পূর্ব্ব মুর্হূত্ত পর্যন্ত হযরত উহার উত্তরখানি পুস্তকের মধ্যে দেখিতেছিলেন, আর প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার উত্তর বলিয়া দিলেন। অতঃপর আলা হযরত নেহায়েৎ সন্তোষজনক জওয়াব প্রদান করিলেন। তারপর ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন সাহেব অতিশয় হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আলীগড় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বেলুচিস্থান হইতে জনৈক আলেমের একখানি পত্র

অধ্যাপক মস্‌উদ আহমদ পি-এইচ-ডি, প্রণীত **"ফাযেলে বেরেল্বী আউর তরকে মাওয়ালাত"** নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবার পর মৌলানা আব্দুল বাকী সাহেবের জ্ঞানোন্মেষ হইল। সুতরাং পুস্তক পাঠ-অন্তে তিনি লেখককে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। উক্ত পত্রের কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হইল। যথা ঃ—

মাননীয় জনাব, আপনার **"ফাযেলে বেরেল্বী আউর তরকে মাওয়ালাত"** নামক পুস্তকখানি আপনি যে সকল বিবৃতি দ্বারা অলংকৃত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সত্য সত্যই অধমের অনেকগুলি ভ্রম সংশোধন হইয়াছে। অবশ্য অবশ্যই আলা হযরত মুফতী আহমদ রেযা খাঁন সাহেব মহান ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। কিন্তু বিদ্বেষ পরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁহার সহীহ হুলিয়া ও দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের অসাধারণ যোগ্যতাকে দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে অবরোধ করিয়া, তাঁহার প্রতি ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বিষোদগার করিয়াছে। যাহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখিয়া নির্বোধ প্রকৃতির লোকেরা হিংস্র শিকারীর ন্যায় তাঁহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া বেড়ায় এবং এক প্রকৃত মোজাহেদ, আলিমে দ্বীন, মোজাদ্দেদে ওয়াক্ত মহীয়ানের প্রতি অশিষ্টাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। অথচ, ইহারা তাঁহার জ্ঞানগরিমার সম্মুখে কণিকা তুল্যও হইবে না। তবে আশাকরি মোহতরম প্রফেসার সাহেবের উক্ত দকীক গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, ঈর্ষাবিহীন ব্যক্তিগণ ইন্‌শাআল্লাহু তা'য়ালা স্বকীয় কৃতকর্মের প্রতি অনুতপ্ত হইয়া অবশ্যই আলা হযরতের অনুগামী ও অনুরাগী হইয়া যাইবেন।

২২শে নভেম্বর ১৯৭১ সাল। 'মকতুব মোহর্‌রহ' কোয়েত। ফাযেলে বেরেল্বী উলামায়ে হিজায কি নজরমে, পৃষ্ঠা - ১৭ সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা-১৯, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।

মাহ্‌নামা 'নূরীকিরণ' -এর কিছু অংশ

জনাব সৈয়দ মদনী মিঞা হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যে সময় মুরাদাবাদে হেড কনেষ্টবলের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় কালীন ঘটনা যে, সদরুল আফাযেল মৌলানা সৈয়দ নঈমুদ্দীন সাহেবের নিকট যখন টেলিগ্রাফ যোগে আলা হযরতের ইন্তেকালের সংবাদ পৌঁছিল, তন্মুহূর্তে তিনি ছাত্রদের একটি সংগঠন প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের দ্বারা শহরে ঘোষণা করাইলেন যে, আলা হযরত ফাযেলে বেরেল্বী কাদ্দাসা সির্‌রহু অদ্য নামাযে জুমা'র ওয়াক্তে ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন, আগামী কল্য তাঁহার মদ্‌ফুন কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে। সুতরাং যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন বেরেলী পৌঁছিয়া যান। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের সেই সংগঠনটি উক্ত সংবাদটি ঘোষণাবস্থায় যখন মুরাদাবাদ শাহী মসজিদের সম্মুখে পৌঁছিল, তখন আমি মগরিবের নামায আদা করিতেছিলাম। কেননা ইতিপূর্বেই মগরিবের জামায়াত হইয়া গিয়াছিল। আমার পার্শ্বে জনৈক ওহাবী মৌলবী স্বীয় সাঙ্গোপাঙ্গসহ কথোপকথনে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঐরূপ ঘোষণা শুনিতে পাইয়া তিনি তাহার একটি ছাত্রকে নির্দ্দেশ দিলেন যে, মসজিদের বাহিরে কিসের ঘোষণা হইতেছে দেখিয়া আইস। ছাত্রটি চলিয়া গেল এবং হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আসিয়া বলিল, খাঁন সাহেব বেরেল্বী খতম।

ইহা শুনিবামাত্রই তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ইহা মুসলমানদের জন্য কোন আনন্দের বিষয় নহে, বরং ইহা তো মুসলমানদের জন্য রক্তাশ্রু বহাইবার বিষয়। কেননা মৌলানা আহমদ রেযার সহিত আমাদের মতবিরোধ ছিল সত্য এবং উহা স্ব-স্ব-স্থানে ঠিকই রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমাদের অত্যন্ত নায বা গর্ব ছিল। আমরা অদ্যাবধি গায়ের মুসলিমদের সঙ্গে অতিশয় গর্ব্বের সহিত চ্যালেঞ্জ করিয়া আসিতেছিলাম যে, সমগ্র বিশ্বের ইল্ম যদি কোন এক মহীয়ান ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে উহা মুসলমানেরই মধ্যে হওয়া সম্ভব। প্রমাণ স্বরূপ এখনও এক মহান ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি বিশ্বের সমূহ ইল্মে সমভাবেই পারদর্শী।

তিনিই ছিলেন এই মৌলবী আহমদ রেযা খাঁন বেরেল্‌বী। কিন্তু হায়! তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের অহঙ্কারও চূর্ণ হইয়া গেল।

মাহনামা নূরীকিরণ, বেরেলী, জুলাই ১৯৬৩ সাল সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত, বেরেলী পৃষ্ঠা-১৯ ফেব্রুয়ারী-১৬৭৬ সাল।

শেরেহিন্দ আল্লামা লখনৌবীর কওল

শেরে বেশায়ে আহ্‌লে সুন্নত (সুন্নীয়াতের অরন্যের সিংহ) আবুল ফাতাহ হযরত মৌলানা হাশমত আলী খান সাহেব, স্বীয় ছাত্র জীবনের দীর্ঘদিন দেওবন্দী আলেম মণ্ডলীর সংস্পর্শে কাটাইয়াছেন। তিনি তাঁহার একটি ঘটনা নকল করিয়া লিখিয়াছেন যে ঃ— আলা হযরত তহ্‌কীকাতে হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে এতই অধিক মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিল যে, আমার ওহাবী উস্তাদদের সম্মুখে যখন ফেকাহ শাস্ত্র ও হাদীসের মসলা মসায়েল সম্পর্কে কোন সমস্যা পরিদৃষ্ট হইত, কিংবা কোন মসলা অমীমাংসিত হইয়া পড়িত, তখন তাঁহারা হুযুর পুরনূর আলা হযরত কর্ত্তৃক প্রণীত রেসালা মোবারকগুলির স্মরণাপন্ন হইয়া নিজেদের সমস্যা দূরীকরণ করিতেন, ইহা স্বয়ং আমার চাক্ষুস দেখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই সময় দেওবন্দী ওহাবীদের সংসর্গে থাকিয়া শুধুমাত্র ওহাবী গুরু ঘন্টালদিগকেই জানিতাম ও চিনিতাম। অর্থাৎ রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, কাসিম নানুতবী, খলীল আহমদ আম্বেঠবী, আশরফ আলী থানবী ইত্যাদি দেওবন্দী প্রমুখ দিগকেই মান্য করিতাম এবং ইহাদেরই অনুরাগী ছিলাম। সুতরাং হুযুর পুরনূর আলা হযরত ক্বিবলা রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর ইজ্জত ও আজমত আমার হৃদয় রাজ্যে আদৌ স্থান পায় নাই। কেননা আমার ঐ ওহাবী উস্তাদমণ্ডলী আমাকে এমনই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করাইয়া দিয়াছিলেন যে গাঙ্গোহী, নানুতবী, আম্বেঠবী ও থানবী এই চারজনকেই আমি দ্বীনের রাহ্‌বর জ্ঞান করিতাম এবং এখনও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতাম যে, শুধুমাত্র হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া আলা হযরত ইহাদিগকে এবং ইহাদের মুরীদ ও মোতাকেদদিগকে কাফের ও মুরতাদ বলিয়া থাকেন। "ওয়াল আয়ায বিল্লাহি সুবহানাহি তায়ালা" ইহাদের কুফরী আকওয়াল সম্পর্কে উহারা আমাকে বিন্দুবিসর্গও জানিবার অবকাশ দেন নাই। উহারা আলা হযরতের গ্রন্থগুলির সাহায্যে নিজেদের সমস্যা সমাধান ও সন্দেহ নিরসন করিতেন।

একদিন আমি আমার সেই আসাতেযাহ লায়ানাহুমল্লাহু তায়্যালাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি (অর্থাৎঃ আলা হযরত) তো আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী বেদাতীদের সর্দার, অধিকন্তু তিনি সর্বদাই দেওবন্দীদিগকে কাফের ঘোষণা করিয়া থাকেন এবং স্বীয় মুরীদান ও মোতাক্বিদগণ ব্যতীত কাহাকেও মুসলমান বলিয়াই স্বীকার করেন না। অতএব আপনারাই বা কেন ঐরূপ ব্যক্তির পুস্তকগুলি পাঠ করেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, তাঁহার মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শুধুমাত্র এই আয়েব রহিয়াছে যে, তিনি আমাদের প্রসিদ্ধ আলেম অর্থাৎ ঃ- গাঙ্গোহী, নানুতবী, থানবী ইত্যাদিকে কাফের জ্ঞান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও আয়েব নাই। হাদীস, ফেকাহ ইত্যাদি সমূহ দ্বীনী বিদ্যায় তিনি এতই পারদর্শী যে, সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার দ্বিতীয় কেহই নাই। আমরা যদিও তাঁহার বিপক্ষী তথাপিও ইল্ম, দালায়েল ও তাহ্কীকাতের বেলায় তাঁহারই মুখাপেক্ষী।

(সাঁওয়ানেহে আলা হযরত পৃষ্ঠা-৯৬। তরজুমানে আহ্লে সুন্নত, পঞ্জুম তা-দহম, পৃষ্ঠা-৮৮। সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত পৃষ্ঠা ১৮, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ সাল।)

ওহাবী নেতা মৌলভী নিজামুদ্দীনের কওল

সেরাজুল ফোকাহা হযরত আল্লামা সেরাজ আহমদ সাহেব খান পুরী স্বীয় প্রণীত **"হাকিম মোহাম্মদ মুসা অমৃতসরী"** নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

সমূহ বিদ্যাতেই আলা হযরতের সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ফাৎওয়ায়ে রশীদীয়া নামক পুস্তকের পাদটিকায় যে ফাৎওয়াটি বর্ণিত আছে (অর্থাৎ ঃ "সহীদ্ হাদীস অনুযায়ী প্রমাণিত যে, ফোকাহাগণের কওলের উপর আ'মল না করাই উচিত") তৎসম্পর্কে আমি যখন আলা হযরতের "আলা ফযলুল মাওহবী ফী মায়নি ইযা সহীহুল হাদীস ফাহোয়া মযহাবী" নামক রেসালার শুরুর কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া মৌলানা নিজামুদ্দীন সাহেবকে শুনাইলাম তখন তিনি অকপটে বলিয়া উঠিলেন যে, সমূহ মনাযিলে ফহম হাদীস মৌলানা আহমদ রেযাকেই হাসিল ছিল। আফসোস, আমি তাঁহারই আ'মলের লোক হইয়াও তৎসম্পর্কে অজ্ঞ ও ফয়েয হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেলাম। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, মৌলানা নিজামুদ্দীন সাহেব তৎকালীন উলামায়ে দেওবন্দদের মধ্যে নিজেকে সর্বদাই অদ্বিতীয় জ্ঞান করিতেন। তারপর আমি যখন রসায়েলে রযাবীয়া হইতে কিছু মসায়েলে ফেকাহ পাঠ করিয়া উহাকে শুনাইলাম, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ "আল্লামা শামী, সাহেব ফতহউল কাদীর প্রভৃতি সাহেবানদিগকে তো মৌলানা (আহমদ রেযা)-র শিষ্য মনে হইতেছে। মৌলানাকে তো দ্বিতীয় ইমামে আজম মনে হইতেছে।

(সাওয়ানেহে সেরাজুল ফোকহা, পৃষ্ঠা ৩৪-৩ সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা ১৮, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।)

সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদীর কওল

'জামায়েতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদী হইতে বর্ণিত যে ঃ—

আমার অন্তঃকরণে মৌলানা আহমদ রেযার ইল্ম ও ফযলের অশেষ এহতেরাম রহিয়াছে। দ্বীনী ইল্মের প্রতি তিনি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার ইল্ম ও ফযলের প্রশংসা উহারাও করিয়াছেন, যাহারা তাঁহার সহিত এখতেলাফ পোষণ করিতেন।

(মকালাত ইয়োমে রেযা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০, মতবুয়া লাহোর। সংগৃহীত আলা হযরত 'আহমদ রেযা নম্বর' পৃষ্ঠা-৫৬০)

সাপ্তাহিক "শাহাব" পত্রিকার কিছু অংশ

নায়েব মৌদুদী, মৌলানা গোলাম আলী সাহেব হইতে বর্ণিত আছে যে—

মৌলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের কয়েক খানি পুস্তক পাঠ অন্তে আমার চৈতন্য লাভ হইল যে, সত্য সত্যই তাঁহার প্রতি আমার নেহায়েৎ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। কিন্তু তৎপ্রণীত কোন কোন গ্রন্থ ও ফাৎওয়া দৃষ্টিগোচর হইবার পর আমি উপলব্ধি করিতেছি যে, তাঁহার মধ্যে যে পাণ্ডিত্য ও গভীরতা বিদ্যমান ছিল, উহা বহু কম আলেমের মধ্যে পাওয়া যায়। ঈশ্কে রসুল ও খোদা ভক্তি যেন তাঁহার প্রতিটি লাইনে প্রজ্বলিত। মসলায়ে তকফীর ব্যতীত অন্য কোনও মসলায় তাঁহার সহিত আমার বিশেষ কোন দ্বিমত নাই এবং যাহাই থাকুক না কেন, উহা অতি তুচ্ছ।

(হাফ্ত রোযা 'শাহাব', লাহোর। ২৫শে নভেম্বর ১৯৬২ সংগৃহীত, ইমাম আহমদ রেযা নম্বর, পৃষ্ঠা-৫৬১ এবং রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা-১৭, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।)

ওহাবীদের হাকিমুল উম্মত আশরফ আলী থানবীর মতামত

আলা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নত মৌলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বীর প্রতি স্বীয় মতামত পেশ করিয়া দেওবন্দী মৌলানা থানবী সাহেব লিখিয়াছে ঃ—

আমার হৃদয়ে আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি রহিয়াছে। তিনি যে আমাকে কাফের বলিতেন, তাহা শুধুমাত্র ঈশ্ক রসূলের জন্যই। অন্য কোনও বিষয়ে নহে। (হাফ্ত রোযা চাট্টান, লাহোর। ২৩শে এপ্রিল ১৯৬২ সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা-১৭, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।)

থানবী সাহেব আরও বলিয়াছে—

তাঁহার সহিত আমার মতবিরোধের একমাত্র কারণ হুব্বে রসূল (রসূলের প্রেম) ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তিনি ভুল বশতঃ আমাদিগকে (নাউজুবিল্লাহ) গুসতাখ ধারণা করিতেন।

('আশরাফুস্ সাওয়ানের, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯ সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা-১৭, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।)

থানবী সাহেবের ফরমান

মৌলবী থানবী বলিত ঃ কোনও বেরেলী মতাবলম্বীকে কাফের বলিও না। আর না সে কখনও কাহাকেও বলিয়াছেন। একবার একটি বিরাট জনসমাবেশে ওয়াজ নিমিত্ত সে গিয়াছিল। সবেমাত্র ওয়াজ আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় সংবাদ আসিল যে মৌলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরেল্বী ইন্তেকাল করিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি ওয়াজ বন্ধ করিয়া দিয়া শোকাতুর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, মৌলবী আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বীর সহিত তাঁহার জীবদ্দশায় আমার মতবিরোধ ছিল, কিন্তু এখন আমি তাঁহার জন্য দোওয়ার প্রার্থী। তারপর উপস্থিত জনগণ এবং স্বয়ং হাকীমুল উম্মত থানবী সাহেব সমবেত কণ্ঠে মৌলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের জন্য দোওয়ায়ে মাগফেরাত প্রার্থনা করিল। (হাফ্‌ত রোযা চাট্টান, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬২ সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা-১৭, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।)

উক্ত 'হাফ্‌ত রোযা চাট্টান' পত্রিকার আর একটি অংশ যথা ঃ—

মৌলানা থানবী বলিত যে মৌলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের পশ্চাতে যদি নামায পাঠ করিবার সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলে আমি নামায পড়িয়া লইতাম।

সংগৃহীত,—রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা-১৭, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬।)

আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেববেরেল্বী কাদ্দাসা সির্‌রুহু রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হুর ইন্তেকালের শোকাবহ সংবাদ যখন ডাকযোগে মৌলানা থানবীর নিকট পৌঁছিল তখন সে উচ্চারণ করিল, "ইন্নালিল্লাহি.....''। অতঃপর উপস্থিত লোকেদের মধ্যে কেহ প্রশ্ন করিল যে, তিনি সর্বদাই আপনাকে কাফের ঘোষণা করিয়াছেন এবং কাফেরই জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাঁহারই মৃত্যুতে আপনি "ইন্নালিল্লাহি" উচ্চারণ করিতেছেন কেন? প্রত্যুত্তরে থানবী সাহেব বলিল, তিনি রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, অধিকন্তু বড় আলেমও ছিলেন। তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা স্বস্থানে সহীহ হইয়াছে। তাঁহার জায়গায় যদি আমি হইতাম এবং আমার জায়গায় যদি তিনি হইতেন তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে কাফের ঘোষণা করিতাম। (অর্থাৎ আমার হস্তে লিখিত এবারতের মর্ম যাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য তিনি আমাকে কাফের ঘোষণা করিয়াছিলেন, যদি সেই লেখনীগুলি তাঁহার কলম হইতে মুদ্রিত হইত এবং আমি তাঁহার স্থানে হইতাম, তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে কাফের ঘোষণা করিতাম।)

(আলা হযরত কা ফহমী মাকাম, মতবুয়া-লাহোর। নূরীকিরণ, পৃষ্ঠা-২৯, জুলাই ১৯৯৩। সংগৃহীত, রেসালা আলা হযরত, পৃষ্ঠা-১৯, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬। ইমাম আহমদ রেযা নম্বর, পৃষ্ঠা ৫৫৮)

আলা হযরতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের নিদর্শন

ইমামে আহ্‌লে সুন্নত আজীমুল বরকত মৌলানা আলা হযরত জনাব আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বী কাদ্দাসা সির্‌রুহু রাদীয়াল্লাহু আন্‌হুর দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য, অসাধারণ দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সমস্ত ইল্মে অতলস্পর্শী পারদর্শীতার উপর বিখ্যাত বিখ্যাত আলেমগণ অদ্যাবধি মোট ৩৭ খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্তমানে এ পর্যন্ত

আলা হযরতের উপর হাজারের অধিক পুস্তক লেখা হয়েছে— (আনোয়ার রেজবী) রেসালা 'আল্ মীযানে'র 'ইমাম আহমদ রেযা নম্বর' নামক পুস্তকে মালিকুল উলামা মৌলানা যাফরুদ্দীন সাহেব বিহারীর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এবারতের কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হইল। আশা করি ইহার দ্বারা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই আলা হযরতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। যথা ঃ—

আলা হযরত আহমদ রেযা খাঁন সাহেব তাঁহার জীবদ্দশায় এক সহস্রেরও অধিক পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন। বহুল প্রচারিত ধর্মীয় (ওহাবী) মাসিক (হুদা) পত্রিকা কোনও এক অংশে কোনও বিখ্যাত আলেম লিখিয়াছেন ঃ আলা হযরত দুই সহস্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তৎ প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে "ফাৎওয়া রযবীয়া" নামক গ্রন্থখানির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানি ১৫ সহস্র পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তিনি ৫০ বিদ্যায় (বিশেষ অনুসন্ধানে ৬০ বিদ্যায়) সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে মাত্র ৪৮ খানি পুস্তকের নাম উক্ত "আহমদ রেযা নম্বর" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং পুস্তকগুলি যে যে বিষয়ে লেখা তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য উক্ত 'নম্বর" খানি দেখা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। ময়মুন বৃদ্ধির ভয়ে পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ না করিয়া আপাততঃ নিম্নে শুধু পুস্তকগুলি কোন কোন বিষয়ে লেখা তাহাই উল্লেখ করা হইল। যথা—

বিষয়	পুস্তকের সংখ্যা
তফসীর	১১ খানি
আকায়েদ ও কালাম	৫৪ ,,
হাদীস ও ওসুলে হাদীস	৫৩ ,,
ফেকাহ, ওসুলে ফেকাহ, লোগাত, ফেকাহ ফরায়েয তাজবীদ	২১৪ ,,
তানকীদাত	৪০ ,,
তাসাওউফ, আজকার, আউফাক, তাবীর, আখলাক	৩৯ ,,
তারিখ, সের, মনাকির, ফয়ায়েল, আদব, নহো, লোগাত উরস	৫৫ ,,
যফর, তকসীর	১১ ,,
জবর ও মোকাবলা	৪ ,,
মসলস, আরসম তবকী, লগারিদ্‌ম্	৮ ,,
তাওকীত, নুজূম হিসাব	২২ ,,
হ্যায়য়াত হিন্দসা, রিয়াযী	৩১ ,,
মনতিক ও ফলসফা	৬ ,,
	মোট— ৫৪৮ খানি

(সংগৃহীত, 'ইমাম আহমদ রেযা নম্বর' পৃষ্ঠা ৩২৪-৩৩৫)।

ইসলাম ধর্মের মধ্যে কোন গোঁড়ামী নেই। কেননা আল কুরআন শিক্ষা দেয় "লাকুম

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিনুকুম ওয়ালে ইয়া দ্বীন'। অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য। ইসলাম একটি সুন্দর ধর্ম। এই ধর্মের সংবিধানে কোন কুসংস্কার নেই। তবে অজ্ঞতার জন্য কিছু মুসলমানের অন্তর কুসংস্কারে ভরে আছে। ওরা মাঝে মাঝে এমন কথা বলে, যা সংবিধানকে কলঙ্কিত করে। সংবিধানের অর্থগুলোর সঠিক মূল্যায়ন না করার জন্য কিছু কিছু মৌলিক কাজে 'শের্ক, শের্ক—বিদ-য়াত, বিদ-য়াত' রব তোলে অথচ এইসব বিষয়ে তাহাদের কোন সম্যক জ্ঞান নেই।

আল্লাহ্ আল্লাহ্'র পোষ্টে থাকেন, আর মুমিন বান্দারা (অর্থাৎ ওলী আল্লাহ্গন) মুমিন বান্দাদের পোষ্টে থাকেন। তাই বলে মুমিন বান্দাকে কেউ আল্লাহ্র পোষ্টে বসিয়ে তাজিম করে না। আল্হাম্দো লিল্লাহ!

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপবাদ খণ্ডন

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁশকুড়া নিবাসী কোন অজ্ঞাত পরিচয় ছদ্ম নামধারী ইহুদী এজেন্ট ও ওহাবী মোল্লা, ধৃষ্টতা পূর্বক সৈয়দ আবুল হাসানাত নাম গ্রহণ করিয়া ইমামে আহ্লে সুন্নাত আলা হযরত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বী রাদীয়াল্লাহু আন্হুর প্রতি কয়েক ডজন অপবাদ আরোপ করিয়া বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মানসে জঘণ্য ধরণের দুই খানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকাদ্বয়ের নাম হইতেছে যথাক্রমে ঃ—

(১) রেযাখানী ধর্মের গুপ্ত রহস্য

(২) বিশ্বের মুসলমান কি সব ওহাবী কাফের?

উক্ত পুস্তিকা দ্বয়ের মধ্যে স্বীয় নাম গোপন ও ছদ্ম নাম গ্রহণ করাই যে স্বয়ং সংকলকের বাতুলতা, ধৃষ্টতা ও কলঙ্ক— সে কথা বলাই বাহুল্য। ইতিপূর্বে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি, দারুয়া নিবাসী মোজাহেদে ইসলাম জনাব শেখ ফিদা হুসাইন সাহেব স্বীয় 'অনুবীক্ষণে ওহাবীয়াত' নামক পুস্তকের মাধ্যমে পরম ধৃষ্ট ও চরম মূর্খ সংকলক আবুল হাসানাত কর্তৃক আরোপিত অপবাদের (অর্থাৎ রেযাখানী ধর্ম্মের গুপ্ত রহস্য নামক পুস্তিকার) যে অকাট্য, অখণ্ডনীয় ও জ্বলন্ত খণ্ডন করিয়াছেন— তাহা অবশ্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। উক্ত পুস্তিকার পুনঃ সমালোচনা করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া কেবলমাত্র "বিশ্বের মুসলমান কি সব ওহাবী কাফের?" নামক পুস্তিকার উপর কিঞ্চিৎ সমালোচনার প্রয়াস করিতেছি। অতএব নিম্নে উক্ত পুস্তিকার কিছু অংশ পেশ করা হইল। যথা ঃ—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও ভারতের বুক হইতে ইসলাম ধর্ম মুছিয়া ফেলার চেষ্টায় রত, হাক্কানী আলেমগণ তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে এবং অনুপ্রবেশকারী ইংরেজ সরকারকে ভারত হইতে উৎখাত করিতে সর্ব প্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হন। জনসাধারণকে তাঁহাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাইবার জন্য ছয় শত আলেমের স্বাক্ষরিত একটি ফাৎওয়া প্রকাশ করেন, যাহাতে বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সর্বপ্রকার সহযোগীতা হারাম, এবং ঐ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফর্জ। চতুর ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য ছয় শত বৎসর পূর্বের বুজুর্গ ওলী হযরত শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ্ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী (**অর্থাৎ ঃ দুই আহমদ ভারতে ইসলাম ও মুসলামানদের সর্বনাশ করিবে**) অনুযায়ী প্রচুর অর্থের বিনিময়ে **দুইজন আহমদকে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করে।**

প্রথম, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবীরূপে দাঁড় করাইয়া এবং ঢালাও অর্থ দিয়া 'জেহাদ' নামি অত্যাবশকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আদেশকে মনসুখ বা রহিত করায় এবং মুসলমানদের একতা ভঙ্গ করত ঃ তাহাদের শক্তি দ্বিখন্ডিত করে, এবং **দ্বিতীয়—আহমদ রেযা খান সাহেব বেরেল্বীকে মোজাদ্দেদ** আখ্যা দিয়া মুসলমানদের ভিতরের শত্রুরূপে দাঁড় করায়, এবং ঢালাও সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ও তৎসম্পর্কীয় ফাৎওয়া প্রচারকারী হাক্কানী আলেমগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ দ্বারা মুসলমান সমাজে তাহাদিগকে অভিযুক্ত ও কলঙ্কিত করাইবার চেষ্টা করে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ওহাবী ও কাফের হওয়ার ফাৎওয়া প্রচার করে। যাহাতে মুসলমানগণ ঐ সমস্ত মোজাহেদ বাহিনীর সহিত সহযোগীতা না করে। **খান সাহেব তাহার আকা ও মৌলা ব্রিটিশ সরকারের নেমক হালালী করেন এবং** ঐ সমস্ত হাক্কানী আলেম ও বুজুর্গানে দ্বীনকে ওহাবী কাফের ও নানা রকম মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই। ব্রিটিশ আকা ও মৌলার ইংগিতে মুসলমানগণকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিতে, পুত পবিত্র ইসলাম ধর্ম হইতে দূরীভূত করিতে ও তাহার রূহানী এবং আধ্যাত্তিক শক্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, ইসলামেরই নামে এক বিকল্প ও বিরোধী একটি স্বতন্ত্র ধর্ম খাড়া করিতে সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য খাঁন সাহেবের উক্ত নব নির্মিত ধর্মকে **'ব্রেলভী' বা 'রেযা খানী ধর্ম'** নামে আখ্যায়ীত করা অধিক সমিচীন মনে করি।"

(বিশ্বের মুসলমান কি সব ওহাবী কাফের? পৃষ্ঠা-৮-৯)

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে, স্বয়ং আবুল হাসানাতের উক্ত এবারৎ দ্বারা ইহা উজ্জ্বল রূপে সূচীত হইতেছে যে **"ব্রেলভী বা রেযাখানী ধর্ম" নামে কোনও স্বতন্ত্র ধর্ম নাই, ইহা স্বয়ং আবুল হাসানাতেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। প্রকৃত দ্বীন ইসলামকেই যে তিনি 'ব্রেলভী বা রেজাখানী ধর্ম' নামে কলঙ্কিত করবার অপচেষ্টা করিয়াছেন।** কপট আবুল হাসানাতের বাকচতুরতাও বেশ প্রশংসনীয়, কেননা স্বদলীয় অপরাধকে অন্যের উপর আরোপ করিয়া দিয়া লোক সমাজে সাধু পুরুষ সাজিয়া বেড়াইবার এইরূপ অপকৌশল মনে হয় স্বয়ং ইবলীসের মস্তিষ্কে নাই। সুতরাং আবুল হাসানাতের দুষ্টামিও তুলনাতীত।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! এই ছদ্মনামধারী আবুল হাসানাত উক্ত এবারতের মধ্যে লিখিয়াছে—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সরকার যখন মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও ভারতের বুক হইতে ইসলাম ধর্ম মুছিয়া ফেলার চেষ্টায় রত

.....

জনসাধারণকে তাহাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাইবার জন্য ছয় শত আলেমের স্বাক্ষরিত একটি ফাৎওয়া প্রকাশ করেন, যাহাতে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয এবং ঐ সরকারের প্রতি সর্বপ্রকার সহযোগিতা হারাম।" এই উল্লিখিত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মাত্রই প্রশ্ন হইল— **যে উক্ত**

ফাৎওয়া প্রদানকারী বীর পুরুষের নাম কি? তিনি কোন দলভুক্ত ছিলেন? তাঁহার বিরুদ্ধে যাহারা বিরোধীতা করিয়াছিল তাহাদেরই বা নাম কি ছিল?

আশা করি এতদ সম্পর্কে আর বিশেষ কোনরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, **ছয় শত আলেমের স্বাক্ষরিত সেই মহান ফাৎওয়া প্রদানকারী নির্ভীক অধিনায়কের নাম ছিল আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী।** যাঁহার নেতৃত্বে ৯০ হাজার মোজাহেদ একত্রিত হইয়াছিলেন দিল্লীতে, ইনিই সেই মর্দে মোজাহেদ আল্লামা খায়রাবাদী, যাঁহাকে উক্ত ফাৎওয়া প্রদানের অপরাধে ব্রিটিশ সরকার (আন্দামানে) কালাপানীর শাস্তি দিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে আল্লামা খায়রাবাদী কোন আবুল হাসানাত দলীয় ওহাবী ও নজ্‌দী দালাল ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মোজাহেদে ইসলাম। তাঁহার ধমনীতে ছিল হযরত উমর ফারুকের রক্ত, তিনি ছিলেন হযরত উমর ফারুকের বংশধর এবং সুন্নী সহীহুল আকীদা মুসলমান। **আল্লামা খায়রাবাদীর সেই 'জেহাদ' নামী অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আদেশের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করিয়াছিল এই আবুল হাসানাতেরই পূর্ব বুজুর্গ! যাঁহার নাম ছিল রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী।** সে যে ব্রিটিশ সরকারের পরমহিতৈষী ও দালাল ছিল তাহা সাক্ষী সাবুদসহ আলোচিত হইয়াছে। অতএব ধূর্ত্ত আবুল হাসানাত যে চতুরতা সহকারে স্বীয় দেওবন্দী-ওহাবী দলীয় কলঙ্ককে ইমামে আহ্‌লে সুন্নত হুযুর আলা হযরতের মস্তকে আরোপ করিবার অপকৌশল করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আবুল হাসানাত পুনরায় লিখিয়াছে ঃ—

"চতুর ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য, ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের বুজুর্গ ওলী হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রচুর অর্থের বিনিময়ে দুইজন আহমদকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। প্রথম গোলাম আহমদ কাদীয়ানীকে নবীরূপে দাঁড় করাইয়া এবং ঢালাও অর্থ দিয়া 'জেহাদ' নামী অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আদেশকে মনসুখ (বা রোহিত) করায় এবং মুসলমানদের একতা ভঙ্গ করতঃ তাহাদের শক্তি দ্বিখণ্ডিত করে।)"

অবশ্যই আল্লামা খায়রাবাদীর 'জেহাদ' নামক অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আদেশকে রোহিত করাইবার জন্য এবং সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করাইবার জন্য চতুর ব্রিটিশ সরকার যাহাকে বিশেষ রূপে দাঁড় করাইয়াছিল সেই ব্যক্তি এই গোলাম আহমদ কাদীয়ানী। শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার ঐ কর্ম্মে যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল, সে ছিলেন ব্রিটিশের অতিশয় ফরমাবরদার, নেমক হালাল, পোলেটিক্যাল এজেন্ট, যাঁহার নাম ছিল সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী। উহাকেই ব্রিটিশ সরকার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিল। যাহা অত্র পুস্তকের মধ্যেই সাক্ষী সাবুদসহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যেহেতু শুধুমাত্র দুইজন 'আহমদ' নামের উল্লেখ রহিয়াছে সেইহেতু এই স্থানে গোলাম আহমদের নাম কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না। কেননা তাঁহার নাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিল 'গোলাম আহমদ' শুধু 'আহমদ' নহে। শাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহা অকাট্যরূপে সূচীত হইতেছে যে, উক্ত সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বীই সেই ব্যক্তি যাঁহাকে ইংরেজরা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিল, কারণ উহারই প্রকৃত নাম হইতেছে 'আহমদ' সৈয়দ হইতেছে তাঁহার বংশীয় উপাধি। সেই ব্যক্তিই পার্থিব স্বার্থের জন্য ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন পূর্বক আল্লামা খায়রাবাদীর 'জেহাদ' নামক ফাৎওয়ার বিরোধীতা করিয়া বলিয়াছিল যে ঃ—

"আমরা কেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহেতুক জেহাদ করিব? ইসলামী আইনের বিপরীত কেন অকারণে উভয় পক্ষের রক্ত বহাইব??" (তারিখে আজীবা, পৃষ্ঠা-৯১)

ইহা অবশ্য সত্য ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী দ্বীন ইসলামের মহাশত্রু ছিল, কিন্তু তথাপিও তিনি শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম স্থানের অধিকারী নহে বরং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম স্থানের একমাত্র অধিকারী হইতেছে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী। কারণ ভারতবর্ষে ওহাবীয়াতের বীজ বপণ করিয়া মুসলিম ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন করতঃ ফির্কা পরস্তির আগুণ তো সে লাগাইয়াছিল।

আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত এবারতে আরও লিখিয়াছে ঃ—

"এবং দ্বিতীয় আহমদ রেযা খাঁনকে মোজাদ্দিদের আখ্যা দিয়া মুসলমানদের ভিতর দাঁড় করায় এবং ঢালাও সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ও তৎ সম্পর্কীয় ফাৎওয়া প্রচারকারী হাক্কানী আলেমগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ দ্বারা মুসলমান সমাজে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত ও কলঙ্কিত করাইবার চেষ্টা করে— যাহাতে মুসলমানগণ ঐ সমস্ত মোজাহেদ বাহিনীর সহযোগিতা না করে, খান সাহেব তাঁহার আকা ও মৌলা ব্রিটিশ সরকারের নেমক হালালী করেন এবং ঐ সমস্ত হাক্কানী আলেম ও বুজুর্গানে দ্বীনকে ওহাবী কাফের ও নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই।"

উল্লিখিত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে কপট আবুল হাসানাতের চতুরতা অতি সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়া গিয়াছে যে, স্ব-দলীয় কলঙ্ককে সে কিরুপভাবে অন্যের প্রতি আরোপ করিয়াছে। ইমামে আহ্লে সুন্নাত আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের ফাৎওয়ার সহিত ফাৎওয়ায়ে জেহাদের কোনও সম্পর্কই থাকিতে পারে না। কারণ তিনি যে ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ছিল ঐ সমস্ত ধর্ম্মদ্রোহী ও দুশ্মনে রসূলদের প্রতি যাঁহারা পার্থিব স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গণ ধরাইবার জন্য ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক জনাবে মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালার শানে আতহারে অবমাননা করতঃ ওয়াবীয়াতের প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলে। তিনি তাঁহাদেরই উপর ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন যাঁহারা বাস্তবে ফাৎওয়ায়ে জেহাদের বিরোধীতা করিতেছিল। সুতরাং মৌলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব, যে জেহাদ বিরোধী ফাৎওয়া প্রদান করিয়া ছিলেন বলা হইয়াছে— ইহা হইতেছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। মৌলানা আহমদ রেযা

খাঁন সাহেব যে কতিপয় মৌলবীর প্রতি কুফরী ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন ইহা অবশ্যই সত্য, কিন্তু ইহা জেহাদ বিরোধী ছিল না বরং ইহা ছিল অহাদের সন্দেহাতীত কুফ্রী আকায়েদ পোষণ ও প্রচারের জন্য—যাহা অত্র পুস্তকের অতীত পৃষ্ঠাগুলিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ধূর্ত্ত আবুল হাসানাত লিখিয়াছে যে—

"শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দ্বিতীয় আহমদ রেযা খাঁনকে মোজাদ্দিদের আখ্যা দিয়া মুসলমানদের মধ্যে দাঁড় করায়।"

যেহেতু শাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে শুধু 'আহমদ' উল্লেখ রহিয়াছে সেইহেতু প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে শাহ সাহেবের ইঙ্গিত খান সাহেবের উপর প্রযোজ্য নহে, কেননা খান সাহেবের নাম হইতেছে **'আহমদ রেযা'** শুধু আহমদ নহে, সুতরাং চতুর ব্রিটিশ সরকার তো খান সাহেবের কথা চিন্তাই করিতে পারে নাই। ছয় শত বৎসর পূর্বের বুজুর্গ ওলী শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় **'আহমদ'** হইতেছেন **'স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন' আলীগড়ী।** কেননা 'স্যার' এবং 'খাঁন' হইতেছে তাহার উপাধিবিশেষ, তাহাও হইতেছে আবার ইংরেজ প্রদত্ত উপাধি। খান্দানী উপাধি হইতেছে সৈয়দ; অতএব স্যার, সৈয়দ ও খাঁন এই সমূহ হইল তাঁহার উপাধি, প্রকৃত নাম 'আহমদ'। শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ইঙ্গিতও রহিয়াছে শুধু দুইজন আহমদের দিকে, ইঁহার দ্বারাও দ্বীন ইসলামের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। চতুর ব্রিটিশ সরকার ইঁহাকে ঢালাও সাহায্য দান করিয়া মোজাদ্দীদ (অর্থাৎ ঃ রিফার্মার বা যুগনায়ক) এর আখ্যা দান করিয়া মুসলমানদের ভিতরের শত্রু রূপে দাঁড় করাইয়া থাকে। উক্ত সৈয়দ আহমদই তাঁহার আকা ও মৌলা ব্রিটিশ সরকারের ইঙ্গিতে মুসলমানদিগকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিতে এবং পবিত্র ইসলাম ধর্ম হইতে মুসলমানদিগকে বহির্ভূত করতঃ রুহানীয়াতের মহা উৎস হইতে বঞ্চিত করিতে, **ইসলামেরই নামে একটি বিরোধী এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম খাড়া করিতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করে, সেই ধর্মের নাম ন্যাচারী ধর্ম।** বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে স্যার সৈয়দ আহমদ তাহার উক্ত ন্যাচারী ফির্কার প্রাদুর্ভাব করিয়া ঢালাও অর্থের বিনিময়ে তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি ন্যাচারীয়তের দিকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। তাঁহার প্রধান প্রধান ভক্ত ও প্রখ্যাত প্রচারক মণ্ডলীর নাম হইতেছে যথাক্রমে ঃ—

মুহসিনুল মুল্ক মেহদী আলী খাঁন, নবাব ইয়ার জংগ, মৌলবী আলতাফ হুসাইন হালী, শামসুল উলামা মৌলবী জাকাউল্লাহ, মৌলবী মেহদী হাসান, সৈয়দ মহমুদ, শীবলী নোমানী ডিপুটি নাজির আহমদ ইত্যাদি। অধিকন্তু ইহারা ঐ স্বতন্ত্র ন্যাচারী ফির্কায় নতুন নতুন রূপদান করিয়া ব্যাপক ভাবে প্রচার করাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে। সেইজন্য ইমামে আহ্লে সুন্নত আলা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব (রাদীয়াল্লাহু আন্হু) ইহাদের কুফরী আকায়েদের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদের প্রতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে স্যার সৈয়দ আহমদের আকীদা **এতই জঘণ্যতম ছিল, যাহার জন্য তৎকালীন উলামায়ে দেওবন্দ, আহলে হাদীস, শীয়া ইত্যাদি প্রত্যেক মযহাব ও মিল্লাতের আলেমগণও তাঁহাকে এবং তাহার অনুগামীদিগকে কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছে।**

অতএব এতক্ষণে শাহ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ও ধূর্ত আবুল হাসানাতের অপবাদের সত্যতা প্রমাণ হইল যে—

ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে চতুর ব্রিটিশ যখন মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও ভারতের বুক হইতে ইসলাম ধর্ম মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় রত, তখন আল্লামা ফযলে হক্কের নেতৃত্বে হাক্কানী আলেমগণ ইংরেজদের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে ও অনুপ্রবেশকারী ইংরেজ সরকারকে ভারতবর্ষ হইতে উৎখাত করিতে সর্বপ্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ছয়শত আলেমের স্বাক্ষরিত আল্লামা খয়রাবাদীর ফাৎওয়াখানি প্রকাশিত হইল অর্থাৎ যাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সর্বপ্রকার সহযোগীতা হারাম এবং ঐ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চতুর ব্রিটিশ সরকার তাহাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করাইবার জন্য (ছয় শত বৎসর পূর্বের বুজুর্গ ওলী শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী) প্রচুর অর্থের বিনিময়ে যে দুই জন 'আহমদ'কে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিল, তাঁহারা হইতেছে যথাক্রমে ঃ—সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী ও স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন আলীগড়ী। সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বীকে রূহানী শেয়খ রূপে দাঁড় করাইয়া এবং ঢালাও অর্থ দিয়া 'জেহাদ' নামক ঐ অত্যাবশকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আদেশকে মনসুখ বা রহিত করায়। সৈয়দ আহমদ আলীগড়ীকে ইসলামী রিফার্মার বা মোজাদ্দেদের আখ্যা দান করিয়া মুসলমানদের ভিতরের শত্রুরূপে দাঁড় করিয়া, ঢালাও অর্থের বিনিময়ে চতুর ব্রিটিশ সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ও তৎসম্পর্কীয় ফাৎওয়া প্রচারকারী হাক্কানী আলেমগণের বিরুদ্ধে নানান প্রকার মিথ্যা অপবাদ দ্বারা মুসলিম সমাজে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত ও কলঙ্কিত করাইবার অপচেষ্টা করিতে থাকে। এক দিকে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী তাঁহার আকা ও মৌলা ব্রিটিশ সরকারের নেমক হালালী করতঃ স্বীয় শ্রেষ্ঠ মুরীদ ও অন্যতম খলীফা মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর সাহায্যে ঐ সমস্ত হাক্কানী আলেম ও বুজুর্গদের শানে বেআদবী করতঃ বেদাতী পীর-পরস্ত, কবর পূজওয়া, মুশরিক ইত্যাদি নানান প্রকার মিথ্যা অপবাদে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে থাকে এবং ব্রিটিশ সরকারের ইঙ্গিতে মুসলমানদিগকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিতে এবং পুত পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রূহানীয়াতের মহা উৎস হইতে বঞ্চিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে।

অন্যদিকে সৈয়দ আহমদ আলীগড়ীও তাহার অন্নদাতা প্রভুর ঢালাও অর্থের বিনিময়ে, মুসলমানদের মধ্যে মুজাদ্দেদ নামে অনুপ্রবেশ করিয়া, মুসলমানদের ঈমান লুণ্ঠন করতঃ মুসলিম ঐক্যে অনৈক্যের আগুন জ্বালাইয়া দিয়া, মুসলিম শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিতে

থাকে। যেমন তাহার অন্যতম শিষ্য মিষ্টার আলতাফ হুসাইন হালী স্বীয় পুস্তক **'হায়াতে জাওয়েদ'** এর মধ্যে নিজ আকীদা পেশ করিয়াছে যে—

"এজমায়ে উম্মত হুজ্জতে শরয়ী নহি, কেয়াসে আইম্মা হুজ্জতে শরয়ী নহি। অর্থাৎ আইম্মায়ে মুজ্তাহেদ্বীনগণের এজমা ও কেয়াস গ্রহণপোযোগী নহে। আইম্মাগণের তকলীদ ওয়াজিব নহে। শয়তান বা ইবলিসের সম্বন্ধে যে কুরআনে বর্ণিত আছে, উহাতে শয়তান নামক কাহাকেও উদ্দেশ্য করা হয় নাই বরং নফস্ আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তির শক্তির নাম শয়তান। নাসারা জাতির লোকেরা যে সকল পশুর গলা টিপিয়া বধ করিয়া থাকে, তাহা ভক্ষণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয। মেয়রাজে হুযূর মক্কা হইতে মসজিদ আকসা গিয়াছিলেন কিংবা মসজিদ-আকসা হইতে আসমানে গিয়াছিলেন। যাহাই হউক উহা জাগ্রতাবস্থায় নহে, উহা স্বপ্নেই হইয়াছিল। এইরূপ **শাক্কে সদর বা বক্ষ বিদরণও** স্বপ্নেই হইয়া ছিল। ফেরেশ্তাদের অস্তিত্ব বলিতে অন্য কিছুই নাই বরং এক প্রবাহমান শক্তিরই নাম ফেরেশ্তা। যেমন তড়িৎ প্রবাহ ও আকর্ষণী ক্ষমতা, পর্বতের কাঠিন্যভাব, জলের স্রোতাবেগ, প্রভৃতি শক্তির নামই ফেরেশ্তা। আদম, ফেরেশ্তা, ইবলিস ইত্যাদির গল্প যে কুরআনে বর্ণিত রহিয়াছে, এইরূপ কোন ঘটনাই ঘটে নাই বরং ইহা এক একটি উদাহরণ মাত্র। ইহার দ্বারা মানুষের ফিত্রত, জযবাত ও তাহার প্রভাবজ শক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। কুরআনের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মো'জেযার কোন আলোচনাই নাই। মৃত্যুর পর উঠা, হিসাব-কেতাব, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত, দোযখ্ ইত্যাদি এই সমূহ হইতেছে কাল্পনিক। খোদার দীদার না কিয়ামতে সম্ভবপর আর না আখেরাতে, না জ্ঞানের চক্ষুতে আর না চর্ম্ম চক্ষুতে। কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে যে, বদর ও হোয়নাইনের যুদ্ধে ফেরেশ্তাগণ সাহায্য দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে না যে ফেরেশ্তাগণ যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেননা ফেরেশ্তাদের যখন অস্তিত্ব বলিতে কিছুই নাই, তাহা হইলে এই আসা যাওয়া কিরূপ? চোরের শাস্তিতে যে চোরের হাত কাটিবার নির্দ্দেশ কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে, উহা উচিৎ হয় নাই।" (হায়াতে জাওয়েদ, পৃষ্ঠা ২৫৬-২৬৩ দ্বিতীয় খণ্ড)

এইরূপ জঘণ্যতম আকীদার উপর শুধু ইমামে আহ্লে সুন্নত মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবই নহেন, বরং দেওবন্দী আলেমরাও ইহাদের প্রতি কুফরী ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছে। যেমন মাদ্রাসা দেওবন্দের সদর মৌলবী আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী লিখিয়াছে যে—

"স্যার সৈয়দ হুয়া রাজুলুন, মুলহিদুন, জাহেলুন ওয়া দাল্লুন" অর্থাৎ স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী হইতেছে মুলহীদ, বেদ্বীন, মূর্খ ও পথভ্রষ্ট মানুষ।

ইহা তো ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ আলাগড়ীর কথা। এইবার তাঁহার শিষ্য মৌলবী শিবলী নোমানীর আকীদাটিও নিম্নে পেশ করা হইল। স্বীয় উস্তাদের স্বতন্ত্র ন্যাচারী ফির্কাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করাইবার জন্য, নেহায়েত আড়ম্বরের সহিত লখনৌয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে একটি স্বতন্ত্র ফির্‌কার প্রাদুর্ভাব ঘটাইল। উক্ত ফিরকার নামে **'নাদ্‌ওয়াতুল উলামা'** (আলেমগণের জামায়াত)। অত্র ফির্‌কার প্রতি শুধু উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নতই নহেন বরং উলামায়ে দেওবন্দরাও ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছে। যেমন ভারতীয় ওহাবী দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মত মৌলানা আশ্‌রফ আলী থানবী লিখিতেছে যে—

"আবার স্বয়ং নদওয়ার পরিণাম কি হইল? তাহা সকলেই জ্ঞাত রহিয়াছে যে, উহা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এমন একটি ব্যক্তির পর্যবেক্ষণে ছিল, যাঁহার শিরা উপশিরায় ন্যাচারীয়াতের রক্ত প্রবাহিত ছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ীর চাল-চলন তাঁহার পদে পদে প্রবিষ্ট ছিল, সেই একই আশা, একই আকাঙ্খা, কোনও পার্থক্য ছিল না।"

(আল এফাজাত ইয়োমিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১০, জের মলফুজ পষ্ঠা-১৮৮)

মিষ্টার শিবলী নো'মানীর **'নাদওয়াতুল উলামা'** নামক ফির্‌কার নিদর্শন স্বরূপ কিছু অংশ মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের জ্ঞাতব্যের জন্য নিম্নে পেশ করা হইল। যথা—

যে ব্যক্তি ইসলামী কলেমা পাঠ করিয়াছে, সে যদিও আল্লাহ্‌কে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া থাকে, কুরআনকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিতে থাকে কিংবা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস করিতে থাকে অথবা জান্নাত, দোযখ্, হিসাব, কেতাব ইত্যাদিকে মান্য কিংবা অমান্য করিতে থাকে, হুযুর আকদ্‌স সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী স্বীকার করিয়া থাকে কিংবা হুযুরের পর আরও নবী হওয়া সম্ভব জ্ঞান করিতে থাকে, **মোট কথা যেরূপ আকীদাই পোষণ করুক না কেন, তাহা হইলে সেও মুসলমান ও নদবীদের মেম্বারের মধ্যে পরিগণিত।**

মৌলবী নো'মানী তাঁহার **'অল কালাম'** নামক পুস্তকে লিখিয়াছে ঃ—

"আরাস্তুর (এ্যারিষ্টটলের) প্রকৃত আকীদা ইহাই ছিল যে, ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে চিরন্তন। আল্লাহ্ ইহার স্রষ্টা নহেন, আল্লাহ্ কেবলমাত্র ইহার নির্বাহন সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আল্লাহ্ ইহারই স্রষ্টা। আরাস্তু ইহারই উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আল্লাহ্ তা'য়ালার ওজুদ প্রমাণ করিয়াছেন। হুকামায়ে ইসলাম ইবনে রুশ্‌দ-ও ইহাই স্বীকার করিতেন। বু আলী সীনাও ব্রহ্মাণ্ডকে চিরন্তন বলিয়া জ্ঞান করিতেন।" (অল কালাম, পৃষ্ঠা-৬)

ইহারই পক্ষাবলম্বন করিয়া মৌলানা নো'মানী স্বীয় আকীদা ও এইরূপ ঘোষণা করিয়াছে। সে তাঁহার উক্ত পুস্তকের মধ্যে ইহাও লিখিয়াছে যে—

"ব্রহ্মাণ্ড যে স্বয়ং সৃষ্ট ইহাতে আমারও দ্বিমত নাই বরং আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি যে বিশ্ব হইতেছে চিরন্তন, যেমন মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ফির্‌কা 'মু'তাযিলা' এবং হুকামায়ে ইসলাম যথা ঃ ফারাবী, ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ ইত্যাদির মতামত রহিয়াছে— আমারও সিদ্ধান্ত তদ্রুপই।" (অল কালাম, পৃষ্ঠা-৫৪)

মিষ্টার শিবলী নো'মানী একদিকে এইরূপ জঘণ্য আকীদা প্রচার করিয়া মুসলিম ঐক্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছে এবং অন্য দিকে শান্তির মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া,

প্রতারণা পূর্ব্বক মুসলমানদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া লিখিয়াছে যে ঃ—

"দ্বীন ইসলামের মধ্যে যতগুলি ফির্‌কা আছে সবই দুরস্ত রহিয়াছে, নিজেদের মধ্যে পরস্পর মিলিত থাকা উচিত। কোনও ফির্‌কার লোককে কাফের মুরতাদ ইত্যাদি বলা উচিৎ নহে, ইহার দ্বারা মুসলিম ঐক্যে মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে থাকে এবং এইরূপ ভাবেই নিজেদের মযহাবী দ্বন্দে মুসলিম শক্তি হ্রাস হইতে থাকে।"

অদ্ভুত বাকচাতুর্য্য ! একদিকে সে ন্যাচারীয়াত ও নাদওয়াতুল উলামা স্থাপন করিয়া অন্নদাতা প্রভু ব্রিটিশ সরকারের ফরমাবরদারী করতঃ মুসলিম ঐক্য খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এবং অন্যদিকে শান্তির ভান দেখাইয়া মুসলিম জনগণের মন জয় করতঃ ন্যাচারীয়াতের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইবার অপচেষ্টা করিয়াছে। অদ্ভুত চিন্তাধারা!

অজ্ঞাত পরিচয় সংকলক আবুল হাসানাতের উল্লিখিত এবারতের উপর আশা করি আর বিশেষ কোন সমালোচনার প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে, আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব অবশ্যই ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা (ফাৎওয়া) জেহাদ বিরোধীদের প্রতি নহে বরং তাহা ছিল ওহাবীয়াত, দেওবন্দীয়াত, ন্যাচারীয়াত, নদবীয়াত ইত্যাদি ঈমান বিধ্বংসী এবং কতিপয় ইংরেজ হিতৈষী দালাল ও মৌলবী নামধারী ওহাবী নেতাদের ইসলামী আকীদা বিরোধীদের প্রতি। উক্ত মৌলবীদের মধ্যে নিম্নের কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা—রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, আশরফ আলী থানবী, কাসিম নানুতবী, খলীল আহমদ আম্বেঠবী ও গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

ধৃষ্ট আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত পুস্তিকায় আরও লিখিয়াছে যে ঃ "বন্ধুগণ! মনগড়া রেযাখানী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণ, পার্থিব স্বার্থের জন্য আদা লবণ খাইয়া জগতের সমস্ত মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করতঃ আসল ইসলামকে জগতের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া তদস্থলে নিজেদের মনগড়া রেযাখানী ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করিবার জন্য দীর্ঘদিন হইতে প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে।

কিন্তু মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের মূলকেন্দ্র, সেখানে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম কনফারেন্স ও হজ্জ অনুষ্ঠান দ্বারা খাঁটী ইসলাম ধর্ম্মের আলো পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে। সুতরাং ঐ মজবুত খাঁটী ও মূলকেন্দ্রটিকে ধ্বংস ও তছনছ করিতে না পারিলে, উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাই ক্বা'বা শরীফ নিবাসী সমস্ত মুসলমানগণকে ওহাবী কাফের বলিয়া মুসলমানদের অন্তর হইতে তাহাদের সম্মান, মর্য্যাদা ও গুরুত্ব মুছিয়া ফেলার অপচেষ্টা করিয়া আসিতেছে বহুদিন হইতে। ঐ ধর্মের বিখ্যাত প্রচারক মহসীন সাহেবের ওস্তাদ মৌলবী হাবিবুর রহমন সাহেব (উড়িষ্যা) বাহারগ্রাম জলসায় সদর্পে বলেন যে, "ক্বাবা শরীফ ও মদীনা শরীফের ঈমামগণ ওহাবী বলিয়া আমি তাহাদের পিছনে নামাজ পড়ি নাই। কিন্তু ইসলামের মূল ঘরই যদি কুফরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভরা হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্বিবলা কি ভাবে করা যাইবে? তাহা হইলে তো অন্য ক্বিবলা অনুসন্ধান করিতে হইবে। অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-'**ওয়াততীনে ওয়াযযাইতুনে ওয়াতুরে সীনীনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমীন।**' অর্থাৎ এই সংরক্ষিত শহরের কসম। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা মতে উহা সংরক্ষিত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন এই শহরে কোন দিন শয়তান অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভিত্তিহীন ঐ রেযাখানী ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উম্মতগণ ইসলামের রক্ষা কবচ কুরআন হাদীসকেও অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা চরম ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে?"

(বিশ্বের মুসলমান কি সব ওহাবী কাফের, পৃষ্ঠা ৬-৭)

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আশা করি উল্লিখিত এবারতের উপর আর বিস্তারিত কোন আলোচনা ও জওয়াবের প্রয়োজন নাই, কেননা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আরব দেশ নজ্‌দী শাসনাধীন রহিয়াছে এবং তথাকার আইন-আদালত, কোর্টকাছারী ইত্যাদিতে নজ্‌দী অফিসার ও সমূহ মসজিদে নজ্‌দী ইমাম রহিয়াছে। তাঁহারা যে স্বতন্ত্র মুহম্মদী ওহাবী ধর্মাবলম্বী এবং প্রকৃত দ্বীন ইসলামের চরম শত্রু— তাহা বলাই বাহুল্য।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইসলামী বাদশাহ শরীফ হুসাইনকে পরাজিত করিয়া ইবনে সউদ মক্কা মুকর্‌রমার বাদশাহ হইল এবং ১৯২৫ খৃটোব্দের মধ্যে মদীনা মুনাউওয়ারা জয় করিয়া তায়েফ, হেজায, জিদ্দাহ, কারবালা ইত্যাদি দখল করিয়া স্বতন্ত্র নজ্‌দী কলেমা ঘোষণা করতঃ প্রকৃত দ্বীন ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে হত্যা করিয়াছিল এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সেই ধর্ম্মের ভাবধারাকে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক ভাবে প্রচার করাইবার জন্য **তবলীগী জামায়াতের** জন্ম দিয়াছিল, যাহার সাক্ষ্য দানে ইতিহাস আজও প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা পুনরায় নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্পুর্ণ নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিতেছি।

ধূর্ত আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত এবারতের মধ্যে লিখিয়াছে যে ঃ—

"ঐ ধর্ম্মের বিখ্যাত প্রচারক মহসীন সাহেবের উস্তাদ মৌলানা হাবীবুর রহমান সাহেব বাহারগ্রাম জলসায় সদর্পে বলেন যে, ক্বা'বা শরীফ ও মদীনা শরীফের ইমামগণ ওহাবী বলিয়া আমি তাহাদের পিছনে নামাজ পড়ি নাই।"

হুযুর মোজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান সাহেব যে, এ ওহাবী ইমামদের পিছনে জামায়াতে নামায পড়েন নাই, ইহা অবশ্য অবশ্যই সত্য। কিন্তু ইহা তো মুসলিম জনগণের আদৌ অনুতাপের বিষয় নহে বরং ইহাতো মহাগৌরবের বিষয় যে, নজ্‌দী সুলতান ও তাহার লক্ষ লক্ষ জংলী ফৌজকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া এক সাচ্চা নির্ভীক মরদে মোজাহেদ রিক্ত হস্তে ইসলামী পতাকা উড্‌ডীন পূর্বক লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত জংগী অস্ত্রের সম্মুখে পৃথক জামায়াতে নামায কায়েম করতঃ নজ্‌দী সুলতান ও বিশ্বের সমূহ বাতিল ফির্‌কাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। '**ইসলাম আভী জিন্দা হ্যায়—কুরআন আভী বাকী হ্যায়।**'

বিশেষ জ্ঞাতব্যের বিষয় যে, কারবালায় মহা সঙ্কটকালে হযরত ইমাম হুসাইন রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু ৬০ সহস্র এজীদী লস্করের উন্মুক্ত তরবারীকে উপেক্ষা করিয়া পুত পবিত্র দ্বীন ইসলামের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্ত জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত পরম সবর, অচল, অটল ও অবিহ্বলচিত্তে যখন এজীদকে অগ্রাহ্য করিয়া পুত্র পরিজনসহ শাহাদতের জাম পান করিয়াছিলেন, তখন যাহারা তাঁহার সাচ্চা গোলাম ও অনুগামী, তাহারাই বা কেন কোন ওহাবী নজ্‌দীকে নিজের ইমাম স্বীকার করিবেন??

অতএব হুযুর মোজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান সাহেব রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু সরজমীনে ক্বা'বায় ইসলামী পতাকা উড্‌ডীন করিয়া ন্যায় করিয়াছেন কি অন্যায়, তাহা মুসলিম জনগণেরই বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

পরম মুর্খ আবুল হাসানাত তাঁহার এবারতে লিখিয়াছে যে— "ক্বা'বা ঘরই যদি কুফ্‌রে ভরা হয় তবে তাহাকে ক্বিবলা কিভাবে করা যাইবে? তাহা হইলে তো অন্য ক্বিবলা অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

আফসোস! মুর্খ আবুল হাসানাতের জানা উচিৎ ছিল যে **মুসলিম জাঁহান কখনও ক্বা'বা গৃহকে কিংবা ক্বা'বা গৃহের ইমাম সাহেবকে সাজদাহ করেন না, বরং ক্বা'বাকে বায়তুল্লাহ স্বীকার করিয়া ক্বিবলা জ্ঞান করতঃ মুসলিমগন তাহার দিকে শুধুমাত্র মুখ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই সাজদাহ করিয়া থাকেন।** সুতরাং উহা নজ্‌দীদের কব্জায় থাকুক কিংবা দেওবন্দীদের, তাহাতে অন্য ক্বিবলা অন্বেষণের কোন প্রশ্নই জন্মাইতে পারে না। এক কালে উহার মধ্যে তিন শত ষাট (৩৬০) খানি মূর্ত্তি ছিল, বর্তমানে উহাতে নজ্‌দী ইমাম রহিয়াছে, পুনরায় আল্লাহ্ চাহেন তো তাঁহার অনুগ্রহে মুসলমানদের ক্বিবলা মুসলমানদের হাতেই আসিবে।

কপট আবুল হাসানাত মুসলিম জনগণকে উত্তেজিত করাইবার জন্য কুরআনের আয়েত পেশ করিয়াছে অর্থাৎ "**ওয়াত্‌তীনি ওয়াযযাইতুনি ওয়াতূরি সীনীনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমীন।** অর্থঃ—এই সংরক্ষিত শহরের কসম। আল্লাহ্ তা'য়ালার ঘোষণা মতে উহা সংরক্ষিত কিন্তু ভিত্তিহীন ঐ রেযাখানী ধর্মকে রক্ষা করার জন্য তাহার উম্মতগণ ইসলামের রক্ষা কবচ কুরআন-হাদীসকেও অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা চরম ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে।"

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পরওয়ার দেগারে আলম উক্ত আয়েতে করীমার দ্বারা যে কসম ফরমাইয়াছেন, তাহা অবশ্য অবশ্যই সত্য। অর্থাৎ ঃ—মুসলিম জাঁহানের ক্বিবলা ক্বা'বা বায়তুল্লাহ সত্য সত্যই সংরক্ষিত, সুসজ্জিত, শোভিত ও গৌরবান্বিত রহিয়াছে, তবে আয়েতে করীমার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য উহা বেদ্বীন নজ্‌দীদের আয়ত্ত্বাধীনে থাকিয়াও জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ঘোষণা করিতেছে যে— রে মূর্খ আবুল হাসানাত! মুসলমানদের আল্লাহ্ সত্য, তাঁহার বাণী সত্য, তাঁহার প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম সত্য,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁহার নবী ও রসূল সত্য, তাঁহার নবী ও রসূলের বাণী সত্য এবং ঈমানদার মুসলমানগণ সত্য। অতএব ইহাতে স্বীকার অস্বীকারের কোন প্রশ্নই নাই, ইহাতো শুধু আবুল হাসানাতের চালাকী মাত্র।

নজ্‌দী দালাল এই আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত এবারতের মধ্যে আরও লিখিয়াছেযে—

"রসূলুল্লাহ বলেন এই শহরে কোনদিন শয়তান অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে না।"

উক্ত কওল যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই মুখ নিসৃত হয় তাহা হইলে ইহা কোন গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে, এই স্থানে তাহা উল্লেখ করিতে এমন কি ব্যাধি আবুল হাসানাতকে কষ্ট দিতেছিল যে, এই স্থানে সে ঐ গ্রন্থের নামখানি গোপন করিয়া বসিল? কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ও বহু মানবরূপী শয়তান ছিল, তাহারা বাহ্যিক ভাবে হুযূরের বিঘোষিত কলেমাও পাঠ করিত, এমন কি হুযূরের পশ্চাতে জামায়াতে নামাযও পড়িত, বাহ্যিক ভাবে হুযূরকে মান্যও করিত, কিন্তু বাস্তবে তাহাদের অন্তঃকরণ যে রসূল দুশ্‌মনীতে পরিপূর্ণ ছিল—তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং হুযূরের প্রতি ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা আরোপ করিয়া আবুল হাসানাত যে নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানাইয়া লইয়াছে, হাদীস শরীফই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। যেমন **"তবলীগী জামায়াত ক্যা হ্যায়"** নামক পুস্তকের মধ্যে পীরজাদা মযহারে রব্বাণী সাহেব হাদীস নকল করিয়াছেন যে ঃ—

"হযরত ইবনে উমর রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা আরোপ করিবে, বানাইয়া লইবে সে তাহার ঠিকানা জাহান্নামে"।

অজ্ঞাত পরিচয় সংকলক আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত পুস্তিকায় আবার লিখিয়াছে যে ঃ—

"পাঠক বন্ধু! আপনার বিবেচনার উপর ন্যস্ত করিলাম আপনার ভবিষ্যৎ। আপনি রেযাখানী ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ মহসিন সাহেবের দলভুক্ত হইয়া বিশ্বের সমূহ মুসলমানকে ওহাবী কাফের সাব্যস্ত করিয়া এবং নিজেও কুফ্‌রী ফাৎওয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত হারাম সম্পর্ককারী ও হারামী সন্তানের পিতা হওয়া পছন্দ করিতে পারেন এবং তাহাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আহমদ রেযা খান সাহেবকে খোদা ও নিজেকে হুযূর (সাঃ)-এর বান্দা ও নিজে পীর পূজক (যথাক্রমে নাগামাতুর্ রূহ, বাহারে শরীয়ত ও আল কাওকাব দ্রষ্টব্য) স্বীকার করিয়া জাহান্নামের পথ বাছিয়া লইতে পারেন অথবা সারা ভারত বরং মক্কা ও মদীনা তথা সমগ্র বিশ্বের আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের হাক্কানী আলেমগণের একমাত্র সহায় কুরআন হাদীসের পথ অবলম্বন করতঃ বেরেল্ভীগের এই ইসলাম বিরোধী ফাৎওয়া 'আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই সাহায্যকারী জ্ঞান করিয়া মাজারে ভিক্ষা চাওয়া, অস্বীকারকারীগণ নাস্তিক ও বিধর্মী (শরহে ইস্তেমদাদ) অনুযায়ী তাহাদের মিথ্যা কুফ্‌রী অপবাদকে সহ্য করিয়া পরকালের পথ তথা বেহেশ্‌তের পথ সুগম করিতে পারেন।" (বিশ্বের মুসলমান কি সব ওহাবী কাফের, পৃষ্ঠা-৭)

মিথ্যাবাদী আবুল হাসানত তাঁহার উক্ত এবারতের দ্বারা সত্য সত্যই মুসলিম জনগণকে নেহায়েতই সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে যে, পরকাল তথা বেহেশ্‌তের পথ সুগম করিবার জন্য মুসলিম জনগণ কাহাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন। যাহা তাহাদের পছন্দ হইবে, সেই পথ অবশ্যই তাঁহারা অবলম্বন করিবেন। একদিকে আছে পার্থিব স্বার্থ, দুনিয়াবী নাম ও যশ (অর্থাৎ, এই পথে আছেন আবুল হাসানাত, ওহাবী, নজ্‌দী মুহম্মদী, তবলীগী, সউদী হুকুমত ইত্যাদি) এবং অন্যদিকে রহিয়াছে আলোকোজ্জ্বল সেরাতে মুস্তাকীম, পুত-পবিত্র দ্বীন ইসলাম ও পরকালের অমূল্য সম্পদ (অর্থাৎ এই পথে রহিয়াছেন সৈয়দ মহসীন সাহেব, মৌলানা হাবীবুর রহমান সাহেব, আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব, আউলিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে এজাম ও নবী আখেরুজ্জমাঁ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্যাদি। সুতরাং নিজ নিজ পরকালের পথ সুগম করিবার জন্য মুসলিম জনগণ কোন পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা স্বয়ং মুসলিম জনগণের বিবেচ্য।

ধৃষ্ট আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত এবারৎ দ্বারা ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আহমদ রেযা খান সাহেব এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর যে সকল অপবাদ আরোপ করিয়াছে তাহা মোটামুটি চারিটি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা ঃ—

(১) তাঁহাদের স্বীকারুক্তি অনুযায়ী আহমদ রেযা সাহেব খোদা (নাগমাতুররূহ)

(২) নিজেকে হুযুর আকরম (সাঃ)-এর বান্দা করা (বাহারে শরীয়ত)।

(৩) নিজেকে পীর পূজক স্বীকার করিয়া জাহান্নামের পথ বাছিয়া লওয়া (আল কাওকাব)

(৪) আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই সাহায্যকারী মনে করিয়া মাজারে ভিক্ষা চাওয়া, অস্বীকারকারীগণ নাস্তিক ও বিধর্মী (শরহে ইস্তেমদাদ) অনুযায়ী তাহাদের মিথ্যা কুফ্‌রী অপবাদকে সহ্য করিয়া পরকালের তথা বেহেশ্‌তের পথ সুগম করিতে পারেন।

প্রথম অপবাদের জওয়াবে আপাততঃ ইহা অবশ্যই বলিব যে, ধৃষ্ট আবুল হাসানাত উক্ত **'নাগামাতুররূহ'** নামক পুস্তকখনি দেখিবারও সৌভাগ্য পান নাই। কেননা তিনি তাহার **'রেযাখানী ধর্মের গুপ্ত রহস্য'** নামক পুস্তিকার মধ্যে ১২ নং অপবাদে পরিস্কার ভাবে লিখিয়াছেন যে, "হাশমত আলী সাহেব তাঁহার পুস্তক নাগামাতুররূহের মধ্যে আহমদ রেযা খাঁন সাহেবকে খোদা স্বীকার করতঃ লিখিয়াছেন যে—

এহ দোওয়া হ্যায়, এহ দোওয়া হ্যায়, এহ দোওয়া মেরা আউর সবকা খোদা আহমদ রেযা।"

মিথ্যুক আবুল হাসানাতের বিশেষ ভাবে জানা উচিৎ ছিল যে উক্ত **'নাগামাতুর্‌রূহ'** নামক পুস্তকের প্রকৃত এবারৎ খানি হইতেছে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, অধিকন্তু উক্ত পুস্তকের

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখক হাশমত আলী সাহেবও নহেন বরং উক্ত পুস্তক প্রনয়নকারীর নাম হাজী আব্দুস সাত্তার সাহেব গোন্টবী।

সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত যে ইমামে আহ্‌লে সুন্নত আহমদ রেযা খান সাহেব বেরেথী, শেরে বেশায়ে আহ্‌লে সুন্নাত আল্লামা হাশমত আলী সাহেব ও আহ্‌লে সুন্নাত আল জামায়াতের প্রতি ধৃষ্ট আবুল হাসানাতের এই অভিযোগ হইল—সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও নিছক-দুরভিসন্ধিমূলক অপবাদ মাত্র।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মুখে এইবার আসল এবারৎটি পেশ করা হইল যাহাকে কাট ছাট করিয়া স্বীয় পুস্তিকার মধ্যে আবুল হাসানাত লিখিয়াছে। যথা ঃ—

"এহ দোওয়া হ্যায়, এহ দোওয়া হ্যায় এহ দোওয়া
তেরা আউর সবকা খোদা, (এয়) আহমদ রেযা
তেরী নসলে পাক সে পয়দা ক্যারে
কোঈ তুঝসা দুসরা আহমদ রেযা।"

অর্থাৎ ঃ হে আহমদ রেযা! আমি তাঁহারই দরবারে প্রার্থনা জানাইতেছি যিনি আপনার এবং সমগ্র বিশ্বের খোদা। তিনি যেন আপনার ঔরস পাক হইতে আপনার সমতুল্য দ্বিতীয় আহমদ রেযা পয়দা করেন। ইহাই হইতেছে প্রকৃত এবারৎ কিন্তু মিথ্যুক আবুল হাসানাত ধৃষ্টতা পূর্ব্বক তাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে লিখিয়া মুসলিম সমাজে আল্লামা হাশমত আলী সাহেবকে অভিযুক্ত করিবার দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে তাঁহার মস্তকে ইহা আরোপ করিয়াছে।

নাগামাতুর্‌রূহ' নামক পুস্তকখানি গোন্টল শহর নিবাসী আব্দুস সাত্তার নামক জনৈক হাজী সাহেবের লেখা এবং তিনি না তো কোন মুফ্‌তী, না কোন আলেম আর না সুন্নীয়াতের কোন স্তম্ভ ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের এক সাধারণ মুরীদ ছিলেন এবং তিনি ইমামে আহ্‌লে সুন্নতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বারগাহে ইলাহীতে দ্বীন ইসলামের সুদূর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া স্বকাতরে উক্ত কবিতাখানি লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে যদি ভুল বশতঃ তিনি কোনরূপ অন্যায়ও লিখিয়া দিতেন, তাহা হইলেও ইহার জন্য সম্পূর্ণ মযহাব ও মিল্লাত দায়ী হইত না বরং শুধু তিনিই দায়ী হইতেন। অতএব ইহা সম্পূর্ণভাবে আবুল হাসানাতের ধৃষ্টতা কিনা তাহা মুসলিম জনগণের বিবেচ্য।

দ্বিতীয় অপবাদের জওয়াবে আপাততঃ ইহা নিশ্চয়ই বলিব যে, অপবাদ আরোপও অভিযোগ উত্থাপনের পূর্ব্বে পামর আবুল হাসানাতের এতখানি জ্ঞানার্জ্জন করা অবশ্যই উচিৎ ছিল যে, 'বান্দা' কাহাকে বলা হইয়া থাকে বা 'বান্দা' শব্দটির অর্থ কি এবং উহা কোন ভাষার অন্তর্গত?

'বান্দা' শব্দটির অর্থ হইতেছে যথাক্রমে ঃ গোলাম, দাস, তাবেদার, অনুগত ইত্যাদি। সুতরাং কে এমন হতভাগ্য মুসলমান আছে যে, সে হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু

তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামী, দাসত্ব, তাবেদারী, আনুগত্য ইত্যাদিকে অস্বীকার করিয়া থাকে? মনে হয় হতভাগ্য আবুল হাসানাত ও তাহার সম আকীদা পোষণকারী ব্যক্তিরাই অস্বীকার করিয়া থাকে। কেননা কোনও মুমেন ব্যক্তি ইহা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবে না যে তিনি হুযুরের বান্দা নহেন। কারণ স্বয়ং রব তা'য়ালা ফরমাইতেছেন ঃ—

"ওয়া মাঁইয়ুতি ইর্‌রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ" (কুরআন)

অর্থ ঃ— যে কেহ রসূলের আনুগত্য স্বীকার করিল, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা'য়ালারই আনুগত্য স্বীকার করিল। সুতরাং রসূলের আনুগত্য ও তাঁহার আদেশ, নির্দেশ, তরীকা, ফয়সলা মতামত ইত্যাদিকে ভক্তিসহকারে মান্য করা ও পালন করাই হইতেছে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার প্রকৃত এবাদৎ।

রব্বে করীম আবার ফরমাইতেছেন ঃ—

"কুল ইন্‌কুন্‌তুম্‌ তুহীব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী য়ুহবিব কুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর্‌ রাহীম" (কুরআন)

অর্থ ঃ —হে মহবুব! আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভাল বাসিতে চাও তাহা হইলে তোমরা আমার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লও। আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ভাল বাসিবেন এবং তোমাদের গোনাহ মার্জনা করিয়া দিবেন, অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মার্জ্জনাকারী ও দয়ালু।

আয়েতে করীমা জ্বলন্তরূপে ঘোষণা করিতেছে যে, যদি কেহ আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে চাহে, তাহা হইলে হুযূরের দাসত্ব, তাবেদারী, গোলামী, আনুগত্য ও ফরমাবরদ্‌ারী তাহাকে অবশ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং হুযূরের আদেশ নির্দেশ পালন করিতে হইবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালার ফরমান অনুযায়ী যাহারা হুযূরের আদেশ ও নির্দেশগুলিকে মনেপ্রাণে স্বীকার করতঃ পালন করিবেন, সরল বাংলা ভাষায় তাহাদিগকে হুযূরের অনুগত বলা হইবে এবং এইরূপ ভাবে যাহারা হুযূরের দাসত্ব, আনুগত্য, গোলামী, তাবেদারী, ফরমাবর্‌দারী ইত্যাদিকে মনে প্রাণে মান্য করতঃ স্বীকার করিবেন, বাংলা ভাষায় তাহাদিগকে যথাক্রমে বলা হইবে দাস, অনুগত, গোলাম, তাবেদার, ফরমাবর্‌দার ইত্যাদি এবং উক্ত দাস, অনুগত, গোলাম, তাবেদার, ফরমাবর্‌দার ইত্যাদিকে ফরাসী ভাষায় বলা হইয়া থাকে "বান্দা"। **অতএব খালিক্বে কায়েনাত, পরওয়ার দিগারে আলমের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হুযূর সরওয়ারে কায়েনাত রহ্‌মতে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বাহারে শরীয়তের লেখক নিজেকে হুযূরের বান্দা লিখিয়াছেন, ইহাতে অপরাধ কোথায়—তাহা মুসলিম জনগণের বিবেচনার উপর ন্যস্ত।**

এতদ্‌ প্রসঙ্গে শেফা শরীফের একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হইল, যথাঃ—

"জায়াল্‌তুকা যিক্‌রাম মিন যিক্‌রী ফামান যাকারাকা যাকারাণী" (হাদীসে কুদসী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ, হে মহবুব! আমি স্বীয় যেকের হইতে আপনাকে এক যেকের করিয়াছি, যে আপনাকে স্মরণ করিল, সে আমাকেই স্মরণ করিল। সুতরাং হাদীসে কুদসী দ্বারাও পরিস্কার ভাবে জানিতে পারা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করিলে প্রকৃত আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই স্মরণ করা হইয়া থাকে এবং হুযূরের বন্দেগী হইতেছে আইনে আল্লাহ্ তা'য়ালারই বন্দেগী। **অধিকন্তু ঈমানের বুনীয়াদ—হুযূরের আনুগত্য, দাসত্ব, তাবেদারী ফরমাবরদারী, ভক্তি, শ্রদ্ধা, তাজীম ও মহব্বতেরই উপর প্রতিষ্ঠিত।**

তৃতীয় অপবাদের জওয়াবেও ইহা অবশ্যই বলিব যে, উহাও অতিশয় হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও নিছক মিথ্যা জঘণ্যতম অপপ্রচার মাত্র। কেননা **'আল কাওকাব'** এর মধ্যে এইরূপ কোনও এবারৎ নাই। শুধু আবুল হাসানাতই নহে, বরং যদি স্বয়ং ইবলীসও উহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উভয় গুরুশিষ্য সম্মিলিতভাবে যদি কিয়ামত পর্যন্তও অন্বেষণ করিতে থাকে, তথাপি শুধু **'আল কাওকাব'** কেন, বরং উলামায়ে আহ্লে সুন্নাতের কোনও পুস্তক হইতে এইরূপ ঈমান বিধ্বংসী এবারৎ প্রমাণ করাইতে অকৃতকার্য্য থাকিবেন। অত্যাচারী ইবনে সউদ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মদীনা মুনাউ্ওয়ারা দখল করিবার পর হেজাযবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। যেমন খেলাফৎ কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত আছে—

"ইয়া আহ্লে হিজায আন্তুম আশাদ্দু কুফ্রাম্ মিন হামানা ওয়া ফেরাউনা নাহনো কাতাল্নাকুম মা কাতালাল মুস্লেমিন মায়া কুফ্ফার আন্তুম এবাদু হামজা ওয়া আব্দুল ক্বাদির (জ্বিলানী)। (রিপোর্ট খেলাফৎ কমিটি, পৃষ্ঠা-৮৫)

অর্থ ঃ ওহে হেজাযবাসীগণ, তোমরা হইতেছ হামান ও ফেরাউন অপেক্ষাও বড় কাফের। আমি তোমাদের সহিত সেইরূপ ভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ কুফ্ফারদের সহিত করা হইয়া থাকে। কেননা তোমরা হইতেছ হামজা ও আব্দুল ক্বাদিরের পূজারী।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মদীনা তৈয়বার একটি **এজ্তেমায় (অর্থাৎ ঃ সম্মেলনে)** নিপীড়িত উলামায়ে মক্কী ও মদনীদিগকে (প্রত্যক্ষদর্শী খেলাফৎ কমিটির সম্মুখে) এইরূপ ভাবে সম্বোধন করিয়া অত্যাচারী বাদশাহ আব্দুল আজীজ ইবনে সউদ এই ঘোষণা করিয়াছিল। **সুতরাং ইহা উলামায়ে আহ্লে সুন্নতের লিখিত এবারৎ নহে বরং ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ মাত্র।**

চতুর্থ অপবাদ সম্পর্কে কোনও রূপ সমালোচনা না করিয়া সর্ব প্রথমে মুসলিম জনগণের খিদমতে সবিনয় গুযারিশ জানাইতেছি যে, অত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ আকায়েদ-ওহাবীয়াগুলি আরও একবার মনেযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং ঈমানদারীর সহিত ইনসাফ করুন যে, উল্লিখিত আকায়েদের পরিপ্রেক্ষিতে উলামায়ে ইস্লাম প্রদত্ত ফাৎওয়া কি সত্য সত্যই ইসলাম বিরোধী? কেননা এমন কে বেঈমান আছে যে, যে নিজেকে মুসলমান পরিচয় দেওয়া সত্বেও আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সাহায্যকারী স্বীকার করে নাই। ইহা

অবশ্যই সত্য যে, **বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমান আল্লাহ্ তা'লায়াকেই অবশ্য সাহায্যকারী স্বীকার করিয়া থাকে এবং তিনিই যে—** সৃজন কর্ত্তা, ধ্বংস কর্তা, প্রেমময়, পরমদাতা, পরম করুণাময়, মহাপ্রভু, স্রষ্টা, এক সত্যময় পবিত্র অনাদি-অনন্ত-চিরস্থায়ী-নিরপেক্ষ-স্বয়ং সম্পূর্ণ-সকলের নির্ভরস্থল-আত্মার স্রষ্টা-আকার দাতা, আবিষ্কারক-অদ্বিতীয়-ক্ষমাকারী, স্নেহময়, অনুগ্রহশীল, পুনঃ পুনঃ দয়ার প্রত্যাবর্তনকারী ও ধৈর্য্যশীল, ক্ষমাশীল, পুরস্কার দাতা, শান্তিদাতা, অভয়দাতা, সদাশয়, সম্মান দাতা, জীবিকাদাতা, চরমদাতা, প্রচুর দাতা মহান সর্বশক্তিমান, সুউন্নত, সরল, শাস্তিদাতা, ক্ষতি পূরণকারী, মহত্বের অধিকারী, মহৎ, সম্মানাস্পদ, প্রশংসায় গৌরবান্বিত, সক্ষম, সর্ব অতিক্রমকারী, গৌরব ও সম্মানের প্রভু, জ্ঞাতা, জ্ঞানী, শ্রোতা, সজাগ, দ্রষ্টা, সাক্ষী, পাহারাদাতা, গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা, সকলের অভিভাবক, শক্তিময়, সর্ব্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, সর্ব বিষয়ের অভিভাবক, রক্ষক, সম্রাট, প্রভু, বিচারক, হিসাব নিকাশ গ্রহণকারী, প্রতি কার্য্যের পুরস্কার ও শাস্তিদাতা, সর্ব বিষয়ের নিয়ন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি স্বীকার করিয়া থাকে।

সুতরাং যাহারা আল্লাহ্ তা'য়ালার আপাততঃ উল্লিখিত সিফাতগুলি বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহারাই বা কেন ইহা স্বীকার করিবে যে, আউ্লিয়াল্লাহ্গণের মাযারে ভিক্ষা চাওয়া অনুচিত ও ইসলাম বিরোধী, কেননা আল্লাহ্ গফুরুর্ রাহীম যদি স্বীয় ফযল ও অনুগ্রহে তাঁহার কোন মহবুব বান্দাকে কোনও পাক সিফত প্রদান করিয়া থাকেন, যাহার প্রমাণ কুরআন মজীদেও বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা অস্বীকারকারীরা কি কখনও আস্তিক হইতে পারে? কখনও নহে, বরং এইরূপ আকীদা পোষণকারীরাই হইতেছে প্রকৃত নাস্তিক এবং এই শ্রেণীর লোকেরা তৌহিদ পরস্তির মিথ্যা অজুহাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কামেলীনগণের খোদা প্রদত্ত সাহায্যকারী ক্ষমতার অস্বীকার করতঃ বাস্তবে আল্লাহ্ তা'য়ালার পাক সিফাতগুলির প্রতি অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং নাস্তিক, মুলহীদ ও শয়তানের দলভুক্ত হইয়াছে। অতএব ধৃষ্ট আবুল হাসানাত কর্তৃক আরোপীত বিভ্রান্তি মূলক অপবাদ যে কতখানি সত্য, তাহা মুসলিম জনগণের বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

কপট আবুল হাসানাত তাহার উক্ত পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠায়, শেরে বাংলা মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন আলী আল হুসাইনী সাহেবকে লোক সমাজে অভিযুক্ত করিয়া মুসলিম জনগণকে স্বদল ভুক্ত করিবার দূরভিসন্ধিমূলক হীন উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা জঘন্যতম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছ, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তদুপরি কিঞ্চিৎ সমালোচনা করতঃ মুসলিমগণের আদালতে এই বিচার প্রার্থনা করা হইল যে, দ্বীন ইসলামের প্রকৃত হিতৈষী কে? মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন সাহেব, না ধৃষ্ট আবুল হাসানাত। আবুল হাসানাত তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছে ঃ—

"কলিকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব প্রতি বৎসর রমজান, ঈদ ও বক্রাঈদের চাঁদের ঘোষণা করিয়া থাকেন এবং সারা বাংলার মুসলমান বিনা দ্বিধায় তাঁহার কথা স্বীকার করতঃ সেই অনুযায়ী রোজা রাখিয়া থাকেন ও ঈদ, বক্রাঈদের নামায পড়িয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকেন। সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঈদ, বক্‌রাঈদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় মনুমেন্টের ময়দানে। যেখানে কয়েক লক্ষ লোকের জনসমুদ্র একত্রে নামায পড়িয়া থাকেন। গ্রাম বাংলার হাজার হাজার আগ্রহী মুসলমান বহু টাকা খরচ করিয়া ছুটিয়া যান, ঈদের ঐ অতুলনীয় মহান জামায়াতে নামায পড়িবার জন্য। কলিকাতায় কর্মরত পার্শ্ববর্তী বিশেষতঃ পাঁশকুড়া অঞ্চলের বহু মুসলমান ঐ সুমহান জামায়াতের ফজীলত ও সৌভাগ্য অর্জন করিবার জন্য আত্মীয় স্বজন ও সন্তানাদি হইতে দূরে থাকিয়া ঐ জামায়াতে নামায পড়িয়া তবে প্রত্যাবর্তন করেন বাড়ীতে।

সুতরাং নাখোদা মসজিদের ঐ ইমাম সাহেব ও ধর্মতলা ময়দানের লক্ষ লক্ষ লোকের ঈদের জামায়াতের ইমাম সাহেব যদি বেঈমান, কাফের ও ওহাবী হন, তবে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সারা বাংলার মুসলমান নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেবের কথা মানিয়া এবং লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার পিছনে নামায পড়িয়া ও ধর্মতলা ময়দানের ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়িয়া বেঈমান, কাফের ও ওহাবী হইয়া গিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মের ঠিকাদার পাঁশকুড়া নিবাসী মৌলবী মহসীন সাহেব ও তাহার শিষ্য শাগরেদগণ ফাৎওয়া দিয়াছেন (যাহা বেরেল্বী রেযাঁখানী ধর্মের সমর্থকগন স্বীকার ও সমর্থন করেন) যে, নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব, ধর্মতলা ময়দানের ঈদের ইমাম সাহেব ও টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেব বদ আকীদাওহাবী। এমন কি দিল্লী জামে মসজিদের যে শাহী ইমাম সাহেবের কথায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া সারা ভারতের মুসলমানগণ জনতা পার্টিকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিল সেই শাহী ইমাম সাহেবও ঐ রেযাখানী ধর্ম্মের প্রচারকদের কথামত বেদ্বীন, ওহাবী, কাফের।"

(বিশ্বের মুসলমান কি সব ওহাবী কাফের? পৃষ্ঠা ১-২)

বহুরূপী আবুল হাসানাতের উক্ত এবারতের উপর কোনও সমালোচনা না করিয়া মুসলিম জনগণের সম্মুখে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চাঁদ, রোযা, ঈদ ও বক্‌রা ঈদ সম্পর্কীয় অতি প্রয়োজনীয় একটি নির্দেশ নিম্নে পেশ করা হইতেছে। যথা—

"শাবান মাস হইতে জিলহজ্জ মাস পর্যন্ত এই পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা হইতেছে ওয়াজিবে কেফায়ার অন্তর্গত। ২৯ শে শাবান চাঁদ দেখিতে চেষ্টা কর, যদি চাঁদ দেখিতে পাও— তাহা হইলে রোযা পালন কর, তাহা না হইলে শাবান মাসকে তিরিশে পূরণ করিয়া রমযানের রোযা আরম্ভ কর। অনুরূপভাবে ২৯শে রমযানেও চাঁদ দেখিবার চেষ্টা কর, যদি দেখিতে না পাওয়া যায়—তাহা হইলে রমযান মাসকেও তিরিশে পূরণ করিয়া ঈদ পালন কর। যদি আকাশ পরিস্কার না থাকে, তাহা হইলে যিনি চাঁদ দেখিবেন তাহার উপর সাক্ষ্যদান অবশ্য কর্তব্য হইয়া যায় (যে আমি এই মাসের চাঁদ দেখিয়াছি)। যে স্থানে লোকে চাঁদ পরিদৃষ্ট করিতে অক্ষম, সেই স্থানে যদি কাহারও দায়িত্বে **"আদায়ে শাহাদাতে চাঁদ" (চন্দ্র দর্শনের সাক্ষ্য দান)** থাকে, তাহা হইলে তথাকার মুসলমানদিগকে একত্রিত করিয়া যেন বলিয়া দেন যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি এই মাসের চাঁদ আমি স্বচক্ষে

দেখিয়াছি। অতঃপর তথাকার মুসলমানদেরও উচিৎ তাঁহার কথা মান্য করিয়া আ'মল করা, কিন্তু সাক্ষ্যদানকারীরও অবশ্যই পরহেজগার হওয়া উচিৎ, তাহা না হইলে সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য হইবার নহে। প্রয়োজনে সাক্ষ্যদানকারী যদি পর্‌দানসী আওরতও হইয়া থাকেন, তথাপিও হাকীমে ইসলামের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।

চিঠি, টেলিগ্রাম, বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদির সংবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। বাজারী আফওয়া, ও প্রোপাগাণ্ডা অথবা দুই-চার ব্যক্তির কোথাও হইতে আসিয়া বয়ান করিয়া দেওয়া যে, অমুক স্থানে চাঁদ হইয়া গিয়াছে—এইরূপ বয়ানও বিশ্বাস যোগ্য নহে (অর্থাৎ, গ্রহণোপযোগী নহে)। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শুধু **'আইনী শাহাদৎ' (চাক্ষুস সাক্ষী)ই** একমাত্র গ্রহণযোগ্য। অতএব মুসলমানগণের উচিৎ শুধু আহ্‌কামে শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া, কখনও নিজের বিবেক ও কল্পনাকে দখল দেওয়া উচিৎ নহে। **শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যখন রমযান সাব্যস্ত হইবে রোযা রাখিবে এবং যখন শওয়াল প্রমাণিত হইবে ঈদ পালন করিবে।"**

মুসলিম জনগনের সম্মুখে বাক্যবাগীশ আবুল হাসানাতের বাগজালী এবারতটিও রহিয়াছে এবং শরীয়তের একটি অহম নির্দ্দেশও। সুতরাং মুসলিম জনগণ কাহার পক্ষাবলম্বন করিবেন, তাহা মুসলিম জনগণের বিবেচনার উপর ন্যস্ত। অর্থাৎ, একদিকে আছেন শরীয়তের পক্ষপাতী মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন আলী সাহেব তথা সমস্ত উলামায়ে ইসলাম এবং অন্যদিকে আছে ধৃষ্ট আবুল হাসানাত তথা উলামায়ে ওহাবী, নজ্‌দী, সউদী, দেওবন্দী ও তাঁহাদের এই শরীয়ত বিরোধী প্রচলন ও অপপ্রচার। যাঁহারা ভুলবশতঃ এইরূপ শরীয়ত বিরোধী কার্যে লিপ্ত হইয়া গিয়াছেন তাহাদের সংশোধন হইয়া যাওয়া উচিৎ, না তাহাদের জন্য শরীয়তকেই পাল্টাইয়া দেওয়া উচিৎ, তাহা মুসলিম জনগণ নিজেই বিবেচনা করুন।

যদি কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে দিল্লী জামে মসজিদের শাহী ইমাম সাহেবের ঘোষণা অনুযায়ী রেডিও কিংবা অন্য কোনও দ্রুতগামী শক্তির সাহায্যে সংগৃহীত সংবাদের উপর যদি আ'মল করিয়া রোযা, ঈদ ও বক্‌রাঈদ পালন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে দোষের বিষয় কি! এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আপাততঃ আমি আমার ছোট্ট জীবনের একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা নিম্নে পেশ করিলাম, যদি উলামায়ে ইসলামগণের দৃষ্টিতে ইহা অপছন্দনীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা আমি প্রত্যাহারেরও অভিলাষী। যথাঃ—

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁহার এই সুকারুকার্য্য নির্মিত কায়েনাতে আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত নামে অভিহিত বান্দাগণের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ও জীবন যাত্রা নির্বাহকরণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেককে এক একটি **'নেজামে'** সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যেমন ঃ—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিবা, রাত্রি ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলি এক একটি **'নেজামে'** গণ্য। আল্লাহ্ তা'য়ালার কুদরতী নেজামগুলির মধ্যে, সূর্য্যও একটি নেজাম। ইহা **'নেজামে শামসী'**

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামে অভিহিত। সূর্য্য প্রত্যহ পূর্বদিক হইতে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায় ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, কিন্তু ইহা যে বিশ্বের সমূহ স্থানে একই নির্দিষ্ট সময়ে উদয় ও অস্ত যায় তাহা নহে, বরং স্বীয় নেজাম অনুযায়ী সূর্য্য এক প্রান্তে উদয় ও অন্য প্রান্তে অস্ত যায়। সুতরাং কোথাও উদয়, কোথাও অস্ত, কোথাও দিন, কোথাও রাত্রি পরিদৃষ্ট হইতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'য়ালার কুদরতী নেজাম এমনই কারিগরিতে নির্ণীত রহিয়াছে যে, তাঁহার নেক বান্দাগণ অষ্টপ্রহর স্বীয় প্রভুর বন্দেগীরত রহিয়াছে। যেমন ঃ—যদি প্রত্যহ সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে পাঁশকুড়ার আকাশে সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঁশকুড়া এলাকাধীন সমস্ত নামাযী ব্যক্তিগণ ৫টা ১৫ মিনিটের পূর্ব পর্যন্ত নামাযে ফজর আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু পাঁশকুড়ার সমস্ত নামাযী ব্যক্তি নির্দিষ্ট একই সময়ে সমবেত ভাবে একই জামায়াতে প্রত্যহ নামাযে ফজর আদা করিতে কখনও সক্ষম নহেন, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী নামায আদা করিয়া থাকিবেন। অর্থাৎ ঃ হয়তো কেহ কেহ নিকটস্থ মসজিদে জামায়াতে নামায আদা করিবেন, হয়তো কেহ কেহ নিজ নিজ দোকানে, কেহ ষ্টেশনে, আবার হয়তো কেহ কেহ নিজ নিজ বাস ভবনে ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী নামায আদা করিবেন। অতএব যদি শুধুমাত্র পাঁশকুড়া এলাকায় সুবুহ সাদেক হইতে সূর্য্য উদয় পর্যন্ত, এই অল্প সময়ের যে কোনও মুহূর্তের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে নামাযীগণের অবস্থা দৃষ্ট হইবে নিম্নরূপ। যথা ঃ—

কেহ ওজু করিতেছেন, কোথাও আজান হইতেছে, কেহ গোসল করিতেছেন, কোথাও একামত হইতেছে, কোথাও লোকে সুন্নত পড়িতেছেন, কোথাও জামায়াতে ফরজ আদা করিতেছেন, কোথাও রুকু, কোথাও সাজ্‌দা, কোথাও কিয়াম, কোথাও কুউদ, কোথাও সালাম, কোথাও দোওয়া, কোথাও আত্তাহিয়্যাত, কোথাও দরূদ, কোথাও তেলাওয়াত, কোথাও ওয়াজীফা, কোথাও তসবীহ, কোথাও সানা ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হইবে। ইহা তো হইল শুধুমাত্র পাঁশকুড়ার কথা, যে সুবুহ সাদেক হইতে সূর্য্য উদয় পর্যন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যে যে কোনও মুহূর্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, আল্লাহ্ তা'য়ালার নেক বান্দাগণ স্বীয় প্রভুর এবাদতে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এইরূপ ভাবে যদি পাঁশকুড়ার সহিত খড়গ্‌পুর, উড়িষ্যা ইত্যাদিকে যুক্ত করিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে আরও একটু অধিক সময় পর্যন্ত নামাযী দিগকে নামাযের কোনও না কোন আর্‌কানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ ঃ পাঁশকুড়া হইতে যত মিনিট পরে খড়গপুরে ও উড়িষ্যায় সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে, ঠিক তত মিনিট পর্যন্ত নামাযীদিগকে নামায আদা করিতে দেখা যাইবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, আজ যদি কলিকাতার আকাশে সন্ধ্যা ৫টায় সূর্য্য অস্ত যায়, তাহা হইলে বিশ্বের সর্বস্থানে কলিকাতার সময় অনুযায়ী ৫ টায় সূর্য্য অস্ত যাওয়া সম্ভবপর নহে, কেননা সূর্য্য তাহার নেজাম অনুযায়ী প্রত্যেক স্থানে অস্ত

যাইবে। রমযান মাসের সময় সূচী অনুযায়ী প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটি হিসাব পেশ করা হইল যথা ঃ—

কলিকাতা হইতে প্রত্যহ ৩ মিনিট পরে বর্ধমানে উদয় ও অস্ত হইতে থাকে এবং ৪ মিনিট পরে খড়গপুর, কাটিহার, পূর্ণিয়া, দুর্গাপুর ইত্যাদিতে এবং ৫ মিনিট পরে আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটী, বরাকর, ভাগলপুরে; ৮ মিনিটে পরে ধানবাদ, ঝরিয়া, জামসেদপুর, মুঙ্গের ইত্যাদিতে; ১১ মিনিট পরে দারভাঙ্গা, সমস্তিপুর; ১২ মিনিট পরে হাজারীবাগ, রাঁচী, বিরবল কেওনঝার, রৌরকেল্লা; ১৩ মিনিট পরে গয়া, পাটনা, কাটমুণ্ডু; ১৪ মিনিট পরে চম্পারণ, ১৫ মিনিট পরে ছাপরা, ১৬ মিনিট পরে আরা, ১৭ মিনিট পরে বলিয়া, ১৯ মিনিট পরে গাজীপুর ২০ মিনিট পরে গোরখপুর, ২১ মিনিট পরে বেণারস, আজমগড়, ২২ মিনিট পরে বস্তী, ২৫ মিনিট পরে ফয়জাবাদ, ফরোখাবাদ, সুলতানপুর, ৩১ মিনিট পরে লখনৌ, ৩২ মিনিট পরে কানপুর, মাদ্রাজ, ৩৬ মিনিট পরে বরেলী, ৩৯ মিনিট পরে মুরাদাবাদ, ৪৫ মিনিট পরে দিল্লী, ৪৯ মিনিট পরে আগ্রা, ৫৬ মিনিট পরে আজমীর শরীফ, ৬১ মিনিট পরে থানে, ৬৩ মিনিট পরে আহমদাবাদ, বোম্বাই, ১৯৫ মিনিট পরে মক্কা মুউওয়ায্‌যমা ও মদীনা মুনাউ্ওয়ারা প্রভৃতি স্থানে সূর্য্য উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে।

আবার কলিকাতা হইতে ১ মিনিট পূর্বে জলপাইগুড়ি, ৪ মিনিট পূর্বে কুচবিহার, ১৩ মিনিট পূর্বে গৌহাটি, ১৭ মিনিট পূর্বে তেজপুর, ২২ মিনিট পূর্বে মণিপুর, ২৪ মিনিট পূর্বে নাগাল্যাণ্ড, জোরহাট নওগাঁও, শিবসাগর, ২৬ মিনিট পূর্বে ডিব্রুগড় ইত্যাদি স্থানে সূর্য্য উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত সময় সূচী অনুযায়ী ডিব্রুগড় হইতে মক্কা শরীফ পর্যন্ত উদয় ও অস্তের সময়ের সহিত আপাততঃ **২২১ মিনিটের ব্যবধান** পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং **এই ব্যবধান পরিস্কারভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, ডিব্রুগড় কিংবা মক্কা ও মদীনা শরীফাইনের আকাশে সূর্য্য উদয় ও অস্তের সময়ের উপর কলিকাতাবাসীগণ কখনও পরিচালিত হইবার নহে।** কেননা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে যখন সূর্য্য উদয় হইবে, ঠিক সেই সময় ঐ সূর্য্যকে কলিকাতার আকাশে দেখা যাইবে মস্তকের উপর এবং ডিব্রুগড়ে যখন অস্ত যাইবে তখন বোম্বাইয়ের আকাশে ঐ সূর্য্যকে দেখা যাইবে মাঝ আকাশে! অর্থাৎ কলিকাতায় যদি সকাল ৬ টায় সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় সময় অনুযায়ী মক্কায় ৯টা ৪১ মিনিটে সূর্য্য উদয় হইবে। আবার ডিব্রুগড়ে যদি ৫টায় সূর্য্য অস্ত যায়, তাহা হইলে বোম্বাইয়ে অস্ত যাইবে ৬টা ২৯ মিনিটে। **সুতরাং এক স্থানের উদয় ও অস্তের উপর অন্য স্থানের লোকেরা কখনও আ'মল করিতে পারিবে না।**

আবার যদি ডিব্রুগড়ে সকাল ৫টায় সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তথাকার সুবুহ সাদেক হইতে সূর্য্য উদয় পর্যন্ত অর্থাৎ আপাততঃ ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত নামাযীদিগকে নামাযে ফজরের কোনও না কোন আর্‌কানের মধ্যেই দেখা যাইবে। নাগাল্যাণ্ড, জোরহাট,

pdf By Syed Mostafa Sakib

নওগাঁও, শিবসাগর ইত্যাদির নামাযী ব্যক্তিদিগকে ৫টা ২ মিনিট পর্যন্ত নামাযে ফজরের কোনও না কোন আর্‌কানের মধ্যেই দেখা যাইবে। এইরূপ ভাবে যথাক্রমে ঃ—

মণিপুর	এলাকার নামাযী	ব্যক্তিদিগকে		৫টা	৪	মিনিট	পর্যন্ত
তেজপুর	”	”	”	৫	৯	”	”
গৌহাটী	”	”	”	৫	১৩	”	”
কুচবিহার	”	”	”	৫	২২	”	”
জলপাইগুড়ি	”	”	”	৫	২৫	”	”
কলিকাতা	”	”	”	৫	২৬	”	”
বর্ধমান		”	”	৫	২৯	”	”
খড়্গপুর, কাটিহার		”	”	৫	৩৩	”	”
দুর্গাপুর পূর্ণিয়া		”	৫	৩৩	”	”	
আসাসোল		,’	”	৫	৩৪	”	”
বার্ণপুর, কুলটী		”	৫	৩৪	”	”	
বরাকর, ভাগলপুর		”	”	৫	৩৪	”	”
ধানবাদ, ঝরিয়া		”	৫	৩৭	”	”	
জামসেদপুর		”	”	৫	৩৭	”	”
মুঙ্গের		”	”	৫	৪০	”	”
দারভাঙ্গা, সমস্তিপুর		”	”	৫	৪০	”	”
হাজারীবাগ, রাঁচী		”	”	৫	৪১	”	”
বিরবল, রৌরকেল্লা		”	”	৫	৪১	”	”
কেওনঝার		”	”	৫	৪১	”	”
গয়া, পাটনা		”	”	৫	৪২	”	”
কাটমুণ্ডু	”	”	”	৫	৪২	”	”
চম্পারণ	”	”	”	৫	৪৩	”	”
ছাপরা	”	”	”	৫	৪৪	”	”
আরা	”	”	”	৫	৪৫	”	”
বলিয়া	”	”	”	৫	৪৬	”	”
গাজীপুর	”	”	”	৫	৪৭	”	”
গোরখপুর	”	”	”	৫	৪৮	”	”
বেনারস,আজমগড়,		”	”	৫	৪৯	”	”
বস্তি	”	”	”	৫	৫০	”	”
ফয়জাবাদ	”	”	”	৫	৫৩	”	”

ফরোখাবাদ	”	”	”	৫	৫৩	”	”
সুলতানপুর	”	”	”	৫	৫৩	”	”
কানপুর, মাদ্রাজ	”	”	”	৬	০০	”	”
বেরেলী	”	”	”	৬	০৪	”	”
মুরাদাবাদ	”	”	”	৬	৭	”	”
দিল্লী	”	”	”	৬	১৪	”	”
আগ্রা	”	”	”	৬	১৮	”	”
আজমীর শরীফ		”	”	৬	২৫	”	”
থানা	”	”	”	৬	২৮	”	”
আহমদাবাদ	”	”	”	৬	৩০	”	”
বোম্বাই	”	”	”	৬	৩০	”	”
মক্কা ও মদীনা শরীফ		”	”	৯ টা	৪৫	মিনিট	পর্যন্ত

নামাযে ফজরের কোনও না কোন আর্‌কানের মধ্যেই দেখা যাইবে।

এইরূপভাবে যদি সমগ্র বিশ্বের (উদয় ও অস্ত) সময় সূচী সংগ্রহ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দিবা নিশি অষ্টপ্রহর মানুষকে নামাযে ফরযের মধ্যেই দেখা যাইবে, কিন্তু খালিকে কায়েনাত আল্লাহ্ জাল্লে জালালাহু তাঁহার কুদরতী নেজাম এমনই কারিগরিতে নির্মীত করিয়াছেন যে, তাঁহার নেকবান্দা সকল সর্বদাই প্রভুর বন্দেগীরত রহিয়াছেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে, সকলে একই সঙ্গে কোন একটি এবাদতে নিমগ্ন নহেন, বরং আল্লাহ্ তা'য়ালার নেজাম অনুযায়ী যে স্থানে ফজর হইবে তথাকার লোকে ওয়াক্তের পাবন্দী করতঃ কেবল মাত্র প্রাতঃকালীন বন্দেগী করিবেন এবং যে স্থানে আ'সর জোহর হইবে, তথাকার মুসলমানগণ মধ্যাহ্নের এবাদৎ পালন করিবেন। এই ভাবে যে স্থানে হইবে, তথাকার লোকে অপরাহ্নের উপাসনা করিবেন, যে স্থানে মগরিব হইবে তথাকারলোকে সায়ংকালীন কর্তব্য পালন করিবেন এবং যে স্থানে রাত্রি হইবে, তথাকার মুসলমানগণ নিশাকালীন এবাদতে নিমগ্ন থাকিবেন। এই ভাবেই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহার নেক বান্দাদিগকে একই সঙ্গে সমূহ এবাদতের মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন। বিশ্ব নিয়ন্তার **'মনশা'**-ও ইহাই রহিয়াছে। কেননা ইহা যদি না হইত, তাহা হইলে তিনি বান্দাদের প্রতি ওয়াক্তের কোন প্রকার পাবন্দী ঘোষণা করিতেন না, বরং তিনি কোন এমন সময় নির্ণীত করিয়া দিতেন, যাহার সাহায্যে সমূহ জগৎবাসী নির্দিষ্ট একই সময়ে যথাক্রমে ফজর, জোহর, আসর, মগরিব ও এশা পালন করিতেন। তুলু, গুরূব, জোহায়েহে কোব্‌রা **(অর্থাৎ ঃ—উদয়, অস্ত, মধ্যাহ্ন)** ইত্যাদির কোন বিধিনিষেধও ঘোষিত হইত না।

বিশ্বনিয়ন্তার যখন এই **'মনশা'ই (ইচ্ছাই)** রহিয়াছে যে, তিনি প্রতি মুহূর্তে তাঁহার বান্দাদিগকে সমস্ত প্রকার এবাদতের মধ্যে নিমগ্ন দেখিতে চাহেন, তখন রমযান ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

শওয়ালের চাঁদ না দেখিয়া, দিল্লী জামা মসজিদের শাহী ইমাম কিংবা কাবা বায়তুল্লাহ'র ইমাম হামদান ইবনে সুলাইমান কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ ঃ রেডিও, টেলিগ্রাম, খবরের কাগজ ইত্যাদির সাহায্যে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া) অমোঘ শরীয়তের বিধানকে ধ্বংস করতঃ ঐরূপ সংবাদের উপর আ'মল করা কি জায়েজ হইতে পারে? কখনও নহে, কেননা কুদরতের নেজাম অনুযায়ী যে যে স্থানে প্রাতঃকাল দৃষ্ট হইবে, তথাকার লোকে প্রাতঃকালীন এবাদৎ (অর্থাৎ ঃ ফজর) পালন করিতে পারিবেন, কিন্তু যে স্থানে এখনও প্রাতঃকাল দৃষ্ট হয় নাই, তথাকার লোকে ফজর পালন করিতে পারিবেন না। এইরূপভাবে যথাক্রমে যে যে স্থানে মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ংকাল, রাত্রি ইত্যাদি দৃষ্ট হইবে সেই স্থানের মুসলমানগণ যথাক্রমে শুধু সেই সময়ের এবাদৎ অর্থাৎ—জোহর, আসর, মগরিব, এশা ইত্যাদি পালন করিতে পারিবেন, ইহার ব্যতিক্রম হইলে উহা হইবে অবৈধ ও নাজায়েযে গণ্য।

অনুরূপভাবে যে যে স্থানে রমযানের চাঁদ পরিদৃষ্ট হইবে, শুধু সেই স্থানের লোকে রমযানের রোযা পালন করিতে পারিবেন, কিন্তু যে যে স্থানে চাঁদ পরিদৃষ্ট হইবে না, সেই সেই স্থানের লোকে শাবান মাসকে তিরিশে পূরণ করিয়া তাঁর পর রমযানের রোযা আরম্ভ করিবেন। অবশ্য যে কোনও ১ জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিও যদি চাঁদের গাওয়াহী দান করেন, তাহা হইলে রমযানের রোযা পালন করা জরুরী হইবে। এইভাবে যে যে স্থানে শওয়ালের চাঁদ দেখা যাইবে, সেই সেই স্থানের রোযাদারগণ ঈদ পালন করিতে পারিবেন, কিন্তু যে যে স্থানের রোযাদারগণের মধ্যে কেহই শওয়ালের চাঁদ দেখিতে পাইবেন না, তাহাদের জন্য উচিৎ হইতেছে যে রমযান শরীফকে তিরিশে পূরণ করতঃ ঈদ পালন করা, তাহা না হইলে শরীয়তের ব্যতিক্রম হেতু ইহাও হইবে অবৈধ ও নাজায়েযে গণ্য।

সুতরাং যাহারা ভুলবশতঃ রেডিও, টেলিগ্রাম, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করতঃ নিজেদের অজ্ঞানতাবশতঃ কুদ্‌রতী নেজামের সরাসরি অমান্য এবং অমোঘ শরীয়তের খোলাখুলি অবজ্ঞা করিতেছেন, তাহাদের এইরূপ ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া উচিৎ, না শরীয়তের বিধানকেই পরিবর্তন করিয়া দেওয়া দরকার!—তাহা মুসলিম জনগণেরই বিবেচনার উপর ন্যস্ত।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আলা হযরত আজীমুল বরকত ইমামে আহ্‌লে সুন্নত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন বেরেল্বী রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু ছিলেন শরীয়তের একটি অটল স্তম্ভ স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার অনুগামী আলেম মণ্ডলী অর্থাৎ উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াত হইতেছেন শরীয়তের পক্ষপাতী, ইঁহারা অমোঘ শরীয়তে বিন্দুমাত্র ভেজাল সহ্য করিবার পক্ষপাতী নহেন। ওহাবীপন্থী আলেম মণ্ডলী ইসলামী শরীয়তকে ধূলিস্যাৎ করিয়া ওহাবী শরীয়ত বা ইবলীসী প্রচলনকে সর্বত্র ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া দিতে সর্ব্বদাই স্বচেষ্ট। সেই জন্যই এই অজ্ঞাত পরিচয় সংকলক আবুল হাসানাত অতিশয় হীন উদ্দেশ্য ও দূরভিসন্ধিমূলক ওইরূপ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কারণ ইহার দ্বারা

মুসলিম জনগণ উলামায়ে ইসলামগণের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতঃ তাহাদের ওহাবী দলভুক্ত হইয়া যাইবেন। খোদা না করুন (মায়াজ আল্লাহ্) যদি তাহাই হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঃ সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী যদি ওহাবী আন্দোলন সফলকাম হইয়া যায়, তথাপিও মোজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবিবুর রহমান সাহেব (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু), শেরে বাংলা মুফতী সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন আলী আল হুসাইনী সাহেব তথা উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নত অল জামায়াতগণ সর্ব্বদাই এইরূপ শরীয়ত বিরোধী ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, করিতেই থাকিবেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এখনও ঈমানদার মুসলিম জনগণের প্রতি উক্ত মুহক্কিক মহীয়াণগণের ছায়া রাখিয়াছেন, তাহা না হইলে এই বহুরূপী ওহাবী নজ্‌দীরা যে নিজ নিজ মায়া জালে সবাইকে ইবলীসের দলভুক্ত করিয়া দিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

এতদ্ প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হইল, যথা ঃ—

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অন্তর্যামী পরম করুণাময় পরওয়ার দেগার প্রত্যেক নরনারীর শরীরে এক একটি নেজাম প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক বালেগ নরনারীর শরীরে কামশক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং প্রত্যেক পুরুষের বীর্য্যে কীট ও প্রত্যেক রমণীর জরায়ুতে ডিম্ব স্থিরীকরণ করিয়াছেন, যাহা বৈজ্ঞানিক মতে প্রতি ২৮ দিনে পরিপক্ক হইয়া থাকে এবং নারী ও পুরুষের মিলনে পুরুষের শুক্রকীট নারীর জরায়ু পথে পৌছিয়া ডিম্বে ছিদ্র করতঃ প্রবেশ করিয়া 'জায়গোট' সৃষ্টি করতঃ Embryo বা ভ্রূণ জাত হইয়া থাকে।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা ইচ্ছা করিলে রোজে আজল হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যত সৃষ্টি করিবেন সবাইকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও মা হাওয়ার ন্যায় বিনা মাতা পিতায়-ও সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা তাঁহার 'মনশা' ছিল না। সেইজন্য তিনি ঐরূপ না করিয়া তাঁহার সৃজিত নরনারীর শরীরে পৃথক পৃথক নেজাম প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ, রিপু ও ইন্দ্রিয় স্থিরীকরণ করিয়াছেন এবং পরিচালনার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি (অর্থাৎ রসূল ও নবীগণের) মাধ্যমে উহার বিধিশাস্ত্র (শরীয়ত) ঘোষণা করিয়াছেন। ফলতঃ পুরুষের শরীরে সহস্র সহস্র সতেজ শুক্রকীট এবং রমণীর জরায়ুতে পরিপক্ক ডিম্ব বিদ্যমান থাকা সত্বেও, উভয়েই বিধিশাস্ত্রের মুখাপেক্ষী অর্থাৎ, বিধিশাস্ত্র অমান্য করিয়া যদি কোন নরনারী কাম চরিতার্থ করতঃ সন্তান-সন্ততীর জন্মদান করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিধিশাস্ত্র অমান্য হেতু উহারা হইবে ঘোর অপরাধী, জেনাকার ও মহাপাপী। অধিকন্তু ঐ গর্ভজাত সন্তান সন্ততিও হইবে অবৈধ, জারজ (হারামী)।

সুতরাং এতদ্‌বিষয়ে নিজেকে পাপমুক্ত রাখিতে এবং বৈধ ও আশরফ সন্তান সন্ততির জন্মদান করিতে হইলে, যেরূপ ভাবে বিধি শাস্ত্র মান্য করতঃ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও সন্তান সন্ততির জন্মদান অত্যাবশ্যক। অনুরূপভাবে স্বীয় এবাদৎ বন্দেগীকেও বিধি শাস্ত্র (অর্থাৎ শরীয়ত) অনুযায়ী পালন করা অত্যাবশ্যক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহা না হইলে অমোঘ শরীয়তের নির্দেশ অমান্য হেতু এই এবাদৎ বন্দেগীও হইবে সে সন্তানের ন্যায় অবৈধ ও নাজায়েজ এবং এই শ্রেণীর এবাদৎ-বন্দেগী পালনকারীও হইবে সেই বিধি শাস্ত্র অমান্যকারী জেনাকারের সমতুল্য অপরাধী, সীমা অতিক্রমকারী ও মহাপাপী।

উলামায়ে ইসলাম আল্লামা মৌলানা মৌলবী মুফতী হুযুর মোজাহিদে মিল্লাত হাবিবুর রহমান সাহেব (রাদীয়াল্লাহু আন্হু), শেরে বাংলা হুযূর আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীন আলী আল হুসাইনী ইত্যাদি সাহেবানগণের প্রতি ধৃষ্ট আবুল হাসানাত কর্ত্তৃক আরোপিত অপবাদ সম্বন্ধে আশা করি আর বিশেষ কোন সমালোচনার প্রয়োজন নাই। কেননা মৌলানা সাহেবানগণ এবং অন্যান্য উলামায়ে আহ্লে সুন্নতগণ সর্বদাই দোষীকে দোষী ঘোষণা করিয়াছেন ও করিতে থাকিবেন—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, উলামায়ে ইসলামগণ অযথা কখনও কাহাকেও ওহাবী, বদ আকীদা, কাফের ইত্যাদি বলেন নাই। অবশ্যই ওহাবীকে ওহাবী, কাফেরকে কাফের ঘোষণা করিয়াছেন এবং করিতে থাকিবেন। অতএব দোষীকে দোষী এবং নাজায়েজকে নাজায়েজ ঘোষণা করা কি অপরাধ? না পার্থিব স্বার্থের জন্য বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করিয়া মুসলমানগণকে বিপথগামী করা? বলা বাহুল্য, রসূলে করীমের অসম্মানকারীগণের বদ স্বভাবগুলির মধ্যে জারজ হওয়াও একটি বিশেষ পরিচয়।

নোট ঃ হযরত 'আদম' আলাইহিস্ সালাম ও মা 'হাওয়া'র সৃষ্টি এবং চির কুমারী হযরত মরিয়মের গর্ভে হযরত ঈসা আলাইহিমুস্ সালামের জন্মগ্রহণ ইত্যাদি 'নেজামে কুদরত' এর অন্তর্গত নহে বরং ইহা হইতেছে আল্লাহ্ তা'য়ালার 'কুদরতে'র অন্তর্গত।

উলামায়ে আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতকে লোক সমাজে অভিযুক্ত করাইবার দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত পুস্তিকায় আরও একটি জঘণ্য এবারৎ রচনা করিয়াছে যে ঃ—

"উক্ত ফাৎওয়া অনুযায়ী মহসীন সাহেবের দল যাহাদের ওহাবী কাফের বলিয়াছেন, জনসাধারণের অবগতির জন্য তাহাদের একটি ফিরিস্তি দিলাম যথা ঃ—

(১) হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ)

(২) হযরত শাহ আব্দুল আজীজ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ)

(৩-৪) হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাহাকে যাহারা মুসলমান বলিয়া মনে করে

(৫-৬) হযরত ইসমাঈল শহীদ ও তাপ্ততহাকে যাহারা মুসলমান মনে করে

(৭) হযরত ইসহাক সাহেব, (৮-৯) উলামায়ে দেওবন্দ ও তাহার ভক্তগণ

(১০-১১) উলামায়ে আহ্লে হাদীস ও তাহাদের অনুগামীগণ

(১২-১৩) উলামায়ে নাদওয়াতুল উলামা লখনৌ ও তাহাদের ভক্তগণ

(১৪-১৫) মৌলানা আব্দুল বারী ও ফিরিঙ্গী মহলের অন্যান্য উলামাগণ

(১৬-১৭) ইমাম আহলুস সুন্নত মৌলানা আব্দুস সকুর সাহেব ও তাহার সুন্নী ভক্তগণ

(১৮-১৯) নিখিল ভারত জমিয়তে উলামা এবং তাহার কর্মচারী ও ভক্তগণ

(২০-২১) শাহ সউদ এবং সউদী রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারীগণ

(২২-২৩-২৪) মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের ইমামগণ, হজ্জের মোয়াল্লিমগণ ও সেখানকার সমস্ত মুসলমান

(২৫) সমস্ত হাজীগণ যাহারা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের ইমামদের পিছনে নামাজ পড়েন এবং বাদশাহকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন

(২৬) এবং দুনিয়ার ঐ সমস্ত মুসলমান যাহারা সউদী আরবের বাদশাহ ও মক্কা ও মদীনার ইমামগণকে ওহাবী কাফের না বলিয়া মুসলমান মনে করে

(২৭-২৮-২৯) মৌলানা শিবলী নো'মানী, মৌলনা সোলেমান নদবী ও তাহাদের যাহারা মুসলমান মনে করে

(৩০-৩১) দারুল মোসান্নাফীনের (আজমগড়) মেম্বার ও কর্মকর্ত্তাগণ ও তাহাদের যাহারা মুসলমান মনে করে

(৩২) মৌলানা হাবীবুর রহমান সাহেব লুধিয়ান্বী

(৩৩) আতাউল্লাহ শাহ বোখারী

(৩৪) মজলিসে আহরারে ইসলামের সমস্ত মেম্বার ও কর্মকর্ত্তাগণ

(৩৫-৩৬) মৌলানা আলতাব হোসাইন হালী ও তাহার ভক্তগণ

(৩৭) বিশ্বকবি ডাক্তার আল্লামা ইকবাল মরহুম

(৩৮) মৌলানা জাফর আলী খান, (৩৯) খাজা হাসান নেজামী

(৪০) মৌলবী মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ)

(৪১) সিরাত কমিটির খাস মেম্বার ও সাধারণ সদস্যগণ

(৪২) আলীগড় ইউনিভারসিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী এবং

(৪৩ থেকে ৫০) তাহার নবরত্ন অর্থাৎ মুহসিনুল মুল্ক্ মেহদী আলী খান, নবাব ইয়ার জংগ, মৌলবী আলতাফ হোসেন হালী, শামসুল উলামা মৌলবী জাকাউল্লাহ, মৌলবী মেহদী হাসান, সৈয়দ মাহমুদ, শিবলী নো'মানী, ডিপুটি নাজির আহমদ

(৫১) শেখুল ইসলাম মৌলানা হোসেন আহমদ মদনী

(৫২) ইমামুল হিন্দ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

(৫৩) মুফতীয়ে আজম মৌলানা কেফায়ে তুল্লাহ

(৫৪) সাহাবানুল হিন্দ মৌলানা আহমদ সঈদ দেহলবী

(৫৫) সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফার খান

(৫৬) মিষ্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁহাকে যাহারা মুসলমান মনে করে।

(৫৭) এবং পূর্ব্ব বর্নিত আলেমগণকে যাহারা মুসলমান মনে করে।

ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সামাজিক দলগুলি রেযাখানী ধর্মমতে কাফের। যেমন ঃ—

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫৮) আলীগড়ে মুসলিম এজুকেশন্যাল কনফারেন্স, (৫৯) খাদ্দামে কা'বা
(৬০) খেলাফৎ কমিটি ও নিখিল ভারত জমিয়তে উলামা, (৬১) খুদ্দামুল কা'বা
(৬২) ইত্তেহাদে মিল্লাত, (৬৩) মজলিসে আহরার
(৬৪) মুসলীম লীগ, (৬৫) ইত্তেহাদে কনফারেন্স
(৬৬) মুসলিম আজাদ কনফারেন্স, (৬৭) নওজোয়ান কনফারেন্স
(৬৮) নামাজী ফৌজ, (৬৯) জমিয়তে তবলীগুল ইসলাম আম্বালা
(৭০) সিরাত কমিটি পটিট্ লাহোর, (৭১ ইমারতে শরইয়্যা বিহার শরীফ
(৭২) অল পার্টিজ কনফারেন্স, (৭৩) মোমিন কনফারেন্স
(৭৪) জামিয়তুল মোমেনীন, (৭৫) জামিয়াতুল আনসার
(৭৬) ধুনারুদের জমিয়াতুল মনসুর, (৭৭) দর্জিদের জমিয়াতুল ইদ্রিসিয়া
(৭৮) কসাইদের জমিয়াতুল কোরাইশ, (৭৯) সবজী বিক্রেতাদের জমিয়াতুর রিহীন
(৮০) পাটনার আফগান কনফারেন্স, (৮১) মাইমান কনফারেন্স,
(৮২) মুসলিম ক্ষৈত্রিয়দের মুসলিম কনফারেন্স
(৮৩) আব্বাসীদের জমিয়তে আলে আব্বাস
(৮৪) কম্বোহদের অল ইণ্ডিয়া কম্বোহ কনফারেন্স
(৮৫) পাঞ্জাবীদের অল ইণ্ডিয়া পাঞ্জাবী কনফারেন্স।
(৮৬) ওহাবীয়া দেওবন্দীয়া, (৮৭) কাদিয়ানীয়া
(৮৮) রওয়াফেজ, (৮৯) ন্যাচারীয়াহ
(৯০) খাকসারিয়া, (৯১) আহবারিয়া
(৯২) জটাধারিয়া, (৯৩) আগাখানিয়া
(৯৫) ওহাবিয়া, (৯৬) বাহাইয়া
(৯৭) ওহাবিয়া গায়ের মোকাল্লেদ
(৯৮) ওহাবীয়া নজদীয় (বর্ত্তমানে সউদী আরব), (৯৯) লীগিয় গালিয়া

(১০০) সুলহে কুল্লিয়া গালিয়া আপনে আকায়েদ কুফ্রিয়া কাত্ইয়া ইয়াকীনিয়া কি বোনাপর বাহুকমে শরীয়ত কাত্য়াত ইয়াকীনান ইসলাম সে খারেজ আউর কুফ্ফার ও মুরতাদ হ্যাঁয়। জো মুদ্দায়ীয়ে ইসলাম ইনমেঁসে কিসীকে কাত্কী ইয়াকীনী কুফর পর ইয়াকীনী ইত্তেলা রাখতে হুয়ে ভী উসকো মুসলমান কহে। ইয়া উসকো কাফের মরতাদ হোনে মেঁ শক্ রাখ্খে, ইয়া উসকো কাফের মুরতাদ কহনে মে তওয়াক্কুফ করে। ওহভী ইয়াকীনান কাফের মুরতাদ হ্যায়। আওর বে তাওবা মরা তো মুস্তাহক্কে নারে আবাদ হ্যায়। অর্থাৎ ঃ—চিরতরে জাহান্নামবাসী হইবে। (তাজাল্লোবে আহলিস সুন্নত, পৃঃ ৪৫৩)

(১০১) জনাব মুহসিন সাহেব ও তাহার ধর্মাবলম্বীগণ বলেন কলিকাতা নাখোদা (বড়) মসজিদের ইমাম সাহেব, ধর্মতলা ময়দানের ঈদের ইমাম সাহেব, টিপু সুলতান

মসজিদের ইমাম সাহেব ও দিল্লী জামে মসজিদের শাহী ইমাম বোখারী সাহেব বদ আকীদা, ওহাবী কাফের। তৎসহ ফুরফুরার বড় হুজুর কেবলা ও মৌলনা আহমদুল্লাহ সাহেব (পিয়ারডাঙ্গা)-ও কাফের"

(বিশ্বের মুসলমান কি সব ওহাবী কাফের? পৃষ্ঠা-৯ হইতে ১২)

অজ্ঞাত পরিচয় সংকলক ওহাবী এজেন্ট আবুল হাসানাতের উল্লিখিত এবারৎটি হইতেছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত দুরভিসন্ধিমূলক মিথ্যা জঘন্যতম অপপ্রচার। কেননা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কোনও মুফতী কিংবা কোনও আলেম কিংবা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসীন সাহেবের দল যে বিশ্বের কোন-ও ঈমানদার মুসলমান কে কখনও ওহাবী, কাফের বলেন নাই। তাঁহারা ওহাবীকে ওহাবী. কাফের কে কাফের অবশ্যই বলিয়া থাকেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, উক্ত তালিকার মধ্যে ধূর্ত্ত আবুল হাসানাত যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইজন বিশ্ববিখ্যাত সুন্নী আলেম ও মোহাদ্দিস-ও রহিয়াছেন, যাঁহাদের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত প্রত্যেক সুন্নী মুসলমান স্মরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা আহ্লে সুন্নত আল জামায়াতের এক একটি স্তম্ভ স্বরূপ। ইঁহারা হইতেছেন যথাক্রমে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)। ও হযরত শাহ আব্দুল আজীজ মোহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)। **এতদ্ব্যতীত আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যাঁহাদিগকে কখনও কাফের বলা হয় নাই।**

ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে যতগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক দল রহিয়াছে সেই সমস্ত দল ও সংস্থার সভ্যগণের নাম-ও উক্ত ফিরিস্তি বা তালিকার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে। **সুতরাং ইহাও তাঁহার চরম প্রবঞ্চনা, কারণ ছলে বলে কৌশলে সুন্নতুল জামায়াতের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাই হইতেছে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য** এবং সেই অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীন আলী সাহেবকে লোকসমাজে অভিযুক্ত করাইবার জন্য উক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক দলগুলির নামও সে তাঁহার ফিরিস্তির মধ্যে সংযুক্ত করিয়াছেন। অথচ উক্ত দলগুলির অধিকাংশ লোক বিশেষতঃ মোমিন, কুরাইশী, মায়মান, পাঠান ও আনসারী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি বড় বড় আলেম, মুফতী, মোহাদ্দেস, মোফাসসের, ফকীহ, ইমাম ও মোদাররেসগণ হইতেছেন ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের মসলক ও সিলসিলার মুরীদ মোতাকেদ, শাগরেদ ও মান্যকারী। **কিন্তু পরম মূর্খ ও চরম ধূর্ত দেওবন্দী, ওহাবী দালাল আবুল হাসানাত এইরূপ প্রমাণহীন অপবাদ দ্বারা মুসলিম জনগণকে আহ্লে সুন্নত আল জামায়াতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাইয়া দেওয়ার জন্য ইঁহাদের নামও ফিরিস্তির মধ্য ঢুকাইয়া দিয়াছে।** পামর আবুল হাসানাতের আপাততঃ এতখানি চিন্তা করা উচিৎ ছিল যে মুসলিম জনগণ কি তাঁহার এইরূপ ভিত্তিহীন মিথ্যা অপপ্রচারকে বিনা বিবেচনায় মানিয়া লইবেন? কখনই নহে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত তালিকায় এমন এক ব্যক্তির নাম যুক্ত রহিয়াছে, যাহা সত্য সত্যই মানুষকে অবাক করিয়া দেয়, যেমন— বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল। অথচ স্যার মোহাম্মদ ইকবালকে ভারত তথা সমগ্র মুসলিম জাঁহান ইহা অকপটে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তিনি ছিলেন অবশ্যই একজন পাক্কা সুন্নী মুসলমান এবং আজও প্রত্যেক সুন্নী আলেম নিজ নিজ ওয়াজ তকরীরে নেহায়েত সম্মানের সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কোন এককালে বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল স্বীয় একটি কবিতায় রব্বে কায়েনাতে গফুরুর্ রাহীম আল্লাহ্ জাল্লে জালালহুর পবিত্র শানে একটি আয়েব দর্শাইয়া ছিলেন এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইমামে আহ্লে সুন্নত ইমাম আহমদ রেযা খান সাহেব তাঁহার প্রতি ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু আল্লামা ইকবাল স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া 'জওয়াবে সিক্ওয়া'র মাধ্যমে উহার সংশুদ্ধি করিয়াছেন এবং পরক্ষণে ইমামে আহ্লে সুন্নত আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের প্রতি নিজের একটি সুনির্মল মতামতও পেশ করিয়াছেন। ইহা কি আবুল হাসানাত অবগত নহেন? যদি অত দৌড় নাই, তাহা হইলে অযথা যাহার তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়া নিজ আহম্মকীর পরিচয় দেয় নাই কি?

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মুখে ইকবাল সাহেবের সেই 'শিকওয়া' খানি পেশ করা হইল যাহার উপরে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব (রাদীয়াল্লাহু আন্হু) ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

"তেরে শীশে মে মায় বাকী নহীঁ হ্যায়
বাতা তু ক্যা মেরা সাকী নহীঁ হ্যায়
প্যাসে কো মিলে দরিয়াসে শবনম
বখীলী হ্যায় ইয়ে রজ্জাকী নহী হ্যায়।"

(কবিতা 'শিকওয়া')

বে আয়েব আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'য়ালার শানে এইরূপ কতকগুলি অভিযোগ উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আলা হযরত আহমদ রেযা খাঁন সাহেব ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লামা ইকবাল ইহার প্রতি কোনওরূপ দুঃখ প্রকাশ না করিয়া 'জওয়াবে শিকওয়া'য় সংশুদ্ধি করিয়াছেন। অধিকন্তু আলা হযরত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব সম্বন্ধে স্বীয় মতামত পেশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "হিন্দুস্থানের শেষ পরিস্থিতিতে আল্লামা আহমদ রেযার ন্যায় জ্ঞানী ও ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদ জন্মায় নাই। আমি তাঁহার ফাৎওয়া অনুধাবনে ইহা স্থির করিয়াছি তাঁহার ফাৎওয়া, তাঁহার জ্ঞান, নৈপুন্যতা, নেক নীতি, ফেকাহ্ শাস্ত্রে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা ও দ্বীনী বিদ্যায় অতলস্পর্শী দক্ষতায় ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ রহিয়াছে। মৌলানা যাহা একবার স্থির করিয়া দিতেন, তাহার প্রতি অটল ভাবেই কায়েম থাকিতেন, অবশ্যই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত, অত্যন্ত চিন্তা ভাবনার পরই প্রকাশ করিতেন। তাঁহাকে নিজের শরয়ী ফয়সালা সমূহে এবং ফাৎওয়ায় কখনও কোনও

প্রকার পরিবর্ত্তন কিংবা রুজু করিবার প্রয়োজন হইত না। কেবলমাত্র তাঁহার মধ্যে তীব্রতার আধিক্য ছিল। যদি ইহা না থাকিত, তাহা হইলে মৌলানা আহমদ রেযা নিজের যুগের ইমাম আবু হানীফা হইতেন।" (লেখক ডাঃ আহমদ আবিদ আলী, এম, এ, ডী, ফিল (অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি) মুহতমিম বায়্তুল ক্বুরআন, লাহোর)

এতসব উজ্জ্বল সত্যকে গোপন করিয়া, অনভিজ্ঞ মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে উত্তেজিত করাইয়া, আহ্লে সুন্নত আল জামায়াতের মধ্যে ভাঙ্গণ ধরাইবার অসৎ উদ্দেশ্যে, আল্লামা ইকবাল সাহেবের নামটিও তাহার ফিরিস্তির মধ্যে গুজিয়া দিয়া আবুল হাসানাত অত্যন্ত হীনতার পরিচয় দিয়াছে। **সুতরাং চিন্তার বিষয় যে, ইহারা কিরূপ শঠ, চতুর, কপট ও মিথ্যাবাদী।**

উক্ত ফিরিস্তির নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আশা করি আর নূতন কোন মজমুন লিখিবার প্রয়োজন নাই, কেননা তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ অত্র পুস্তকেই রহিয়াছে। যেমন ঃ—সৈয়দ আহমদ (রায়বেরেল্বী), মৌলবী ইসমাঈল (দেহলবী) ইত্যাদি ইহারা যে কোন্ পর্যায়ের শহীদ তাহা মুসলিম জনগণ সবিশেষ জ্ঞাত রহিয়াছেন এবং মৌলবী ইসহাক হইতেছে সেই ইংরেজ হিতৈষী মানুষ, যে ব্যক্তি পাঞ্জাব সীমান্তে সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বীর জন্য ইংরেজদের পক্ষ হইতে ৭০০০্ টাকার হুণ্ডি প্রেরণ করিয়াছিল। উলামায়ে দেওবন্দদের সম্পর্কেও এই পুস্তকে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। আবুল হাসানাতের (ছদ্মবেশী মৌলভী, পাঁশকুড়ার এই নাম বিহীন লেখক) ফিরিস্তির ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত সকলেরই বয়ান অত্র পুস্তকেই রহিয়াছে। সেইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে নতুনভাবে পৃথক পৃথক বয়ান না করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আপাততঃ এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম। কিন্তু আবুল হাসানাতের ১০১ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জনাব মুহসীন সাহেব ও তাঁহার ধর্মাবলম্বীগণ বলেন কলিকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব, ধর্ম্মতলা ময়দানের ঈদের ইমাম সাহেব, টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেব ও দিল্লী জামে মসজিদের শাহী ইমাম সাহেব (বোখারী) বদ আকীদা, ওহাবী, কাফের। তৎসহ ফুরফুরার হুজুর কেবলা ও মাওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব (পিয়ার ডাঙ্গা) ও কাফের"।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মুখে উক্ত অপবাদের সত্যতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সমালোচনার প্রয়াস করিতেছি যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য হইতে এই ওহাবী তবলীগী ও ইবলীসী জামায়াত অপদস্থ লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়া, যখন পশ্চিম বাংলায় অনুপ্রবেশ করতঃ নামায ও কলেমার আড়ালে নিজেদের বাতিল আকীদা প্রচার করিতে থাকে এবং ইহাদের বাহ্যিক রূপ ও মেক্আপে মুগ্ধ ও মোহগ্রস্ত হইয়া, যখন বঙ্গীয় অনভিজ্ঞ মুসলিম জনগণ ব্যাপক ভাবে উহাদের দলভুক্ত হইতে থাকে তখন মুসলিম জনগণকে সতর্ক করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে উহাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিরুদ্ধে ইস্তাহার প্রকাশ হইতে থাকে। এই ইস্তেহার প্রকাশকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ—

মোহাম্মদ খোদা বখ্শ সাহেব (সুপারিন্টেডেন্ট বোলদেপোতা আমিনিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা, ২৪ পরগণা)

চেরাগে বাংলা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসীন সাহেব (পাঁশকুড়া)

মৌলানা তৌহিদুর রহমান সাহেব (ঘাটাল, মেদিনীপুর)

জনাব আব্দুর রহিম সাহেব (ঢেকুয়া, সুতাহাটা, মেদিনীপুর)

মৌলানা সৈয়দ আবুল হাসান আজিমী আল কাদেরী সাহেব (বাঁকুড়া) ইত্যাদি।

মোহাম্মদ খোদা বখ্শ সাহেব কর্ত্তৃক প্রচারিত ইস্তেহারের মজমুনটি হইল নিম্নরূপ। যথা—

ফুরফুরা শরীফের দাদা হুযূর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর ভক্ত মুরীদ ও খলিফা গণের প্রতি সতর্কবাণী

ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদ, আমিরুশ শরীয়ত মৌলানা আলহাজ্জ মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী (রহঃ) বাংলাদেশের বিখ্যাত পীর। উক্ত পীর সাহেবের খলিফা আল্লামা আল্হাজ্জ মৌলানা মুহাম্মদ নিসারুদ্দিন সাহেব (শর্ষিণা, বাংলাদেশ) ও আল্লামায়ে হিন্দ ও বাংলা, আলহাজ্জ হযরত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ইহারা বিভিন্ন প্রচলিত মাসআলা ও মাসায়েল সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত পোষণ করিতেন তাহা সমগ্র বাংলা, আসাম ও বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়া অদ্যাবধি সকলে আ'মল করিয়া আসিতেছেন। ঐগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল, যথা ঃ—

"বেদয়াতে হাসানার (অর্থাৎ ঃ দ্বীন সংক্রান্ত ভাল বিষয় বস্তু, যাহা রসূলুল্লাহ্র জমানায় ছিলনা পরে বাহির হইয়াছে) অস্তিত্ব স্বীকার করা, মহফিলে মিলাদ ও কিয়াম করা, ইয়া নবী সালামু আলায়কা পড়া, আজানের পর বা জুময়ার দ্বিতীয় আজানের পর হাত উঠাইয়া আজানের দোয়া পড়া, কবর পাকা গুম্বজ করা, মহফীলে ওয়াজ ও তদ উপলক্ষে ইসালে সওয়াবের মজলিস করা, গ্রামে জুময়া পড়া, বুজুর্গ ও বয়স্কদিগের কদমবুসী করা, গোলটুপী-ব্যবহার করা, ঈদের নামাজের পর মুসাফাহা করা, কোন অলীর মাজার জিয়ারতের জন্য ভ্রমণে যাওয়া, মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করা, কবর তালকীন করা, ওয়াজের মজলিসে উচ্চশব্দে দরূদ পড়া, কবর জিয়ারতের সময় কবরের দিকে হাত উঠাইয়া দোওয়া চাওয়া, তারাবী নামাজে চারি রাকাতের পর হাত উঠাইয়া দোওয়া চাওয়া, বুজুর্গ ও বয়স্ক ব্যক্তির সম্মানের জন্য দাঁড়াইয়া পড়া, আখেরী জোহারের নামাজ পড়া, খতম তারাবী নামাজের পর হাফেজদিগকে নজরানা স্বরূপ কিছু দেওয়া, **নামাজে দোওয়াল্লীন পড়া (ওহাবীগণ যোয়াল্লীন পড়ে),** জুম্মার খুত্বার মধ্যে অনুবাদ না করা, বাতিনী এল্ম ফরজ্, পীর, অলী বাতিনী এলমের শিক্ষা পদ্ধতি, জিকরে মুরাকাবা ইত্যাদিকে মান্য করা। **(ওহাবীগণ এগুলিকে অমান্য করে)** ইত্যাদি।

বর্ণিত অধিকাংশ মাসআলা ও মতামতে তবলীগ জামাতের কর্ম-কর্তা (ইহারা দেওবন্দী মতাবলম্বী) ও দেওবন্দী মৌলবীগণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তবলীগ জামাতের বাহ্যিক সাইনবোর্ড খুবই ভাল। নামাজ কলেমা শিক্ষা কর ও শিক্ষা দিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়।"

"ইহা কত সুন্দর কথা, কিন্তু ভিতরে বর্ণিত বিষয়ে উহাদের সহিত আমাদের বহু গরমিল রহিয়াছে। জানিয়া রাখিবেন বাহ্যিক সাইন বোর্ড সকল জামাতেরই ভাল হয়।"

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, আমি যদি তবলীগ জামাতে যোগ দিই, নামাজ কালাম শিক্ষা করিতে বা শিক্ষা দিতে যাই, আর দাদা পীরের মতানুযায়ী চলি তাতেই বা দোষ কিসের? ইহার উত্তর এই যে, মৌলানা হুসাইন আহম্মদ মদনী সাহেব 'মকতুবে হেদায়েত' পুস্তকের ২য় খণ্ডে লিখিয়াছেন **"যে কোন দলে বা জামাতে যোগ দিবার অগ্রে ঐ জামাতের লিডার বা পরিচালকদিগের কিরূপ মতামত তাহা জানা আবশ্যক, কারণ লিডারের প্রভাব তাসির জামাতের লোকের প্রতি পড়ে।"** যখন সিধাসাধা অজ্ঞ মুসলমানের জামাতের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও মাখামাখি হইবে, তখন আর পীরের মতে থাকিবেনা, নিশ্চয় মতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। একারণে বিচক্ষণ আলেম ও পীরগণ বলেন বিপদে পড়িবার আশংকায় তবলীগ জামাতে যোগ দেওয়া চলিবে না।

এখন যে বলে, জামাতে যোগ দিলে ক্ষতি নাই আর যে বলে ক্ষতি আছে, এই দুই কথায় কে ঠিক বলিতেছে এবং কোন্ মত ধরিলে দাদা পীরের মতে দৃঢ়তা আসিবে আর কোন্ মত ধরিলে মতের টলমল হইবে চিন্তা করুন। **দাদা পীরের সিল্সিলায় ও আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য বিষম চক্রান্ত চলিতেছে, অতএব সাবধান হউন! খবরদার দুই নৌকায় পা দিবেন না।**

বিশেষতঃ হযরত দাদা হুযূর পীব ক্বেবলার খলিফা ও পুত্রগণকে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

৭০ বৎসর যাবৎ যে দাদা হুযূর পীর ক্বেবলা বুকের রক্ত পানি করিয়া বিশাল বাংলা, আসাম ও বাংলাদেশে যে সমস্ত মাসআলা মাসায়েল ও মতামত স্বপ্রমাণে চালিত করিয়াছিলেন, যেই স্থানে যাইলে মতের পরিবর্ত্তন ঘটে ও একতা এত্তেফাকের ক্ষতি হয়, সেই স্থান হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে, ইহাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা কেবল দাদা পীর ক্বেবলাকে জানি ও তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি, তাঁহারই খাতিরে তাঁহার খলিফা ও পুত্রগণকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি। আজ যেই হোক না কেন, যাহাদের দ্বারা দাদা পীরের মতের ও সিলসিলার হিফাজতের ত্রুটি ঘটিবে, তাহাদের কথা আমরা শুনিতে বা মানিতে বাধ্য নহি। উপস্থিত ফুরফুরার পীর সাহেবগণের মুরীদদিগের জন্য উক্ত সতর্ক বাণী আ'মল করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

আরও কর্মক্ষেত্রে দেখিতে পাই, **যেখানে তবলীগ জামাত বা দেওবন্দী খেয়ালের মৌলবীর আবির্ভাব হইয়াছে,** সেখানে বর্ণিত বহু দিনের প্রচলিত মাসআলা লইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মতভেদ করতঃ সমাজে দলাদলি সৃষ্টি করিতেছে, কোথায় কিয়াম মিলাদ না জায়েজ, কোথায় আজানে হাত না উঠান, কোথায় গ্রামে জুময়া ঠিক নহে ইত্যাদি বলিয়া বিভেদ সৃষ্টি করতঃ একতা ভঙ্গ করিতেছে। অতএব এদিকেও বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে।

অত্র বিজ্ঞাপন খানি দ্বীনের প্রচারের জন্য সকলকে ছাপাইবার অনুমতি দিলাম।

তারিখ ১৫।৮।৮১ সন লেখক ঃ—মুহাঃ খোদাবখ্শ

সুপারিণ্টেডেন্ট, বোলদেপোতা আমিণীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা, ২৪ পরগণা।

এতদ্ব্যতীত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন আলী আল হুসাইনী সাহেব, মৌলানা তৌহিদুর রহমান সাহেব, মৌলানা সৈযদ আবুল হাসান আজিমী আল কাদেরী সাহেব, জনাব মৌলানা আব্দুর রব সাহেব এবং এই অধম পুস্তক লেখকের ইস্তেহার ইত্যাদি সমূহ ইস্তেহারের মজমুনে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সকলেরই ইস্তেহারের মূল বক্তব্য ছিল এক। যেমন—

মুসলমান ভাইগণ! ওহাবী, নজ্দী, দেওবন্দী ও তবলীগী ফিৎনা হইতে সাবধান!

বেরাদারানে ইসলাম, আস্সালামো আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে। এতদ্বারা আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তবলীগী তহ্রীক (আন্দোলন) যে মযহাব ও দ্বীনদারীর নামে সম্পূর্ণ বেদ্বীনী ও বেঈমানীর আন্দোলন, বাহিরের রূপ দেখিয়া সাধারণ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে একান্ত অক্ষম। অক্লান্ত কর্মী তবলীগ সদস্যগণ যে যত্ন, পরিশ্রম, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ে, কৌশল, তৎপরতা বিশেষতঃ শঠতা ও চতুরতার সহিত এই আন্দোলনকে দেশে ও বিদেশে বহু ব্যাপক আকারে সক্রিয় কৃতকার্যতার সহিত চালাইতেছেন, তাহা বিষাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতে হয়। তাহাদের এই প্রচেষ্টা প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ ও মোবারকবাদের যোগ্য হইত, যদি এই তহ্রীক সেই প্রশস্ত সরল আলোকোজ্জ্বল সেরাতে মোস্তাকীমের পথে পরিচালিত হইত। কিন্তু তবলীগী জামায়াত মুসলমানদের যে পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা হইতেছে শয়তান প্রদর্শিত অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ বাঁকা পথ। সরল হৃদয় ধর্মপ্রাণ অনভিজ্ঞ মুসলমানগণ তবলীগীদের প্রলোভন, প্ররোচনা, ধোঁকা ও প্রতারণায় সম্মোহিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ গজব ও গুমরাহীর পথে ধাবিত হইতেছে। মুসলমানগণ তবলীগীদের বাহ্যিকরূপ ও মেক-আপে মুগ্ধ ও মোহগ্রস্ত হইয়া পতঙ্গ যেরূপ প্রদীপ শিখার আকর্ষণে ঝাপ দিয়া দগ্ধ হয়, তদ্রূপ তাহারা-ও আবুলাহাবীর জ্বলন্ত অঙ্গারে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তাহাদের ধর্ম পিপাসা ইবলীসী মরু মরিচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নিশ্চিত মৃত্যুর আহ্বানে। হায়! তাহারা যদি বুঝিত, মরু মরিচিকা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সুশীতল বারি নহে—মৃত্যুরই মহা আকর্ষণ। তাহা হইলে আজ তাহাদিগকে বিমোহিত হইয়া ইবলীসী মরণ

ফাঁদে জড়াইয়া এমন অপমৃত্যু বরণ করিতে হইত না। হে আমাদের সরলপ্রাণ, অনভিজ্ঞ, ধর্মভাবে বিভোর মুসলমান ভাইগণ, এখনও সাবধান হইবার যথেষ্ট সময় আছে কিন্তু দুই তিন চিল্লা সমাপ্ত করিয়া আসার পর দ্বীন ও ঈমানের পথে ফিরিয়া আসিবার শক্তি প্রায় লোপ পাইবে। অতএব সময় থাকিতে সাবধান হউন, ভাইগণ সাবধান!

তবলীগী জামায়াতের মুখোশ ও দেহাবরণ এতই মোহন ও সুন্দর যে, সাধারণ মানুষের ধর্মজ্ঞানহীন ক্ষীণ দৃষ্টি তাহারই বাহ্য রূপের দিকে আকৃষ্ট হইয়া একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে যদি কখনও বা অন্দর মহলের আসল রূপটি দৃষ্টিগোচরও হয় কিন্তু তখন আর ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতাই থাকে না। তাই যাহাদের সুতীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি উহাদের মুখোশ ও দেহাবরণের মনোরম পর্দ্দা ভেদ করিয়া সহজেই আভ্যন্তরীনের কদর্য্যরূপ দর্শন করিতে সক্ষম, তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য যে অনভিজ্ঞ জনসাধারনকে বিপথে পরিচালিত হইতে রক্ষা করা এবং বেদ্বীনী ও বদ মযহবী হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া। এবার মানা না মানা, তাঁহাদেরই ইচ্ছা। সেই জন্য ইশ্তেহার প্রকাশের মাধ্যমে তাঁহাদেরকে সাবধান করার প্রয়াস করিলাম। আর আমাদের এই প্রার্থনা যে, এই প্রচেষ্টা ফলবতী হউক।

তবলীগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ইলিয়াস সাহেব, মৌলবী রশীদ আহম্মদ সাহেবের একজন শ্রেষ্ঠ শাগরেদ, মুরীদ, ও খলীফা ছিল। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার আকীদা এবং ধর্মমতও উক্ত মৌলবী রশীদ আহম্মদ সাহেবের ন্যায়ই শয়তানী ছিল। আপনাদেরকে অতি অবশ্যই জানাইয়া দেওয়াই উচিৎ যে, ইসলাম, ঈমান বিরোধী আকায়েদ ও মতবাদের জন্যই মক্কা মদীনার চারি মজহবের মহামান্য শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুফতীগণ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, কাসেম নানুতবী, খলীল আহমদ আম্বেঠবী ও আশরফ আলী থানবী প্রমুখ দেওবন্দী ওহাবী আলেমদেরকে কাফের, মোরতদ, বেঈমান ও জিন্দীক বলিয়া ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছেন এবং যাহারা উহাদের আকীদার কথা জানিয়া উহাদেরকে মুসলমান ও আলেম বলিয়া মান্য করিবে—তাহাদের সম্বন্ধেও আলেমগণের ফাৎওয়া ঐরূপ অর্থাৎ, তাহারাও কাফের মোরতদ, বেঈমান ও জিন্দীক হইবে।

দেওবন্দীদের আকায়েদের কয়েকটি নমুনা সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করা হইল ঃ

(১) 'আমি মানিনা যে, আল্লাহ তায়ালার মিথ্যা বলা অসম্ভব' (একরোজী লেখক ইসমাঈল দেহলবী)

(২) 'খোদা তা'য়ালার মিথ্যা বলা সম্ভব' (বারাহীন কাতেয়া লেখক, খলীল আহমদ আম্বেঠবী)

(৩) 'আল্লাহ্ তা'য়ালাকে স্থান কাল মিশ্রণ ও উপাদান হইতে পবিত্র মান্য করা বিদয়তে হকীকী' (ঈজাহুল হক- লেখক, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) 'আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখনই গায়েবের খবর জানিয়া লয়েন। কোনও নবী, ওলী, ফেরেশ্‌তা, জিন, ভূতকে আল্লাহ্ তা'য়ালা এই শক্তি প্রদান করেন নাই (তাকবিয়াতুল ঈমান, লেখক, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী)

(৫) বান্দার নেক্ ও বদ কার্য্য করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়লা তাহা জানিতে পারেন না, যখন বান্দা নেক্ ও বদ কার্য্য করিয়া লয় তখনই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহা জানিতে পারেন। বোলাগাতুল হায়রান-লেখক, মৌঃ হোসেন আলী।

(৬) হযরত রসূলে করীম শেষ নবী এ ধারনা সাধারণ লোকের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতে কালানুযায়ী অগ্র পশ্চাতে মুখ্যতঃ কোন-ও শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তাঁহার জামানায় কিংবা তাঁহার পরও যদি কোনও নবী আবির্ভূত হন, তাহা হইলেও তাঁহার শেষত্বে কোন ব্যবধান আসিবে না। (তাহজীরুন্নাস—লেখক, মৌঃ কাসেম নানুতবী)

(৭) শয়তানের ইল্ম (জ্ঞান) হুযূর রসূলে করীমের ইল্ম অপেক্ষা বেশী, রসূলের ইল্মকে শয়তানের ইল্ম অপেক্ষা অধিক কিংবা সমান ধারণা করা শির্ক (বারাহীন কাতেয়া-খলীল আহমদ)

(৮) আ'মলের দিক দিয়া উম্মতি নবীর সমান হইয়া যায়, আবার কখনও বাড়িয়াও যায়। (তাহজীরুন্নাস, কাসেম নানুতবী)

(৯) হুযূর রসূলে করীমকে ভাই বলা জায়েজ, কেননা তিনিও মানুষ, (তাকবীয়াতুল ঈমান ও বারাহীনে কাতেয়া-লেখক ইসমাঈল দেহলবী ও খলীল আহমদ)

(১০) মাদ্রাসা দেওবন্দের আলমগণের সংস্পর্শে আসিয়া হুযূর রসূলে করীম উর্দূ ভাষা আয়ত্ব করিয়াছেন (বরাহীনে কাতেয়া-খলীল আহমদ)

(১১) আমি হুযূর রসূলে করীমকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি আমাকে পুল সেরাতের উপর লইয়া গেলেন, দেখিলাম তিনি পড়িয়া যাইতেছেন (দোজখে), আমি তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিলাম। (বালাগাতুল হায়রান—লেখক, হোসেন আলী)

(১২) নামাযের মধ্যে হুযূর রসূলে করীমকে স্মরণ করা, নিজের বলদ ও গাধার স্মরণে ডুবিয়া যাওয়া অপেক্ষাও খারাপ (সেরাতে মুস্তাকিম লেখক, ইসমাঈল দেহলবী)

(১৩) প্রত্যেক ছোট ও বড় মখলুক, নবী ও গায়ের নবী, আল্লাহ্‌র শানের নিকট চামার হইতেও হীন ও নিকৃষ্ট। (তাকবীয়াতুল ঈমান-মৌঃ ইসমাঈল দেহলবী)

(১৪) আল্লাহ ইচ্ছা করিলে হযরত রসূলের ন্যায় বহু হাজার লাখ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টি করিতে পারেন। (তাকবীয়াতুল ঈমান)

(১৫) মৌলবী আশরফ আলী থানবী বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণী শাগরেদনীকে শাদী করিলেন। উক্ত বিবাহের পূর্বে তাঁহার এক মুরীদ স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হা তাঁহার পীরের বাড়ীতে আসিবেন, এই কথা শ্রবণে পীর সাহেব কেবলা তাহার তাবীর করিলেন—তরুণী স্ত্রী হাতে আসিবে, যেমন হুযূর

pdf By Syed Mostafa Sakib

রসূলে করীমের সহিত যখন হযরত আয়েশার নিকাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স ছিল ৭ বৎসর, সেই নিসবৎ এখানেও। আস্‌তাগফিরুল্লাগহ মুসলিম জগতের মাতাকে নিজ স্ত্রীর সহিত নিসবৎ করিল।

(১৬) মৌলবী আশরফ আলী থানবীর একজন মুরীদ তাঁহাকে লিখিল—'আমি স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ কলেমা পড়িলাম—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো, আশরফ আলী রসূলুল্লাহ। চাহিতে ছিলাম কলেমাকে সঠিক ভাবে পড়ি কিন্তু মুখ হইতে ঐরূপই বাহির হইতেছিল, তারপর জাগরিত হইলাম, দরুদ পড়িলাম তো এইরূপ—আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সৈয়েদিনা ওয়া নবীয়ানা ওয়া মওলানা আশরফ আলী। এখন আমি জাগরিত কিন্তু দিল আয়ত্বে নাই।' এই সমূহ ঘটনা তিনি যখন পীর সাহেবের নিকট লিখিত রূপে পাঠাইলেন, উত্তরে পীর সাহেব জানাইল যাঁহার দিকে তুমি রুজু করিয়াছ অর্থাৎ ঃ তুমি যাঁহার মুরীদ তিনি খোদার অনুগ্রহে সুন্নতের অনুসরণকারী—১৩৩৬ হিজরী সনের সফর মাসের আল ইমদাদ রেসালার ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৭) "আমার পীর সকলের প্রতিপালক" (মর্শিয়া রশীদ আহমদ লেখক, মাহ্‌মুদুল, হাসান)

(১৮) হে ইবনে মরিয়ম (ঈসা আঃ), আমার পীরের শ্রেষ্ঠত্ব দেখুন, মুর্দ্দাকে জিন্দা করায় আমার পীর আপনার সমতুল্য; কিন্তু আমার পীর জিন্দাকেও মরিতে দিতেন না—যাহা আপনি পারিতেন না। (মর্শিয়া রশীদ আহমদ)

ওহাবী দেওবন্দীদের বদ আকীদার সম্যক পরিচয় প্রদান করিতে হইলে এক বিরাট কলেবর গ্রন্থের প্রয়োজন। আপাততঃ এই ১৮ দফাই পেশ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। ইশতেহারের সহৃদয় পাঠকগণ বিশেষ ভাবে অবহিত হউন যে, তবলীগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ইলিয়াস সাহেব উপরোক্ত দেওবন্দী আলেমদের আকীদা এবং বিশেষতঃ মৌলবী আশরফ আলী থানবীর শিক্ষাকেই নিজের তরীকায়ে তবলীগের দ্বারা পৃথিবীতে প্রচার ও বিস্তার করার জন্যই বদ্ধপরিকর। সউদী আরবের বাদশাহ সুলতান আব্দুল আজীজ ইবনে সউদের সহিত তাঁহার গভীর যোগাযোগ ছিল। বলা বাহুল্য, এখনও তবলীগীদের পূর্ণ যোগ সাজস ওহাবীদের সহিত চূড়ান্ত রূপে বিদ্যমান। ওহাবী মতবাদী সুলতানের রাজত্বকালে ওহাবীরা বড় বড় সাহাবীয়ে রসূল, তাবে, তাবেয়ীন এমাম ও রসূল দুহিতাদের মাযারগুলি ও বহু মসজিদকে ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়াছে এবং মক্কা মদীনার গোরস্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া বিরাট রাজপথ বাহির করিয়াছে। হায়, কত সাহাবায়ে কারামের বুকের উপর দিয়া অসংখ্য ট্যাক্সি, লরী, বাস, মানুষ, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি অহরহ চলাফেরা করিতেছে, **এই তবলীগীগণ তাহাদের অনুগামী ও সমর্থক!**

ভারতের বুজুর্গানে, দ্বীনের মাযার সমূহকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়াই তবলীগী জামায়াতের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইহা তাহাদের হাবভাব, আচার ব্যবহার, কখনও আচরণের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মুসলিম জাহানে বহু ব্যাপক রূপে

আচরিত মীলাদ, কেয়াম, ফাতেহা, দরূদ, মহরমের সবীল, বিসমিল্লার মকতব, আকীকা ও খাত্নার মজমা, আশুরার খিচড়া, শবেবরাতের হালুয়া, গাওসপাকের গ্যারহবী', খাজা সাহেবের ছট্টী, তীজা, চেহেল্লুম, শশমাহী, বরসী এবং বুজুর্গানে দ্বীনের উরস ও ইসালে সাওয়াবকে একেবারে বন্ধ করিয়া তৎস্থানে হোলী, দেওয়ালী, দশহরা, বড়দিন, গুরুপর্ব্ব ইত্যাদি উৎসবকে মুসলমানদের মধ্যে রেওয়াজ করিয়া দেওয়াই ইহাদের একান্ত লক্ষ্য। হে আমাদের সরল বিশ্বাসী মুসলমান ভাইগণ, **ইহার পরও কি আপনারা তবলীগী জামায়াৎকে উত্তম বিবেচনা করিয়া ঈমান ও ইসলামকে বরবাদ করিবেন?** অতএব গুমরাহী ও গজবে ইলাহীর পথ হইতে শীঘ্রই ফিরিয়া আসুন। আল্লাহ্ তা'য়ালা ও হুযূর রসূলে করীম আপনাদের সহায় হউন, আমীন!!

হে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! দেওবন্দী, ওহাবী, নজ্দীগণ ও উহার সমর্থনকারীরা আল্লাহ্ তা'য়ালা, আম্বিয়া, আওলিয়া এবং ঈমানদারদের চরম শত্রু। এমতাবস্থায়ও যদি তাহারা আপনাদের দোস্ত হয়, তবে আমাদের আর বলার কিছুই নাই। তাহাদের পশ্চাতে নামায পড়া, বিবাহ শাদি দেওয়া ক্বৎয়ী হারাম। ওহাবী, দেওবন্দী, বেদাতী ও উহাদের সমর্থকগণ হইতে ঈমান রক্ষা করুন।

সমর্থনকারীগণের নাম— জনাব মৌলানা আবুল হাসান আজিমী, আল কাদেরী

আরয গোযার— সাং ও পোঃ হাট আশুড়িয়া, জেলা-বাঁকুড়া।

জনাব হযরত মৌঃ আজ্মাতুল্লাহ সাহেব কাদেরী ফাজেলে মেফতাহুল উলুম (আজমগড়), পীরে বাংলা মুফতীয়ে আজম জনাব মৌঃ আবু তাহের মোহাম্মদ ওলি-উল্লাহ আল কাদেরী (মেদিনীপুর), হুযূর মোজাহেদে মিল্লাত মোনাজেরে আজম জনাব মৌঃ হাবীবুর রহমান সাহেব (উড়িষ্যা), জনাব মৌঃ অবুনসর মোহাম্মদ ফজলুর রহমান সাহেব ফাজেলে বেরেল্বী (মেদিনীপুর), মুমতাজুল মোহাদ্দেসীন শেরে বাংলা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন আলী আল হুসাইনী (পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর), খতিবুল আসর জনাব মৌঃ কমরুদ্দীন সাহেব নাঈমী (বর্দ্ধমান), মোনাজেরে আহ্লে সুন্নত আমীরে সুন্নত জনাব মৌঃ জহরুল আলম সাহেব ফাজেলে বেরেল্বী (লালগোলা, মুর্শিদাবাদ), পীরে বাংলা ও বিহার হযরত মৌঃ সৈয়দ মানজার হাসানাইন আজিমী আল্ কাদেরী ফাজেলে শামসী পাটনা (মুঙ্গের), রাইসুল কলম শেরে হিন্দ জনাব মৌঃ আরশাদুল কাদেরী (টাটানগর), জনাব মৌঃ গোলাম দস্তগীর সাহেব (জামশেদপুর, টাটা), জনাব মৌলানা এহতেশামুদ্দীন সাহেব (ভাগা), জনাব মৌঃ হযরত সৈয়দ শাহ বজলে রহমান কেরমানী পীরে বাংলা (খুষ্টিগিরি), জনাব মৌঃ লাল মোহাম্মদ সাহেব (বীরভূম), জনাব মৌঃ আব্দুল হক সাহেব (বীরভূম), জনাব মৌঃ আব্দুস শকুর সাহেব (বীরভূম), জনাব মৌঃ মুস্তাকীম সাহেব (বীরভূম) জনাব মৌঃ মুসলেহউদ্দীন সাহেব হেড মৌলানা মাদ্রাসা আশরাফিয়া রিজ্বীয়া' বার্ণপুর (বর্দ্ধমান), জনাব মৌলানা আব্দুস শকুর সাহেব বার্ণপুর (বর্দ্ধমান),

মৌঃ আলীফুর রহমান সাহেব বার্ণপুর (বর্দ্ধমান), জনাব সৈয়দ শাহ হযরত মৌঃ মাদানী আশরফী জিলানী সাহেব, পীরে বাংলা, বিহার, ইউ-পি ও (কছাউছা শরীফ), জনাব মৌলানা সৈয়দ মনজুর আলম সাহেব, পীরে এশিয়া, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া (মুঙ্গের, বিহার), জনাব আলীমুদ্দীন সাহেব, পীরে বাংলাদেশ (খুলনা), জনাব মৌলানা রহ্মাতুল্লাহ সাহেব হেড মৌলানা 'মাদ্রাসা আশরাফিয়া রিজবীয়া' ইসলামপুর (বীরভূম), জনাব মৌঃ খলীলুর রহমান সাহেব (বীরভূম) ইত্যাদি।

আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হইতে এইরূপ ইশ্তেহার প্রকাশ হইবার সংগে সংগে বঙ্গীয় মুসলিম জনসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়া যায়। এক দিকে স্বার্থান্বেষী এই ওহাবী পন্থী আলেম গোষ্ঠী (অর্থাৎ) আবুল হাসানাতের শ্রেণীভুক্ত মৌলবীরা অনভিজ্ঞ মুসলিম সমাজে উক্ত ইশ্তেহার সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ ইশ্তেহারের বিকৃত মতলব শুনাইয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে উলামায়ে আহ্লুস্ সুন্নাত ও জামায়াতের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিবার অপচেষ্টা করিতে থাকেন। অন্যদিকে শেরে বাংলা হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন আলী সাহেব, মৌলানা তৌহিদুর রহমান সাহেব অন্যান্য উলামায়ে ইসলামগণের অবিশ্রান্ত জাদ্দোজেহাদে ওহাবীয়াতের মুল উৎপাটিত হইতে থাকে। ফলতঃ বঙ্গীয় মুসলিম ঐক্য দ্বিখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া যায় এবং পরিদৃষ্ট হইতে থাকে দলাদলী, দ্বন্দ্ব ও পার্টিবন্দী। মীমাংসার কোন পথ নাই, সমাধানের কোনও উপায় নাই, এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে যখন উভয় দল নিজ নিজ প্রচারে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় ইবলীসের মাথায় দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রে বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁশকুড়ার এলাকাধীন কনকপুরে অবস্থিত মাদ্রাসা মজাহিরুল উলুমের মোদার্‌রেসবৃন্দ। ইহারা উক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া দক্ষিণ গোপালপুর (পাঁশকুড়া) নিবাসী জনৈক সেখ বদরুদ্দীন সাহেবকে মনোনয়ন করিয়া তাহার দ্বারা দ্বিপক্ষের অর্থাৎ ঃ—আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়েত ও ওহাবী দেওবন্দী জামায়াতের মধ্যে **মুনাজরার** আহ্বান জানাইল। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত ছিল তাহা শ্রবণে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবেন যে, সুপরিকল্পিত রূপে মুনাজরা বানচাল করিয়া আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাতকে ধোঁকা দেওয়া এবং কওমের সহিত গাদ্দারী করাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেখ বদরুদ্দীনের আহ্বানে আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে হইতে **'লব্বায়েক'** এর আওয়াজ বুলন্দ করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, **নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী** আমরা সর্ব্বদাই মুনাজরার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। যথা—

(১) "একটি বিশেষ ঘেরা জায়গায় মুনাজরা হইবে, তাহার মধ্যে উভয় পক্ষের আলেমগণ এবং বদরূদ্দীন মনোনীত তিনজন বিচারক ও আমাদের মনোনীত তিনজন বিচারক থাকিবেন। তাঁহাদের সকলের নাস্তা ও খাওয়ার ব্যবস্থা বদরুদ্দীন করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) দুই পক্ষের আলেমদের জন্য পৃথক পৃথক ষ্টেজ থাকিবে এবং প্রত্যেক ষ্টেজের জন্য এক একটি করিয়া-মাইকের ব্যবস্থা থাকিবে। যাহাতে মুসলিম জনগণ উক্ত ঘেরা জায়গায় বাহিরে থাকিয়াও এতেকাদ ও ঈমান সম্পর্কে মুনাজরা শুনিবার সুযোগ পায়।

(৩) আহ্‌লে সুন্নত ওয়া জামায়াতের পক্ষ হইতে যে সমস্ত আলেম ও তিনজন বিচারক আসিবেন তাঁহাদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ বদরূদ্দীনকে বহন করিতে হইবে না।

(৪) যে পক্ষ মুনাজরার ঐ মজলিসে উপস্থিত না হইবে, তাহার বিরুদ্ধে ইশ্‌তেহার ছাপাইয়া প্রচার করার ব্যবস্থা বদরূদ্দীন করিবেন।

ইত্যাদি শর্তাবলী বদরুদ্দীন মানিয়া লওয়ায় মুনাজরার দিন ধার্য্য হইল ২৬শে মার্চ্চ ১৯৭৭ সাল। উক্ত ২৬শে মার্চ্চ ১৯৭৭ সালের দুই দিন পূর্ব পর্যন্ত মুনাজরার কোনও শর্ত রদ্‌-বদলের কোনও কথা উত্থাপন হয় নাই, কিন্তু মুনাজরার নির্দিষ্ট দিনের মাত্র একদিন আগে অকস্মাৎ আহ্‌লে সুন্নতের পক্ষাবলম্বনকারী মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন আলী আল হুসাইনী সাহেবের পক্ষ ভুক্ত লোকজনকে, ওহাবী পক্ষীয় আলেমদের পক্ষ হইতে জানান হইল যে "উভয় পক্ষের ছয় জন বিচারকের পরিবর্তে কলিকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব অথবা ঈদের ময়দানের ঈমাম সাহেবকে উভয় পক্ষের বিচারক মানিয়া লইয়া মুনাজরা চালাইতে হইবে।" ইহাই হইল মাদ্রাসা মজাহিরুল উলুমের মোদার্‌রেস মণ্ডলীর পক্ষ হইতে শর্ত্ত ভঙ্গ ও মুনাজরা বানচালের প্রথম সূত্রপাত। যেখানে উভয় পক্ষের তিনজন করিয়া বিচারক নির্বাচিত করিবার শর্ত ছিল, সেখানে সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন সাহেবকে তাঁহার স্বপক্ষের কোনও আলেম বা বিচারক মনোনীত করিবার সুযোগ না দিয়া, অন্যপক্ষ যদি তাঁহাদের পছন্দমত এক বা একাধিক বিচারক মনোনীত করিয়া থাকেন এবং মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন সাহেবকে যদি বিরোধী পক্ষের মনোনীত বিচারককে নিরপেক্ষ বিচারক বলিয়া মান্য করিয়া লইতে বাধ্য করা হয়, তবে কি ইহা একটি অবিচার মূলক শর্ত ভঙ্গের কার্য্য নহে?

এতদ সত্ত্বেও যাহাতে মোনাজরা বানচাল না হইতে পায়, তজ্জন্য আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, কিন্তু দূরভিসন্ধি পোষণকারী ওহাবী দলীয় মৌলবীরা মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দিয়া কোনও রকম নিজেদের মুখ রক্ষা করিয়া পলায়ন করিবার পরিকল্পনা স্বরূপ কয়েকটি নতুন শর্তের উদ্ভাবন করিল—

(১) "আহ্‌লে সুন্নাত আল জামায়াত বনাম দেওবন্দী ওহাবী নামিত যে ইশ্‌তেহার ছাপান হইয়াছে তাহার ভুল স্বীকার করিয়া এবং পুনরায় ইশ্‌তেহার ছাপাইয়া বিতরণ করিতে হইবে।

(২) বিশেষ বৈঠকে মোনাজরা করা স্বীকার করিতে হইবে।

(৩) বিচারক মান্য করিতে হইবে।

(৪) উক্ত শর্ত্তাবলী কাগজে লিখিয়া দস্তখত করিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি অযৌক্তিক কথা উত্থাপন করিয়া মোনাজরা বানচাল করাইয়া দিয়া অপবাদ রটাইয়া দিল যে ঃ—

"মৌলানা সৈয়দ মুহম্মদ মুহসিন সাহেব ও তাঁহার ধর্মাবলম্বীগণ বলেন যে, কলিকাতা নাখোদা (বড়) মসজিদের ইমাম সাহেব, ধর্মতলা ঈদের ময়দানের ইমাম সাহেব, টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেব ও দিল্লী জামে মসজিদের শাহী ইমাম বোখারী সাহেব বদ আকীদা, ওহাবী ও কাফের। তৎসহ ফুরফুরার বড় হুযুর কেবলা ও মাওলানা আহ্‌মদুল্লাহ সাহেব (পিয়ারডাঙ্গা)-ও কাফের।" ইহাই হইল উক্ত অপবাদের সত্যতা!

এতদ্ব্যতীত কোনও প্রমাণ আবুল হাসানাত কখনও দর্শাইতে পারিবে না, বরং স্বয়ং ইবলীসও যদি প্রত্যক্ষভাবে আবুল হাসানাতকে সাহায্য দান করিয়া থাকে তথাপিও ক্বিয়ামত পর্যন্ত আবুল হাসানাত ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন সাহেব উক্ত ইমাম সাহেবান ও পীর সাহেবানদিগকে বদ আকীদা, ওহাবী, কাফের ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদের মর্য্যাদাহানি করিয়াছেন। এতদ প্রসঙ্গে মুসলিম জনগণকে জানান হইতেছে যে, আবুল হাসানাতের উক্ত পুস্তিকাখানি হইতেছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও দুরভিসন্ধিমূলক মিথ্যা জঘন্যতম অপপ্রচার মাত্র। সুতরাং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হইতে উক্ত পুস্তিকার অজ্ঞাত পরিচয় সংকলক জনাব আবুল হাসানাতের তীব্র প্রতিবাদ করতঃ আহ্বান করা হইতেছে যে, হয় সে মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন আলী সাহেব ও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতি যে বিষোদগার করিয়াছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করুক, অন্যথায় দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহার উপর লা'নৎ বর্ষিত হইতে থাকুক। (লানাতুল্লাহি আলাল কাজিবীন)। মুসলিম জনগণের জ্ঞাতব্যের জন্য ইশ্‌তেহার খানি নিম্নে পেশ করা হইল—

পাঁশকুড়ায় মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া দেওবন্দী ওহাবীদের মোনাজরা হইতে লজ্জাকর পলায়ণ

"বেরাদারানে ইসলাম, আস্‌সালামো আলাইকুম,

অতঃপর আপনাদিগকে অবগত করান যাইতেছে যে, দক্ষিণ গোপালপুর (পোঃ পাঁশকুড়া, জেলা-মেদিনীপুর) নিবাসী সেখ বদরুদ্দীন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং দেওবন্দী ওহাবী জামায়াতের মধ্যে একটি মোনাজরা করাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আপনারা জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, সুপরিকল্পিত রূপে মোনাজরা বানচাল করিয়া আহ্‌লে সুন্নতকে ধোঁকা দেওয়া এবং কওমের সহিত গদ্দারী করাই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উভয় পক্ষের দস্তখত করাইয়া পাকা কাজ করিয়া লইলেন না কেন? বার বার তিনি আমাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিয়াছেন "না, শর্তাদি নির্দ্ধারণ করিয়া উভয় পক্ষের দস্তখত করাইবার কোনও প্রয়োজন নাই, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যখন মোনাজরা করাইতেছি, তখন আমার বাড়ীতে যে সকল কথা লইয়া আপনাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উভয় পক্ষের ঝগড়া হইয়াছিল, সেই সকলকেই মোনাজরার বিষয়বস্তু করা হইবে। আর যে পক্ষ রাজী হইবে না কিংবা রাজী হওয়ার পর মোনাজরায় উপস্থিত হইবে না, তাহার বিরুদ্ধে আমি যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিব" ইত্যাদি।

জনাব বদরুদ্দীনের নির্দ্ধারিত যে সকল শর্ত্তাদিতে আমরা মোনাজরার জন্য সম্মত হইয়াছিলাম তাহা এই—

(১) একটি বিশেষ ঘেরা জায়গায় মোনাজরা হইবে। তাহার মধ্যে উভয় পক্ষের আলেমগণ, বদরুদ্দীন মনোনীত তিনজন বিচারক, আমার মনোনীত তিনজন বিচারক এবং বদরুদ্দীন নিমন্ত্রিত ২৬টি গ্রামের ৫২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিবেন। তাঁহাদের সকলের নাশ্‌তা ও খাওয়ার ব্যবস্থা বদরুদ্দীন করিবেন।

(২) দুই পক্ষের আলেমদের জন্য পৃথক পৃথক ষ্টেজ থাকিবে এবং প্রত্যেক ষ্টেজের জন্য একটি করিয়া মাইকের ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে মুসলিম জনগণ উক্ত ঘেরা জায়গার বাহিরে থাকিয়াও এ'তেকাদ ও ঈমান সম্পর্কে মোনাজরা শুনিবার সুযোগ পায়।

(৩) আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে যে সমস্ত আলেম ও তিন জন বিচারক আসিবেন তাঁহাদের যাতায়াত ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য খরচ বদরুদ্দীন বহন করিবেন না।

(৪) যে পক্ষ মোনাজরার ঐ মজলিসে উপস্থিত হইবে না, তাহার বিরুদ্ধে ইশ্‌তেহার ছাপাইয়া প্রচার করার ব্যবস্থা বদরুদ্দীন করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, যাহাতে ১৫/২০ হাজার লোক এই মোনাজরা শুনিবার সুযোগ পায়, তজ্জন্য বদরুদ্দীনের বাড়ীর নিকটস্থ পূর্বদিকের মাঠটি নির্বাচিত হয় এবং বদরুদ্দীন আমার নিকট আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের যে তিনজন বিচারক আসিবেন, তাঁহাদের নাম পেশ করিতে বলেন। ইহাতে আমি তাঁহার মনোনীত তিনজন বিচারকের নাম আমাকে দেওয়ার জন্য বলি। দুই তিন দিনের মধ্যেই আমরা প্রত্যেকে নিজেদের মনোনীত বিচারকদের নাম পেশ করির স্থিরীকৃত হয়।

উপরোক্ত বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই আমরা মোনাজরার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি এবং চেক বই ছাপাইয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ইশ্‌তেহার ছাপাইয়া মোনাজরায় দলে দলে যোগদান করিবার জন্য মুসলিম জনসাধারণকে আহ্বান জানাই। উক্ত ইশ্‌তেহারে দেওবন্দী ওহাবীদের মতবাদ সম্পর্কে কিঞ্চিত নমুনাও প্রচার করা হয়।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে জানাইতেছি যে, মোনাজরা আরম্ভ হওয়ার মাত্র দুইদিন বাকী, এমন সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে সেখ বদরুদ্দীন "মোনাজরা হইবে কি?" শীর্ষক ইস্তেহার ছাপাইয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া মোনাজরা বানচাল করিবার অপচেষ্টা করেন। উক্ত ইশ্‌তেহারে বদরুদ্দীন যে সমস্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। ঐরপ ডাহা মিথ্যা কথা বলা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব কিনা

আপনারাই বিচার করুন। মাননীয় পাঠকবর্গ উপরের উল্লিখিত শর্তগুলি পড়িয়া নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে প্রকৃত শর্তভঙ্গকারী ধোঁকাবাজ কে? চালাকী, ধোঁকাবাজী ও মিথ্যাবাদীতায় কে সিদ্ধহস্ত? অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া মোনাজরা হইতে পলায়ন ও নিজেদেরকে নিরপরাধ সাজাইবার ইহা একটি অভিনব ব্যবস্থা নয় কি?

আরও প্রকাশ থাকে যে বদরুদ্দীনের সঙ্গে আমার যে সমস্ত শর্তের কথা হইয়াছিল তাহার সাক্ষী এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু মুসলমানরা অবগত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমাদের গ্রামের বড় আব্দুল জব্বার, পীতপুরের ইউসুফ খাঁ, সিমুলহাণ্ডার সেখ আকবর ও মোল্লাজী আয়ুব খাঁন এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার কথার সত্যাসত্য বহু মুসলমানের সম্মুখেই প্রমাণ করিয়াছি যে—সেখ বদরুদ্দীন সমস্ত শর্তের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।

উক্ত মোনাজরায় মৌঃ ইসমাঈল ও তাঁহার দলের আলেমেরা যাহাতে উপস্থিত হন, তজ্জন্য আমাদের পক্ষ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু মোনাজরা আরম্ভের দুই দিন পূর্বে মৌঃ ইসমাঈল সাহেবের পক্ষ হইতে এমন কতকগুলি শর্ত্ত আরোপ করা হয়, যাহা নির্দ্ধারিত ও চুক্তিবদ্ধ শর্ত্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐরূপ শর্ত আরোপ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, মোনাজরা হইতে কোন প্রকারে পালাইয়া নিজেদের মুখ রক্ষা করা এবং সহজ সরল মুসলিম জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া। নিম্নের শর্তগুলি পড়িলেই একথা পরিস্কার হইয়া—যাইবে যে, কাহারা মোনাজরা হইতে পালাইতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিম্নের শর্তগুলি ধীরস্থির ভাবে পড়ুন—

"পুনরায় যদি মোনাজরা হয় তাহলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি মানিতে হইবে।" যথা ঃ

(১) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বনাম দেওবন্দী ওহাবী নামিত যে ইশ্‌তেহার স্থাপন হয় তাহার ভুল স্বীকার করা এবং উহা পুনরায় ইশ্‌তেহার রূপে ছাপাইয়া বিলি করা।

(২) বিশেষ বৈঠকে মোনাজরা হইবে।

(৩) বিচারক মানিতে হইবে।

(৪) উক্ত সমস্ত শর্ত্ত কাগজে লিখিয়া দস্তখত করিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে ইশ্‌তেহারের পাঠকবর্গ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, মোনাজরা করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা মৌঃ ইসমাঈল সাহেব ও তাঁহার পক্ষীয় আলেমদের নাই। **উপরের দেওয়া শর্তগুলি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ও চুক্তিবদ্ধ শর্তের সম্পূর্ণ বিপরীত।** যাঁহাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তাঁহারাও বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, কোন পক্ষই এরূপ শর্তে মোনাজরা করিতে রাজী হইবেন না। আপনারা জানেন যে সাধারণ মানুষ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কত গাফেল। তাহাদের এতেকাদ ও ঈমানরূপ সম্পদকে নষ্ট করিবার জন্য কি অপরূপ চেষ্টাই না চলিতেছে দিকে দিকে। মোনাজরা শুনিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে মুসলিম জনসাধারণের, যাহাদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত কম। কিন্তু মৌঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসমাঈল সাহেব ও তাঁহার মতাবলম্বী আলেমরা মুসলমানদের অন্ধকারের মধ্যে রাখিতে চান, কেননা তাঁহারা সঠিক মতবাদের অনুসারী হইলে ঐ সমস্ত আলেমদের আসল রূপ তাঁহাদের কাছে প্রকাশ হইয়া যাইবে এবং চাঁদা আদায়ে ভাঁটা পড়িবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই যে তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মজলিসে মোনাজরা করিতে শর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মাননীয় পাঠকবর্গ! এইবার তৃতীয় শর্ত সম্পর্কে চিন্তা করুন। **মোনাজরার ওসুলের কেতাবে কোন পক্ষকেই জোর করিয়া বিচারক মান্য করাইবার নিয়ম বা পদ্ধতি নাই।** কোন পক্ষ যদি বিচারক মান্য করিয়া লয়, তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁহাদের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বিচারক মান্য করিবার জন্য বাধ্য করা হইতেছে, যাহা মোনাজরার ওসুলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক বিচারক থাকিলে কাহারও আপত্তির কোন কারণ থাকিত না। সেখ বদরুদ্দীনের সঙ্গে-ও এইরূপ কথা ছিল যে, উভয় পক্ষের তিনজন করিয়া মোট ছয় জন বিচারক থাকিবেন। কিন্তু বদরুদ্দীন সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ইশ্‌তেহার প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে মৌঃ ইসমাঈল সাহেব ও তাঁহার নিজের মনোনীত বিচারকের রায় যাহাতে আমরা মানিয়া লই তাহার জন্য শর্ত আরোপ করিয়াছেন। উপরোক্ত শর্ত **দুইটির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল,** মোনাজরার ময়দান হইতে মৌঃ ইসমাঈল প্রমুখের বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপসারণ। প্রথম শর্তটি আরও অভিনব। মৌলানা মোহাম্মদ মহসিন আলী কর্তৃক প্রচারিত ইশ্‌তেহারটির ভুল স্বীকার করিয়া, উহা পুনরায় ইশ্‌তেহার রূপে ছাপাইয়া বিলি করার কথা উক্ত শর্তে বলা হইয়াছে।

মাননীয় পাঠকবর্গ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত শর্ত আরোপ করার অন্তরালে কি অদ্ভূত দুরভিসন্ধি রহিয়াছে। ইশ্‌তেহারে দেওবন্দী ওহাবীদের মতবাদ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয় তাঁহাদের পুস্তক হইতে উল্লেখ করায়, তাঁহারা বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ঐরূপ মতবাদ পোষণ করে না বলিয়া জনসাধারণের কাছে জোর গলায় প্রচার করিতেছে। **আমার বক্তব্য হইল ঃ তাঁহারা যদি সত্যই ঐরূপ আকীদা পোষণ না করিতেন, তাহা হইলে মোনাজরা মজলিসে উপস্থিত হইয়া সর্বসাধারণের কাছে তাহার প্রতিবাদ করিলেন না কেন?** যাঁহারা রসূলে করীমের শানে সম্মানহানীকর উক্তি পুস্তকে লিখিয়া কাফের হওয়ার ফাৎওয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারদেরকে অকপটেই কাফের বলিয়া স্বীকার করিলেই তো সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি তন্মুহূর্তেই হইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই উহা করিতে পারিবেন না, কেননা তাঁহারা ঐ মতেরই গোঁড়া সমর্থক। তাঁহাদের মন প্রাণ ঐ মতবাদের বিশ্বাসে বিভোর হইয়া আছে। কেবলমাত্র সহজ সরল মুসলিম জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই বলিতেছে যে, ঐরূপ বদ আকীদার অধিকারী তাঁহারা নয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অযথা মিথ্যা

দুর্নাম রটান হইতেছে। সহৃদয় মুসলমান ভাইগণ, শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দীনের চক্রান্তে মোনাজরা বানচাল হইয়া গেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ২২ জন বিখ্যাত আলেম এই মোনাজরার জন্য তশরীফ আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের পাথেয়াদি খরচ বাবদ বেশ কিছু টাকা খরচ হইয়াছে। রসিদ ছাপাইয়া চাঁদা আদায় না করিলে কি প্রকারে কার্য্য সমাধা হইত? আপনারাই বলুন।

২৪/২৫/২৬শে মার্চ ১৯৭৭ এই তিন দিন ব্যাপী পাঁশকুড়া ও মড়িপুকুর অঞ্চলে জলসা হয়। ২৬ তারিখের জলসায় প্রায় দশ সহস্র লোকের উপস্থিতিতে ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, দেওবন্দী ওহাবীদের দ্বীনদারীর মুখোশ খুলিয়া দেন। আজ বহু লোক জানিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, তাঁহারা কত বড় শঠ ও কপট। মুসলমান ভাইগণ, আজ আমরা কওমের আদালতে বিচার প্রার্থী। আপনারা প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করুন। অবশেষে কয়েকটি কথা প্রশ্নাকারে আপনাদের খেদমতে আরজ করিতে চাই—

মোনাজরা না হইবার জন্য দায়ী কে?

মোনাজরার ময়দান হইতে পালাইল কাহারা?

সেখ বদরুদ্দীনের ব্যবহারে কি প্রমাণিত হয় নাই যে, তিনি একজন পাক্কা ওহাবী, দেওবন্দী মতবাদী মৌঃ ইসমাঈল সাহেবের অন্ধ সমর্থক ও মুর্খ অনুসারী।

আপনাদের অবগতির জন্য আরও একটি ঘটনার কথা না বলিয়া পারিলাম না। গত দুই বৎসর পূর্বে কনকপুর গ্রামে জনাব আবদুল গফ্‌ফার খাঁ সাহেবের পিতা মরহুমের ঈসালে সওয়াবের মজলিসে মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন আলী সাহেবের দাওয়াত ছিল। উক্ত মজলিসে মৌলানা সাহেব ওহাবী দেওবন্দী মতবাদ সম্পর্কে তকরীর করিতেছিলেন, তাঁহার উক্ত তকরীরে **জনাব মুস্তাকীম সাহেব ও জনাব হাজী ওলি মোহাম্মদ সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করেন** এবং **মোনাজরা করার চ্যালেঞ্জ দেন।** মৌলানা সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। মজলিসের উপস্থিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে সাক্ষী রাখেন। উক্ত ঘটনার পর আমি ও মৌলানা সাহেব পরবর্তী রবিবারে কনকপুরে যাই এবং মোনাজরা যাহাতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিচারক নির্দ্ধারণ ও মোনাজরার শর্ত্ত করিয়া মৌলানা সাহেবের কাছে পত্র পাঠান হয়। আমরা আমাদের মনোনীত বিচারক ও কয়েকটি মোনাজারার বিষয়বস্তু তাঁহাদের দেওয়া বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিই। হাজী ওলী মোহাম্মদ সাহেব আমার উপস্থিতিতে খুব জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মোনাজরা অবশ্যই করিবেন, ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। **কিন্তু আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন যে কয়েকদিন পরে তাঁহারা জানাইলেন তাঁহারা মোনাজরা করিবেন না।** উক্ত ঘটনার কথা পাঁশকুড়া স্টেশন সংলগ্ন প্রতিটি গ্রামের মুসলিম জনসাধারণ ভাল ভাবে অবগত আছেন। এক্ষণে চিন্তা করুন, **কাহারা বারে বারে চালেঞ্জ দেওয়ার পর মোনাজরার ময়দান হইতে নির্লজ্জের মত পলায়ন করেন?**

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের ঘোষণা ঃ দেওবন্দী ও ওহাবীদের ঈমান ও ইসলাম বিধ্বংসী আকায়েদকে মওজুয়ে মোনাজরা করিয়া আমরা যে কোন সঙ্গত শর্তে উহাদের সহিত মোনাজরা করিতে প্রস্তুত। **তাকবীয়াতুল ঈমান, সেরাতে মুস্তাকীম, হিফজুল ঈমান, বরাহীনে কাতেয়া, ফতোয়া রশীদিয়া, তাহজীরুন্নাস, তাজকেরাতুর রশীদ, আরওয়াহে সালাসা প্রভৃতি কেতাবে দেওবন্দীদের আকীদা লিপিবদ্ধ আছে। দেওবন্দী ওহাবীগণ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ভুক্ত নয়। উহারা প্রকৃত পক্ষে খারেজী সম্প্রদায় ভুক্ত, বেদ্বীন গুমরাহ ফির্‌কা।** হানাফী সাজিয়া উহারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোককে ধোঁকা দিতেছে। সুন্নী ভাইগণ, আপনারা উহাদের বদ আকীদা হইতে নিজেদের রক্ষা করুন। উহাদের সহিত যে কোনও প্রকার সহযোগিতা হারাম ও নাজায়েজ। ইতি—

আরজ গোজার—
আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে
শেখ ওয়ালী মোহাম্মদ
পাঁশকুড়া পুরাতন বাজার, মেদিনীপুর।

তারিখ—
২৫শে চৈত্র, ১৩৮৩।

অজ্ঞাত পরিচয় সংকলক আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত পুস্তিকার সর্বশেষ পৃষ্ঠায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে—

"মোহাম্মাদী ধর্ম্মে—সমস্ত মুসলমান/ রেযাখানি ধর্ম্মে—সমস্ত কাফের আপনি কোনটি চান? বিবেচনা করুন।"

উল্লিখিত এবারতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি **মুসলিম গণআদালত হইতে শুধু ইনসাফের প্রত্যাশী যে, মুসলীম জাহানের প্রতি ফাৎওয়া জারী করিল কে?** সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন সাহেব কি আবুল হাসানাত? মোহাম্মদী ওহাবী নজ্‌দী প্রভৃতি ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম তাহা আর আশা করি নতুন করিয়া বোঝাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ উক্ত পুস্তকের পূর্ব পৃষ্ঠাগুলিতে সাক্ষী সাবুদসহ বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে যে, **আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর পুত্র মোহাম্মদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র ধর্মের নাম মুহম্মদী-ওহাবী বা নজ্‌দী ধর্ম। রেযাখানী ধর্ম নামে যে কোনও ধর্ম নাই, বরং ইহা যে স্বয়ং আবুল হাসানাতের মস্তিষ্ক প্রসূত,** তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা স্বয়ং আবুল হাসানাত তাঁহার উক্ত পুস্তিকার নবম পৃষ্ঠায় নিজেই লিখিয়াছেন ঃ—

"খান সাহেবের উক্ত নবনির্মিত ধর্মকে **'ব্রেলভী বা রেযাখানী'** ধর্মে আখ্যায়িত করা অধিক সমীচিন মনে করি।"

সুতরাং **'ব্রেলভী বা রেযাখানি'** ধর্ম নামে যে কোনও ধর্ম নাই, বরং প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে যে রেযাখানী ধর্ম নামে কলংকিত করিয়া, **রেযাখানী ধর্মের অজুহাতে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানদিগকেই কাফেরের ফাৎওয়া আরোপ করিয়াছেন—** তাহা বলাই বাহুল্য।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি প্রশ্ন যে, কলিকাতা নাখোদা (বড়) মসজিদের ইমাম

সাহেব, ধর্ম্মতলা ময়দানের ঈদের ইমাম সাহেব, দিল্লী জামে মসজিদের শাহী ইমাম সাহেব, ফুরফুরার বড় হুযূর (রহঃ), পিয়ার ডাঙ্গার আহ্‌মাদুল্লাহ সাহেব ও সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনগণ কোন ধর্ম্মাবলম্বী? ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী, কি মুহম্মদী ধর্ম্মাবলম্বী? ইসলাম ধর্ম্মের পক্ষে আছেন আহমদ রেযা খাঁন সাহেব, মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন আলী সাহেব ও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং মুহম্মদী ওহাবী ধর্ম্মের পক্ষে আছে আবুল হাসানত ও মুহম্মদী ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বনকারী সমূহ ওহাবী নজ্‌দীগণ।

সহৃদয় পাঠকগণ, আপনারা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করুন যে, **আবুল হাসানতের স্বীকৃতি মূলে মুহাম্মদী ধর্ম্মে সমস্তই মুসলমান** অর্থাৎ কেহই অমুসলমান বা কাফের নয়। অতএব তাঁহার এই প্রকার উক্তির দ্বারা **অকাট্যরূপে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, 'মুহাম্মদী ধর্ম' আর যাহা কিছুই হউক না কেন, অবশ্যই 'ইসলাম ধর্ম' নয়।** কারণ **পবিত্র ইসলাম ধর্মের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাফেরকে কাফের ও মুসলমানকে মুসলমান জ্ঞান করা একান্ত অপরিহার্য্য কর্তব্য। মুহাম্মদী ধর্ম এই সিদ্ধান্তের বিরোধী,** কেননা **উক্ত ধর্ম্মের নিকটে কাফেরও কাফের নয়, সমস্ত মুসলমান।**

"রেযাখানী ধর্ম" বা মতবাদ বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও ধর্ম্ম বা মতবাদের কোনও অস্তিত্ব কোথাও নাই। ইহা ধূর্ত ও কপট আবুল হাসানাতের মনগড়া ও স্বীয় কল্পিত ডাহা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পরম শ্রদ্ধেয় ও মহামান্য ইমাম আলা হযরত আযীমুল বরকত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নত, ক্বাতিয়ে ওহাবীয়ত, দাফিয়ে শির্‌ক ও বিদয়ত, মুহিয়ে দ্বীন ও মিল্লাত পবিত্র ইসলামেরই সত্যকার মহান ধারক, বাহক, প্রচারক, সংরক্ষক ও সংস্কারক ছিলেন হযরত মওলানা আব্দুল মুস্তাফা মুহম্মদ আহমদ রেযা খান বেরেলবী রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু। তিনি আজীবন দ্বীন ইসলামের খিদমত করিয়া গিয়াছেন। তাই আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াত তাঁহার ইহসান কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারে না। **সুচতুর ও ধোঁকাবাজ আবুল হাসানাত ও তাঁহার মুহাম্মদী ধর্মের সমস্ত খ্যাতনামা আলেমগণকে আমাদের জোরদার চ্যালেঞ্জ যে, আলা হযরত রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হুর নূন্যধিক সহস্র পুস্তক পুস্তিকা হইতে তাঁহারা প্রমাণ করুন যে, তিনি কোনও নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।**

"রেযাখানী ধর্মের গুপ্ত রহস্যের" প্রতিবাদ ও খণ্ডন এই জন্যই প্রয়োজন হইল না যে, মুজাহিদে ইসলাম জনাব ফিদা হুসাইন সাহেব তাঁহার প্রণীত **"অনুবীক্ষণে ওহাবীয়ত"** পুস্তকে উক্ত পুস্তিকার যথাযথ খণ্ডন করিয়াছেন। তথাপি উক্ত পুস্তিকার ৫০ নং অনুচ্ছেদের অপবাদ প্রসঙ্গে দুই হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া যে ঈশ্‌তিহার হযরত আল্লামা মওলানা মুফতী মুহাম্মদ মহসিন আলী আল-হুসাইনী সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুরস্কার

বেরাদারানে ইসলাম, আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনারা হয়ত অবগত আছেন যে, জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় সৈয়দ আবুল হাসানত আল হুসাইনী (কাদেরী, চিস্তি, নকশবন্দী, সোরওয়ার্দী) অর্থাৎ যিনি সুপরিচিত সকল সিলসিলার উত্তরাধিকারীরূপে নিজেকে প্রচার করিতে চাহেন, এমন এক ব্যক্তিকে সংকলকরূপে সম্মুখে রাখিয়া 'কনকপুর মাজাহিরুল উলুম' মাদ্রাসার মুহতামিম মৌলবী ইসমাঈল সাহেব ও তাঁহার সহধর্মী অন্যান্য ওহাবী দেওবন্দীগণ সম্প্রতি **'রেযাখানী ধর্মের গুপ্ত রহস্য'** নামক একটি পুস্তিকার মাধ্যমে বর্তমান শতাব্দীর মহান মোজাদ্দেদ ইমামে আহ্‌লে সুন্নত আলা হযরত মোহাম্মদ আমদ রেযা খাঁ বেরেলবী রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হুর শানে অতিশয় ঘৃণ্য ও নেহায়েৎ ভিত্তিহীন কুৎসা প্রচার করিতেছেন। রেযাখানী ধর্ম বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র ধর্ম নাই এবং স্বয়ং আলা হযরত অথবা উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নতের কেহই তাঁহার ধর্মকে 'রেযাখানী ধর্ম' বলিয়া অভিহিত করেন নাই। একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই মনোনীত ও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের **প্রচারিত ইসলামই** ছিল আলা হযরত মোজাদ্দেদে দীন ও মিল্লাতের আচরিত ধর্ম। তিনি তৎকালীন যুগে বিশ্বের সকল বে-দ্বিনী ও বদ্-মজহবীর বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া সুন্নীয়তকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিকট বেদ্বীন ও বদ-মজহবগণ, বিশেষতঃ দেওবন্দী ওহাবীগণ বারে বারে পরাজিত হইয়াছেন। সেই আক্রোশে সর্বদাই তাঁহারা আলা হযরতের বিরোধীতা করিয়াছেন এবং আজও করিতেছে। 'রেযাখানী ধর্মের গুপ্ত রহস্য' নামক অপপ্রচার মূলক পুস্তিকায় বহু ইসলাম বিরোধী আকীদাকে আলা হযরতের আকীদা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু অজ্ঞাত জনের লিখিত উক্তিকে আলা হযরতেরই অভিমত বলিয়া প্রকাশ করতঃ সাধারণ মুসলমানগণকে ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করা হইতেছে। যেমন, উক্ত পুস্তিকার ৫০ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—"রেযাখানী ধর্মের একজন বিরাট পীর ওয়ারেসী ফিরকার প্রবর্ত্তক ওয়ারেস আলী সাহেব বলেন,—'আহাদ ও আহমদ একই জাত... বরং আঠার হাজার সৃষ্টি সমস্তই খোদা'—আমরা ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া ঘোষণা করিতেছি, এইরূপ মতবাদ কখনই আলা হযরত মোহাম্মদ আহমদ রেযা খাঁ বেরেলবী রদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হুর মতবাদ ছিল না। ইসলাম ধর্মের উপর তাঁহার রচিত সহস্রাধিক গ্রন্থ ও পুস্তক পুস্তকাদির কোনও একখানির মধ্যেও ঐরূপ ইসলাম বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসী আকীদার কথা লিখা নাই, পক্ষান্তরে ওয়ারেস আলী সাহেব অথবা অন্য কেহ ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকিলে, তাহার সহিত আলা হযরতের কোনও প্রকার সংস্রব নাই। **তাই আমরা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সমস্ত ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমগণকে চ্যালেঞ্জ জানাইতেছি যে, যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে, আলা হযরত আহমদ রেযা খাঁ বেরেলবী রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্‌হু এইরূপ ঈমান ও ইসলাম বিরোধী আকীদা**

পোষণ করিতেন অথবা তিনি তাঁহার কোনও কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আহাদ আহমদ একই জাত অথবা আঠার হাজার মখলুকই খোদা। তবে এইরূপ প্রমাণকারীকে আমরা এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।

আরও প্রকাশ থাকে যে, দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মোহতামিম জনাব মৌলবী কারী তাইয়াব সাহেব যদি প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে দেওবন্দী ওহাবী ধর্মের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ার জন্য আমরা তাহাকে উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই হাজার টাকা প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিব। অন্যথায় এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া যদি কেহ উহা প্রমাণ করিতে আগাইয়া না আসেন, তবে যাহারা ওয়ারেস আলী সাহেব অথবা অন্য যে কোনও সাহেবের ঈমান ও ইসলাম বিরোধী উক্তিগুলিকে হযরতের আকীদা ও অভিমত নাম দিয়া অপপ্রচার করিতেছেন, তাহাদের উপর লানৎ ও অভিসম্পাত বর্ষিত হইতে থাকুক।

বিঃ দ্রঃ—আমরা ইন্‌শা আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত **'রেযাখানি ধর্মের গুপ্ত রহস্য'** ও অন্যান্য দেওবন্দী ওহাবীদের তরফ হইতে প্রচারিত পুস্তক-পুস্তিকার আপত্তিকর বিষয়ের যথাযোগ্য জওয়াব **'এ'লানে হক'** পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে থাকিব।

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে ঘোষণাকারী—
সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসিন আলী আল হুসাইনী আফা আনহু।
গ্রাম ঃ জয়কৃষ্ণপুর, পোঃ পাঁশকুড়া, জেলা- মেদিনীপুর।

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবম পরিচ্ছেদ

ইন্তেকাম

"সাতেয়া কার রহা হ্যায় আযল সে তা ইমরোয,
চেরাগে মুস্তাফাবী সে শারারে বুলাহাবী।" —আল্লামা ডঃ ইকবাল।

অর্থাৎ—আদিম কাল হইতে আজ পর্যন্ত মুস্তাফাবী প্রদীপ শিখার সহিত আবুলাহাবী স্ফুলিঙ্গের সংগ্রাম চলিতেছে।

আল্লাহ্ আয্যূজল খালিকে কায়েনাত কারসাজে মুতলক অনাদি অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, সর্ব্ব অন্তর্য্যামী পরম করুণাময় পরওয়ার দেগারে আলম খোদাওন্দে কুদ্দুসের বারগাহ হইতে আযাযীল প্রত্যাখ্যাত, লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল ইন্তেকাম বা প্রতিশোধের জন্য। কাহার উপর ইন্তেকাম, কিসের প্রতিশোধ তাহা আশাকরি বাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা প্রত্যেক জ্ঞানীব্যক্তি ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত যে, আযাযীল মরদুদ হইল কেন? আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'য়ালার এবাদৎ ও বন্দেগীতে সে বিন্দু বিসর্গও ত্রুটি করে নাই, যদি তাহাই হইত ,তাহা হইলে আউলাদে জ্বিন হইয়া সে অত অধিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিত না। এককালে সে ছিল **'মুয়াল্লিমুল মালাকুত'** নামে অভিহিত, কিন্তু আজ সে **মরদুদ ও মালায়ুন** নামে পরিচিত। শুধু একটি মাত্র অপরাধ তাহার সমস্ত এবাদৎ-বন্দেগী ও মর্য্যাদাকে ধুলিস্মাৎ করিয়া ছিল (অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযরত আদমকে সাজদাহ করিতে অস্বীকার করিয়া, বাস্তবে সে নূরে মোহাম্মদীর অবজ্ঞা করিয়া ছিল) এবং শুধুমাত্র এই অপরাধের জন্য সে বারগাহে ইলাহী হইতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আদি পুরুষ হযরত আদম আলা নবীয়েনা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াওাস্লীমের যামানা হইতেই **আউলাদে আদমের প্রতি তাহার ইন্তেকাম বা প্রতিশোধ আরম্ভ, সেই ইন্তেকাম আজও চলিতেছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।**

হযরত আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে হযরত নবী আখেরুজ্জামান জনাব মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত ন্যূন্যাধিক এক লক্ষ চব্বিশ সহস্র আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়স্তাস্লীমগণ যখনই স্ব স্ব নাম যুক্ত কালেমা প্রচার করিয়া আদম সন্তানকে তৌহিদের পথে আহ্বান করিয়াছেন, তখনই এই বিতাড়িত শয়তান তাহার বিরোধীতা করিয়াছে। এমন কি আদম সন্তানকে স্বীয় প্রতারাচ্ছন্ন মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া তৌহিদের জাম হইতে চিরতরে বঞ্চিত করাইয়া মানুষকে বিপথগামী করিয়া তাহাদের দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-পাহাড়-পর্ব্বত-পৃথিবী-আকাশ-সলিল-বাতাস লতা-গুল্ম-মূর্ত্তি ও লিঙ্গের পূজা করাইয়াছে। **অদ্ভুত ইন্তেকাম, আশ্চর্য্য প্রতিশোধ!**

এই মরদুদ শয়তান স্বীয় মায়াজালে আদম সন্তানকে এত মোহিত করিয়াছে যে

'আশ্রাফুল মাখ্লুকাৎ' নামে অভিহিত মানুষ আজ গু-গোবর, মল ও মূত্রকে পবিত্র বস্তু জ্ঞান করিয়া সাদরে ভক্ষণ করিতেছে! এই ইবলীসের মায়াঘোরে আবু জেহেল ও আবু লাহাব ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গারে ঝাঁপ দিয়াছে। ইহারই মায়াবদ্ধ হইয়া বনী তমীমের লোকেরা নবী আখেরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অবমাননা করিয়া মোনাফেকের কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ইবলীসী চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া আবু মুসলিম নবুয়তের মিথ্যা দাবী করিয়া, সমগ্র মুসলিম জাঁহানে মুসায়লেমা কাজ্জার নামে পরিচিত হইয়াছে। এই মালায়ুন ইবলীস স্বয়ং মানবরূপ ধারন করিয়া কুফ্ফারে মক্কা'র সম্মুখে নিজেকে 'শেয়েখ নজ্দী'র পরিচয় দিয়া হুযুর রসূলে আকরম নূরে মোজাস্সম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার নিমিত্ত তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা যোগাইয়াছে। ইহারই বশীভূত ইয়াজীদ নবীকুল ধ্বংস করিতে দৃঢ় সংকল্পিত হইয়া, কারবালা প্রান্তরে তৌহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া হযরত হুসাইনকে পুত্র পরিজন সহ শহীদ করাইয়া, অবশেষে স্বয়ং জাহান্নামের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়াছে।

সুতরাং ইহা অবশ্যই প্রমাণিত যে, মানুষ শুরু হইতেই দ্বি-দলে বিভক্ত। **একটি দল হইতেছে তৌহিদী পরস্ত (আম্বিয়ায়ে কারামের অনুগামী দল) এবং অন্যটি হইতেছে নাফরমান (শয়তানের দল)।**

হাবীবে খোদা মহবুবে কিবরীয়া রসূলে বাস্যফা জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'জিগর গোসা' হযরত হুসাইন ও তাঁহার পুত্র পরিজনগণের ঐ মর্মান্তিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানে না, এমন কেহ নাই। ফোরাত নদীর উপকূলে কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন, তাঁহার দেহ পাকের পবিত্র 'লোহু'র সর্ব্বশেষ বিন্দু দ্বারা-ও দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে বরং তিনি কারবালার ঐ শোনিতাক্ত উপদেশ দ্বারা হক্ক ও সত্য, ন্যায় ও নিষ্ঠা, মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার পুনঃর্জ্জনম দিয়াছেন—যাহা আজ গায়ের কওম-ও স্বীকার করতে বাধ্য।

ফাতেমার লাল—আলীর দুলাল, মহামানব হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নমণি, হযরত হুসাইন রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হু স্বপরিবারে শাহাদতের জাম পান করিয়া দ্বীন ইসলামকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছেন, এতদ্ দর্শনে মরদুদ আযাযীল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। পুনরায় নতুন পন্থা অবলম্বন করিয়া মোক্তার ইবনে সক্ফীকে স্বীয় মায়াজালে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা 'রাফজী'র দাবী করাইল। শয়তানের বশবর্ত্তী হইয়া মোবারক ইবনে সক্ফী একটি নকল **'তাবুত ও একটি কুরসী'** প্রস্তুত করিয়া সেইগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া সর্ব প্রথমে সিমার, ওলীদ, মারওয়ান ইত্যাদি সমূহ ইয়াজীদী লস্করকে হত্যা করিয়া অপকৌশল পূর্বক রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল এবং অবশেষে নবুয়তের মিথ্যাদাবী করিয়া আবু লাহাবীর পর্য্যায় ভুক্ত হইল। এইরূপ ভাবে **মালায়ুন ইবলীস তাহার ইন্তেকামে সদা সর্বদাই ব্যস্ত। তাহার চিন্তাধারা অনুযায়ী সে নতুন নতুন আপদ ও বালা, ফিৎনা ও ফাসাদ প্রাদুর্ভূত করিতেছে।** কিন্তু অটল

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবিনশ্বর দ্বীন ইসলামের সংঘর্ষণে—সমূহ আপদ-বালা, ফিৎনা ও ফাসাদ চূর্ন বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বর্তমান যুগের শয়তানী ফিৎনাগুলির মধ্যে **সর্ববৃহৎ ও ভয়ঙ্কর ফিৎনা হইতেছে ওহাবী-নজ্‌দী ফিৎনা**। এই ফিৎনা আজ সমগ্র মুসলিম জাঁহানে অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং উক্ত ফিৎনা সম্পর্কেই হুযূর রেসালত মায়াব সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী রহিয়াছে যে, **পূর্বদিক হইতে একটি ফিৎনা প্রাদুর্ভূত হইবে, তাহারা দ্বীন ইসলাম কে পরিবর্তন করিয়া দিবে ইত্যাদি,** যাহা অত্র পুস্তকের প্রারম্ভেই আলোচিত হইয়াছে।

১১৪৩ হিজরী সনে বনীতমীম কবিলা হইতে এক ব্যক্তি বহির্ভূত হয় এবং দ্বীন ইসলামের বিকল্প ও সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম স্থাপনা করে, উক্ত ধর্ম্মের নাম **'মুহম্মদী ধর্ম বা ওহাবী নজ্‌দী ধর্ম'** উক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার নাম মোহাম্মদ। বনী ওয়ায়েল খান্দানের তমীমী কবিলায়, জুলখোওয়ায়্‌সরার বংশে, আব্দুল ওহাবের ঔরশে আরবের এলাকাধীন নজ্‌দ প্রদেশের আইনিয়া নামক স্থানে ১১১৫ হিজরী সনে সে জন্মলাভ করে এবং ১১৪৩ হিজরীতে স্বীয় বাতিল আকায়েদের প্রচার আরম্ভ করে। তাহার ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী তদানীন্তন কাল হইতে হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত কেহই শির্‌কীয়াতের মহা পাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে নাই। অর্থাৎ ঃ—সকলেই শির্‌ক করিয়া মহাপাপী হইয়াছে। উহাদের ধর্মীয় কলেমা হইতেছে ঃ—

"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু মালেকে ইয়াওমিদ্দীন কানা মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ।"

সুতরাং মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজ্‌দী যে বিতাড়িত ইবলীসের অন্যতম খলীফা, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বীয় বাতিল আকায়েদ পোষণের ও প্রচারের ফলে সে নজ্‌দ প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া আরবের এলাকাধীন শহরে দরইয়া নামক স্থানে তথাকার আমীরের পুত্র মোহাম্মদ ইবনে সউদ সালারের নিকট আশ্রয় লাভ করিল এবং উক্ত সউদ পুত্র মোহাম্মদের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত শহরে দরইয়া হইতেছে মুসায়-লেমা কাজ্জাবের দেশ, এই স্থানেই সে নবুয়াতের মিথ্যা দাবী করিয়াছিল।

মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের জামাতা অর্থাৎ সউদ সালারের পুত্র মোহাম্মদ যেহেতু তথাকার আমীর ছিল, সেইহেতু তাহার বলে বলীয়ান হইয়া আব্দুল ওহাবের পুত্র মোহাম্মদ স্বীয় ভ্রান্ত আকীদা সমূহ ব্যাপক ভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল এবং দ্বীন ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিতে লাগিল। অধিকন্তু নানান প্রকার অপকৌশল পূর্বক দ্বীন ইসলামের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইয়া ক্রমাগতভাবে এক একটি দেশ জয় করিতে লাগিল। আরবের বিভিন্ন দেশ জয় করিবার পর অবশেষে মক্কাধিপতি সৈয়দ শরীফ গালিবের বিরুদ্ধে ১২০৫ হিজরীতে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং ১২০৭ হিজরীতে শ্বশুর জামাতা উভয়েই মৃত্যু মুখে পতিত হইল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে মোহাম্মদ ইবনে

আব্দুল ওহাব নজ্‌দী অর্থাৎ আব্দুল ওহাবের পুত্র মোহাম্মদের কন্যার গর্ভে সউদ সালারের পুত্র মোহাম্মদের ঔরশে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিয়াছিল, তাঁহার নাম আব্দুল আজীজ। পিতা ও মাতামহের মৃত্যুর পর আব্দুল আজীজ বাদশাহ হইলেন এবং পিতা ও মাতামহের সংগ্রামকে সম্পূর্ণ রূপে চালাইয়া গেলেন, এমন কি ১৫ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকিল। অবশেষে মৌলানা শরীফ গালিব এই দীর্ঘ ১৫ বৎসরের যুদ্ধে জর্জরিভূতাবস্থায় আত্মগোপন করিলেন।

আব্দুল আজীজ মক্কা'র মসনদে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার মাতামহ অর্থাৎ আব্দুল ওহাবের পুত্র মোহাম্মদের সেই বাতিল আকীদার ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করিল। মক্কাবাসীগণ তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ বনিতার উপর ব্যাপক অত্যাচার করা হয়, ইহার হস্তে বহু মক্কাবাসী প্রাণ হারাইয়াছেন, যাহা অত্র পুস্তকের অতীত পৃষ্ঠাগুলিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শাহ আব্দুল আজীজ সন ১২২০ হিজরীতে মক্কা এবং ১২২১ হিজরীতে মদীনা জয় করিয়া বহু ইয়াদগার, মসজিদ ও মাযার ধ্বংস করিয়া দিলে, এমন কি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা পাককেও **'বড়বুত'** ঘোষণা করিয়া ভাঙ্গিবার নির্দেশ দিলে। নির্দেশ পাইয়া নজ্‌দী খাব্বিসরা বানরের মত রওযা মোবারকে উঠিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের প্রতি কহরে কিব্বরীয়া অবতীর্ণ হওয়ায়, তাহারা সেই অসৎ উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শাহ আব্দুল আজীজের পুত্র সউদ ১২১৬ হিজরীতে ২০০০ (দুই সহস্র) সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া 'কারবালা'র উপর আক্রমণ করিলে এবং জয়লাভ করিয়া ১২২১ হিজরীতে মদীনা আক্রমন করতঃ জয়ী হইয়া মোবারক বিনে সুফিয়ানকে মদীনার ওয়ালী অর্থাৎ আমীর নিযুক্ত করতঃ মদীনাবাসীদের প্রতি জিজিয়া ধার্য্য করিয়া দিলেন, এমন কি রওযা মোবারকের খাজানা লুণ্ঠন করিয়া ৬০ (ষাট) খানি উট বোঝাই খাজানা শহরে দরইয়ায় লইয়া গেলেন। এইরূপ ভাবে নজ্‌দী শয়তানদের হাতে আরববাসীগণ ১২২৭ হিজরী পর্যন্ত লাঞ্ছিত হইলেন।

১২২৬ হিজরীতে মিশরের গভর্ণর মোহাম্মদ আলী খোদীয়ো তাঁহার পুত্র তুসুনকে মাত্র ২০০০ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক বানাইয়া ওহাবী নিধনে প্রেরণ করিলেন। বীরবর তুসুন সদলবলে ওহাবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া কয়েকটি শহর জয় করতঃ মদীনায় প্রবেশ করিলেন। সুলতান তুসুনের এইরূপ হঠাৎ আক্রমনে ওহাবীরা শহরের মধ্যে ঘেরাও হইয়া গেল এবং হতভম্ব হইয়া একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে আত্মগোপন করিল, সুলতান সেই সুড়ঙ্গে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া ওহাবীদের দগ্ধিভূত করিয়া নিপাত করিলেন। তারপর ১২২৮ হিজরীতে দরইয়াভিমুখে রওয়ানা হইয়া জিন্দাহ পৌছিলেন, তথায় জয়যুক্ত হইয়া মক্কা অভিযান করলেন। সংবাদ পাইয়া রাত্রি মধ্যেই ওহাবীরা পলায়ন করিল। সন ১২৩৩ হিজরীতে মক্কা-মদীনা তথা সমগ্র আরব আবার ইসলামী শাসনাধীন হইয়া গেল।

তৎকালীন মুহক্কিক উলামায়ে কারামগণের ধারনা ছিল যে, জগৎ হইতে ওহাবী ফিৎনার বিষ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় সেই জন্যই 'রদ্দুল মোখতারে'র পাদটিকায় এবং 'দুর্‌রুল মোখ্‌তার' তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৩৭ এ জনাব শেয়খুল মাশায়েখ মোহাম্মদ আমীন ইবনে-আবেদীন সাহেব লিখিয়াছেন যে ঃ—.

"ফির্‌কা ওহাবীয়া আমাদেরই আমলে নজ্‌দ প্রদেশ হইতে প্রার্দুভূত হইল এবং হরমাঈন শরীফাঈনে নিজেদের জীবন যাত্রা সাঙ্গ করিল। ইহারা নিজ গোষ্ঠীর লোক ব্যতীত সবাইকে মুশ্‌রিক ঘোষণা করিত, অধিকন্তু আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও উলামায়ে কারামদিগকে হত্যা করা—পূণ্যের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইহাদের অহংকার চূর্ন করতঃ ইহাদের শহরকে বীরান করাইয়াছিলেন এবং ইসলামী লস্করকে জয়ী করাইলেন।"

এইরূপ ভ্রান্ত ধারনার বশবর্ত্তী হইয়া আহ্‌লে হরমাঈনগণ সুখাসনে দিন কাটাইতে ছিলেন। কিন্তু ইবলীস তাহার ইস্তেকামে সর্বদাই ব্যস্ত, স্বীয় অনুগামীদের সে কমাণ্ডিং করিতেছিল, সুতরাং তাহার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া অবশিষ্ট বিতাড়িত-লাঞ্ছিত ওহাবী নজ্‌দীরা ভয়ংকর রূপ ধারণ করিল। অর্থাৎ সন ১৩৪৩ হিজরীতে বা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ইসলামের চরম শত্রু ইহুদী জাতির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল এবং ব্রিটিশের সহযোগিতায় তায়েফের উপর আক্রমণ করতঃ জয়ী হইয়া মক্কা অভিযান করিল। মাত্র দুই দিনের যুদ্ধে শরীফে মক্কা (মক্কার বাদশাহ) হুসাইন সাহেব পরাজিত হইলেন, আবার নজ্‌দী শাসন চালু হইল। বিশেষ উল্লেখযেগ্যে যে, নজ্‌দীরা মক্কায় প্রবেশ করিয়াই হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল, মাল ও আসবাব লুণ্ঠন করিতে লাগিল, অধিকন্তু স্বতন্ত্র নজ্‌দী কলেমা আবার ঘোষণা করিল। যাঁহারা উহা পাঠ করিতে অস্বীকার করিলেন তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া দিল এবং মক্কায় অবস্থিত যত সমস্ত সাহাবা ও সাহাবিয়াতের মাযার ছিল সমূহ ধ্বংস করিয়া দিল। তারপর ১৯২৫ সালে / ১৩৪৫ হিজরীতে মদীনা দখল করিয়া মদীনায় অবস্থিত সমূহ মাযার, ইয়াদগার, মসজিদ প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া দিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা পাককেও ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিল এবং নজ্‌দী ফৌজ উহা ধংস করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হুযূরের জ্বলন্ত মোয়যেযা দেখিয়া নজ্‌দীরা সেই ইবলিসী কর্ম হইতে বিরত হইল।

আহ্‌লে হরমাঈন শরীফাঈনের উপর নজ্‌দীদের অকথ্য অত্যাচার দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, যাহার কিয়দংশ অত্র পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। আহ্‌লে হরমাঈন শরীফাঈনের উপর আজও নজ্‌দীদের অকথ্য অত্যাচার এবং ইবলিসী, ওহাবী, নজ্‌দী ও সউদী প্রশাসন রহিয়াছে। তথাকার মুসলমান আজ বিড়ম্বিত, তাঁহারা আজ বাকরুদ্ধ, জানি না তাঁহাদের এই দুর্দিনের অবসান কোথায়! পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে স্ব-কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি যে, অতি সত্বর তাঁহাদের এই দুর্দিন যেন সুদিনে পরিণত হয়। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বলা বাহুল্য যে, বিতাড়িত ইবলিস শুধুমাত্র আরববাসীদেরই উপর হইতে স্বীয় ইস্তেকাম পূর্ণ করে নাই বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর হইতে সে তাহার ইস্তেকাম লইতেছে। অর্থাৎ ঃ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্তাস্‌লীম হইতে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমূহ আম্বিয়ায়ে কারামগণের রেসালতের বিরোধীতা করিয়া, অধিকাংশ মানুষকে তৌহীদের অমৃত বাণী হইতে বঞ্চিত করাইয়াছে। অধিকন্তু স্বীয় মায়াবলে তৌহীদ পরস্তগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া কাহাকেও মুশ্‌রিক, আবার কাহাকেও কাফেরে পরিণত করাইয়াছে। অনুরূপ ভাবে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া মতানৈক্যের সৃষ্টি করতঃ কাহাকেও ওহাবী, কাহাকেও ন্যাচারী, কাহাকেও দেওবন্দী কাসেমী, বাহায়ী, আহ্‌লে হাদীস, রাওয়াফেজ, কাদিয়ানী, লা মযহাবী, চাকড়ালোবী, জটাধারী, আগাখানী, নদবী বাবী, গায়ের মোকাল্লেদ, শীয়া, খারেজী, মুতাযালিয়া, জীন্দীকী, ইয়াজিদী, জামায়াত-ই-ইসলামী, তবলীগী, সউদী ইত্যাদিতে পরিণত করিয়া দ্বীন ইসলাম ও ঈমান হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া দিতেছে। অদ্ভুত ইস্তেকাম!

১২২৭ হিজরীর বিতাড়িত কতিপয় নজ্‌দী শয়তান আফগানীস্থানে আগমণ পূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে এবং তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আগমন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে-অবস্থান করে উহাদের সহিত যে সকল পুস্তক আসিয়াছিল তাহার মধ্যে 'কিতাবুত্তৌহীদ' নামক পুস্তকটি অন্যতম। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের ভারতবর্ষ তখনও ছিল অত্যাচারী ইংরেজের শাসনাধীন এবং ভারতীয় মুসলিম জনগণ যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য অবলুপ্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার সংগ্রামে লিপ্ত। সেই সময় চতুর ব্রিটিশ সরকার মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গণ ধরাইবার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞান করিয়া উল্লিখিত পুস্তকগুলি অবলম্বন পূর্ব্বক, কতিপয় ভারতীয় স্বার্থান্বেষী মৌলবীকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া তাহাদের সাহায্যে সেই পুস্তকগুলির ভাষ্য ও অনুকুল প্রতিপোষক রূপে উর্দ্দু ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করতঃ মুদ্রণ করিয়া, উক্ত মৌলবীদের সাহায্যে সেইগুলির ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করাইল। ফলতঃ মুসলিম ঐক্যে দেখা দিল অনৈক্যের সুত্রপাত, দলাদলি ও দ্বন্দ্ব, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল মুসলিম ঐক্য, একে অন্যের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ইহাই ছিল ইবলীসের মনোবাঞ্ছা। আরও উল্লেখ্য যে, চতুর ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতীয় মুসলিম জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার ও ঐ জর-খরীদা গোলাম মৌলবীদের সাহায্যে ওহাবীয়াতের ব্যাপক প্রচার করতঃ ভারতের বুক হইতে ইসলাম ধর্ম্মকে মুছিয়া ফেলিবার অপচেষ্টায় রত, তখন তৎকালীন ভারতবর্ষ তথা সমগ্র মুসলিম জাঁহানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও মুজাদ্দিদে ওয়াক্ত, হুযূর আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বী (রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু) উক্ত জর খরীদা মৌলবীদের সন্দেহাতীত কুফরী আকায়েদের পরিপ্রেক্ষিতে ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন যে, ইহারা ঘোর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধর্মদ্রোহী, লা-মযহাবী ও কাফের। ইহাদের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করা— প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বী উক্ত জর-খরীদা মৌলবীদের কুফ্‌রী আকায়েদগুলি যথাযাথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ইহারা ঘোর ধর্মদ্রোহী, লা মযহাবী ও কাফের। মুফ্‌তী আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের উক্ত ফাৎওয়ার সমর্থনে তৎকালীন জগৎ বিখ্যাত ও বিশ্ববরেণ্য আলেমগণ নিজ নিজ মতামতসহ দ্বীন ইসলামের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক, ইংরেজের ঐ সমস্ত জর-খরীদা ওহাবী মৌলবীদিগকে কাফেরের ফাৎওয়া প্রদান করিয়া স্ব স্ব মোহর ও স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত জগৎ বিখ্যাত আলেমগণের সংখ্যা হইতেছে নিম্নরূপ। যথা ঃ—

উলামায়ে হরমাঈন শরীফাঈনগণের সংখ্যা হইতেছে		২৬
,,	বাগদাদ ,, ,, ,,	১
,,	দামিস্ক ,, ,, ,,	১
,,	শেখুল জামেয়ুল আজহর মিশর (কুসতুনতুনী)	১
,,	জামে আজহর, মিশর	২
,,	কুসতুনতুনীয়া	২

উল্লিখিত উলামায়ে কারামগণের মতামতসহ ফাৎওয়াগুলি যথাযথভাবে মুদ্রিত হইয়া যে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মহান গ্রন্থের নাম 'হুসামুল হারমাঈন' অধিকন্তু ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আজীমুল বরকত, মোজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, আলা হযরত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বী কদ্দসাসিরহু রাদীয়াল্লাহু আনহুর উক্ত **ফাৎওয়ার সমর্থনে তৎকালীন ভারতবর্ষের ২৬৮ জন বিশ্ববরেণ্য আলেমও নিজ নিজ মতামতসহ নিজ নিজ মোহর ও স্বাক্ষর যুক্ত ফাৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন** এবং উক্ত ফাৎওয়াগুলিও যথাযথ ভাবে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের নাম **'আস্‌সাওয়ারিমুল হিন্দীয়া।"**

ইংরেজদের ঐ জর-খরীদা ওহাবী পন্থী মৌলবীদের মধ্যে—**মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী, মৌলবী আশরফ আলী থানবী, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, মৌলবী কাসেম নানুতবী, মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠবী, মৌলবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং নাম নেহাদ মৌলবী সৈয়দ আহমদ রায়বেরেল্বী, স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী** ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতএব প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, **বর্তমান ভারতের মুসলিম জনগণ মোটামুটি দ্বি-দলে বিভক্ত ; একদল সুন্নী ও অন্যদল ওহাবী।** আলোকোজ্জ্বল সেরাতে মুস্তাকীমের পক্ষাবলম্বী আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বেরেল্বীর অনুগামীগণ হইতেছেন, **প্রকৃত দ্বীন ইসলাম ধর্মাবলম্বী সুন্নী সম্প্রদায় বা হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের**

দলভুক্ত। অন্যটি শয়তান প্রদর্শিত অন্ধকারময় সংকীর্ণ বাঁকা পথাবলম্বী মৌলবী থানবী, গাঙ্গোহী, নানুতবী, আম্বেঠবী, দেহলবী, কাদিয়ানী ইত্যাদির **অনুগামীগণ হইতেছে প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদী ধর্ম্মাবলম্বী ওহাবী সম্প্রদায়**—বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত ও প্রত্যাখ্যাত আজাজীলের দলভুক্ত।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, **আমাদের বাঙ্গালী মুসলিম জনসমাজে উর্দু ও আরবী শিক্ষার অপ্রচলন ও নিম্নমানতার এই শিক্ষাগত দুর্ব্বলতাকে বিতাড়িত ইবলীস তাহার বিশেষ সুযোগ জ্ঞান করিয়া,** তদীয় অনুগামী ওহাবী আলেমদের সাহায্যে আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের দ্বীন, ঈমান ও আকীদার সাবলীল পথকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া, রুহানীয়াতের মহা উৎস হইতে বঞ্চিত করিয়া, আমাদিগকে বিপথগামী করিয়া স্বীয় ইন্তেকাম পূর্ণ করিতে সর্বদাই সচেষ্ট। আমরা যদি এখনও সজাগ না হই, তাহা হইলে ইহার ভাবীফল হইবে অতিশয় বিষময়, অত্যন্ত দুঃখদায়ক ও সর্বনাশী।

আদি পুরুষ হযরত আদম আলা নবীয়েনা সালাতু ওয়াত্তাস্‌লীমকে 'সাজ্‌দা-তাজীমী' না করিয়া হযরত আদমের শানে অবমাননা করতঃ যেরূপভাবে সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নির্দেশ অমান্য করিয়া আজাজীল চিরতরে ইবলীস, মরদুদ ও লাপতীর আখ্যা লাভ করিয়াছে। সেইরূপভাবে সে তাহার অনুগামী ওহাবীপন্থী আলেমদের সাহায্যে জনসাধারণকে নবীয়ে আকরম নূরে মোজাস্‌সম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নেক্‌ বান্দাগণের অর্থাৎ আউলিয়াল্লাহ্‌গণের দিক হইতে ফিরাইয়া, নবী ও ওলীগণের শানের অবমাননা করাইয়া, স্বদলভুক্ত করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান যুগে এইরূপ বিশেষ শ্রেণীর কিছু কিছু লোক (ওহাবীপন্থী ইবলীস দলীয় লোক), তাহাদের চিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া সরাসরি হুযূরের শান, জ্ঞান ও গভীরতাকে মাপিয়া দেখাইতে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নামায ও কলেমাকে বাহ্যিক সাইনবোর্ড বানাইয়া, নিজেদের দেহাবরণে ও বাহ্যিক মেকআপে অনভিজ্ঞ মানুষকে মুগ্ধ করিয়া প্রকৃতপক্ষে ওহাবী দলভুক্ত ও ইবলীসের শ্রেণীভুক্ত করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা মানুষকে বাহ্যিক ভাবে নামাযীদের তালিকাভুক্ত করাইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহাদের সেই নামায তাহাদের পরকালের পথ কখনও সুগম করিতে পারিবে না। কেননা শুধুমাত্র আত্মাহীন নামায যদি পরিত্রাণের পথ **হইত, তাহা হইলে আজাজীল কখনও মরদুদ হইত না। কারণ বিশ্বের ইতিহাসে নামাযীগণের তালিকায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে আজাজীল আজও শীর্ষ-স্থানের অধিকারী। কিন্তু তাহার একটি মাত্র নাফরমানী তাহার নামাযের গাঁঠরীকে তাহারই গলদেশে বাঁধাইয়া চিরলাঞ্ছিত, অভিশপ্ত ও মরদুদ করিয়া দিল।** কেননা তাহার অন্তঃকরণ আজমতে আম্বিয়া হইতে শূন্য ছিল এবং আজমতে আম্বিয়াই হইতেছে **"নামাযের রূহ বা আত্মা"।**

বলাবাহুল্য, আমাদের এ বিষয়ে সতর্কতা একান্তই প্রয়োজন যে, আমাদের আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বুজুর্গ, উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হইতেছেন, হুযূর আকায়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দোজাঁহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্ঞান, শক্তি ও শান মোবারকের উচ্চতার ও উজ্জ্বলতার প্রশংসাকারী, সুতরাং তাঁহাদের অনুগামী হওয়া আমাদের নিতান্তই কর্ত্তব্য।

উক্ত ঈমান বিধ্বংসী ও বিভ্রান্তিকারী মৌলবীদের ফাঁদ হইতে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগোষ্ঠী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রক্ষা পাইবেন, কিন্তু ইহাদের এই ইবলীসী মরণফাঁদ হইতে সামান্য ইংরেজী ও বাংলা পড়া, অসংখ্য ও অগনিত জনসাধারণের রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। ইহাদের মরু মরিচীকা তুল্য আবুলাহাবীর জ্বলন্ত অঙ্গার হইতে সাধারণ ব্যক্তির পরিত্রাণের একমাত্র পথ হইতেছে, কাল বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ গলদেশকে হযরত মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাসত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লওয়া। যেমন কোন সুফী বলিয়াছেন ঃ—

"আগর জান্নাতমে জানেকা, তা-মান্না হো তমামীকা
গলে মে ডাল লো পাট্‌টা, মোহাম্মদকে গোলামীকা।"

অধিকন্তু কুরআন মজীদের ফরমানও ইহাই রহিয়াছে যে ঃ—

"কুন্‌তুম খায়্‌রা উম্মাতিন উখ্‌রেজাত্‌লিন্নাসে তায়মুরুনা বিল মায়ারুফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুন্‌কার।"

বুখারী শরীফে উক্ত আয়েত করীমার তফসীর বর্ণিত হইয়াছে যে ঃ—

"মহৎ ব্যক্তিগণ লোকেদের গলদেশকে শিকলে বাঁধিয়া আনেন তাহাদেরই জন্য, যাহাতে তাহারা দাখিল হইয়া যায়— ইসলামে।" অর্থাৎ ঃ—এই স্থানে মহৎ ব্যক্তি বলিতে সাহাবায়ে কারাম, উলামায়ে ইসলাম ও বুজুর্গানে দ্বীন কিংবা আউলিয়াল্লাহ্‌গণকে বোঝাইতেছে। কেননা বর্তমান দওর (যুগ) সাহাবায়ে কারামের দওর (যুগ) নহে, সুতরাং বর্তমান দওর হইতেছে আউলিয়ায়ে কারামের দওর। তাঁহারা যেমন ভাবে কুফ্‌ফার দিগকে তাহাদের কুফ্‌রীয়াত হইতে বহির্ভূত করিয়া খোদায়ে আজীম ও রসূলে করীমের মুমেন বান্দায় পরিণত করিতে পারেন, তেমনই ভাবে অনভিজ্ঞ মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের গলদেশেও তাঁহারা মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাসত্বের পাট্‌টা বাঁধিয়া দিয়া অবশ্য অবশ্যই মর্‌দে মুমেনে পরিণত করিয়া দিতে পারিবেন।

অতএব মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের উচিৎ যে, কাল বিলম্ব না করিয়া আজই কোন মর্‌দে মোজাহেদ কামিল বুজুর্গ ব্যক্তির আশ্রয়ে যাইয়া আত্মসমর্পন করতঃ নিজেকে তাঁহার দস্তে বয়েত করিয়া দেওয়া।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার বারগাহে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন তাঁহার অশেষ অনুগ্রহে আমাদের অনভিজ্ঞ, ভবঘুরে, পথহারা ও বাউণ্ডলে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে জ্ঞানচক্ষু দান করিয়া সরল, প্রশস্ত, সত্য ও শান্তির আলোকোজ্জল সিরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত হইবার ও জনাব মোহাম্মদুর্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাসত্বের পাট্‌টা গলে বাঁধিবার তৌফীক দান করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!

ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আ'লা খায়্‌রি খাল্‌ক্বিহী ওয়া নূরি আ'রশিহী মোহাম্মদীউঁ

ওয়া আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী ওয়া আজ্‌ওয়াজিহী ওয়া জুর্‌রিয়াতিহী আজ্‌মাঈন। বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার্ রাহিমীন।

"সালাম-এ-মুস্তাফা"

মুস্তাফা জানে রহমতপে লাখোঁ সালাম।
শাম্মে বজ্‌মে হেদায়েৎ পে লাখোঁ সালাম।।
শ্বাহরে এয়ারে এরম, তাজদারে হরম।
নাওবাহারে শাফায়াতপে লাখোঁ সালাম।।
ওহ্ হমারে নবী, উনকে হম উম্মতি।
উম্মতি তেরে কিসম্‌তপে লাখোঁ সালাম।।
সবে আসরা দূলহাপে দায়েম দরুদ।
নওশা এ বজমে জান্নাতপে লাখোঁ সালাম।।
ফাতাহ বাবে নবুওয়তপে রওশন দরূদ।
গুলে-বাগে রেসালতপে লাখোঁ সালাম॥
খল্‌ককে দ্বাদ-রস সবকে ফরিয়াদ রস।
কহফ্ রোজে মূসিবতপে লাখোঁ সালাম।।
মুঝসে বেকস্‌কি দওলতপে লাখোঁ দরুদ।
মুঝসে বেবস্‌কি কুওয়তপে লাখোঁ সালাম।।
রব্বি-আলাকি দওলতপে লাখোঁ দরুদ।
হুক্ তা'য়ালাকি মিন্নতপে লাখোঁ সালাম।।
হম গরীবোঁকে আকাপে বেহদ দরুদ।
হম ফকিরোঁকে সরওয়তপে লাখোঁ সালাম॥
জিসকে মাথে শাফায়াতকা সেহরা রহা।
উস্ জবিনে সা-আদত্‌পে লাখোঁ সালাম॥
জিসকে শজদাকো মেহরাবে কাবা ঝুঁকি।
উন ভয়োঁকি লতাফতপে লাখৌ সালাম॥
জিস্ তরফ উঠ গয়ি দম-মে দম আ গয়া।
উস্ নিগাহে ইনায়ৎপে লাখোঁ সালাম॥
জিস্‌সে ত্বারিক দিল জগমগানে লগা।
উস্ চমকওয়ালি রনগতপে লাখোঁ সালাম॥
উনকি প্যারি ফসাহতপে লাখোঁ দরুদ।
উনকি দিলকশ্ বলাগতপে লাখোঁ সালাম॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাত জিস্ শিমত উঠা গনি কর, দিয়া।
মওজ বহরে সমাহত্পে লাখোঁ সালাম॥
জিস সূহানী ঘড়ি চমকা তয়বাকা চাঁদ।
উস্ দিল অফরোজ শা-য়াতপে লাখোঁ সালাম।।
কিতনে বিখরে হুয়ে হ্যাঁয় মদিনেকে ফুল।
কারবলা তেরি কিসমতপে লাখোঁ সালাম।।
নূরকে চশ্মে লহরায়ে দরিয়া বহে।
উঙ্গলিয়োঁকে কারামাতপে লাখোঁ সালাম।।
ভিনি ভিনি মহক্পে মহক্তে দরুদ।
প্যারি প্যারি নফাসাত্পে লাখোঁ সালাম।।
উনকে হর নাম ওয় নিসব্তপে নামি দরুদ।
উনকে হর ওয়াক্ত ওয় হালতপে লাখোঁ সালাম।।
উনকে মওলাকে উনপর করোড়োঁ দরুদ।
উনকে আসহাব ওয় ইজ্জৎপে লাখোঁ সালাম।।
তেরে সবদে স্তোঁকে তুফয়েল আয় খোদা।
বান্দাহ নঙ্গে খিলক্তপে লাখোঁ সালাম।।
মেরে উস্তাদ্-মা-বাপ-ভাই-বহন।
আহ'লে ওয় ইসরত্পে লাখোঁ সালাম।।
এক মেরাহি রহমতপে দাওয়া নহি।
শ্বাহাকি সারি উম্মতপে লাখোঁ সালাম।।
ডালদি ক্বল্বোমে আজমতে মুস্তাফা।
সইয়েদি আ'লা-হযরতপে লাখোঁ সালাম।।
কাশ মহশরমে জব উনকি আম্দহো আওর।
ভেঁজে সব উনকি সওকতপে লাখোঁ সালাম॥
মুঝসে খিদমতকে কূদসী কহেঁ হাঁ রজা।
ওহ রজা আ'লা হযরত বরেলবীপে লাখোঁ সালাম।
মুস্তাফা জানে রহমতপে লাখোঁ সালাম।
শম্মে বজ্মে হেদায়েৎপে লাখোঁ সালাম।।

ইয়া নবী সালাম আলায়কা
ইয়া রাসূল সালাম আলায়কা
ইয়া হাবীব সালাম আলায়কা
সাল্লাওয়া তুলাহ আলায়কা।

৭৮৬/৯২

পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় মোনাজরার ফলাফল

দুমকা জেলাস্থিত দমদমা ধলোদরগা মাঠে মুনাজরার ফলাফল
৩০ হাজার জনতার সমাবেশ

আস্সালামু আলাইকুম,

গত ১৩৮১ সনে গদারপাড়া গ্রামে মহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে দুলান্দি গ্রামের ডাঃ মৌঃ নাসিরুদ্দীন সাহেব ও মেমারীর গোলাম মর্তুজা সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ডাঃ নাসিরুদ্দীন সাহেব মীলাদের মাধ্যমে বক্তৃতার শেষে কেয়াম শুরু করেন, এমতাবস্থায় গোলাম মর্তুজা সাহেব মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে নিজ বক্তব্য শুরু করেন। ওদিকে মাইক বিহীন অবস্থায় ডাঃ সাহেব সত্বর কেয়াম শেষ করেন। ইতিমধ্যে মর্তুজা সাহেব নিজ মাদ্রাসার জন্য কিছু চাঁদা আদায় করেন ও আল্লাহ্ তা'য়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। আরও প্রকাশ, কেয়াম করা বেদায়ত ও নাজায়েজ বলে ফাৎওয়া দেন। বলেন মেমারী টেক্নিকাল মাদ্রাসার জন্য আমার হাতে যে টাকা দিবে, সে যেন নবী করীম (সাঃ) এর হাতে দিল।

হেনকালে মৌলানা নাসিরুদ্দীন সাহেব কেয়াম নাজায়েজ সম্বন্ধে বহাস করার জন্য আবেদন করেন এবং প্রত্যুত্তরে মর্তুজা সাহেব বলেন যে, মুনাজরা করতে আসিনি তবে বহাস করলে দিন ধার্য্য করা হউক। নাসিরুদ্দীন সাহেব পুনঃ পুনঃ বহাসের জন্য বলেন, আমি অদ্যই কেয়ামের ফায়সলা করা উচিৎ মনে করি, কোন মতেই মর্তুজা সাহেব বহাসে রাজি হলেন না। এমন সময় মাষ্টার জসিমুদ্দীন সাহেব অনুরোধ সহকারে উভয়কে ষ্টেজ থেকে নামিয়া নিয়ে চলে যান।

সাঁওতাল পরগণার মহেশপুর থানার সমগ্র এলাকায় একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়, এ আলোড়ন চরমে পৌছে। একদিন মকদমপুরের জলসাতেও মুর্তজা সাহেব শত শত জনতার সম্মুখে প্রকাশ করেন মীলাদে কেয়াম হারাম, গঞ্জল আরশ দোওয়া নয় মন্ত্র, মীলাদে দরুদ পাঠ নিষেধ ইত্যাদি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দিন ধার্য্য করা হইল। আগামী বাংলা ২১। ১২। ৮২ সাল, এই সভায় মুনাজরার জন্য উভয় পক্ষে মৌলানা নিযুক্ত করিলেন।

১ম পক্ষ ঃ—আহ্লে সুন্নাতুল জামায়াত পক্ষে—

(১) মৌলানা উসমান গণী সাহেব—লালগোলা
(২) মৌলানা জহুরুল আলম সাহেব—জঙ্গিপুর
(৩) মৌলানা নাসিরুদ্দীন সাহেব—দুলান্দি

২য় পক্ষ ঃ—গোলাবী ওহাবী দেওবন্দী পক্ষে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) গোলাম মর্তুজা সাহেব—মেমারী
(২) আঃ কাদের সাহেব—মেদিনীপুর
(৩) মৌলানা শামসুদ্দীন সাহেব—মগরাহাট, ২৪ পরগণা।
ইহা ছাড়া আরও বহু আলেম উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় সভাপতি মৌলানা মুসা সাহেব, রোদিপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক এবং সহঃ সভাপতি আবদুল্লাহিল কাফী, প্রধান শিক্ষক চাতরা হাইস্কুল (বীরভূম) ছিলেন। এই সভায় চূড়ান্ত বিচারের ভার অর্পণ করা হইল মুসা সাহেবের উপর। সভায় ধারাবাহিক বিবরণ লিখার ভার দেওয়া হইল ডাঃ নাসিরুদ্দীন সাহেবকে।

২য় পক্ষের প্রশ্ন ঃ—(১) কেয়াম নাজায়েজ (২) মীলাদে দরুদ পাঠ হারাম। (৩) দোওয়া গঞ্জল আরশ মন্ত্র।

উত্তর ঃ—১ম পক্ষের জহুরুল আলম সাহেব পবিত্র কুরান মাজীদের আয়াত **(ইয়াযকুরূনাল্লাহা ক্বিয়ামাউ ওয়া ক্বুউদাউঁ ওয়া আলা জুনূবিহিম)** দ্বারা কেয়াম জায়েজ প্রমাণ করিলেন। ঐরূপে প্রতি প্রশ্নের জবাব দিলেন ও হাদীস কুরান খুলিয়া দেখাইয়া দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। দেওবন্দীদের বদ আকীদার বর্ণনা দেন নবী করীম (সাঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসায় উর্দু পড়েছেন (বারাহীনে কাতেয়া)।

২য় পক্ষের-আঃ কাদের সাহেব জহুরুল আলমের আংশিক উক্তির প্রতিবাদ জানান **বারাহীনে কাতেয়ার ইহা উল্লেখ নাই, মিথ্যা কথা। জহুরুল আলম কেতাব খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন, মানিতে বাধ্য হলেন।**

গোলাম মর্তুজা সাহেব যাহা বলেছিলেন, তাহার কোন দলিল দেখাতে পারেননি এবং অস্বীকার করিলেন, হাজিরান মজলিশে যাহা উক্ত জলসার ৩০ হাজার জনতার **সমাবেশে প্রকাশ করিলেন—আমি ওকথা বলি নাই অর্থাৎ কেয়াম করা ও দরুদ পাঠ করা হারাম বলেন নি।** এমন সময় কাফী সাহেব বলে উঠলেন, যে লোক অস্বীকার করে তার প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত।

২য় পক্ষের-মৌঃ আঃ কাদের সাহেব মিশ্‌কাত হতে উদ্বৃত করে বলেন, **সাহাবাগণ যখন নবী করীম (সাঃ)-কে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না, কেননা তাঁরা জানতেন হুজুর (সাঃ) উহা পছন্দ করেন না।** কাজেই মীলাদে কেয়াম নাজায়েজ বেদয়াত।

উসমান গণী সাহেব বলেন যে, এ হাদীসে হুজুর (মানঃ) দাঁড়াতে নিষেধ করেন **নি। সাহাবাগণ নিজ ইচ্ছায় দাঁড়াতেন।** কারণ আজ যদি আমাদের সামনে প্রধান মন্ত্রী আসেন, তবে এই জনতার প্রতিটি লোক তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াবে, তখন মন্ত্রী মহাশয় বলবেন না যে, সকলেই দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি একা বসে থাকি। উনি প্রত্যেককে বসিয়ে নিজ আসন গ্রহণ করিবেন। নবী সাহাবাদেরকে ঐভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বলতেন। সেহেতু সাহাবাগণ সর্দ্দারের সম্মানার্থে দাঁড়াতে হুকুম করেছেন **"কুমূ এলা সাইয়্যেদেকুম'** তোমাদের সর্দ্দারের জন্য দাঁড়াও। এখানে **'এলা' মানে দিকে নয়, 'এলা' মানে স্থানে**

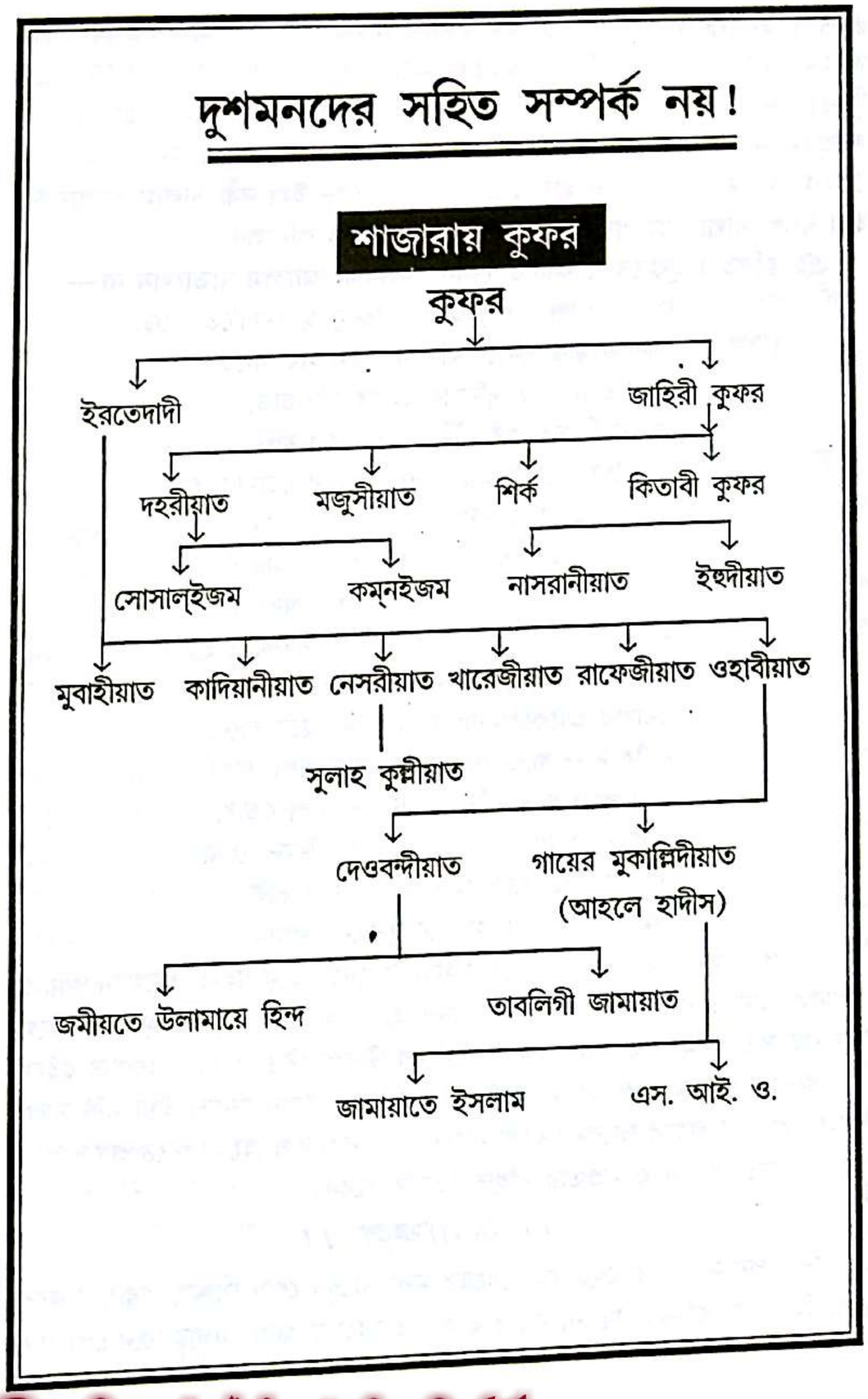

pdf By Syed Mostafa Sakib

(মিশকাত)। সারে জাহানের সর্দ্দারের সম্মানার্থে আমরা কেন দাঁড়াবো না। উসমান গণী সাহেব উক্তি করেন যে, মর্তুজা সাহেব হজ্জ করে এসেছেন, মক্কা-মদীনায় কেয়াম আছে কিনা? মক্কা-মদীনাবাসী সরাসরি নবী করীম এর রওজা শরীফে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম করেছেন ও জিয়ারত করেছেন। ক্ষমতা থাকে তো হাদীস দেখিয়ে দিন যে, মীলাদে কেয়াম করা নাজায়েজ। ৩০ হাজার জনতা উচ্চৈস্বরে—**ইয়া নবী সালাম আলায়্কা, ইয়া রসূল সালাম আলায়্কা,** বলে দরুদ শরীফ পাঠ করিলেন।

এই কবিতার মুকাবেলা করতে কোন দেওবন্দী আলেম দাঁড়ালেন না—

করছো বেদা'ত পড়ছো বেদা'ত ঘুরছ বেদা'তে চ'ড়ে,
বেদা'ত ছাড়া চলবে যদি পা তুলে লও ঘাড়ে।
বেদা'ত ছাড়া এ দুনিয়ায় চলতে যদি চাও,
ঘর বাড়ী সব ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাও।
বনে গিয়ে বে'দাতের হাওয়া লাগবে তোমার গায়,
বে'দাত ছাড়া এ দুনিয়ায় চলা বড়ই দায়।
মীলাদ কেয়াম তুলবো বলে যতই কোমর বাঁধ,
ঘরে ঘরে ঘুরে তোমরা যতই খুশী কাঁদ।
মীলাদ কেয়াম দরুদ সালাম উঠবে নাকো ভাই,
ফেরেস্তা আর খোদ খোদায় নবীর দরুদ গায়।
খোদার জাকেরিনেরা যেদিন ফানা হয়ে যাবে,
নবীর দরুদ গাওয়ার তরে আল্লাহ্ বাকী রবে।
প্রাণ খুলে গাও নবী গুণগান দিবানিশি ভোর,
যারা করে মানা, বেদ্বীনকানা তারা ঈমান চোর।
ঐ চোরেরই আদেশমত চলবে যারা ভাই,
ঈমান আ'মল ধ্বংস হবে কুরানে ফরমায়।

২৮ পারা সুরা মোজাদেলা হইতে কেয়াম জায়েজ ও মুস্তাহাব, আলোচ্য আয়াতে প্রধানতঃ হযরত রসূলে করীমের মজলিসের প্রতি লক্ষ করা হইলেও মুসলমানদিগের যাবতীয় সভা সমিতি ও সামাজিক সম্মেলনের উপরই উক্ত আদেশ প্রযোজ্য হইবে।

পুনরায় কেয়াম শুরু করেন কাফী সাহেব, ৩০ হাজার জনতা ইয়া নবী সালাম আলায়্কা, পাঠ করতে থাকেন। কাফী সাহেব উসমান গনী সাহেবের পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে থাকেন ও নম্রতার সহিত কেয়াম করেন।

।। ফলাফল ।।

রোদিপুর মাদ্রাসার হেড মোদাররেস মুসা সাহেব শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, 'মিলাদমে কেয়াম কার্না মুস্তাহাব আওর জায়েজ হ্যায়। মগার জিন লোগোনে

হুযূর রসূলে করীম কো আপনে মোয়াফিক সমাঝকার মিলাদ্‌মে কেয়াম না করে তো ওহ গোনাহ্‌গার হোগা", তারপর দোওয়া খায়ের করেন।

চকরা শরীফের মাষ্টার ফজর মিঞা বলেন নারায়ে তাক্‌বির, আল্লাহু আক্‌বার, নারায়ে রেসালাত ইয়া রসূলুল্লাহ, আহ্‌লে সুন্নাতুল জামায়াত—জিন্দাবাদ। খোদা হাফেজ!

জালসা কমিটির সেক্রেটারী

মহঃ সেবাসী মণ্ডল

উদ্যোক্তা কমিটির নেতা—মাষ্টার জসিমুদ্দিন

গ্রাম—দমদমা (সাঁওতাল পরগণা)

ইসলামের নামে আর একটি অপসংস্কৃতি

—মৌলানা আবদুল আজিজ বুলবুল (বিশ্বভারতী)

সম্প্রতি বঙ্গাব্দ ১৩৮৩ সনের ৮ই চৈত্র ইং ২২শে মার্চ ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ, অজয় নদীর তটে বাসাপাড়ার আম্র কাননে এক ইসলামী ধর্ম্মসভা আহূত হয়। উহাতে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বাগ্মী আলেমগণ যোগদান করেন, আরও সহস্র সহস্র ধর্মপিপাসু পথসন্ধানীও সমবেত হন উক্ত মহফিলে। হইলে কি হয়? সেই নব সাম্প্রদায়িক জিগীরকারী ও দেশে দেশে মানুষে মানুষে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী—বর্ধমান জেলার শিরোরাই নিবাসী শান্তিবাগওয়ালা মৌঃ আবদুল খালেক হুসাইনী হাজির হয়ে যান উক্ত সভায়। শুধু তাই নয়— তলায় তলায় বর্ধমান বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার দেওবন্দী, ওহাবী, গোলাবী ওয়াহাবী বহু আলেম একত্রিত হয়ে যান উক্ত সভায়। উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, ঈমানদার মুসলমানদের মগজে পশ্চিমী বিদ্যার জোর দাপটে, দেওবন্দী ওয়াহাবীদের বদ্ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আকিদা ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের গোষ্ঠিবাজীর কেল্লা মাত করা। ধর্ম সভা শুরু হবে ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশে। চিরাচরিত রীতিমত হুঙ্কার ছাড়লেন—দেওবন্দী রথীরা, মোনাজারা করব, বাহাস করব— দেখব কার কত বিদ্যার বহর!

মোনাজারায় দেওবন্দী-ওয়াহাবী, গোলাবী-ওয়াহাবী গোষ্ঠির পক্ষে খাড়া হলেন—মৌঃ আবদুল খালেক হুসাইনী শান্তিবাগওয়ালা, বীরভূম ইক্ষুমাড়ার মৌঃ আবদুল দবীর হোসেন, আসানসোলের মৌলভী আবুতালেব, বামশোরের হাফেজ মৌঃ আকবর আলি খান রহমানি, 'মুরাদপুর মাদ্রাসা আরাবীয়া'র মোদাররেস মৌঃ বরকত আলি, রাজুর রায়খার মৌঃ আবুল কাশেম। সভায় আমন্ত্রিত আহ্‌লে সুন্নত আল্ জামায়াতের আলেমগণ বাধ্য হলেন মোনাজারায় অংশ গ্রহণ করতে জনতার একাংশের চাপে। ইসলামী আইনের খ্যাতিমান তর্কবাগীশ হযরত মওলানা মুফতী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন আলী সাহেব (পাঁশকুড়া মেদিনীপুর), ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বাগ্মী মওলানা জহুরুল আলম ভাগলপুরী, সুকণ্ঠী ও তৌহীদে বিশেষজ্ঞ মওলানা আবদুল আজীজ বুলবুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

(বিশ্বভারতী), ইসলাম দর্শনের যুক্তিবাদী আলেম হাফেজ ও মওলানা মোঃ মোস্তাকীম রাজ্‌ভী নিমগ্রামী, মালদহের সেই তরুণ তৌহিদবাদী তর্কবাগীশ মৌলানা মোঃ আলিমুদ্দিন সাহেব এবং নওয়াপাড়ার যুক্তিবাদী আলেম মৌলানা মোঃ লুৎফার রহমান প্রভৃতি।

মৌলভী আবদুল খালেক ও অপরপক্ষে মৌলানা জহুরুল আলমের মধ্যে শুরু হল বিতর্ক। মৌলানা জুহুরুল আলম, দেওবন্দী ওয়াহাবী ও গোলাবী-ওয়াহাবীদের বদ্ আকিদাগুলি বিবৃত করলেন। সভা চঞ্চল হয়ে উঠল—মৌঃ আবদুল খালেক মৌলানা জহুরুল আলমকে চ্যালেঞ্জ করলেন। মৌলানা জহুরুল আলম মৌঃ আবুদল খালেক দেওবন্দীকে তাঁর পীর, দাদা পীর ও চিশ্‌তীয়া নামধারী দেওবন্দী সিলসিলার কেতাব—**বারাহ্বীনে কাতিয়া, তাহজিরুন্নাস, তাক্‌বীয়াতুল ইমান, হিফ্‌জুল ইমান ও ফাতওয়া রশিদিয়া** প্রভৃতি কেতাব খুলে ঐ বদ আকিদা গুলি প্রমাণ করে দিলেন, আর যায় কোথায়? অজ্ঞ সরল জনসাধারণ ক্ষেপে উঠল।

একমাত্র দেওবন্দীদের পেটোয়া সাগরেদ বাদে সকলে **দেওবন্দী আলেমদের সমাজধ্বংসী আকিদাকে কওমের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক** বলে জানতে পেরে দুঃখে, লজ্জায়, ক্ষোভে ফেটে পড়ল। জনতার মুখে শুধু একটি কথা খালেক মৌলভী জবাব দাও, বহু ধোঁকা দিয়েছ.....ঈমানদার মুসলমানদিগকে, আর কেন জবাব দাও? ব্যাপার বেগতিক দেখে সভা বানচাল করার অন্য ফন্দী খুঁজতে লাগল দেওবন্দী আলেম সাহেবানরা। রাত তখন প্রায় চারটা—জনতার গোলযোগের ফাঁকে হঠাৎ বাসাপাড়ার নিরীহ হেডমাষ্টারের মাথায় আঘাত করে দিয়েই, সব দে ছুট। প্রাণের ভয়ে জামা গুটিয়ে খালেক সাহেবের দৌড়, ওদিকে ইক্ষুমাড়া মাদ্রাসার দবীর সাহেব ঘাড়ের রুমাল ফেলেই মার ছুট। তালবিলিমদের বলছে বাপ্‌রে বাপ্! জনতার কি রোষ, পালাতে দেরী হলে হয়ত দাড়িই চেঁছে দিত। তিনি আরও বলছিলেন, আহ্‌লে সুন্নত জামায়াতের মধ্যে এত তর্কবাগীশ আলেম আছে তা ভাবতেই পারি নাই।

শুনলাম এ পর্যন্ত আহ্‌লে সুন্নত জামায়াতের সঙ্গে দেওবন্দী আকিদার আলেমরা যতবার বাহাস করেছে, ততবারই পর্য্যুদস্ত হয়েছে। মিলাদ কেয়াম নাজায়েজ, বুজুর্গ পীর অলিদের ইনকার, মানুষে মানুষে ফ্যাসাদ সৃষ্টি, নবীর তাজিমকে হীন ভাবা—যেগুলি দেওবন্দী আলেমরা অহরহ করে বেড়াচ্ছেন—মিথ্যা, গিল্লা-গীবৎ অপবাদ দ্বারা নিজেদের পরশ্রীকাতরতা ও হিংসার আগুনের ঝাল মেটাতে আদাজল খেয়ে নিরীহ ফকীর দরবেশ আউলিয়াদের উপর বেপরোয়া নির্লজ্জ আক্রমণ চালাচ্ছেন—এই অপ-সংস্কৃতি কি আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূলের পছন্দ। দেওবন্দী ভাইরা জবাব দিবেন কি?

('লহরী' ত্রৈ-মাসিক শীত ও বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৩)

অরবড়া মোনাজরা সভার ফলাফল

সত্যের প্রকাশ্য বিজয় ও মিথ্যার খোলা পরাজয়

দেওবন্দী মোনাজির কর্তৃক দেওবন্দের প্রধান আলেম মৌলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী ও মৌলভী খলিল আহমদ আম্বঠবীর উপর কাফের হওয়ার ফতওয়া প্রদান

আস্‌সালামো আলায়্‌কুম,

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার খর্‌বা থানার অর্ন্তগত অরবড়া, খদিয়ারপুর প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে গত ১২ই ও ১৩ই নভেম্বর (সন ১৯৬৭ সাল) একটি বিরাট মোনাজরার সভা হইয়া গেল। এমন মোনাজরার সভা ইতিপূর্বে মালদহ, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় কখনও হয় নাই। উক্ত সভায় সুন্নীগণের তরফ হইতে জনাব মোনাজিরে আজম মৌলানা আর্‌শাদুল কাদেরী সাহেব মোনাজির ও জনাব্ পীরে তরিকত আলহাজ্জ মৌলানা সৈয়দ মোজতবা আশরাফ ফয়জাবাদী ইউ, পি, সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে দেওবন্দী মোনাজির মৌঃ মোহাম্মদ আখতার ভাগলপুরী ও সভাপতি মৌলভী আহমদ সাহেব নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

উক্ত মোনাজরা সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির চূড়ান্ত ফয়সালা হইয়াছে—

দেওবন্দের প্রধান আলেমদ্বয় মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী ও খলিল আহমদ আম্‌বেঠবীকে তাঁহাদের লিখিত পুস্তক 'আলবারাহ্নেল কাতেয়া', যাহার মধ্যে উভয় মৌলভী ইসলামের মৌলিক বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন—যার জন্য মক্কা, মদিনা ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সুন্নী হানাফি ওলামা সম্প্রদায়, উভয় ব্যক্তিকে কাফের ও জিন্দিক বলেছেন। দেওবন্দী মোনাজিরও তাঁহাদের দুইজনকে কাফের বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। যাহা সুন্নী মোনাজির সাহেবের নিকট রক্ষিত আছে।

দেওবন্দী মুনাজিরের উর্দূ বক্তব্যের তরজমা—

'আল বারাহ্বীনুল ক্বাত্বিয়াহ' কুতুবখানা ইমদাদীয়া দেওবন্দ হইতে মুদ্রিত ১৩৬৫ হিজরীতে যে এবারৎ আছে, (সে সম্বন্ধে) আমি বলিতেছি—"এই কথাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন যে, ইহাই সকলের আক্বীদা যে, আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম নিজেদের কবর সমূহে জীবিত আছেন এবং আ'লেমুল গায়েব ও বেহেশ্‌তে যেখানে চাহেন.....শেষ পর্য্যন্ত। এই এবারতে "আ'লেমুল গায়েব হ্যাঁয়" কুফরী কথা, ইহার সমর্থনকারী কাফের। মোহাম্মদ আখতার ১২ই নভেম্বর ১৯৬৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী মুনাযিরের জওয়াব—

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহার নবীকে ইল্মে গায়েব প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু, তাঁহাকে আ'লেমুল গায়েব বলা জায়েয হইবে না। (সুন্নীগণ হযরত নবীয়ে করীমকে আলেমে গায়েবই মান্য করে—আ'লেমুল গায়েব নহে। আহ্লে সুন্নতের উপর দেওবন্দীদের ইহা মিথ্যা অপবাদ)।

দেওবন্দী মুনাযির্ সুন্নী মুনাযিরের এই উক্তির উত্তর দিতে না পারিয়া এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সুন্নীদের উপর মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী দেওবন্দীদের গুরু মৌলবী আশরফ আলী থানবী সাহেব স্বীয় লিখিত পুস্তকে (হিফ্যুল ঈমানে) হযরত রসূলে করীমের ইল্মকে বালক, পাগল, ভুচর, খেচর, জলচর ও নিকৃষ্ট প্রাণীদের সমতুল্য লিখিয়া তাঁহার অসম্মান করতঃ কাফের হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, সুন্নী মুনাযির দেওবন্দী মুনাযিরকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিলেন। দেওবন্দী মুনাযির নিরুপায় হইয়া চুপি চুপি মানিতে বাধ্য হইলেন যে, দেওবন্দী কলেমা ও দরুদ আলাহিদা এবং সুন্নীদের আলাহিদা। দেওবন্দী তথা ওহাবীদের কলেমা হইতেছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরফ আলী রসূলুল্লাহ ও দরূদ হইতেছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সৈয়েদিনা ওয়া মওলানা আশরফ আলী।

(প্রমাণের জন্য দেখুন—'রিসালা আল ইমদাদ')

দেওবন্দী মুনাযির বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'আল বারাহ্বিনুল ক্বাত্বিয়া' পুস্তকে মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী ও খলীল আহমদ আম্বেঠবী লিখিয়াছেন যে, হযরত রসূলে করীমের ইল্ম্ অপেক্ষা শয়তানের ইল্ম্ অধিক, ইহা 'নস' (ক্বুরআন-হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি হযরত রসূলে করীমের ইল্মকে শয়তানের ইল্মের অপেক্ষা অধিক বা সমতুল্য জ্ঞান করে সে মুশ্রিক; কারণ সে ক্বুরআন-হাদীসের অমান্যকারী। এই এবারৎ লিখিয়া উক্ত দেওবন্দী মৌলবী-দ্বয় কাফের ও মুরতাদ্দ হইয়াছেন।

উক্ত দেওবন্দী মুনাযির এ কথা স্বীকার করিয়া ও লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। বার বার অনুরোধ সত্বেও তিনি নানা টাল-বাহানা করিয়া পরিবেশ তিক্ত-বিষাক্ত করিয়া দিলেন। দেওবন্দী মুনাযিরের এই ব্যবহারে সুন্নী জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও কঠিন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া বাধ্য হইয়াই মুনাযারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (ইহা ১৩।১১।৬৭ তারিখের ঘটনা)।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ক্বাসিম সাহেব নানৌতবী নিজ পুস্তক 'তাহযীরুন্নাসে' লিখিয়াছেন যে, 'আ'মালে' উম্মতী কখনও নবীর সমান হয়— কখনও

বাড়িয়া যায়। (এ কথাও দেওবন্দী মুনাযির স্বীকার করেন)।

দুই দিনের মুনাযারায় দেওবন্দী ধর্মাবলম্বীদের আক্বায়েদে কুফ্রীয়া এবং হযরত রসূলের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা দিবালোকের ন্যায়ই স্পষ্ট হইয়া প্রমাণিত হইল। তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহার ও একই কথা বার বার বলার জন্য জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চোখেই দেখিয়াছেন। ইহা মুনাযারা চলাকালীন দেখা গিয়াছে। দেওবন্দীদের আক্বায়েদে কুফ্রীয়া ও রসূল-শত্রুতা প্রকাশ হইয়া যাইবার পর মুসলমান জনগণ দেওবন্দী মাদ্রাসায় সন্তানদিগকে পড়াইতে ও ঐ সকল মাদ্রাসায় সাহায্য দান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

নিম্নোক্ত সুন্নী হানাফী আলেমগণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন—

১। জনাব মোনাজিরে আজম-হযরত মৌলানা আর্শাদুল কাদেরী সাহেব, এডিটর 'জামেনুর'—ক্যাল্কাটা।

২। জনাব হযরত ওস্তাদুল ওলামা মুফতী মৌলানা আব্দুল মান্নান সাহেব—আজমী।

৩। জনাব হাকীম হাফিজ কারী মৌলানা আতাউর রহমান সাহেব—মজফ্ফরপুরী।

ইহা ছাড়া দেশস্থ বহু সুন্নী ওলামাগণ উক্ত সভায় হাজির ছিলেন।

নোট ঃ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ খরবা থানার পুলিশ ষ্টাফ উক্ত সভায় শান্তি রক্ষার্থে যে চেষ্টা করেছেন তাহা প্রশংসনীয়।

সভাপতি সুন্নী হানাফী—

আলহাজ্জ মৌঃ সৈয়দ মোজতবা আশরাফ সাহেব, ফয়জাবাদী।

জলসার স্পীকার—

খাদেমুল কওম সৈয়দ আব্দুর রজ্জাক, অরবড়া।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুস্তকখানি সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার কতিপয় প্রখ্যাত পীরানে ত্বরীক্বত, ওলামায়ে হাক্কানী ও সুফীয়ায়ে কারামগণের

।। অভিমত ।।

৭৮৬।৯২

হযরত শাহ্ জালালী পীর ক্বিবলার সাহেবজাদা মওলানা শাহ্ সুফী শেখ নুরুল মুঈন চিশতী সাহেব ঃ

বিশ্ব পালক- আল্লাহ্ কর্ত্তৃক সৃজিত সর্ব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হ'ল মানুষ, আজ সেই মানুষই আল্লাহ্ প্রদত্ত পবিত্র ক্বুরআন ও রসূল প্রদর্শিত আলোকোজ্জ্বল সেরাতে মুস্তাকিম হ'তে বহু দুরে অপসারিত হয়ে পড়েছে। তার কারণ বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল দেখা দিয়েছে বিশেষ করে—ওহাবী ফির্ক্বা মানুষের কাছে ক্বুর আন সুন্নাহ্ মনগড়া ব্যাখ্যা করে চলেছে। এই সমস্ত দল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে "এটা বেদাৎ, ওটা নাজায়েয" এই করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষকে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। তাই আজ আমাদের প্রধান কাজ হ'ল এই সংকটময় মুহূর্ত্তে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বপ্রকার কুমতলবকে নস্যাৎ করে সুপথগামী আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পথকে প্রশস্ত করা। "অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিৎনা" নামক পুস্তক প্রণেতা জনাব সূফী শেখ মোহাম্মদ রীবউল ইসলাম ক্বাদেরী সাহেব তাঁর পুস্তকের মাধ্যমে, সাধারণ মানুষকে সত্যিকারের হেদায়াতের পথ প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন দেখে সুখী হ'লাম। দোয়া করি লেখকের এই ধরনের প্রয়াস যেন কায়েম থাকে ও প্রচেষ্টা যেন ফলবতী হয়। পুস্তকখানির বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য খোদার দরবারে কামনা করি।

স্বাঃ—**শেখ নূরুল মুঈন চিশ্‌তী**
খানকাহে চিশ্‌তীয়া, পীরডাঙ্গা, কানখুলী শরীফ।

তাং-২৫।৮।১৯৮৩

হযরত মওলানা শাহ্ সুফী আবুনসর মোহাম্মদ ফযলুর রহমান ক্বাদেরী সাহেব,
সাজ্জাদানশীন—
—খানকাহে আলীয়া, ক্বাদেরীয়া, তাহেরীয়া।

শ্রদ্ধাভাজন পরম শেখ মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম সাল্লামাহু প্রণীত পুস্তক "অভিশপ্ত মযহব ও ওহাবী ফিৎনা" পাঠ করিলাম। পুস্তকটি তাঁহার উচ্চ পারদর্শিতা এবং হুযূর পুরনূর শাফীয়ে মহশর হযরত আহমদে মুজতবা মোহাম্মদে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত প্রকৃত আক্বীদত ও মহব্বতের অমূল্য নিদর্শন। মাটীকে

সোনায় পরিণত করার ব্যাপারে মখদূম ও মুকর্‌রম পীরে ত্বরীক্বত হযরত মওলানা সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ মোহসিন আলী আল হোসায়নী আল ক্বাদেরী ক্বিবলা খলীফায়ে হুযূর মুজাহিদে মিল্লাত রাদীয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কৃপা দৃষ্টির বড় হাত রহিয়াছে। প্রাচ্যের মহান দার্শনিক কবি ডাঃ আল্লামা মোহাম্মদ ইক্বাল বলেনঃ—

"মর্দ মোমিনের দৃষ্টি ভাগ্যলিপি বদলাইয়া দেয়।"

পুস্তকের সম্পাদনা ও নিজ খরচে ছাপাইয়া জনগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া মহান লেখক ইসলাম ও সুন্নীয়তের যে খিদমত করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি অবশ্যই মোবারকবাদের যোগ্য।

পুস্তকটি শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করতঃ সচ্চিন্তা ও সত্য দৃষ্টির পথ সুগম ও সুপ্রশস্ত করিয়াছে। খোদার বারগাহে আন্তরিক প্রার্থনা যে, তিনি নিজ মহবুব ও নৈকট্য লাভকারী প্রিয়গণের তোফায়লে ও ওয়াসীলায় লেখকের শ্রম সার্থক করুন এবং লেখাকে হৃদয়গ্রাহী করুন, যাহাতে বাতেল ফির্ক্বাসমূহের, রসূল ও আহ্লে সুন্নত দুশমনী, বদ-আক্বায়েদ ও কপট ধর্মমতের মুখোশ উন্মোচন করিয়া মযহবে আহ্লে সুন্নতকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন করিতে সক্ষম হয়। আমীন, বিজাহি সৈয়েদুল আ'লামীন ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াত্তাস্‌লীম।

পটাশপুর, মেদিনীপুর। স্বাঃ-**আবুনসর মোহাম্মদ ফযলুর রহমান ক্বাদেরী**

তাং ১১।৯।১৯৮৩

প্রখ্যাত মোজাহেদ হযরত মওলানা খাজা মোহাম্মদ সাহেব-

মোহতরম জনাব শেখ মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম ক্বাদেরী সাহেব প্রণীত 'অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিৎনা' পুস্তকখানী অধ্যয়ন করিয়া আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছি। পুস্তকখানির নামকরণও যে সার্থক হইয়াছে সে বিষয় আমার কোনও সন্দেহ নাই। কারণ মহান নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মযহাবকে শয়তানের শিং (দল) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আর স্বয়ং আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'য়ালার অভিসম্পাত যে শয়তানের ওপর রহিয়াছে—সেই দল অভিশপ্ত মযহব হইবে না, তবে কাহারা হইবে? পুস্তকখানি এতই তত্ত্ব ও তথ্যবহুল হইয়াছে যে, বঙ্গ ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট এই গুমরাহ দল বা ইহার ধারক বাহক এজেন্টগুলি যথা জামায়াতে ইসলামী, দেওবন্দী, তবলীগ জামায়াত ইত্যাদি বদ-ফির্ক্বাগুলির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইবে বলিয়া আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস, এই পুস্তকের মুজাহিদ প্রণেতা তাঁহার লেখনীর মাধ্যমে বদ-মযহবগুলিকে যেভাবে চিহ্নিত করিয়া হক পথের সন্ধান দিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সকল কর্ণধারগণ তথা মহান পীরগণ যদি বদ-মযহবগুলিকে চিহ্নিত করিয়া হক পথের সন্ধান দিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সকল কর্ণধারগণ তথা মহান

pdf By Syed Mostafa Sakib

পীরগণ যদি বদ-মযহবগুলিকে চিহ্নিত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সমাজে দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করিয়া আসিতেন। তাহা হইলে খুব সম্ভব বাংলার সহস্র সহস্র সহজ সরল মুসলমান উল্লিখিত বদ-মযহব-গুলির ছত্রছায়ায় যাইয়া বিপথগামী হইতেন না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা, উক্ত ঈমান-ধ্বংসকারী বদ মযহবগুলিতে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা সকলেই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কোননা কোন পীরের মুরিদ বা অনুসারী ইতিপূর্বে ছিলেন। প্রণেতা মুসলমান সমাজকে ঈমান ও আকিদার প্রশ্নে সচেতন করিয়া যে মহান দায়িত্ব পালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে আমার অন্তরের মোবারকবাদ জানাই। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'য়ালা তাঁহার মোমিন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন হইবে যাঁহারা মানুষকে সৎকর্মের জন্য আহ্বান করিবে এবং অসৎকর্ম হইতে বিরত থাকিতে বলিবে এবং তাঁহারাই সৌভাগ্যশালী হইবে।"—(আল কুরআন)

আমি মনে করি জনাব মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম সাহেব পবিত্র কুরআনের ঐ ঘোষিত বিশেষ দলভুক্ত হইয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। ইনশা আল্লাহতা'য়ালা। করুণাময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালা তাঁহার হাবীব পাকের সদকায় সমাজের সকলকে ওহাবী ফিৎনার বিষময় ফল হইতে হেফাজত করিয়া খাতেমা বিল খায়ের নসীব করুন। আমীন। খোদা হাফিজ।।

তাং—২২।৯।১৯৮৩ স্বাঃ—খাজা মোহাম্মদ
পীরনগর, দঃ রসূলপুর, হুগলী।

কলিকাতা মাদ্রাসার অ্যাংলো পার্সীয়ান বিভাগের শিক্ষক মওলানা মোহাম্মদ ফরহাদ সাহেবের অভিমত ঃ

"অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিৎনা" নামক পুস্তকটির মধ্যে ওহাবী ফিৎনা ও নজ্‌দীদের আরবে অত্যাচার, বিভিন্ন কেতাব এবং তৎকালীন পত্রিকা হইতে গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন সহকারে সঙ্কলিত করিয়াছেন। সুন্নতুল জামায়াত যাহাতে ওহাবী ফিৎনা হইতে নিজেদের আকায়েদ বাঁচাইয়া চলিতে পারেন তজ্জন্য গ্রন্থকার আকায়েদের দিকেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, মুসলিম সমাজ অত্র পুস্তক পাঠে উপকৃত হইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

তাং-৯।৯।১৯৮৩ স্বাঃ—মোহাম্মদ ফরহাদ
সহকারী শিক্ষক, এ,পি বিভাগ কলিকাতা মাদ্রাসা।

জনপ্রিয় বক্তা কাজী মোহাম্মদ জনাব আলী সাহেব বলেন—

জনাব শেখ মোহাম্মদ রবীউল ইসলাম ক্বাদেরী সাহেব প্রণীত "অভিশপ্ত মযহব" পড়িলাম। এই ধরণের আরও বই পড়িয়াছি। যেহেতু গ্রন্থকার একজন মুক্তমনা, ভাবুক

ও ভক্ত। সেইহেতু সকলের উপরে তাঁহার লেখাকেই পাইলাম। বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীমকে একান্ত আপনার বলিয়া অনুভব করার পুস্তকটি সঠিক পথ নির্দেশক। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের প্রকৃত আক্বায়েদ ইহাতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইসলামের সম্বিত জাগরুক রাখার জন্য কেবল বাংলার নয়, ভারতের নয় তথা সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্য এই গ্রন্থখানি একটি মহামূল্য সম্পদরূপে গণ্য হইবে ইহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পুস্তকটি যে কেবল সুন্নতুল জামায়াতের জনগণকে ওহাবীয়ৎ, নজ্‌দীয়ৎ ও অন্যান্য বদ-মযহববীদের ধোঁকা হইতে হেফাযত করিবে তাঁহাই নহে, বরং ভালভাবে প্রচারিত হইলে বহু বদ-আক্বীদার লোকেরাও মুক্ত হইয়া রক্ষা পাইতে পারে। গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, বদ-আক্বীদা ওহাবী-দেওবন্দীদের গুপ্ত রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়া তাহাদের কদর্য্যরূপ জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে। যাহাতে তাহারা ওহাবীয়াৎ হইতে হুশিয়ার থাকে। এই তথ্য সম্ভার সংগ্রহের মধ্যে লেখকের বাহাদুরীই বিকাশ লাভ করিয়াছে। মানব সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকিলে কণ্টকাকীর্ণ এই পথে লোকে যাইত না, আর ইহাও সত্য যে, কাঁটার খোঁচা না খাইলে গোলাপের সৌন্দর্য্য এবং সুরভীও লাভ করা যায় না। আমি এই মানব হিতৈষী মোজাহেদ লেখকের আন্তরিক শুভ কামনা করিয়া ও তাঁহাকে মোবারক বাদ জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিলাম।

সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী ও বারিক ওয়া সাল্লিম।

স্বাঃ—কাজী মোহাম্মদ জনাব আলী
তাং-২২।৮। ১৯৮৩ গুয়াবেড়্যা, টাবাখালী, মেদিনীপুর।

মেদিনীপুরের জনপ্রিয় 'মেদিনী-কণ্ঠ' সংবাদ পত্রের সম্পাদক মাননীয় এস, তফজ্জল হোসেন সাহেব

ইসলাম জগতে দ্বীনী-তা'লীমের প্রসার কল্পে, আধ্যাত্মিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে, কুরআন ও সুন্নতের নির্ভেজাল সত্যের প্রতি হেতু, আবে হায়াতের একনিষ্ঠ পরিবেশকরূপে এগিয়ে এলেন ওহাবী দেওবন্দী কাসেমী আলেমবৃন্দ। দলবদ্ধ হ'য়ে গঠন করলেন তবলীগী জামায়াত। কিন্তু তারা যে ধর্মের নামে বজ্জাতি করে, ধোঁকা বাজীর তুরুপে ও বাহ্যিক মেকআপের প্রলেপে নিরীহ, সরল ও ধর্মভীরু মুসলিমদের সম্মোহিত করে—প্রতারণার বড়শীর কাঁটায় শিকার করে গযব ও গুমরাহীর পথে ধাবিত করে চলেছেন তারই দাঁতভাঙ্গা জওয়াব "অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিৎনা" নামক পুস্তকটি। লেখক জনাব মোহাম্মদ রবীউল হসলাম ক্বাদেরী। কুরআন ও হযরত রসূলে করীমের সিরাতে মুসতাক্বীম থেকে সাধারণ মুসলিমগণকে সরিয়ে রেখে ঈমান ধ্বংস করার এক সুনিশ্চিত পরিকল্পনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের এক বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এই পুস্তকটি। লেখক পুস্তকটিতে প্রমাণ করেছেন ওরা পথভ্রষ্ট ইসলাম, কুরআন ও তৌহিদ বিধ্বংসী

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেঈমান ও মরদূদ। পুস্তকটি প্রতিটি মুসলিমের পাঠ করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি ও বহুল প্রচার কামনা করি। কবির ভাষায় ওদের বলতে ইচ্ছে করে ঃ—

"সত্যের তরে এই সংগ্রামে অক্ষম যদি হও,
ভণ্ডামী ছাড়ো, নাম ফেলে দাও, বলো—মুসলিম নও।
এই সাম্যের, এই শান্তির ওয়াদা আবার দানো—
নূতন করিয়া মুসলিম হও, আবার ঈমান আনো।"

এস. তফজ্জল হোসেন
সম্পাদক, 'মেদিনী-কণ্ঠ'
পোঃ পাঁশকুড়া, জেলা-মেদিনীপুর।

৯।১০।১৯৮৩

পুস্তক প্রণয়নে যে সকল উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে

পুস্তকের নাম	লেখক
সাচ্চী তারীখ ওহাবীয়াকী	মৌলানা আব্দুল ওয়াহিদ রামপুরী।
এ'লানে হক	সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ মুহসিন আলী আল হুসাইনী, মেদিনীপুর।
খুনকে আঁসু	আল্লামা মুশ্‌তাক আহমদ নেজামী। এলাহাবাদ।
জায়াল হক	মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী।
বিশ্বনবী	কবি গোলাম মুস্তফা সাহেব।
জলজলা	রইসুলকলম আল্লামা আরশাদুল কাদেরী। জামশেদপুর।
কে ঈমানদার?	মুফতী আবু তাহের মোহাম্মদ ওলী উল্লাহ আল কাদেরী। মেদিনীপুর।
তবলীগী জামায়াত ক্যা হ্যায়	মৌলানা মযহরে রব্বানী সাহেব।
তবলীগী জামায়াত	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী।
সাওয়ানেহে আলা হযরত	মৌলানা বদরুদ্দীন আহমদ রজবী।
রেসালা 'আলা হযরত'	বরেলী শরীফ।
'আল মীযান' এর 'আলা হযরত নম্বর'	বোম্বাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib